অকারাদি বর্ণক্রমে দশম কল্পের দ্বিতীয় ভাগের সূচীপত্র

Registerd NO 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

দশম কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
বৈশাখ ব্রাহ্মসম্বৎ ৫১

৪৪১ সংখ্যা

শক ১৮০২

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

মেদিনীপুরে গোপগিরিতে বসন্ত-কালে ব্রহ্মোপাসনা।

আমরা পুনরায় এই স্থানে সম্মিলিত হইয়াছি। আমরা কি জন্য এখানে সকলে একত্র হইয়াছি। সেই সর্ব্বসুখ-দাতা বিশ্বাধিপ পরমেশ্বরের চরণে প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা-পুষ্প উপহার দিব বলিয়া সকলে এখানে সমাগত হইয়াছি। নগরের কোলাহল পরিত্যাগ করিয়া, এই নির্জ্জন সুরম্য স্থানে সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গলমূর্ত্তি দেখিয়া, সেই পবিত্র স্বরূপের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া জীবন সার্থক করিতেছি। এখানে স্বভাবের প্রকৃত সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে ঈশ্বরের রচনা সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। হে বিশ্বজীবন! এই জনশূন্য নিভৃত স্থান তোমার মহিমায় পূর্ণ রহিয়াছে। এখানে আসিলে সর্ব্বপ্রকারে কেবল তোমাকেই স্মরণ হয়। যে দিকে নেত্রপাত করি সেই দিকে কেবল তোমারি সৌন্দর্য্য-জ্যোতি দেখিতে পাই। এই সকল তরু লতা ও বন পুষ্প স্বীয় স্বীয় সৌন্দর্য্য ও সৌরভ দ্বারা মুক্ত কণ্ঠে তোমার গুণ-গাথা কীর্ত্তন করিতেছে এবং তোমার অনুপম প্রেম-সুধা পান করিবার জন্য আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। এই গোপগিরি-সন্নিহিত জলধারা তোমার অমৃতোপম করুণা-ধারার প্রতিরূপ হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই সকল মুগ্ধ বিহঙ্গকুলের আনন্দ-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া তোমার অমৃতানন্দ-ভাব অনুভূত হইতেছে। এই সুশীতল মলয়-সমীরণ প্রতি হিল্লোলে তোমার করুণা-কণা বহন করিতেছে।

হে করুণানিধান বিশ্ববিধান পরমেশ্বর! এই গোপগিরির চতুষ্পার্শ্বস্থিত বৃক্ষ সকল যেমন পল্লবিত ও মুকুলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে সৌরভ বিস্তার করিতেছে, সেই রূপ তোমার প্রসাদে আমাদিগের হৃদয়স্থিত ধর্ম্মভাব সকল বিকসিত হইয়া মনোমধ্যে তোমার অধিষ্ঠান-সৌরভ বিস্তার করুক। এই সম্মুখবাহিনী রজত-রেখা-সদৃশী স্রোতস্বতীর জল যে রূপ নির্ম্মল, হে জগদীশ, তোমার কৃপায় আমাদিগের চিত্ত সেই রূপ নির্ম্মল হউক ও তাহা হইতে পাপ-মলা অন্তর্হিত হউক। এই স্থানের প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড যে রূপ স্বীয় মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে, আমরাও যেন তোমার

কৃপায় সংসারের রোগ শোক জ্বালা যন্ত্রণার মধ্যে সেই রূপ তোমার দিকে উন্নতমস্তক হইয়া থাকিতে সক্ষম হই। বিহঙ্গকুল মিষ্ট স্বরে গান করিয়া যে রূপ মধু বর্ষণ করিতেছে, আমরাও যেন তোমার করুণাতে অন্যের প্রতি সেই রূপ মধুময় বাক্য প্রয়োগ করিতে শিক্ষা করি।

হে দীনবন্ধু দুঃখভঞ্জন! তোমার কৃপাই কেবল পাপীতাপীর সম্বল। তুমি দুর্ব্বলের বল, তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। তুমি করুণাসিন্ধু, তোমার কৃপা-বারি দিয়া আমাদিগকে পাপ তাপ হইতে মুক্ত কর। তোমার প্রসাদে তোমার প্রতি আমাদিগের সবল বিশ্বাস ও ভক্তি উদ্দীপ্ত হউক। তোমার কৃপাতে তোমার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি বর্দ্ধিত হউক। তোমাকে পাইবার জন্য আমরা যেন সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকি। তুমি আমাদের সকলকে সদ্ভাব-সূত্রে বদ্ধ কর। তুমি হৃদয়ের প্রভু হইয়া হৃদয়ে বিরাজ কর। তোমার চরণ-চ্ছায়াতে আমাদিগকে রক্ষা কর। তোমার শুভাশীর্ব্বাদ আমাদের সহায় হউক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সাধন-স্থান।

"সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকাবিবর্জ্জিতে
শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোহনুকূলে নতু চক্ষুপীড়নে
গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ।"

প্রাত, মধ্যাহ্ন এবং সায়ংকাল যেমন ঈশ্বর-উপাসনার প্রশস্ত সময়, তেমনই প্রাকৃতিক-শোভা-সৌন্দর্য্য-পূর্ণ নির্জ্জন ও নিভৃত প্রদেশ সকলও পরব্রহ্মে আত্ম-সমাধান-পক্ষে প্রশস্ত স্থান। নদী-তীরে, সমুদ্র-কূলে, গিরি-চূড়ায়, পর্ব্বত-গুহায়, উপত্যকা-ভূমিতে, অশ্বত্থ-বট-বৃক্ষ-মূলে, কুসুম-কাননে, বিজন গহনে, বিরল স্থানে গমন করিলে সহজেই ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি মহিমা নয়ন-মনকে আকর্ষণ করে; আপনা হইতেই চিত্ত শান্ত সমাহিত হইয়া পড়ে। সেই জন্য সাধন-সমাধান-পক্ষে নিম্নোক্ত স্থান সকল পুণ্য-ক্ষেত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

"পুণ্যক্ষেত্রং নদীতীরং গুহাপর্ব্বতমস্তকং।
তীর্থপ্রদেশাঃ সিন্ধূনাং সঙ্গমঃ পাবনং সরং॥"
"নিকুঞ্জঞ্চ তথারণ্যং শূন্যগেহং তথৈবচ।
পর্ব্বতঞ্চ নদীতীরং তথৈব দীর্ঘিকাতটং।
অশ্বত্থবৃক্ষমূলে চ বটবৃক্ষতলে তথা।"

জন-কোলাহলে, বিষয়-বাণিজ্যের মধ্যে, সাংসারিক উৎপাত উপদ্রবে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠে; মন নানাদিকে ধাবিত হয় সুতরাং তাদৃশ সকল স্থান ধ্যান-ধারণা-পক্ষে অনুকূল নয়। সেই জন্যই সাধকগণ সন্ধ্যাবন্দনা ও উপাসনা-জন্য নিভৃত-স্থান-সকলই নির্ব্বাচন করিয়া লন।

নদী-তীরে উপবেশন করিলে নদীর লহরী-লীলায়, সুস্নিগ্ধ সমীরণে, বিমল-সলিল-দর্পণে ঈশ্বরের জ্ঞান-প্রেম ভাসমান দেখিয়া চিত্ত তাঁহার প্রেমে সহজেই অনুরক্ত হয়। সমুদ্র-কূলে দণ্ডায়মান হইলে ভীষণ সমুদ্র-শরীরে ঈশ্বরের অতুলন বল-বীর্য্য প্রতি-বিম্বিত দেখিয়া মন উদার ও উদাস ভাব ধারণ করে, গিরিচূড়ায় আরোহণ করিলে ঈশ্বরের সুমহান্ ভাব হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া যায়—আপনার লঘুত্ব ও ক্ষুদ্রত্ব অনুভূত হইবামাত্রই আত্মা তাঁহার শরণাগত না হইয়া আর থাকিতে পারে না। পর্ব্বত-গুহায় প্রবেশ করিলে ঈশ্বরের গম্ভীর ভাব সহজেই হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। উপত্যকা-ভূমিতে উপবেশন করিয়া ইতস্ততঃ চক্ষু উন্মীলন করিলে সেই বিশ্ব-শিল্পী মহান্-পুরুষের কীর্ত্তি-কলাপ নয়ন-গোচর হইবামাত্র হৃদয়-মন-আত্মা পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতের ন্যায়

উন্নত ভাব ধারণ করে। কুসুম-কাননে ব্রহ্মসাধনে প্রবৃত্ত হইলে সুরভি-কুসুম-গন্ধে, সুচিত্র পুষ্পদলে ঈশ্বরের জ্ঞান প্রেম-চ্ছটা বিকীরিত দেখিয়া মানব-আত্মা তাঁহার প্রেমে বিগলিত হইয়া যায়। বিজন-গহনে প্রবেশ করিলে তাঁহার শান্ত মঙ্গল-ভাব সহজে উপলব্ধি হইয়া থাকে। সুচ্ছায় বিরল-স্থানে সমাসীন হইলে অল্পায়াসেই সেই সত্য সুন্দর পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায় "একান্তে নির্জ্জনে দেশে সিদ্ধো-ভবতি নিশ্চিতং।" এই জন্যই সাধন-সমাধান-পক্ষে প্রাগুক্ত স্থান সকল অতীব প্রার্থনীয়।

কঙ্কর-পূর্ণ তপ্তবালুকাময় অসমান অশুচি দেশে, উত্তম জল ও উত্তম-শব্দ-বিহীন নিরাশ্রয় স্থানে, বিপক্ষ-অভিমুখে, নির্ব্বাত প্রদেশে উপাসনা জন্য আসীন হইলে শরীর-মন উত্তপ্ত উদ্বিগ্ন এবং উৎ-কণ্ঠিত হইয়া উঠে; সেই জন্য তাদৃশ স্থান-সকল পরিত্যাগ করিয়া যে স্থানে অবস্থিতি করিলে শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন নিমিত্ত শরীর সচ্ছন্দ এবং অন্তঃকরণ প্রশান্ত ভাব ধারণ করে; ঈশ্বরের শান্ত মঙ্গল পবিত্র ভাব হৃদয়ে অতি সহজেই প্রতিভাত হইয়া থাকে এবং পরব্রহ্মে অনায়াসেই আত্মার অভিনিবেশ হয়; সেই সকল স্থানেই উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবে।

বাহ্য বস্তুর সঙ্গে, বাহ্য পবিত্রতার সঙ্গে আমারদের শরীর-মন-আত্মার এমনই নিকটতর সম্বন্ধ যে স্থানের গুণে আমারদের শরীর সুস্থ ও স্ফূর্ত্তি-যুক্ত হয়; দেশ কালের মাহাত্ম্যে আমারদের হৃদয়-মন-আত্মাতে সাত্ত্বিক ভাবের অভ্যুদয় হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ের গুণে যেমন অশিষ্ট অনাবিষ্ট ছাত্রেরও শিক্ষা অধ্যয়নে প্রবৃত্তি জন্মে, তেমনই প্রাকৃতিক পবিত্র পরিশুদ্ধ স্থানের গুণে এবং প্রাতর্মধ্যাহ্ন সায়ংকালের স্বাভাবিক চিত্তপ্রফুল্লকর সৌন্দর্য্য-প্রভাবে অনুরাগশূন্য প্রেম-শূন্য নীরস-হৃদয়েও ঈশ্বর-লাভ-স্পৃহা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে; নিতান্ত চঞ্চল ও একান্ত বিক্ষিপ্ত-চিত্তও দেশ কালের গুণে আপনা হইতেই শান্ত-সংযত-ভাব ধারণ করে। এই জন্য আর্য্য ঋষিগণ উপাসনার নিমিত্ত নিম্নলিখিত মনোহর স্থান-সকল নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন:

"সমে শুচৌ শর্করাবহ্নি-বালুকা-বিবর্জ্জিতে শব্দজলা
শ্রয়াদিভিঃ।
মনোহনুকূলে নতু চক্ষুপীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়ণে
প্রয়োজয়েৎ।"

কঙ্কর-শূন্য, তপ্ত-বালুকা-বর্জ্জিত, সমান ও শুচি দেশে, উত্তম-জল উত্তম শব্দ ও আশ্রয়াদি দ্বারা মনোরম-স্থানে, প্রতিবাদীর অনভিমুখে ও সুন্দর বায়ু সেবিত বিরল স্থানে স্থিতি করিয়া পরব্রহ্মে আত্ম-সমাধান করিবেক।"

পার্ব্বত্য প্রদেশে নদ-নদী-সমুদ্র-সন্নিহিত স্থানে, অরণ্য নিকটবর্ত্তী গ্রাম নগরে, ঈদৃশ স্বাভাবিক পবিত্র পরিশুদ্ধ সাধন-স্থান সকল অনায়াসেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যত্ন চেষ্টা করিলে আমরা লোকালয় মধ্যেও তাদৃশ সাধন-ভূমি উপাসনা-ক্ষেত্র-সকল নির্ম্মাণ করিয়া লইতে পারি। ধনশালী জনগণ, নগর-গ্রাম ও রাজধানীর স্থানে স্থানে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এমন কত শত মঠ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যে তথায় যাইবা মাত্র ধ্যান-ধারণা জন্য হৃদয় মন আত্মা স্বতই সমুৎসুক হইয়া উঠে। পল্লীগ্রামের কোন কোন পর্ণকুটীর-নিবাসী ক্ষুদ্রপ্রাণ গৃহস্থের ভবনে উপনীত হইয়া নিভৃত স্থান-বিশেষে গোময়-প্রলেপিত কঙ্কর-শূন্য বালুকা-বর্জ্জিত সমান ও শুচি-দেশ সন্দর্শন করিলে তথায় সমাসীন হইয়া

কোন্ ঈশ্বর-প্রাণ সাধকের না পূজার্চ্চনা করিতে ইচ্ছা হয়? সেই জন্য ধর্ম্মপরায়ণ আর্য্যজাতি মধ্যে নানা উপায়ে উপাসনার স্থান মণ্ডপাদি প্রস্তুত করিবার রীতি-পদ্ধতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। হিন্দুসমাজ মধ্যে উপাসনা-কালে যে ধূপ ধুনা গুগ্‌গুল কর্পূর প্রভৃতি ব্যবহারের প্রণালী প্রবর্ত্তিত আছে; তৎসমূহ সাধন-সময়ে শরীর মনের পক্ষে যার পর নাই কল্যাণকর। সুগন্ধ আঘ্রাণ দ্বারা যেমন চিত্ত-গ্লানিকর দুর্গন্ধ প্রভৃতি অন্তরিত হয়, তেমনি তদ্দ্বারা মন প্রসন্ন ও প্রফুল্ল হইয়া উঠে এবং ধূপ ধুনা গুগ্‌গুল কর্পূর ধূমে মশক মক্ষিকা প্রভৃতি চিত্ত-বিক্ষেপকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া অক্ষত শরীরে প্রশান্ত হৃদয়ে পরব্রহ্মের সমাধি সাধন হইয়া থাকে।

অতএব আমরা যেমন গৃহ উদ্যানের শোভা-সম্পাদনের যত্ন চেষ্টা করিয়া থাকি তেমনই তাহার সঙ্গে সঙ্গেই যেন উপাসনা-স্থানের উৎকর্ষ সাধনের জন্য সর্ব্বাগ্রে যত্নশীল হই। সাধারণ হিন্দুসমাজ মধ্যে কিছু মণ্ডপ মন্দিরের অপ্রতুল নাই, কিন্তু অধুনাতন কৃতবিদ্য ধনশালী আর্য্য-সন্তানগণ যে সকল সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিতেছেন, তন্মধ্যে অনেক স্থলেই আশ্রম-অলঙ্কার-স্বরূপ উপাসনা-মন্দির প্রভৃতি নির্ম্মিত হইতে দেখা যায় না। এটী আর্য্য-সন্তানের পক্ষে একটী অপরিহার্য্য কলঙ্ক। এটী বিজাতীয় শিক্ষা অনুকরণের একটী বিসময় ফল। সমুদায় মনুষ্য-সমাজ মধ্যে যেমন আর্য্য জাতিই সর্ব্বপ্রথমে ঈশ্বরকে আত্মার অন্তরাত্মা রূপে প্রতীতি করিয়াছিলেন তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আর্য্যসন্তানগণই তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রেই গৃহ-দেবতা রূপে নিত্য নিয়মে পূজার্চ্চনা করিবার জন্য প্রতি-গৃহেই মণ্ডপ মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। এই কল্যাণকর সুনিয়মের অন্যথাচরণ করিয়া গৃহকে শ্মশান-সমান করিয়া ফেলিবে না। যে গৃহে ঈশ্বরের আরাধনার স্থান নাই,—যে পরিবারে তাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত নাই, যে আশ্রমে নিত্যনিয়মে তাঁহার পূজার অনুষ্ঠান নাই, সে গৃহ পরিবার নিরানন্দময়। সে আশ্রম সিংহশার্দ্দূলপূর্ণ অরণ্য হইতেও অতি ভয়ানক ও জঘন্য স্থান। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে আত্মোন্নতি-সংসাধন, সন্তান-সন্ততির ধর্ম্মভাব উদ্দীপন ও লোক-শিক্ষা-সুসম্পাদন এবং আর্য্য-কুল-মর্য্যাদা-সংরক্ষণ জন্য প্রতি-গৃহপরিবার মধ্যে সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্ম-মন্দির ও সাধন-মণ্ডপ সকল প্রতিষ্ঠা করিবে এবং নিত্য নিয়মে ত্রিসন্ধ্যা সেই দেবদেবের আরাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া আপনার, পরিবারের এবং জগতের কল্যাণ সাধন করিবে।

অদ্বৈতবাদ সমালোচন।

৪৪০ সংখ্যক পত্রিকার ২২৭ পৃষ্ঠার পর।

ইতিপূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে সৃষ্টি করিলে ঈশ্বরের শক্তিগত নিরবলম্বত্ব অর্থাৎ নিঃসম্বন্ধত্বের কোন বিপর্য্যয় ঘটে না। তুমি এখন বলিতে পার, "আচ্ছা, মানিলাম যে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট রূপে ঈশ্বরের চিন্তা করিলে, তাঁহার শক্তিগত নিঃসম্বন্ধত্বের কোন হানি হয় না বটে, কিন্তু আমিত তাঁহার অনন্ততা বুঝিতে পারিলাম না; কারণ চিন্তা চিন্তনীয় বিষয়ের সীমা নির্ণয় করে; যদি সম্বন্ধ-বিশিষ্ট রূপে—নিঃসম্বন্ধ ভাবেত চিন্তা হইতেই পারে না—ঈশ্বরের চিন্তা করিলাম তবেত তাঁহার সীমা নির্ণয় করিলাম—তবেত তাঁহার অনন্ততা রহিল না—তবেত তিনি সসীম হইলেন।" আমরা স্বীকার করি যে চিন্তা নিত্য-সম্বন্ধ

বাহিনী, কিন্তু তাই বলিয়া যে চিন্তা অনন্তে প্রবেশ করিতে পারে না, একথা স্বীকার করি না ; বরং আমরা বলি যে চিন্তা এই প্রকৃতি-বিশিষ্টা বলিয়াই আমরা অনন্তের জ্ঞান লাভ করিতে বাধ্য। চিন্তা যদি নিত্য-দ্বিত্ব-বাহিনী না হইত, তবে কখনও আমরা অনন্তের ভাব পাইতে পারিতাম না। একথা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইব। তোমার চক্ষুর সম্মুখে একটী পদার্থ রাখিলাম, তোমার কি এমন শক্তি আছে যে তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী সেই স্থানের অনন্ত বিস্তৃতির ভাব দূরে রাখিয়া তুমি ঐ পদার্থের চিন্তা করিতে পার ? না। চক্ষু মুদিত কর, ঐ পদার্থও যেমন তোমার মনে জাগিবে, সেই অসীম স্থানও তেমনি জাগিবে, ঠিক একই মুহূর্ত্তে জাগিবে। ঐ দেখ তোমার গৃহ-প্রাচীরস্থ ঘটিকা-যন্ত্র টিক্‌টিক্ করিতেছে—কি কহিতেছে ?—"সময় যাইতেছে।" আচ্ছা বল দেখি "সময় যাইতেছে" একথার অর্থ কি ? অবশ্যই বলিবে, "এমন কিছু, যাহার অনাদিত্বে ও অনন্তত্বে আমি বিশ্বাস করিতে বাধ্য"—কেন না, সময়ের আদি অথবা অন্ত আছে, অর্থাৎ এমন সময় ছিল যখন সময় ছিল না ! অথবা এমন সময় হইবে যখন সময় থাকিবে না ! ইহা কি কেহ মনে করিতে পার ?—"তাহার অংশ যাইতেছে।" সুতরাং তুমি ঐ ঘটিকা-যন্ত্রের 'টিক্‌টিক্'শুধু সেই অনন্ত কাল-সাগরের ক্ষুদ্র ঊর্ম্মিমালা রূপেই মনে করিতে পার। এক হইতে অন্য বিযুক্ত করিতে পার না। তাই বলি যে চিন্তা নিত্য-দ্বিত্ব-বাহিনী অথবা সম্বন্ধ-নির্দ্ধারিণী বলিয়া উহা আমাদিগের অনন্তের জ্ঞান-পথের পরিপন্থী নহে, অপর পক্ষে উক্ত রূপ বলিয়াই তৎপথের একমাত্র নেত্রী। যদি বল এই অনন্তের জ্ঞান পরিষ্কার নহে, আমি বলিব সে তোমার ভ্রান্তি। তুমি যাহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার পরিমাণ করিতে পার না, তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান মাত্রকেই যদি অপরিষ্কার বল, তবে অনন্তের জ্ঞান অপরিষ্কার হইতে পারে। যাহার চিন্তা অন্য সমস্ত বিষয়ের চিন্তা হইতে ভিন্ন-প্রকৃতি, যাহা তর্কে ও ভাষায় স্বীয় স্থান রক্ষা করিতে পারে, তাহাই পরিষ্কার চিন্তা ; এবং একথা সত্য হইলে তোমার সম্মুখস্থ কোন বস্তুর চিন্তা হইতেই তোমার অনন্তের চিন্তা অপরিষ্কার নহে। তোমার আর এক কথা আছে।· তুমি বলিতে পার, "অনন্ত সম্বন্ধীয় এ সমস্তকে পরিষ্কার চিন্তা বলিতে পারি, কিন্তু জ্ঞান সংজ্ঞা প্রদান করিতে পারি না।" যদি দৃশ্যমানের মধ্যে একটী হইতে অন্যটীর নিদর্শনকেই শুধু জ্ঞান নাম দেওয়া যায়, অর্থাৎ যদি সেই দৃশ্যমান সমূহ ও তাহাদিগের আধার এতদুভয়ের এক হইতে অন্যের নির্ব্বাচন জ্ঞান না হয়, তবে তোমার কথার মূল্য আছে। কিন্তু চিন্তা করিলে দেখিতে পাইবে যে তোমার জ্ঞান-সংজ্ঞা নিতান্ত অযৌক্তিক। তোমার সংজ্ঞানুসারে তুমি বলিতে পার, "আমি চন্দ্রকে তারাগণ হইতে ভিন্ন পদার্থ বলিয়া জানি, কিন্তু চন্দ্রকে তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে বিভিন্ন বলিয়া জানি না, কেন না সেই স্থানই চন্দ্র ও তারকা এতদুভয়ের আধার।" "আমি আমার স্বর্গগত পিতামহের জীবন আমার নিজের জীবন হইতে বিভিন্ন বলিয়া জানি, কিন্তু সেই অনন্ত কাল-সাগর হইতে বিভিন্ন বলিয়া জানি না, কেন না সেই অনন্ত কাল-সাগরই আমার ও আমার পিতামহের জীবনের সাধারণ আধার।" এতদপেক্ষা অযৌক্তিক আর কি হইতে পারে ? ইহা যে শুধু প্রচলিত ভাষা ও সহজ বুদ্ধিরই শত্রু এমন নহে, ইহা আত্মহত্যা-পাপে কলঙ্কিত, কারণ, দৃশ্যমান-গণের সাধারণ আধার হইতে

তাহাদিগের বিভিন্নতা জ্ঞান আমাদিগের প্রকৃতি-সিদ্ধ বলিয়াই আমরা তাহাদিগের পৃথগ্‌-ভাব বুঝিতে পারি। যদি প্রত্যেক পদার্থের বেষ্টনী স্থান উঠাইয়া লও,তবে কি আর এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থ জানা যাইতে পারে? না; কারণ তবেত তাহারা এক হইল। তাই বলিয়াছি তোমার জ্ঞানের সংজ্ঞা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, কারণ প্রতিপন্ন হইল যে পদার্থ ও সময়াংশের যেমন আমাদিগের জ্ঞান আছে, পদার্থের আধার অনন্ত স্থান, বিভক্ত সময়ের আধার অনন্ত সময়েরও তেমন জ্ঞান আছে। অতএব প্রমাণিত হইল যে আমাদিগের চিন্তার দ্বিত্ব-বাহিত্ব বশতঃ আমরা সান্তে (অন্তবিশিষ্টে) বদ্ধ নহি, অপর পক্ষে শুধু তন্নিবন্ধনই আমরা অনন্তের জ্ঞান লাভে সমর্থ। এতক্ষণ অনন্তস্থান ও অনন্ত সময় সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, কারণরূপী ঈশ্বর সম্বন্ধেও তাহা বলা যাইতে পারে। যেমন একটী পদার্থেরও চতুর্দ্দিকে আমরা স্থানের অনন্ত বিস্তৃতি না দেখিয়া থাকিতে পারি না, যেমন একটী মুহূর্ত্তেরও অগ্র পশ্চাৎ আমরা সময়ের অনন্ততা অনুভব না করিয়া থাকিতে পারি না,তেমনি একটী দৃশ্যমানেরও পশ্চাতে আমরা শক্তি না দেখিয়া থাকিতে পারি না। স্পেন্সর এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন—"দৃশ্যমান কোন কিছু দেখিলেই আমরা তাহাকে কোন শক্তির প্রকাশ (Manifestation of some power) মনে করিতে বাধ্য হই; এবং সেই শক্তির সর্ব্বত্র-বিদ্যমানতায় বিশ্বাস করিতেও আমরা তদ্রূপ বাধ্য। আর সময় ও স্থান যেমন আমরা সসীম ভাবে চিন্তা করিতে পারি না, তদ্রূপ আমরা সেই কারণকে সীমাবদ্ধ ভাবে চিন্তা করিতে পারি না।" তিনি আরও বলেন যে, সর্ব্বশক্তিমৎ অস্তিত্বে (Omnipotent Reality) আমাদিগের যে অবিনশ্বর বিশ্বাস রহিয়াছে, তাহা এই ভিত্তির উপরেই সংস্থিত। এখন দেখা যাইতেছে যে সেই আদিপুরুষ সম্বন্ধীয় স্পেনসরের অজ্ঞতাবাদ আর তৎ সম্বন্ধে এত গুলি নিশ্চিত জ্ঞান—যথা, তিনি অদ্বিতীয়, চিরস্থায়ী, এবং সর্ব্ব ঘটনার কারণ রূপে প্রকাশিত—পরস্পর ঘোর বিরোধী। যাঁহার সম্বন্ধে এতগুলি তত্ত্ব জানিলাম, তিনি অজ্ঞেয় হইলেন কিরূপে? তুমি বলিবে "স্পেন্সর যাহাকে অদ্বিতীয়, চিরস্থায়ী এবং সর্ব্ব ঘটনার কারণ রূপে প্রকাশিত বলিয়াছেন, সে অন্ধশক্তি মাত্র; জীবন্ত, ইচ্ছাময় ঈশ্বর নহে।" আমরা বলি, তোমার কথা সত্য; তবে আমি দেখাইব স্পেন্সর দৃশ্যমানের পশ্চাতে যে অদ্বিতীয় শক্তি স্বীকার করিয়াছেন, তাহা অন্ধ হইতে পারে না, তাহা ইচ্ছাময় ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

বিজ্ঞানে যাহা শক্তি নামে পরিচিত (Force) স্পেন্সর তাহার সহিত আদি কারণের (First Cause) অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। বিজ্ঞান বহুবিধ শক্তির—রাসায়নিক, বৈদ্যুতিক, জৈবনিক (Vital)—উল্লেখ করিয়া থাকে। এক একটি শক্তির তত্ত্বানুসন্ধানই বিজ্ঞানের এক এক শাখার উদ্দেশ্য। কিন্তু বিচার করিলে দৃষ্ট হইবে যে সমস্ত শক্তিই এক; এবং আমরা যে বিভিন্নতা দেখি তাহা শক্তিতে নহে, উহার প্রকাশের রঙ্গভূমিতে। নিউটন এক খণ্ড কাচ দ্বারা সূর্য্যালোকের একত্ব-মতের ভ্রম প্রদর্শন করিলেন; কিন্তু বুন্‌সেন্ সেই বিশ্লেষণী পরীক্ষার অনুসরণেই ঔত্তাপিক, রাসায়নিক এবং আলোকোৎপাদক কিরণমালার মধ্যে অপূর্ব্ব সম্বন্ধ দেখিয়া তাহাদিগকে একত্রে জড়াইলেন। আবার দেখ, আলোক সম্বন্ধে যে আন্দোলন-মত প্রচলিত, শব্দ সম্বন্ধেও

তাহাই প্রযোজ্য। প্রথমতঃ যাহা গ্যাল্‌বিনিস্‌ম্ (Galvanism) নামে একটি বিভিন্ন শক্তি বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহা এখন রাসায়ণিক শক্তি সমূহের মধ্যে অতি প্রধান বলিয়া গণ্য। বিজ্ঞানের যে অংশ ম্যাগ্‌নেটিসম্ (Magnetism) অর্থাৎ চুম্বকলৌহতত্ত্ব বলিয়া পরিচিত, ওয়ার্‌ষ্টেড্ ও ফ্যারেডে বৈদ্যুতিক বিজ্ঞানের সহিত তাহার আশ্চর্য্য সম্বন্ধ প্রমাণিত করিয়াছেন। গ্রোভ্ সাহেব তাঁহার "ভৌতিক শক্তি সমূহের পরস্পর সম্বন্ধ" (Correlation of Physical Forces) নামক গ্রন্থে এবম্বিধ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে "ভৌতিক" বলিতে যে সমস্ত শক্তি বুঝায়, তাহারা প্রকৃত পক্ষে অভিন্ন, শুধু প্রকাশের রঙ্গভূমির তারতম্যে ভিন্ন প্রতীয়মান হয়। ডাক্তার কার্পেণ্টার এই তর্কের স্রোতে আর একটুক্ বেগ প্রদান করিয়া দেখাইয়াছেন যে এই ভৌতিক শক্তির একত্ব-সাগরে জৈবনিক শক্তিও নিমজ্জিত রহিয়াছে; এবং অবশেষে তাঁহার "মানব-শরীর-বিদ্যা" (Human Physiology) গ্রন্থে তিনি মানসিক শক্তি সমূহ পর্য্যন্ত এই একত্ববিধির রাজত্ব ব্যাখ্যা করিয়া চূড়ান্ত করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান যুক্তি এই—আমি আমার হস্ত উঠাইতে ইচ্ছা করিলাম, হস্ত উঠিল; ইহার তাৎপর্য্য কি? ইচ্ছার প্রভাব (Energy of Volition) ধমনী সমূহে সংক্রামিত হইল, ধমনী সমূহ হইতে পুনরায় সে প্রভাব মজ্জা-তন্তুতে (Muscular fibres) প্রবিষ্ট হইল; অবশেষে মজ্জা তন্তুর আক্ষেপে (Contraction) হস্ত উঠিল। ধমনী ও মজ্জার ক্ষয় হইল—প্রতি চেষ্টাতেই শরীরের ক্ষয় হইয়া থাকে—কিন্তু যে শক্তি ইহাদিগের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া ইহাদিগের ক্ষয় সাধন করিল, তাহার অণুমাত্রও নাশ হইল না। তবে ধমনীও মজ্জা তন্তুতে আমরা কার্য্য দেখিলাম কেন? তাহাদিগের মধ্যে ইচ্ছার প্রভাব—মানসিক শক্তি—সংক্রামিত হইল বলিয়া। তবে সে কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন দেখিলাম কেন? ইচ্ছা যদি কার্য্য করিল, ধমনীতে এক প্রকার কার্য্য, মজ্জাতে অন্য প্রকার কার্য্য দৃষ্ট হইল কেন? ইচ্ছাত এক। ইহার একই উত্তর আছে;—কার্য্য বিভিন্ন দৃষ্ট হইল ইচ্ছা প্রকাশের রঙ্গভূমিতে—ধমনী ও মজ্জাতে—প্রকৃতিগত বিভিন্নতা আছে বলিয়া। আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছি যে, সমস্ত বাহ্য শক্তিই একবিধ প্রতীয়মান হইলেও মূলতঃ অভিন্ন। এখন দেখিতেছি আমাদিগের শক্তি ইচ্ছার প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে; সুতরাং আমরা দুইটী শক্তি পাইতেছি—একটী ইচ্ছা, আর একটী, যাহাকে আমরা ভৌতিক শক্তি বলিয়া থাকি। এক্ষণে আমরা প্রতিপন্ন করিব যে ইচ্ছা এবং ভৌতিক শক্তি অভিন্ন, অর্থাৎ আমাদিগের শারীরিক চেষ্টার মূলে যেরূপ ইচ্ছা রহিয়াছে, বাহ্য জগতে আমরা যে শক্তি দেখিতে পাই, তাহার মূলেও সেইরূপ ইচ্ছা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ডাক্তার কার্পেণ্টার বলেন চেষ্টার ভাব (Sense of effort)ই আমাদিগের কারণ জ্ঞানের ভিত্তি। ভূমি হইতে আমি একখানা পিড়ী উত্তোলন করিলাম, সেই উত্তোলন-চেষ্টায় জানিলাম যে পিড়ীর উত্তোলন কার্য্যের কারণ আছে—সে কারণ, আমার চেষ্টা। সে চেষ্টা যে শক্তির প্রকাশ তাহাই অপর সমস্ত শক্তির আদর্শরূপ (Type)। আর এই চেষ্টা যে ইচ্ছার প্রকাশ (Manefestation of Will) তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যাহাকে আমরা শারীরিক শক্তি বলি, তাহা বাস্তবিক ইচ্ছার প্রকাশ। কিন্তু কেবল শারীরিক শক্তি কেন,

বহির্জগতে যে কোন ঘটনা দেখিতে পাই, তাহাই আমরা মনোধর্ম্ম বশতঃ ইচ্ছার প্রকাশ মনে করিতে বাধ্য। এই মানসিক ধর্ম্ম মনুষ্য-সৃষ্টির সমকালজাত। সর্ব্বদেশেই আদিম মনুষ্যেরা—এখন ও যে যে দেশে মনুষ্যের আদিম অবস্থা রহিয়াছে তদ্দেশীয়েরা; কেননা তাহারা খৃষ্টের ঊনবিংশ শতাব্দিতে বাস করিলেও জ্ঞানের সর্ব্বপ্রথম শতাব্দিতেই বাস করিতেছে—ভূধরে, কান্তারে, প্রান্তরে, স্রোতস্বতীতে, সাগরে, পবনে, বৃষ্টিতে, বিদ্যুতে দেবতা (অপদেবতাও হইতে পারে, ইচ্ছা-বিশিষ্ট হইলেই হইবে) কল্পনা করিয়াছে। দেবতা কল্পনা করিয়া অজ্ঞাতসারে কি সত্য প্রচারিত করিয়াছে? প্রচারিত করিয়াছে যে ভৌতিক শক্তির পশ্চাতে ইচ্ছা-দর্শন মনুষ্য-মনের অবশ্যম্ভাবী ধর্ম্ম। স্পেন্সর একথা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, "আমরা যখন কোন বাহ্য শক্তির বিরুদ্ধে স্বকীয় শক্তির ব্যবহার করি, তখন আমরা সেই শক্তি ও আমাদিগের শক্তি এক জাতীয় (Like in kind) মনে না করিয়া থাকিতে পারি না।" একথাটী তাঁহারই এক দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইব—"একখানি চেয়ার উঠাইতে যে শক্তি প্রযুক্ত হয় তাহা, ও যে শক্তির প্রভাবে উক্ত চেয়ার ভূপৃষ্ঠে যুক্ত ছিল, এতদুভয়কে আমরা সমান জ্ঞান করি, কিন্তু চিন্তা করিলে প্রতীতি হইবে যে এই শক্তিদ্বয়কে একজাতীয় মনে না করিয়া আমরা ইহাদিগের সমত্ব জ্ঞান ধারণ করিতে পারি না; কেন না, সমত্ব শুধু একপ্রকৃতিবিশিষ্টের মধ্যেই সম্ভব।" সুতরাং সিদ্ধান্ত হইল, যে শক্তি-প্রভাবে চেয়ার ভূলগ্ন ছিল, তাহা ও আমার শক্তি সমজাতীয়। এইক্ষণ, আমার শক্তি যে ইচ্ছার প্রকাশ তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, অতএব চেয়ারের ভূলগ্নত্বের কারণরূপিণী শক্তিও যে ইচ্ছার প্রকাশ তাহা প্রমাণিত হইল। এরূপে দেখিতে পাই, বাহ্য জগতের সমস্ত শক্তিই ইচ্ছার প্রকাশ। এদিকে সমস্ত শক্তির একত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে, সুতরাং সমস্ত ইচ্ছারও একত্ব নির্ণীত হইল। এতদ্দ্বারা কি প্রমাণিত হইতেছে;—যে, বিশ্বসংসারে যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর হয়, সে সমস্তেরই পশ্চাতে এক শক্তি ভিত্তিরূপে, কারণরূপে রহিয়াছেন। তিনি ইচ্ছাবিশিষ্ট, কারণ শক্তি আর ইচ্ছা অভিন্ন। তিনি বিশ্বের বিধাতা ও নিয়ন্তা, কারণ প্রতি ঘটনাই তাঁহার ইচ্ছা-প্রসূত। এই সিদ্ধান্তগুলি সকলই স্পেন্সরের স্বীয় যুক্তি হইতে প্রসূত। কিন্তু তিনি অজ্ঞতাবাদী, এই সিদ্ধান্ত তিনি মানেন না; সুতরাং দেখা যাউক তিনি এই সিদ্ধান্ত-জাল হইতে কি রূপে মুক্তি পাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

ক্রমশঃ

জাতিত্বের উপাদান ও বাঙ্গালী জাতি।

৪৪০ সংখ্যক পত্রিকার ২৩৫ পৃষ্ঠার পর।

আমরা পূর্ব্বপ্রস্তাবে জাতিত্বের উপাদান বিবৃত করিয়াছি। ঐ সকল উপাদান বাঙ্গালী জাতির কতদূর আছে বর্ত্তমান প্রস্তাবে তাহার পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক।

জাতিত্বের প্রথম উপাদান, দেশ। এ সম্বন্ধে বাঙ্গালী জাতিকে অতিশয় হীন বলিতে হইবেক। এখন বঙ্গদেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা শোচনীয়। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে বঙ্গদেশ যেরূপ স্বাস্থ্যকর ছিল এক্ষণে আর সেরূপ নাই। যে সকল গ্রাম ও নগর কিছু দিন পূর্ব্বে স্বাস্থ্যকর বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল এখন সেই সকল স্থান ম্যালেরিয়া দ্বারা অত্যন্ত দূষিত হইয়া উঠিয়াছে

কত শত ব্যক্তি যাহারা দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলে জন্মস্থানের নানা উপকার সাধন করিতে পারিত তাহারা বর্ত্তমান অস্বাস্থ্যকর জল-বায়ু-দ্বারা রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। যে দেশ স্বাস্থ্যকর নহে সে দেশবাসীদিগের উন্নতিসাধন অসম্ভব হইয়া উঠে, কেন না তাহারা ক্রমাগত রোগ ভোগ করিয়া শারীরিক ও মানসিক বল-বীর্য্য-হীন ও অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়ে। বঙ্গদেশের অবস্থা বৈগুণ্যে এই বঙ্গদেশবাসীরা ক্রমে ঐ রূপ শোচনীয় আবস্থায় উপনীত হইতেছে।

জাতিত্বের দ্বিতীয় উপাদান শারীরিক প্রকৃতি। বঙ্গবাসীদিগের বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থা অতি হীন। বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অস্বাস্থ্যকর অবস্থা, দ্রব্য-সামগ্রীর দুর্মূল্যতা, অপুষ্টিকর দ্রব্য ভক্ষণ, উপজীবিকার জন্য অত্যন্ত উদ্বেগ, মানসিক পরিশ্রমের আতিশয্য এবং অন্যান্য নানা কারণে বঙ্গবাসীরা ক্রমশ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। একেত ভারতবর্ষীয় অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বঙ্গদেশবাসীরা স্বভাবতই দুর্বল, আবার বর্ত্তমান সময়ে ঐ দুর্ব্বলতা-বর্দ্ধক নানা কারণও উপস্থিত হইয়াছে। যে জাতির শরীর দুর্ব্বল, সে জাতি উন্নতি-পথে অগ্রসর হইতে পারে না, কারণ শারীরিক দুর্ব্বলতা হইতেই মানসিক দুর্ব্বলতা জন্মে, উহা মনকে উৎসাহ উদ্যম ও অধ্যবসায়শূন্য করিয়া ফেলে।

জাতিত্বের তৃতীয় উপাদান মানসিক ও নৈতিক গুণ। বঙ্গবাসীদিগের বর্ত্তমান মানসিক ও নৈতিক অবস্থা স্বল্প হীন নহে। যে সকল মানসিক ও নৈতিক গুণ থাকিলে একটি জাতি শ্রেষ্ঠ ও সুসভ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে বাঙ্গালী জাতির তাহা অতি অল্পই আছে। বাঙ্গালী জাতির মধ্যে সাহস, অধ্যবসায়, প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ গুণের অস্তিত্ব নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভীরুতা বাঙ্গালীর প্রধান লক্ষণ। যে সকল কার্য্যে সাহস ও অধ্যবসায় আবশ্যক হয় বাঙ্গালীদিগের পক্ষে তৎসাধনের আশা অতি অল্প। বাঙ্গালীর উৎসাহ তৃণাগ্নির ন্যায় শীঘ্র প্রজ্বলিত হয় আবার শীঘ্রই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। এই রূপ অন্যান্য শ্রেষ্ঠ গুণ যাহা জাতীয় উন্নতি সংসাধনে বিশেষ আবশ্যক, বাঙ্গালী জাতির মধ্যে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না।

জাতিত্বের চতুর্থ উপাদান রাজনৈতিক অবস্থা। বাঙ্গালী জাতির রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত হীন। রাজনৈতিক স্বাধীনতা রাজনৈতিক সুখ-সম্পদের ভিত্তিভূমি, কিন্তু বাঙ্গালী জাতি বিদেশীয় শাসনের অধীন সুতরাং কি প্রকারে বঙ্গদেশের রাজনৈতিক অবস্থা বঙ্গদেশবাসীদিগের আশানুরূপ হইতে পারে! কিন্তু বিদেশীয় কোন শ্রেষ্ঠ সুসভ্য জাতীয় রাজার অধীন হইলেও একটি দেশের রাজনৈতিক অবস্থা যতদূর উন্নত হইতে পারে বঙ্গদেশের রাজনৈতিক অবস্থা ততদূর উন্নত হইতে এখনও বহুদূরে রহিয়াছে। ইংরাজ-শাসনের অধীনে থাকিয়া বঙ্গবাসীদিগের যেরূপ স্বাধীনতা থাকা সম্ভব, রাজকার্য্যসম্পাদনে হস্তার্পণ করিবার যত দূর ক্ষমতা থাকা সম্ভব এবং রাজ্যশাসনে যতদূর অধিকার থাকা সম্ভব তাহা নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে ইংলণ্ডের ভূমি স্পর্শ করিলেই পরাধীনতার শৃঙ্খল একেবারে ছিন্ন হইয়া যায়, সেই ইংলণ্ডবাসীরা আমাদিগের রাজা হইয়াও যে সকল স্বাধীনতার ইচ্ছা তাঁহারা নিজে আমাদিগের হৃদয়ে উদ্রেক করিয়াছেন তাহা চরিতার্থ করিতে দেন না। দুঃখের বিষয় এই যে, যে সকল উচ্চ রাজপদ অর্দ্ধসভ্য মুসল-

মান রাজারা আমাদিগকে প্রদান করিতেন তল্লাভেও আমরা বঞ্চিত। দুঃখের বিষয় এই যে রাজকর আমরা হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক করিয়া প্রদান করি তাহার ব্যয় বিষয়ে আমাদিগের কোন প্রকার মতামত প্রদান করিবার ক্ষমতা নাই।

জাতিত্বের পঞ্চম উপাদান ধর্ম্ম। বাঙ্গালী জাতির বর্ত্তমান ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অবস্থা অতি হীন ও শোচনীয়। বাঙ্গালী জাতি যে কয়েকটি ধর্ম্মসম্প্রদায়ে বিভক্ত প্রায় সেই সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক আপন আপন ধর্ম্মে শিথিল বিশ্বাস হইয়া পড়িতেছেন। পৌরাণিক ধর্ম্মাবলম্বী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে এক্ষণে অকপট বিশ্বাসী ও যথার্থ ভক্তের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে কেবল লৌকিক রক্ষার জন্যই পূজাদি করিয়া থাকেন, কিন্তু অকপট হৃদয়ের ভক্তি বা বিশ্বাস দ্বারা উৎসাহিত হইয়া সেরূপ করেন না। বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে জড়বাদী, সংশয়বাদী, কিম্বা নাস্তিক হইতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের অবস্থাও সন্তোষকর নহে। অর্দ্ধ শতাব্দী হইল ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যে ব্রাহ্মগণ তিনটী সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এই তিনটি দলের মধ্যে দুইটী দল একেবারে হিন্দুনাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে লোকের নিকট একটি বিজাতীয় সৃষ্টি-ছাড়া ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন। ধর্ম্ম বিষয়ে ঐক্য আমাদিগের সকল উন্নতির মূল স্বরূপ। যদি ভারতবর্ষের নিরাকার-উপাসকের দল পৌরাণিক ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ন্যায় আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন তাহা হইলে আমরা দেশের উন্নতির জন্য অনেক প্রত্যাশা করিতে পারি, কিন্তু তাঁহারা যদি আপনাদিগের হিন্দুত্ব অস্বীকার করিয়া স্বজাতি হইতে পরিভ্রষ্ট হন তাহা হইলে ভারতবর্ষের আর কি প্রকারে মঙ্গল সাধন হইতে পারে?

জাতিত্বের ষষ্ঠ উপাদান আচার ব্যবহার। আচার ব্যবহার সম্বন্ধে বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অবস্থা অত্যন্ত হীন। সমাজের অবনতি-সম্পাদক নানাদুর্নীতি-পোষক আচার ব্যবহার বঙ্গদেশে প্রচলিত রহিয়াছে। বাল্য-বিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি যে সকল আচার ব্যবহার বঙ্গদেশে সুপ্রচার রহিয়াছে, তৎসমূহের উন্নতি-প্রতিরোধক ফল সকলেই অবগত আছেন।

জাতিত্বের সপ্তম উপাদান পরিচ্ছদ পরিচ্ছদ বিষয়ে বাঙ্গালী জাতির অবস্থা নিতান্ত অসন্তোষজনক। প্রত্যেক জাতির এক একটি নির্দ্দিষ্ট পরিচ্ছদ আছে, সে পরিচ্ছদ ভিন্ন তাহারা কদাপি অন্য প্রকার পরিচ্ছদ ব্যবহার করে না। কোন একটি বৃহৎ সভা যথায় বহুসংখ্যক বঙ্গবাসীর সমাগম হইয়াছে সেখানে উপস্থিত হইলে বঙ্গবাসীগণ যে কত বিবিধ সজ্জায় সজ্জিত হইতে বিলক্ষণ রূপে শিখিয়াছেন তাহা উপলব্ধি করা যায়। সে সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ কেহ মুসলমানী, কেহ কেহ সাহেবী; দুইজন বা ইহুদী-পরিচ্ছদ-বিশিষ্ট দৃষ্ট হয়েন। যদৃচ্ছাক্রমে এরূপ বিজাতীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিলে বাঙ্গালী জাতির পরিচ্ছদরূপ যে একটি জাতিত্বের চিহ্ন আছে তাহা কিরূপে বলা যাইতে পারে। এই রূপ বিজাতীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বাঙ্গালীরা আপনাদিগের জাতিত্ব রক্ষার হানি করেন এমত নহে, আপনাদিগের শারীরিক স্বাস্থ্যেরও অনিষ্ট করেন। আমরা বলিয়াছি স্বদেশীয় পরিচ্ছদের উৎকর্ষ সাধন করা সভ্য জাতির লক্ষণ, কিন্তু বঙ্গবাসীগণ তাহা না করিয়া স্বদেশীয়

পরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অস্বাস্থ্যকর বিদেশীয় পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিতেছেন। এমন কি অত্যন্ত গ্রীষ্মের সময়েও কোন কোন বাঙ্গালী সাহেবী-পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক গলদ্‌ঘর্ম্ম-কলেবর হইয়া অন্যের হৃদয়ে কৃপার উদ্রেক করেন। ফলত বাঙ্গালী জাতির পরিচ্ছদ সম্বন্ধীয় অবস্থা যে অত্যন্ত হীন তাহা স্পষ্টই বোধগম্য হইতেছে।

জাতিত্বের অষ্টম উপাদান ভাষা। বঙ্গভাষার বর্ত্তমান অবস্থা অনুন্নত ও হীন। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের অধিকাংশ ইংরাজী অনুকরণে পরিপূর্ণ। • জাতীয়-ভাব-সমন্বিত বঙ্গসাহিত্য অদ্যাপি সমুদিত হয় নাই। বঙ্গীয় উপন্যাস ও কবিতা ইংরাজী অনুকরণে পরিপূর্ণ। বঙ্গসাহিত্যে যে কত গূঢ়রূপে বিজাতীয় ভাব সকল প্রবেশ করিয়াছে তাহা বঙ্গীয় উপন্যাস ও কবিতায় ইংরাজী কোর্টসিপ প্রভৃতির বর্ণন দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। বঙ্গীয় গ্রন্থকারেরা যেরূপ অন্ধতার সহিত এই রূপ হীন অনুকরণ করিতেছেন তাহা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে আমরা যাহাকে বঙ্গসাহিত্য বলি তাহা কতকগুলি ইংরাজী ও সংস্কৃতের অনুবাদ ও কতকগুলি ইংরাজী ভাবপূর্ণ উপন্যাস ও কবিতার সমষ্টি। অনুবাদ ও বিজাতীয় ভাবপূর্ণ গ্রন্থ সকল যে সাহিত্যের প্রাণ, সে সাহিত্য যে কতদূর উন্নত ও শ্রেষ্ঠ তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন।

জাতিত্বের নবম উপাদান পুরাবৃত্ত। সমগ্র ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তের ন্যায় বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত তমসাচ্ছন্ন। ইউরোপীয় নানা জাতির পুরাবৃত্ত যেরূপ বিস্তৃতরূপ লিখিত আছে, ভারতবর্ষ কিম্বা বঙ্গদেশের সেরূপ নাই। বাঙ্গালী জাতির পুরাবৃত্ত যতদূর জ্ঞাত হওয়া যায় তাহা অতি হীন। যে জাতির পুরাবৃত্ত গৌরবাস্পদ, সে জাতি অবনত হইলেও তাহার উন্নতি সাধনের যে একটি প্রকৃষ্ট উপায় আছে তাহা আমরা পূর্ব্বপ্রস্তাবে প্রদর্শন করিয়াছি কিন্তু বাঙ্গালী জাতির পুরাবৃত্ত অতি হীন। বাঙ্গালীদিগের পূর্ব্বগৌরব অতি অল্পই আছে। পালবংশীয় রাজাদিগের রাজত্বকালে দেবপাল দেব আসাম হইতে কর্ণাট পর্য্যন্ত স্বীয় রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশীয় রাজকুমার বিজয়সিংহ পিতাকর্ত্তৃক নির্বাসিত হইয়া অনুচর ও সহচর সহ বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করিয়া সিংহল দ্বীপ জয় করিয়াছিলেন। বঙ্গবাসীগণ বঙ্গদেশের বৌদ্ধরাজাদিগের সময়ে সমুদ্রযাত্রা করিতেন; এবং রাজা প্রতাপাদিত্য জাহাঙ্গীর বাদসাহের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের পুরাবৃত্তে বাঙ্গালী জাতির গৌরব-জনক এই কয়েকটি ঘটনা ব্যতীত অন্য কোন ঘটনা পাওয়া যায় না।

আমরা দেখিলাম যে জাতিত্বের সকল উপাদান সম্বন্ধেই বাঙ্গালী জাতির বর্ত্তমান অবস্থা হীন ও শোচনীয়; কোনটির সম্বন্ধেও উন্নত নহে। বাঙ্গালী জাতির এই বর্ত্তমান হীন ও অবনত অবস্থা চিন্তা করিলে নৈরাশ্য আসিয়া আমাদের হৃদয়কে অভিভূত করে. বাঙ্গালী জাতি যে কখন একটি উন্নত ও সুসভ্য জাতি বলিয়া পৃথিবীতে পরিগণিত হইতে পারিবে সে বিষয়ে আমাদিগের মনে মহান সন্দেহ উপস্থিত হয়। কিন্তু আশার ন্যায় উৎসাহকর পদার্থ আর কিছুই নাই, বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া যে সন্দেহ ও নিরাশা আমাদিগের হৃদয় ও মনকে অধিকার করে তাহা দূর করিয়া আশা অবলম্বন পূর্ব্বক আমাদিগকে স্বজাতির উন্নতি সাধনার্থ দৃঢ়সংকল্প ও দৃঢ়-

প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে। একটী প্রবাদ আছে "নিরাশার সহস্র কারণ বিদ্যমান থাকিলেও আশা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।"

জাতিত্বের প্রত্যেক উপাদান সম্বন্ধে আমাদিগের যেরূপ অবনতি হইয়াছে তাহা দূর করণার্থ, এবং জাতিত্বের প্রত্যেক উপাদান সম্বন্ধে আমাদিগকে উন্নত করিতে যে সকল প্রতিবন্ধক আছে তাহা নিরাকরণার্থ কি কি উপায় অবলম্বন করা উচিত এক্ষণে আমরা তাহা প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

প্রথম, দেশ। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশের চতুর্দ্দিকে জ্বর রোগ পরিব্যাপ্ত হইয়া লোকসংখ্যার হ্রাস করিতেছে এবং নগর ও গ্রাম সকল জনশূন্য করিয়া ফেলিতেছে। ইহা ইংলণ্ডে ঘটিলে এত দিনে হুলস্থূল পড়িয়া যাইত; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের তত মনোযোগ দৃষ্ট হয় না। সংবাদপত্রের পুনঃ পুনঃ উত্তেজনায় এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ এক্ষণে কিয়ৎপরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার বিশেষ ফল দৃষ্ট হইতেছে না। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে আমাদিগের পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা করা কর্ত্তব্য। নচেৎ অচিরাৎ দেশ ছারখার হইয়া যাইবে।

দ্বিতীয়, শারীরিক প্রকৃতি। বাঙ্গালী জাতির শারীরিক দুর্ব্বলতা নিরাকরণ জন্য আমাদিগের বিশিষ্ট উপায় সকল অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। পুষ্টিকর আহার বলের একটি প্রধান কারণ। বাঙ্গালীদিগের পুষ্টিকর আহারের মধ্যে দুগ্ধ সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থানে দুগ্ধ অত্যন্ত মহার্ঘ্য হইয়া উঠিয়াছে; মধ্যবিত্ত লোকেরা প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ পান করিতে পান না। ইহার প্রধান কারণ পশুচর স্থানের অভাবে ও বলিষ্ঠ বৃষের সহযোগ অভাবে বঙ্গদেশীয় গো-জাতির ক্রমশঃ শারীরিক অবনতি এবং গো-খাদকদিগের আহার যোগাইবার জন্য গোহত্যা-বৃদ্ধি। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে দুগ্ধ এই রূপ মহার্ঘ্য ছিল না এবং বাঙ্গালীরা এরূপ দুর্ব্বলও ছিল না। এক্ষণে গো-জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য দেশহিতৈষী বঙ্গবাসিগণ তৎপর হউন। প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে ব্যায়াম-স্থান পূর্ব্ববৎ প্রতিষ্ঠিত হউক, বঙ্গবাসী বালক ও যুবকগণ ব্যায়াম-চর্চ্চায় নিযুক্ত হউন, এবং প্রধান প্রধান চিকিৎসকগণ স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম প্রচারিত করিয়া সকলকে স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করিতে প্রোৎসাহিত করুন, ইহা দ্বারা বঙ্গবাসিগণের দুর্ব্বলতা ও রুগ্ন অবস্থা অপনোদিত হইবার অবশ্যই আশা আছে।

তৃতীয়, মানসিক ও নৈতিক গুণ। প্রত্যেক মনুষ্যের প্রতিজ্ঞা ও চেষ্টা ব্যতীত শ্রেষ্ঠ মানসিক ও নৈতিক গুণ প্রাপ্ত হইবার অন্য কোন উপায় নাই। বঙ্গবাসীদিগের সাহস, অধ্যবসায়, কষ্টসহিষ্ণুতা, প্রভৃতি যে সকল শ্রেষ্ঠ গুণ নাই তাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রত্যেক বঙ্গবাসীর প্রতিজ্ঞা ও চেষ্টা চাই। যাহাতে সাহস, অধ্যবসায় ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মানসিক ও নৈতিক গুণ সম্পন্ন হইবার জন্য প্রত্যেক বঙ্গবাসীর ইচ্ছা জন্মে ও যাহাতে প্রত্যেক বঙ্গবাসী সেই সকল গুণ অবলম্বন করে, বঙ্গদেশ-হিতৈষী ব্যক্তিগণ সেই রূপ কার্য্য-করী উপায় সকল অবলম্বন করুন।

চতুর্থ, রাজনৈতিক অবস্থা। ইংরাজশাসনের অধীন হইয়া আমাদিগের দেশের রাজনৈতিক অবস্থার যতদূর উন্নতি সম্ভব তাহা হয় নাই। আমাদিগের দেশশাসনে আমাদিগের কিঞ্চিৎমাত্রও অধিকার নাই,

আমাদিগের দেশশাসন এবং রাজনিয়ম নির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্ত আমাদের পরামর্শ গৃহীত হয় না; আমরা রাজনিয়মে হৃদয় মন খুলিয়া আমাদিগের মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে পারি না। আমাদিগের এইরূপ অবনত রাজনৈতিক অবস্থা দূর করিবার একটি সুন্দর উপায় এক্ষণে অবলম্বিত হইতেছে, ইহা ইংলণ্ডে প্রতিনিধি প্রেরণ। ইহা একটি নিশ্চিত কথা যে ভারতবর্ষের প্রধান রাজপ্রতিনিধির নিকট কোন বিষয় আবেদন কিম্বা প্রার্থনা করিলে প্রায়ই গ্রাহ্য হয় না। ইংলণ্ডের মহাসভায় অনেক সভ্যই ভারতের যথার্থ বন্ধু, তাঁহাদিগের সহানুভূতি ও সাহায্য লাভ করিলে আমাদিগের রাজনৈতিক অভাব দূর করিবার ও সমস্ত ন্যায্য অধিকার প্রাপ্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আমাদিগের এক জন প্রতিনিধি ইংলণ্ডে থাকিয়া আমাদিগের রাজনৈতিক অভাব ও যে যে অধিকার হইতে আমরা অদ্যাপি বঞ্চিত রহিয়াছি তাহা সভ্যগণের দ্বারা মহাসভায় পুনঃ পুনঃ প্রসঙ্গ করিবেন, এবং ঐ সকল অধিকার যাহাতে আমরা প্রাপ্ত হই তদ্বিষয়ে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিবেন। আমাদের এই রূপ একটী প্রতিনিধি লণ্ডনে নিয়ত থাকিলে আমাদিগের রাজনৈতিক অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হইবে। ভারতসভা সম্প্রতি এই রূপ কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু উহার অনুষ্ঠানের জন্য অন্যূন লক্ষ মুদ্রা আবশ্যক। ভারতসভা ঐ অর্থসংগ্রহে পদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আমরা ভরসা করি স্বদেশহিতৈষী বঙ্গবাসীমাত্রই স্বদেশের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য ভারতসভাকে বিশেষ সাহায্য করিবেন।

পঞ্চম, ধর্ম্ম। বঙ্গদেশের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অবনতি অপনোদন করিবার এক মাত্র উপায় সত্যধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার। ব্রাহ্মধর্ম্মই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম, ইহা উন্নত হিন্দু আকারে প্রচার করিতে হইবে। বঙ্গদেশীয়েরা ইহা স্বধর্ম্ম বলিয়া না বুঝিলে ইহাতে কখনই তাহাদের মন আকৃষ্ট হইবে না এবং এদেশ হইতে বদ্ধমূল উপধর্ম্ম কদাচ উন্মূলিত হইবে না।

ষষ্ঠ, আচার ব্যবহার। আমরা বঙ্গসমাজে যে সমস্ত দুর্নীতিবর্দ্ধক ও অনিষ্টকারক আচার ব্যবহারের উল্লেখ করিয়াছি, তৎসমুদায় বিদূরিত করা আবশ্যক। কিন্তু সমাজসংস্কার করিতে হইলে তদ্বিষয়ে হিন্দু ভাব রক্ষা করিতে হইবে। নচেৎ আমরা তদ্বিষয়ে কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। আমরা দেখিতেছি যাঁহারা সংস্কারকার্য্যে চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা তদ্বিষয়ে হিন্দু ভাব রক্ষা করিতেছেন না। আমাদিগের দেশে প্রচলিত সকল প্রকার অনিষ্টকর আচার ব্যবহার, এমন কি জাতিভেদ-প্রথা পর্য্যন্ত হিন্দু ভাবে সংস্কার করা যাইতে পারে। জাতিভেদ রক্ষার তিনটী শৃঙ্খল। প্রথম ভোজ্যান্নতা, দ্বিতীয় বৃত্তি, তৃতীয় বিবাহ। বৃত্তি-শৃঙ্খল কালপ্রভাবে প্রায়ই বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। পৈতৃক ব্যবসায় ভিন্ন অনেকে ইচ্ছাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছে। ভোজ্যান্নতা-শৃঙ্খলও প্রায় বিঘটিত। অনেক স্থলে প্রীতি-ভোজে জাতিভেদ রক্ষিত হয় না। কিন্তু বিবাহ-শৃঙ্খল এখনও অক্ষুণ্ণ। আমরা দেখিতেছি এই বিবাহ-সংস্কারে জাতিভেদ উচ্ছিন্ন করিয়া হিন্দুভাব রক্ষিত হইতে পারে। আমরা এইটি বুঝাইবার জন্য প্রাচীন হিন্দু আচার একবার স্মরণ করাইয়া দেই। পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষে বিবাহে অনুলোম-প্রণালী প্রচলিত ছিল, একজন উচ্চ জাতীয় পুরুষ একটী নীচ জাতীয় স্ত্রী বিবাহ করিত। কিন্তু বিলোম-প্রণালী অর্থাৎ নীচজাতীয় পুরুষের সহিত উচ্চ জাতীয় স্ত্রীর

বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। ইহারও একটু বিশিষ্ট কারণ আছে, আমাদিগের সংহিতাকারেরা আশঙ্কা করিতেন যে যখন সন্তানে পিতার গুণই অধিক পরিমাণে বর্ত্তে, তখন বিলোম-পত্নী-জাত সন্তান অনুলোম-পত্নী-জাত সন্তানের ন্যায় বুদ্ধিমান হইবেক না, যেহেতু উচ্চ জাতীয় ব্যক্তিরা নীচ জাতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান। এক্ষণে এই পুরাকালের অনুলোম-প্রণালী শাস্ত্রীয় বিধান ক্রমে বিবাহে আমরা পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিতে পারি, কিন্তু এই প্রাচীন হিন্দু-প্রথা পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করিতেও একটু সাবধানতা চাই। অনেক সংস্কার-কার্য্য একত্রে জড়াইলে কোনটি সফল না হইবার সম্ভাবনা। আমাদের সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মসংস্কার আবশ্যক, তাহার সহিত সমাজ-সংস্কার জড়াইলে ধর্ম্ম-সংস্কার-কার্য্য যদি বিফল হয় তবে সেই কঠিন সমাজ-সংস্কারে আপাতত প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়। একটা নীচ জাতীয় স্ত্রীকে বিবাহ করিতে কোনও ব্যক্তি বাধ্য হইতে পারে না, কিন্তু সে ঈশ্বরাবমন্তা উপধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে অবশ্যই বাধ্য।

সপ্তম, পরিচ্ছদ। পরিচ্ছদ একটি জাতিত্বের উপাদান এবং বিজাতীয় পরিচ্ছদ পরিধান করা জাতিত্বের অবমাননাকর মনের দুর্ব্বলতা প্রকাশক ও শরীরের স্বাস্থ্যনাশক। বঙ্গবাসীগণ এইটি বুঝিয়া বিজাতীয় পরিচ্ছদে বীতরাগ হউন এবং স্বজাতীয় পরিচ্ছদের উৎকর্ষ সাধন ও একতা সম্পাদন পূর্ব্বক জাতিত্ব রক্ষা করুন।

অষ্টম, ভাষা। বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি কল্পে বিস্তর প্রতিবন্ধক আছে। তন্মধ্যে অনুকরণ একটী প্রধান প্রতিবন্ধক। ইহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ না করিলে প্রতিভাসম্পন্ন গ্রন্থকারের উদয়-সম্ভাবনা অল্প। কারণ হীন অনুকরণে বুদ্ধি ও কল্পনা শক্তি বিশেষরূপ পরিচালিত হয় না, বঙ্গীয় গ্রন্থকারগণ এই দূষিত প্রথা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় মানসিক শক্তি সমূহের পরিচালনা করিতে থাকুন, তাহা হইলে ক্রমে বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডার সারবান গ্রন্থে পূর্ণ হইবে।

নবম, পুরাবৃত্ত। আমরা বলিয়াছি বঙ্গদেশের বিস্তৃত পুরাবৃত্ত নাই, যাহা আছে তাহাও আমাদের অনেকাংশে অজ্ঞাত। এক্ষণে শ্রমস্বীকার ও তত্ত্বানুসন্ধান পূর্ব্বক আমাদিগকে সেই তমসাচ্ছন্ন অতীত কালের বৃত্তান্ত সকল উদ্ধার করিতে হইবে। বঙ্গদেশের অপরিজ্ঞাত পুরাবৃত্তের মধ্যে বাঙ্গালী জাতির গৌরবজনক অনেকানেক ঘটনা প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে। সেই গুলির বিশেষ অনুসন্ধান আবশ্যক। পুরাবৃত্ত ভাবী উন্নতির পক্ষে অনেকটা সাহায্য করে।

আমরা জাতিত্বের প্রত্যেক উপাদান সম্বন্ধে বাঙ্গালী জাতির হীন অবস্থার অপনোদনের জন্য যে সকল উপায় নির্দ্ধারণ করিলাম প্রত্যেকেরই সেই সকল উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক স্বজাতির প্রকৃত উন্নতির পথ পরিষ্কার করা অতীব কর্ত্তব্য। স্বজাতির প্রতি প্রেম একটি পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি এবং সেই প্রেমে উত্তেজিত হইয়া স্বজাতির উন্নতিসাধনে সচেষ্ট ও সযত্ন হওয়া একটি পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-কার্য্য। ঈশ্বরানুগ্রহে প্রত্যেক বঙ্গবাসীর হৃদয়ে এই ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি প্রস্ফুটিত হউক এবং প্রত্যেক বঙ্গবাসী এই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কার্য্য সম্পাদনে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করুন, তাহা হইলে ক্রমে বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অবনতি ও দুর্গতি দূর হইবে এবং বাঙ্গালী জাতি একটি উন্নত ও সুসভ্য জাতি বলিয়া পৃথিবীতে পরিগণিত হইবে।

রামচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

আর্য্যাবর্ত্তে ধনধান্যসম্পন্ন অতি সমৃদ্ধ (১) কোশল নামে এক জনপদ ছিল। ভুবনবিখ্যাত অযোধ্যা নগরী ইহার রাজধানী। মানবেন্দ্র মনু এই পুরী নির্ম্মাণ করেন। এই পুরী দৈর্ঘ্যে ৪৮ ক্রোশ এবং বিস্তারে ১২ ক্রোশ বিস্তীর্ণ। মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু অযোধ্যার আদি রাজা। ইক্ষ্বাকুর রাজ্যকালে এই রাজধানী সুপ্রশস্ত রাজপথ ও বহিঃপথ সমূহে বিভক্ত এবং চতুর্দ্দিকে তোরণ ও কবাট দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। ইহার রাজপথ সকল জলসিক্ত হইত। আপনশ্রেণী ইহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিত। এই রাজধানীতে নানা দেশীয় বণিকেরা বাণিজ্যার্থ আগমন করিত। এই নগরীতে নানাবিধ বিদ্যার সম্যক্‌প্রকারে চর্চ্চা হইত, নানা শাস্ত্রকুশল সত্যবাদী ব্যক্তিগণ এবং ক্ষিপ্রহস্ত সুশিক্ষিত মহারথ বীরগণ এই পুরীকে অলঙ্কৃত করিতেন। মনু সূর্য্যের পুত্র বলিয়া ইক্ষ্বাকুবংশ সূর্য্যবংশ নামে প্রথিত। সূর্য্যবংশীয় রাজগণের রাজধানী অযোধ্যা সরযূ নদীর তীরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইক্ষ্বাকুবংশে মহাবল পরাক্রান্ত পরমধার্ম্মিক রাজা দশরথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দশরথ এক জন স্বাধীন রাজা ছিলেন এবং পৌরজানপদগণ তাঁহার সুশাসনগুণে তৎপ্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছিল। তিনি মিথিলা, কাশী, কেকয়, অঙ্গ, মগধ, পূর্ব্বদেশ, সিন্ধু, সৌবীর, সৌরাষ্ট্র ও দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি (২) জনপদের নৃপগণকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক মহা সমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিতে পারেন নাই। অবশেষে মহারাজের পুত্র চতুষ্টয় ক্রমশঃ জন্ম-

---

(১) কোশল দেশ সরযূ বা ঘর্ঘরা নদীর উত্তর ও দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত। উত্তর ভাগের নাম উত্তর কোশল এবং দক্ষিণ ভাগের নাম দক্ষিণ কোশল। দশরথ ও রামচন্দ্রের রাজধানী উত্তর কোশলে ছিল। রামচন্দ্রের পুত্র লবও উত্তর কোশলে রাজ্য করিয়াছিলেন। বালরামায়ণের ষষ্ঠ অঙ্কে কৌশল্যা দক্ষিণ কোশলরাজপুত্রী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। দাক্ষিণাত্যে মহাকোশল নামে এক জনপদ আছে। উহা বিদর্ভের নামান্তর। অযোধ্যা নগরী বিশাখা, সাকেত, নন্দিনী, কোশল্য প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। ইহা ঘর্ঘরা ও গোমতী নামক নদী দ্বয়ের মধ্যস্থিত।

(২) মিথিলা গঙ্গানদীর উত্তরে গণ্ডকী নদীর পূর্ব্বে স্থিত ত্রিহুত প্রদেশ। ইহার মধ্য দিয়া ছোট গণ্ডকী এবং বাঘমতী নদী প্রবাহিত। জনকপুর মিথিলার রাজধানী। মিথি নামে জনৈক রাজা কর্ত্তৃক স্থাপিত বলিয়া মিথিলা নাম হইয়াছে।

কেকয় শতদ্রু ও বিপাশা নদী দ্বয়ের অন্তরস্থিত প্রদেশ। বাহ্লীক দেশ (Balk) ইহার উত্তর সীমা। কেকয় রাজ্যের রাজধানী গিরিব্রজ বা রাজগৃহ। ইহা মগধান্তর্গত রাজগৃহ নহে। কনিংহাম সাহেব এবিষয়ে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন কেকয় রাজ্যের বর্ত্তমান নাম হিরাট। অঙ্গদেশ গঙ্গা ও সরযুর সঙ্গমস্থল হইতে বঙ্গের সীমা পর্য্যন্ত গঙ্গার দক্ষিণ তীরে স্থিত। ইহা বর্ত্তমান ভাগলপুর ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ।

মগধরাজ্যের বর্ত্তমান নাম বেহার। ইহার উত্তর সীমা গঙ্গানদী, দক্ষিণে সিংভুম, পশ্চিমে বারাণসী এবং পূর্ব্বে হিরণ্য পর্ব্বত বা মুঙ্গের ছিল। পাটলীপুত্র বা কুসুমপুর (পাট্‌না) ইহার রাজধানী ছিল। মগধরাজ্য মধ্যে বুদ্ধগয়া, ইন্দ্রগয়া, কুক্‌টপদ, রাজগৃহ, কুশাগারপুর, নালন্দ, ইন্দ্রশিলাগুহ প্রভৃতি অনেকগুলি বিখ্যাত নগর ছিল। পলাশ মগধের নামান্তর।

সিন্ধু বর্ত্তমান সিন্ধুপ্রদেশের পশ্চিম প্রান্ত॥

সৌবীর সৌরাষ্ট্রের উত্তর ও নিষাদের দক্ষিণ কাম্বে উপসাগরের উপকূলে এবং আবুপর্ব্বতের নিকটে স্থিত। বদরী ইহার অপর নাম। বর্ত্তমান সৌবীর রাজপুতনার দক্ষিণাংশ॥

সৌরাষ্ট্র বর্ত্তমান গুর্জ্জর দেশ। মালবদেশ হইতে মাহীনদী সৌরাষ্ট্রের উত্তর পূর্ব্বদিক দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। বলভী সৌরাষ্ট্রের নামান্তর।

গ্রহণ করিলেন। চৈত্রের নবমী তিথিতে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে রাজমহিষী কৌশল্যা রামচন্দ্রকে প্রসব করিলেন! এই দিন অদ্যাপি রামনবমী বলিয়া বিখ্যাত রহিয়াছে। অনন্তর কৈকেয়ীর গর্ভ হইতে ভরত এবং সুমিত্রার গর্ভ হইতে লক্ষণ ও শত্রুঘ্ন ভূমিষ্ঠ হইলেন। রাজা পুত্রমুখ দর্শন করিয়া পরম সুখ ও সন্তোষ লাভ করিলেন। রামচন্দ্র যথাকালে নানাবিদ্যাবিশারদ হইয়া উঠিলেন। তিনি অশ্বারোহণ, রথচর্য্যা ও ধনুর্ব্বেদ উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। লক্ষণ শৈশবাবধি সতত রামচন্দ্রের প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার বহিশ্চর দ্বিতীয় প্রাণের ন্যায় প্রিয় হইয়া উঠিলেন। শত্রুঘ্নও ভরতের অনুগামী হইলেন। এইরূপে চতুর্দশ বৎসর অতীত হইল। অবশেষে মহাতেজা মহর্ষি বিশ্বামিত্র দশরথের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং নৃপতিদত্ত অর্ঘ গ্রহণানন্তর রাজ্যের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন "ভূপতে আমি সম্প্রতি এক যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছি। ঐ যজ্ঞ সমাপ্ত না হইতেই মারীচাদি রাক্ষসগণ উহার বিবিধ প্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে। এই রাক্ষসদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত আমি মহাবীর রামচন্দ্রকে স্ব-সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতে আসিয়াছি। আপনি ইঁহাকে আমার হস্তে সমর্পণ করুন। আপনি রামচন্দ্রের নিমিত্ত চিন্তিত বা ভীত হইবেন না। দশরথ সাতিশয় ভীত হইয়া রামচন্দ্রকে ঋষির সহিত প্রেরণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র কোন মতে তাহা শুনিলেন না। অবশেষে দশরথ রামচন্দ্রকে বিশ্বামিত্রের সহিত প্রেরণ করিতে আর কিঞ্চিন্মাত্র আশঙ্কা করিলেন না। বিশ্বামিত্র রামচন্দ্র ও লক্ষণকে স্ব-সমভিব্যাহারে লইয়া অযোধ্যা হইতে নির্গত হইলেন। সরযূ নদীর দক্ষিণ তীর দিয়া বহুদূর গমন করিয়া তাঁহারা গঙ্গা সরযূ-সঙ্গমে উপস্থিত হইলেন এবং তত্রত্য অনঙ্গাশ্রম দর্শন পূর্ব্বক গঙ্গাপার হইয়া গঙ্গার দক্ষিণ কূলদিয়া চলিতে লাগিলেন। এই পথে তাঁহারা তাড়কাবনে (৩) উপনীত হইলেন এবং অগস্ত্যের পবিত্র আশ্রম অবলোকন করিলেন। এইস্থলে রামচন্দ্র তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করেন এবং বিশ্বামিত্রের সকাশে অনেকগুলি দিব্যাস্ত্র শিক্ষা করেন। তৎপরে তাঁহারা বিশ্বামিত্রের আশ্রম প্রাপ্ত হইলেন। মহর্ষি দীক্ষিত হইলে যজ্ঞ আরম্ভ হইল এবং রাক্ষসগণ যজ্ঞব্যাঘাত জন্য আসিয়া নভোমার্গে উপস্থিত হইল। তখন রামচন্দ্র আগ্নেয় প্রভৃতি অস্ত্র নিক্ষেপ দ্বারা রাক্ষসগণকে বিনাশ করিলেন। বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের এই অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে অত্যন্ত পুলকিত হইলেন এবং মিথিলা নগর দর্শনার্থ রাম ও লক্ষণকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন। বিশ্বামিত্রের সিদ্ধাশ্রম হইতে উত্তর দিকে গঙ্গাতীরে গমন করত তাঁহারা শোণানদী (৪) প্রাপ্ত হইলেন। মগধদেশ হইতে নিঃসৃত হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে বলিয়া শোণানদীর আর একটি নাম মাগধী। এই শোণানদীর তীরে গিরিব্রজ নগর (৫) সংস্থাপিত। শোণা-

(৩) তাড়কাবন বক্সর নগরের নিকট। বক্সারে বিশ্বামিত্রের আশ্রম ছিল। এই স্থলে তাড়কানালা নামে একটি নালা অদ্যাপি দৃষ্ট হয়।

(৪) শোণানদী মগধরাজ্যের মধ্য দিয়া উত্তর পূর্ব্বমুখে প্রবাহিত হইয়া পাটলী পুত্র নগরের নিকটে গঙ্গার সহিত সঙ্গত হইয়াছে। ইহার বালুকা সুবর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ বলিয়া ইহার আর একনাম হিরণ্যবাহ।

(৫) গিরিব্রজ বা রাজগৃহ মগধের পূর্ব্বতন রাজধানী। পঞ্চগিরি বেষ্টিত বলিয়া গিরিব্রজ নাম এবং রাজধানী বলিয়া রাজগৃহ নাম হইয়াছে। জরাসন্ধ রাজা এখানে রাজত্ব করিতেন।

নদীর তীর দিয়া গমন করিতে করিতে তাঁহারা গঙ্গার উপকূলে উপনীত হইলেন। এবং নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইয়া উত্তর তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। জাহ্নবী-তটে উথিত হইয়া তাঁহারা বিশালানগরী (৬) নেত্রগোচর করিলেন এবং তথায় একরাত্রি যাপন করিয়া পরদিন মিথিলায় সমুপস্থিত হইলেন। তৎকালে মিথিলা সীরধ্বজ নামে জনৈক নৃপতির রাজ্য ছিল। মিথিলা-রাজগণের আদিপুরুষ নিমি নামে এক মহীপাল। নিমির পুত্র মিথি হইতে মিথিলার নাম হইয়াছে। নিমির পৌত্রের নাম জনক। তদবধি মিথিলা-রাজগণ সকলেই জনক নামে অভিহিত হইতেন। মিথিলার আর এক নাম বিদেহ। সীরধ্বজ নৃপতির এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহার নাম কুশধ্বজ। সীরধ্বজ জনকের সীতা ও উর্ম্মিলা এবং কুশধ্বজের মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তি নামে চারি কন্যা ছিল। সীতা বীর্য্যশুল্কা, ইহাঁর বিবাহার্থ জনক এক ধনুর্ভঙ্গপণ করিয়াছিলেন। বহুসংখ্যক নৃপতি এই ধনুর্ভঙ্গ করিয়া সীতাকে বিবাহ করিতে আসিয়াছিলেন. কিন্তু সকলেই বিফল-প্রযত্ন হইয়া ম্লান মুখে প্রতিপ্রয়ান করেন। বিশ্বামিত্র রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে সেই ধনু প্রদর্শন করিতে বলিলেন এবং জনকের আদেশে ধনু রামচন্দ্রের সমীপে আনীত হইল। রামচন্দ্র বহুসংখ্য লোকের সমক্ষে সেই শরাসন অবলীলা ক্রমে হস্তে তুলিয়া লইলেন এবং তাহাতে জ্যা-যোজনা পূর্ব্বক আকর্ষণ ও আস্ফালন করিতে লাগিলেন। প্রচণ্ড কোদণ্ড তদ্দণ্ডেই দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। তখন বিদেহরাজ জনক ধনুর্ভঙ্গ ব্যাপারে বিস্ময়াপন্ন ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া বিশ্বামিত্রের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক দশরথের নিকটে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিতে ও তাঁহাকে মিথিলায় ভরত ও শত্রুঘ্নের সহিত আনিতে অযোধ্যানগরে দূত প্রেরণ করিলেন। যথাসময়ে রাজা দশরথ মিথিলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং উদ্বাহ-বিধি সমারোহ সহকারে সম্পন্ন হইল। রামচন্দ্র সীতার, ভরত মাণ্ডবীর, লক্ষ্মণ উর্ম্মিলার এবং শত্রুঘ্ন শ্রুতকীর্ত্তির ক্রমান্বয়ে পাণিগ্রহণ করিলেন। শাস্ত্রোক্ত প্রণালী মতে বিবাহ সম্পন্ন হইলে, দশরথের তনয়গণ তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক পত্নীদিগের সহিত শিবিরে গমন করিলেন এবং পরদিন প্রভাতে পিতার সহিত অযোধ্যায় প্রতিগমন করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অযোধ্যাভিমুখে গমন করিতেছেন, পথিমধ্যে ক্ষত্রিয়কুলান্তক জটামণ্ডলধারী ভৃগুনন্দন পরশুরাম স্কন্ধদেশে পরশু, করে প্রখর শর ও ভাস্বর শরাশন ধারণ করিয়া রামচন্দ্রের সমীপে আবির্ভূত হইলেন। পরশুরাম রামচন্দ্রকে বলিলেন "রাম! আমি তোমার অদ্ভুত অবদান সমূহ ও ধনুর্ভঙ্গ ব্যাপার সমস্তই শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার এই ভীষণ শরাসনে শরযোজনা করিয়া ইহা আকর্ষণ ও নিজবল প্রদর্শন কর। এই কার্য্যে তোমার বীর্য্য পরীক্ষা হইলে আমি তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।" রামচন্দ্র ভার্গবের এই দৃপ্ত বাক্য শ্রবণে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উহাঁর কর হইতে সশর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক উহাতে গুণযোগ ও বাণযোজনা করিয়া উহাঁর বলদর্প চূর্ণ করিলেন। ভার্গব পরাভূত হইয়া মন্দর পর্ব্বতে (৭)

(৬) বিশালা বা বৈশালী মিথিলার ঠিক দক্ষিণে গঙ্গানদীর উত্তরতীরস্থিত।

(৭) মন্দর পর্ব্বত ভাগীরথীর নিকটে ভাগলপুর হইতে ন্যূনাধিক বিংশতি ক্রোশ দক্ষিণে স্থিত।

প্রস্থান করিলেন এবং রামচন্দ্র জয়োল্লাসে সকলের সহিত রাজধানী অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন।

রামচন্দ্র পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া পৌরকার্য্য সমূহ পর্য্যালোচনা করিতে এবং যত্নের সহিত পুরবাসিদিগের প্রিয় ও হিতকর বিষয় সকল অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। সকলেই রামচন্দ্রের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিল। রামচন্দ্র শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া পিতা, মাতা ও অন্যান্য গুরুজনের প্রতি স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র এই রূপে দ্বাদশ বর্ষ নানাবিধ সুখভোগে অতীত করিলেন। রাজা দশরথ তাঁহার এইরূপ চরিত্র দর্শন করিয়া অতিমাত্র প্রীতিলাভ করিয়া তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার সংকল্প করিলেন। প্রজাবৃন্দ রামচন্দ্রের বলবীর্য্য, লোকানুরাগিতা, প্রিয়তা, ক্ষমা, সাধুতা ও সত্যশীলতা দর্শনে তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল এবং সকলেই তাঁহাকে যুবরাজ করিতে সম্মত হইল। রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার সমস্ত আয়োজন এবং দিন স্থির হইল। এই সংবাদ শ্রবণে সন্তপ্তহৃদয়া কৈকেয়ী রাজা দশরথ কর্ত্তৃক পূর্ব্বে অঙ্গীকৃত দুই বর এক্ষণে প্রার্থনা করিলেন। কৈকেয়ী এক বর দ্বারা রামচন্দ্রের চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস এবং অপর বর দ্বারা স্বপুত্র ভরতের রাজ্যে অভিষেক রাজার নিকটে প্রার্থনা করিলেন। দশরথ পূর্ব্বে দুই বর দিবেন স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে এই দুই ভয়ঙ্কর বর শ্রবণ করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। রামচন্দ্র পিতার এই অবস্থা দর্শন করিয়া এবং কৈকেয়ীর প্রমুখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পিতৃসত্য-পালনে কৃতসংকল্প হইলেন এবং লক্ষ্মণ ও সীতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া রাজবেশ পরিহার পূর্ব্বক জটাচীর ধারণ করিয়া অযোধ্যা হইতে বনবাসার্থ বহির্গত হইলেন। রাজকুল এবং প্রজাবর্গ যৎপরো-নাস্তি বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। পুত্রশোকে দশরথ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। পুরী অরাজক হইল। বশিষ্ঠাদি মন্ত্রিগণ ভরতকে তাঁহার মাতুলালয় হইতে আনয়ন করাইয়া মৃত রাজার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সকল সম্পন্ন করিলেন এবং ভরতকে রাজ্য শাসন করিতে বলিলেন। কিন্তু ভরত অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কোনমতেই তাহা স্বীকার করিলেন না। অবশেষে ভরত স্থির করিলেন যে বনে রামচন্দ্রের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া অযোধ্যায় পুনর্ব্বার আনিবেন।

এদিকে রামচন্দ্র বনবাসে বহির্গত হইয়া প্রথমে অযোধ্যাপুরী ত্যাগ করিয়া তমসাতটে[৮] উপস্থিত হইলেন এবং তথায় এক রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন কোশল দেশের অন্ত্য সীমায় উপনীত হইলেন। বেদশ্রুতি, গোমতী ও স্যন্দিকা নামে তিনটি নদী পার হইয়া রমণীয় কোশল দেশ অতিক্রম পূর্ব্বক গঙ্গাতীরস্থিত সুসমৃদ্ধ শৃঙ্গবেরপুরে[৯] গমন করিলেন। শৃঙ্গবেরপুর নিষাদরাজ্যের রাজধানী, গুহ নামক জনৈক রাজার শাসিত। গুহের সহিত রামচন্দ্রের মিত্রতা ছিল। নিষাদাধিপতি গুহ তাঁহার সম্যক্ সমাদর পূর্ব্বক আতিথ্য করিলেন। পরে রাম লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত তথা হইতে তরণীযোগে গঙ্গা পার হইয়া দক্ষিণ উপকূলে উত্তীর্ণ হই-

---

(৮) তমসা নদী (Tonse) প্রয়াগের কিছুদূরে নিম্নে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে।

(৯) শৃঙ্গবের পুর নিষাদ রাজ্যের (Bhil country) রাজধানী ছিল। ইহা কোশল রাজ্যের সীমান্ত নগর। বর্ত্তমান নাম সঙ্গুর (Sungroor) আধুনিক ভিল জাতিরা (Bhils) গুহের বংশোৎপন্ন।

লেন. এবং কিয়দ্দূর গমন করিয়া বৎসদেশে[১০] উপস্থিত হইলেন। সেস্থান হইতে তাঁহারা প্রয়াগাভিমুখে[১১] গমন করিতে লাগিলেন এবং গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে আসিয়া উপনীত হইলেন। গঙ্গা ও যমুনার অন্তর্বেদিতে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম। রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া ভরদ্বাজের আশ্রম প্রাপ্ত হইলেন। ভরদ্বাজাশ্রমে তৎকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তাঁহারা ঋষির উপদেশানুসারে চিত্রকূট পর্ব্বতের[১২] দিকে প্রস্থান করিলেন। সঙ্গমতীর্থে গমন পূর্ব্বক তাঁহারা পশ্চিমবাহিনী যমুনার তীর অবলম্বন করিয়া যাইতে লাগিলেন এবং অল্প দূরে এক তীর্থ দেখিতে পাইলেন। সেই তীর্থে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহারা কাষ্ঠনির্ম্মিত ভেলা দ্বারা যমুনা পার হইয়া দক্ষিণতটে উত্তীর্ণ হইলেন। তত্রত্য বনপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা প্রসিদ্ধ শ্যামবটের সন্নিহিত হইলেন। তথা হইতে কিয়ৎকাল পর্য্যটন করিয়া তাঁহারা চিত্রকূটে আগত হইলেন এবং বাল্মীকিমুনির আশ্রম সন্দর্শন করিলেন। চিত্রকূটের সমতল রমণীয় কাননে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহারা তথায় সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ

(১০) বৎসদেশ গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রয়াগের পশ্চিমে স্থিত। রাজধানী কৌশাম্বী বা বৎসপত্তন। রত্নাবলী নাটিকা এইস্থানে প্রথম অভিনীত হয়।

(১১) প্রয়াগ বর্ত্তমান এলাহাবাদ।

(১২) চিত্রকূট বুন্দেল খণ্ডের অন্তর্গত বন্দ (Banda) নগরের ২৫ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে পিশুনী নদীতীরস্থ পর্ব্বত। পূর্ব্বে বাল্মীকির আশ্রম এইস্থানে ছিল, পরে কাণপুরের নিকটে গঙ্গাতীরে বিঠুর নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। রামায়ণের কোন কোন টীকাকার বলেন এই বাল্মীকি আদিকবি বাল্মীকি নহেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম দীক্ষা।

৪ ফাল্গুন, ৫০ ব্রাহ্মসংবৎ। রবিবার।

শ্রীমান্ দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মধর্ম্ম-দীক্ষা-কালীন প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের উপদেশ

শ্রীমান্ দ্বিপেন্দ্রনাথ, শ্রীমান্ অরুণেন্দ্র নাথ! যে অনন্ত পথে তোমারদের গতি, সেই পথের প্রথম সোপানে অদ্য তোমরা আরোহণ করিতেছ; অনন্ত পথের পথিক হইয়া প্রথম পদ নিক্ষেপ করিতেছ—সাবধান পূর্ব্বক এই পথে চির জীবন চলিবে। তোমরা প্রতিদিন একাকী হউক, বা সকলে মিলিয়াই হউক, অবাধে ঈশ্বরের উপাসনা করিবে। যেমন প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া মুখ-প্রক্ষালন করিতে হয়, তেমনি আত্মাকে পবিত্র করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা প্রতিদিন করিবে—তাহা হইলে অনন্ত উন্নতির পথে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িবে না। পৃথিবীতে যে কোন অবস্থায় পড়িবে, ঈশ্বরকে সহায় করিবে। তোমরা কেবল যে সম্পদের হিল্লোলেই চিরদিন চলিবে, এমন নহে, মধ্যে মধ্যে কঠোর বিপদ আসিয়াও তোমারদের হৃদয়কে দলিত করিবে। যদি ঈশ্বরকে না সহায় কর, তবে কে তোমারদিগকে বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করিবে? ঈশ্বরকে হৃদয়ে রক্ষা কর, তাঁর উপাসনায় কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত হও; তাহা হইলে এখানে এবং অনন্ত-কালে তোমারদের সদ্গতি লাভ হইবে। সমনস্ক ও শুচি হইয়া তাঁহাকে উপাসনা করিতে বসিবে। তাঁহাকে শূন্য দেখিবে না। তিনি পূর্ণ পরাৎপর শাশ্বত, জাগ্রৎ জীবন্ত—যেখানে তোমরা যাও বা থাক, তিনি সঙ্গে সঙ্গে যান ও থাকেন। উত্তরে হিমালয়ের উপরেই বা যাও, আর দক্ষিণে সমুদ্রের মধ্যেই বা থাক, যেমন চন্দ্র সূর্য্য তোমারদের সঙ্গে সঙ্গেই

থাকেন; তেমনি যেখানে যাও, ঈশ্বর তোমারদের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। যেমন অন্ধেরা সূর্য্যকে দেখিতে পায় না, তেমনি মোহান্ধ হইলে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না; অতএব মোহ ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে দেখিবে—তাঁহাকে জাজ্বল্যমান দেখিবে। তিনি আছেন, এ নিশ্চয় সত্য। ঈশ্বরকে চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না; কিন্তু তিনি চক্ষুর চক্ষু, প্রাণের প্রাণ, মনের মন, আত্মার আত্মা এই প্রকারে জ্ঞাননেত্রে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা যায়। এই প্রকারে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া তাঁর উপাসনা করিবে। এই বিশ্ব-রচনার মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব—তাঁর রাজ-সিংহাসন অনন্ত আকাশে, তাঁর প্রিয় আবাস-স্থান আমারদের এই আত্মাতে। যেমন বাহিরে, তেমনি আত্মার অন্তরে তিনি অন্তরতম প্রিয়তম—সেখানে হৃদয়বন্ধুও প্রবেশ করিতে পারে না। এই আত্মাতেই তাঁহাকে পাইয়া আমারদের আরাম, আমারদের শান্তি—এই আত্মাতেই তাঁহাকে পাইলে আমারদের স্বর্গ, আমারদের মুক্তি। আমাদের আত্মা এই শরীরে থাকিয়া যেমন সব শরীরকে চালাইতেছে, পরমাত্মা তেমনি আত্মার মধ্যে থাকিয়া সমুদয় জগৎকে চালাইতেছেন। ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র দেখিয়া, বাহিরে ভিতরে সর্ব্বত্র দেখিয়া, তাঁর উপাসনা করিবে। এই কথাটি চির জীবন মনে রাখিবে। সেই সত্য-স্বরূপ আমারদের একমাত্র উপাস্য দেবতা। তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে হইলে সত্য কথা কহিতে হইবে, সত্য ব্যবহার করিতে হইবে। সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা করিবার ব্রত গ্রহণ করিতেছ, সত্যই তোমারদের ধর্ম্ম। অনৃত কথা বলিবে না; যদি সর্ব্বস্ব যায়, যদি জীবন সংশয় হয়, তথাপি মিথ্যা বলিবে না। সত্যবাদী ও প্রিয়ভাষী হইবে। প্রিয় কথা অপেক্ষা সত্য কথার অনন্ত ফল—অপ্রিয় হইবার ভয়ে সত্যকে অনাদর করিবে না। এমন কর্ম্ম করিবে না, যাহাতে আপনার মনে ঘৃণা হয়; যাহাতে লজ্জা-ভয়ে লোকের কাছে তাহা গোপন করিতে হয়। তাহা হইলে তোমারদিগকে যেরূপ উপাসনা করিতে বলিলাম, তাহা পবিত্র হৃদয়ে সহজেই আপনাপনি করিতে পারিবে। পবিত্রতার গুণে পবিত্র-স্বরূপকে দেখিতে পাইবে। তোমারদের পিতা যেমন তোমারদের ভাল বাসেন ও স্নেহ করেন, তোমরাও তেমনি তাঁহাকে ভাল-বেসে ভক্তি করিবে। তিনি তোমাদের ভাল-বেসে যে কিছু ভাল উপদেশ দেন, তোমরাও ভাল-বেসে যত্নের সহিত সেই উপদেশ-সকল পালন করিবে। আপনাকে আপনি যেমন ভাল-বাস, তেমনি ভ্রাতা ভগিনীকে ভাল বাসিবে। যদি কোন ভাই তোমারদের অপ্রিয় কর্ম্ম করে, তাহাও সহ্য করিবে। অন্যের সহিত বিবাদ করিবে না। সত্যবাদী হইবে, ঘৃণাকর লজ্জাকর কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে, দীন দরিদ্রে দয়া করিবে, শান্ত হইয়া জ্ঞান বিজ্ঞান অর্জ্জন করিবে, তিতিক্ষু হইয়া কর্ম্ম-যোগ বহন করিবে। এই সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম। তোমরা ব্রাহ্ম-বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তোমাদের হৃদয়ে যদি ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম স্থান না পায়, তবে তাহা কোথায় পাইবে? কুদৃষ্টান্ত পরিত্যাগ করিবে, সদ্দৃষ্টান্ত দেখাইবে। অনৃত-গরল পরিহার করিয়া ব্রহ্মামৃত পান ও পরিবেশন করিবে। এই সকল উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া এইক্ষণে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-ব্রত গ্রহণ কর।

সম্বৎ ১৯৩৬। কলিগতাব্দ ৪৯৮১। ১ বৈশাখ সোমবার।

Registerd NO 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

দশম কল্প

দ্বিতীয় ভাগ

৪৪২ সংখ্যা — জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্মসম্বৎ ৫১ — শক ১৮০২

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

প্রথমপ্রপাঠকে অষ্টমখণ্ডঃ।

ত্রয়োহোদ্গীথে কুশলাবভূবুঃ শিলকঃ শালাবত্যশ্চৈকিতায়নোদাল্‌ভ্যঃপ্রবাহণো জৈবলিরিতি তেহোচুরুদ্গীথে বৈ কুশলাঃ স্মোহন্তোদ্গীথেকথাং বদাম ইতি ॥ ১

'ত্রয়ঃ' ত্রিসংখ্যাকাঃ 'হ' 'উদ্গীথে' উদ্গীথ জ্ঞানং প্রতি 'কুশলাঃ' নিপুণাঃ 'বভূবুঃ'। কে তে ত্রয় ইত্যাহ, 'শিলকঃ' নামতঃ 'শালাবত্যঃ' শলাবতোঽপত্যং। চিকিতায়নস্যাপত্যং 'চৈকিতায়নঃ' দল্‌ভ্যগোত্রঃ 'দাল্‌ভ্যঃ' 'প্রবাহণঃ' নামতঃ 'জৈবলিঃ' জীবলস্য অপত্যং 'ইতি' 'তে' ত্রয়স্তে 'উচুঃ' অন্যোন্যং 'উদ্গীথে বৈ কুশলাঃ' নিপুণাঃ 'স্ম' প্রসিদ্ধা ইতি 'হন্ত' যদ্যনুমতির্ভবতাং 'উদ্গীথে' উদ্গীথজ্ঞাননিমিত্তাং 'কথাং' বিচারণাং পক্ষপ্রতিপক্ষোপন্যাসেন 'বদামঃ' বাদং কুর্ম্মঃ ॥ ১ ॥

শলাবত্তের পুত্র শিলক, দাল্‌ভ্যবংশীয় চৈকিতায়ন এবং জীবলের পুত্র প্রবাহন এই তিন ব্যক্তি উদ্গীথ বিষয়ে নিপুণ হইয়াছিলেন। একদা তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন যে আইস আমরা পরস্পর উদ্গীথের বিচার করি। ১

তথেতি হ সমুপবিবিশুঃ সহ প্রবাহণোজৈবলিরুবাচ ভগবন্তাবগ্রে বদতাং ব্রাহ্মণয়োর্ব্বদতোর্ব্বাচং শ্রোষ্যামীতি ॥ ২

'তথা ইতি' ইত্যুক্তা তে 'হ' 'সমুপবিবিশুঃ' উপবিষ্টবন্তঃ 'সঃ হ' 'প্রবাহণঃ জৈবলিঃ উবাচ' ইতরৌ 'ভগবন্তৌ' পূজাবন্তৌ 'অগ্রে' পূর্ব্বে 'বদতাং'। 'ব্রাহ্মণয়োঃ' 'বদতোঃ' 'বাচং' 'শ্রোষ্যামি' 'ইতি' ॥ ২

তথাস্তু বলিয়া সকলে উপবিষ্ট হইলেন। এবং জীবলপুত্র প্রবাহন অন্য দুই জনকে বলিলেন যে ভগবানেরা অগ্রে বিচার করুন আমি ব্রাহ্মণের মুখ-নিঃসৃত বাক্য শ্রবণ করিব ॥ ২

সহশিলকঃ শালাবত্যশ্চৈকিতায়নং দাল্‌ভ্যমুবাচ হন্ত ত্বা পৃচ্ছানীতি পৃচ্ছেতি হোবাচ ॥ ৩

'সঃহ' 'শালাবত্যঃ' 'চৈকিতায়নং দাল্‌ভ্যং' 'উবাচ' 'হন্ত' যদ্যনুমংস্যসে 'ত্বা' ত্বাং 'পৃচ্ছানি ইতি' ইতরঃ 'পৃচ্ছ ইতি' 'হ উবাচ' ॥ ৩

শলাবতপুত্র শিলক, দালভ্য চৈকিতায়নকে বলিলেন যদি অনুমতি হয় তবে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। চৈকিতায়ন জিজ্ঞাসা করুন বলিয়া সম্মতি প্রদান করিলেন ॥ ৩

কা সাম্নোগতিরিতি স্বরইতি হোবাচ স্বরস্য কা গতিরিতি প্রাণইতি হোবাচ প্রাণস্য কা গতিরিত্যন্নমিতি হোবাচান্নস্য কা গতিরিত্যাপইতি হোবাচ ॥ ৪

'কা সাম্নঃ' প্রকৃতত্বাদুদ্গীথস্য 'গতিঃ' আশ্রয়ঃ। এবং পৃষ্টো দাল্‌ভ্যঃ 'হ' 'উবাচ' 'স্বর ইতি' 'স্বরস্য কা গতিঃ ইতি' 'প্রাণ ইতি' 'হ উবাচ' 'প্রাণস্য কা গতিঃ ইতি অন্নং হ উবাচ' 'অন্নস্য কা গতিঃ ইতি' 'আপঃ ইতি হ উবাচ' ॥ ৪

শিলক দাল্‌ভ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন সামের গতি কি? দাল্‌ভ্য উত্তর করিলেন স্বর। স্বরের গতি কি? প্রাণ। প্রাণের গতি কি? অন্ন। অন্নের গতি কি? জল ॥ ৪

যে যাহার আশ্রয় ব্যতীত উৎপন্ন হইতে বা স্থিত থাকিতে পারে না সে তাহার গতি। যেমন স্বর না থাকিলে সামগীত হয় না, প্রাণ না থাকিলে স্বর থাকিতে পারে না, অন্ন না থাকিলে প্রাণ বাঁচিতে পারে না এবং জল না থাকিলে অন্নের উৎপত্তিই হয় না। সুতরাং ইহাদের একটি অন্যটির গতি। ৪

অপাং কা গতিরিত্যসৌ লোকইতি হোবাচ অমুষ্য লোকস্য কা গতিরিতি ন স্বর্গং লোকমতিনয়েদিতি হোবাচ স্বর্গং বয়ং লোকং সামাভিসংস্থাপয়ামঃ স্বর্গসংস্তাবং হি সামেতি ॥ ৫

'অপাং কা গতিঃ ইতি' 'অসৌ' স্বর্গঃ 'লোকঃ' 'ইতি উবাচ' দাল্‌ভ্যঃ আহ। 'অমুষ্য লোকস্য কা গতিঃ ইতি' 'ন স্বর্গং লোকং' 'অতিনয়েৎ' 'ইতি হ উবাচ' দাল্‌ভ্য উবাচ স্বর্গমমুং লোকমতীত্যাশ্রয়ান্তরং সাম ন নয়েৎ কশ্চিৎ। 'বয়ং' অপি 'স্বর্গং' লোকং' 'সাম' অভিসংস্থাপয়ামঃ' স্বর্গলোকপ্রতিষ্ঠং সাম জানীম ইত্যর্থঃ। 'স্বর্গসংস্তাবং' স্বর্গত্বেন সংস্তবনং সংস্তাবো যস্য তৎ সাম স্বর্গসংস্তাবং 'হি' 'সাম' ইতি স্বর্গোবৈ লোকঃ সামবেদ ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৫

জলের গতি কি? দাল্‌ভ্য কহিলেন স্বর্গলোক। স্বর্গলোকের গতি কি? দাল্‌ভ্য কহিলেন স্বর্গ লোককে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। আমরাও সামকে স্বর্গেই প্রতিষ্ঠা করি, যেহেতু সামকেই স্বর্গ বলিয়া স্তব করা হয়। ৫

তং হ শিলকঃ শালাবত্যশ্চৈকিতায়নং দালভ্যমুবাচাপ্রতিষ্ঠিতং বৈ কিল তে দাল্‌ভ্য সাম যস্ত্বেতর্হি ব্রূয়ান্মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মূর্দ্ধা তে বিপতেদিতি ॥ ৬

'শিলকঃ শালাবত্যঃ 'তং' 'চৈকিতায়নং দাল্‌ভ্যং' 'উবাচ' হে 'দাল্‌ভ্য' 'তে' তব 'সাম' 'অপ্রতিষ্ঠিতং' অসংস্থিতং 'বৈ কিল'। 'যঃ তু' অসহিষ্ণুঃ সামবিৎ 'এতর্হি' এতস্মিন কালে 'ব্রূয়াৎ' 'মূর্দ্ধা' শিরঃ 'তে' তব 'বিপতিষ্যতি' বিস্পষ্টং পতিষ্যতি 'ইতি' 'মূর্দ্ধা' 'তে বিপতেৎ ইতি'

শিলক দাল্‌ভ্যকে বলিলেন যে হে দাল্‌ভ্য তোমার সাম অপূর্ণ হইল। তবে এখন যদি কেহ বলিত যে তোমার মস্তক ছিন্ন হউক, বাস্তবিক তোমার মস্তক ছিন্ন হইত ॥ ৬

হন্তাহমেতদ্ভগবত্তোবেদানীতি বিদ্ধীতিহোবাচামুষ্যলোকস্য কা গতিরিত্যয়ং লোকইতি হোবাচ অস্য লোকস্য কা গতিরিতি ন প্রতিষ্ঠাং লোকমতিনয়েদিতি হোবাচ প্রতিষ্ঠাংবয়ং লোকং সামাভিসংস্থাপয়ামঃ প্রতিষ্ঠাসংস্তাবংহি সামেতি ॥ ৭

দাল্‌ভ্যঃ আহ 'হন্ত' 'অহং' 'এতৎ ভগবত্তো বেদানি ইতি' প্রত্যুবাচ শালাবত্যঃ 'বিদ্ধি' 'ইতি হ উবাচ'। 'অমুষ্য লোকস্য 'কা গতিঃ ইতি' পৃষ্টোদালভ্যেন শালাবত্যঃ 'অযং লোকঃ ইতি' 'হ উবাচ' 'অস্য লোকস্য কা গতিঃ ইতি' উক্ত আহ শালাবত্যঃ ন প্রতিষ্ঠাং' ইমং 'লোকং' 'অতিনয়েৎ' অতীত্য ন নয়েৎ সাম কশ্চিৎ 'ইতি হ উবাচ' অতঃ 'বয়ং' 'প্রতিষ্ঠাং' লোকং সাম অভিসংস্থাপয়ামঃ' যস্মাৎ 'প্রতিষ্ঠাসংস্তাবং হি' প্রতিষ্ঠাত্বেন সংস্তুতং 'সাম' ইত্যর্থঃ ॥ ৭

দাল্‌ভ্য বলিলেন যে এক্ষণে তবে এবিষয় আপনার নিকট হইতে আমি জানিতে ইচ্ছা করি; শালাবত্য বলিলেন আচ্ছা জান। দাল্‌ভ্য জিজ্ঞাসা করিলেন স্বর্গলোকের গতি কি? শালাবত্য বলিলেন 'এই পৃথিবীলোক'। পুনর্ব্বার দাল্‌ভ্য প্রশ্ন করিলেন তবে এলোকের গতি কি? শালাবত্য বলিলেন এলোককে অতিক্রম করিয়া কেহ যায় না। আমরাও এই লোকে সামের প্রতিষ্ঠা করি। যে হেতু সামকে প্রতিষ্ঠা বলিয়া স্তব করা হয় ॥ ৭

তং হ প্রবাহনোজৈবলিরুবাচান্তবদ্বৈ কিল তে শালাবত্য সাম যস্ত্বেতর্হি ব্রূয়ান্মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মূর্দ্ধা তে বিপতেদিতি হন্তাহমেতদ্ভগবত্তোবেদানীতি বিদ্ধীতি হোবাচ ॥৮

'তং' শালাবত্যং 'হ' 'প্রবাহনোজৈবলিরুবাচ' 'অন্তবৎ' 'বৈ কিল' হে 'শালাবত্য' 'তে' তব 'সাম'। 'যঃ তু' অসহিষ্ণুঃ সামবিৎ 'এতর্হি' এতস্মিন্ কালে

'ব্রূয়াৎ' 'মূর্দ্ধা' শিরঃ 'তে' 'বিপতেৎ, 'ইতি'। ততঃ শালাবত্য আহ 'হন্ত অহং' 'এতৎ ভগবত্তো বেদানি ইতি'। 'বিদ্ধি ইতি' প্রবাহনঃ 'হ উবাচ' ॥ ৮

এক্ষণে প্রবাহন জৈবলি বলিলেন, হে শালাবত্য তোমার সাম অন্তবিশিষ্ট হইল। যদি এক্ষণে কেহ বলিত তোমার মস্তক ছিন্ন হউক, বাস্তবিক তোমার মস্তক ছিন্ন হইত। শালাবত্য বলিলেন তবে এক্ষণে আমি আপনার নিকট জ্ঞাত হইতে চাই। প্রবাহন বলিলেন জ্ঞাত হও। ৮

নবমঃ খণ্ডঃ

অস্য লোকস্য কা গতিরিত্যাকাশইতি হোবাচ সর্ব্বাণি হ বাইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তআকাশং প্রত্যস্তং যন্ত্যাকাশোহ্যেবৈভ্যোজ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণং ॥ ১

অস্য লোকস্য কা গতিঃ ইতি 'আকাশ ইতি হ উবাচ' প্রবাহনঃ 'সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাৎ এব' 'সমুৎপদ্যন্তে' আকাশং প্রতি অস্তংযন্তি' 'আকাশঃ' 'হি' যস্মাৎ 'এব' 'এভ্যঃ' সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যঃ 'জ্যায়ান্ মহত্তরঃ 'আকাশঃ' 'পরায়ণং' প্রতিষ্ঠা ॥ ১

এলোকের গতি কি? প্রবাহন উত্তর করিলেন আকাশ। এই ভূত সকল আকাশ হইতে উৎপন্ন হয় এবং অবশেষে আকাশেই লয় হয়। যেহেতু এই সকল ভূত হইতে আকাশ মহত্তর এবং সকলের প্রতিষ্ঠা ॥ ১

সএসপরোবরীয়ানুদ্গীথঃ স এষোহনন্তঃ পরোবরীয়োহাস্য ভবতি পরোবরীয়সোহ লোকান্ জয়তি যএতদেবং বিদ্বান্ পরোবরীয়াংসমুদ্গীথমুপাস্তে ॥ ২

'সঃ এষঃ' যস্মাৎ পরস্পরং বরীয়ঃ বরীয়সোঽস্যোসঃ পরশ্চ 'পরোবরীয়ান' 'উদ্গীথঃ'। অতএব 'সঃ এষঃ' 'অনন্তঃ' 'যঃ এবং বিদ্বান' 'এতৎ' 'পরোবরীয়াংসং উদ্গীথং উপাস্তে' 'হ' 'অস্য' 'জীবনং' 'পরোবরীয়ঃ ভবতি' 'পরোবরীয়সঃ' 'হ' 'লোকানপি স জয়তি' ॥ ২

সেই এই শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ অনন্ত উদ্গীথ। যে জন উদ্গীথকে এইরূপ জানিয়া তাহার উপাসনা করে তাহার জীবন ক্রমাগত উন্নত হয়। এবং সে শ্রেষ্ঠ লোক সকলকে জয় করে। ২

অনন্ত আকাশে যে অগণ্য নক্ষত্র রহিয়াছে উহাই এক এক করিয়া উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর লোক এবং উহাই শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর দেবতাদিগের আবাস স্থান। যিনি উদ্গীথকে অনন্ত বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি উন্নত লোক হইতে উন্নত লোকে গিয়া দেবতাদিগের সহিত তথাকার সুখ শান্তি সম্ভোগ করিতে সমর্থ হন। ২

তং হৈতমতিধন্বা শৌনকউদরশাণ্ডিল্যায়োক্ত্বোবাচ যাবত্তএনং প্রজায়ামুদ্গীথং বেদিষ্যন্তে পরোবরীয়োহৈভ্যস্তাবদস্মিল্লোকে জীবনং ভবিষ্যতি ॥ ৩

'তং হ এতং' 'উদরশাণ্ডিল্যায়' শিষ্যায় উদ্গীথ দর্শনং 'উক্ত্বা উবাচ' 'যাবৎ' 'তে' তব 'প্রজায়াং' প্রজাসন্ততৌ 'এনং উদ্গীথং' তৎসন্ততিজা 'বেদিষ্যন্তে জ্ঞাস্যন্তে 'তাবৎ' 'অস্মিন্ লোকে' 'হ এভ্যঃ' প্রসিদ্ধেভ্যঃ 'পরোবরীয়ঃ' উত্তরোত্তরবিশিষ্টতরং 'জীবনং' 'ভবিষ্যতি' ॥ ৩

অতিধন্বা শৌনক তদীয় শিষ্য উদরশাণ্ডিল্যকে উদ্গীথের শিক্ষা দিয়া পরে বলিয়াছেন, তোমার বংশে তোমার সন্তানেরা যে পর্য্যন্ত এই উদ্গীথকে জানিবে সেই পর্য্যন্ত তাহারা এ লোকে সামান্য জীবিকা হইতে উত্তরোত্তর বিশিষ্টতর জীবিকা লাভ করিবে ॥ ৩

তথামুষ্মিল্লোকে লোকইতি। সযএতমেবং বিদ্বানুপাস্তে পরোবরীয়এবাহাস্যাস্মিল্লোঁকে জীবনং ভবতি তথামুষ্মিল্লোঁকে লোকইতি লোকে লোকইতি ॥৪

'তথা' 'অমুষ্মিন' স্বর্গে 'লোকে' 'লোকঃ ইতি' 'সঃ যঃ এবং বিদ্বান' 'এতং' উদ্গীথং 'উপাস্তে' 'অস্মিন্ লোকে' 'এব হ অস্য' 'পরোবরীয়ঃ' 'জীবনং' 'ভবতি' 'তথা' 'অমুষ্মিন' স্বর্গে 'লোকে' 'লোকঃ' 'ইতি' ভবতি 'লোকে লোকঃ ইতি' ॥ ৪

এবং তাহারা পরলোকে উন্নত লোক প্রাপ্ত হইবে। আর যে কেহ এই রূপ জানিয়া উদ্গীথকে উপাসনা করে সে এলোকে উন্নত জীবন প্রাপ্ত হইয়া পরলোকে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়, স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয় ॥ ৪

বর্ষ-শেষ ব্রাহ্মসমাজ।

৩০ চৈত্র রবিবার, ব্রাহ্মসম্বৎ ৫০।

এই ভূমণ্ডলমধ্যে দেশকালভেদে বিষয়-নিপুণ মনুষ্যজাতি যেমন বিষয়-বিত্ত লাভের বহুবিধ দুর্লক্ষ্য পন্থা আবিষ্কৃত করিয়া বৈষয়িক সুখ ঐশ্বর্য্য বর্দ্ধন করিয়াছেন; তেমনি ভারতবর্ষে ধর্ম্ম-পিপাসু আর্য্য-ঋষিগণ অতিপুরাকালে প্রাকৃতিক রাজ্যে, ভৌতিক ঘটনায় সাংসারিক ব্যাপারে সাধন-সমাধানের নানা প্রকার সূক্ষ্মতম অবসর ও উপলক্ষ অবলম্বন করিয়া পরব্রহ্মে হৃদয় মন আত্মা সমর্পণ করত আধ্যাত্মিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এমন একটী কাল, একটী প্রাকৃতিক ঘটনা নাই, যে সময়ে যে ঘটনায় তাঁহারা অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া সকল কালের কর্ত্তা, সমস্ত ঘটনার নিয়ন্তা সেই পরব্রহ্মের ধ্যান ধারণায়,পূজার্চ্চনায় নিযুক্ত না হইতেন। এমন একটী সাংসারিক ব্যাপার নাই, যাহাতে তাঁহারা সেই বিদ্যা-সম্পদ বুদ্ধি-বিধাতা ঈশ্বরকে সর্ব্বাগ্রে প্রণিপাত না করিয়া তৎসম্ভোগে প্রবৃত্ত হইতেন। তাঁহারদের বিজ্ঞান-বিস্ফারিত নেত্র,সামান্য প্রাকৃতিক ঘটনাতেও ঈশ্বরের মহতী কীর্ত্তি, অতুলন প্রভাব জাজ্বল্যতর রূপে সন্দর্শন করিত; তাঁহারদের প্রেমার্দ্র হৃদয় অত্যল্প বিষয়ের জন্যও ঈশ্বর-সন্নিধানে শ্রদ্ধা ভক্তি, প্রীতি কৃতজ্ঞতা-ভারে অবনত হইয়া পড়িত। স্থান-ভেদে যেমন তাঁহারা নদী-গিরি, সাগর সমুদ্র, অরণ্য-নির্ঝর প্রভৃতিতে ঈশ্বরের জ্ঞান-শক্তি মহিমা দেদীপ্যমান রহিয়াছে দেখিয়া তৎসমূহকে সাধন-সমাধান পক্ষে পুণ্যভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তেমনি কাল-ভেদে বিশ্ব-নিয়ন্তার উজ্জ্বলতর প্রকাশ ও বিচিত্র করুণা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া, প্রতিমধ্যাহ্ন সায়াহ্ন, পক্ষার্দ্ধ এবং পক্ষ মাস ঋতু সংবৎসর সময়কেও ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রীতি, কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ-পক্ষে পবিত্র কাল বলিয়া অবধারণ করিয়া গিয়াছেন। গ্রহণ প্রভৃতি ভৌতিক ঘটনায় ঈশ্বরের জাগ্রত জীবন্ত সত্তা উপলব্ধি করিয়া সেই জন্যই তৎকালে পরিস্নাত শরীরে পরিশুদ্ধ হৃদয়ে তাঁহার স্তব-স্তুতি ও মহিমা কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন! যাঁহারদের হৃদয়ে ঈশ্বর-প্রেম অহর্নিশি প্রজ্বলিত হইতেছে, তাঁহারা কি কেবল দেশ কাল মধ্যে বা জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় সেই প্রাণসখার নবতর কল্যাণতর জ্ঞান শক্তি মহিমা, স্নেহ প্রীতি করুণা প্রত্যক্ষ প্রতীতি করিয়া নীরব থাকিতে পারেন? অহোরাত্র, পক্ষ মাস, ঋতু সংবৎসর প্রভৃতির কথা দূরে থাকুক, তাঁহারা প্রতিনিমেষে, প্রতি-নিঃশ্বাসেই, তাঁহার সন্নিকর্ষ অনুভব করত তাঁহারই মহিমা কীর্ত্তন করেন। সেই কারণেই পৃথিবীর অপরাপর জাতি অপেক্ষা আর্য্যজাতির মধ্যেই ঈশ্বরের পূজার্চ্চনার কাল-বাহুল্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। পুণ্যভূমি ভারতের অধিবাসীদিগের হৃদয় ভগবৎ-প্রেমপূর্ণ বলিয়াই সামান্য ঘটনাতেই তাহা উচ্ছ্সিত হইয়া উঠে; ঈশ্বরের প্রতি তাঁহারদিগের আস্থা অনুরাগ ও নির্ভরের ভাব অধিকতর বলিয়াই সামান্য সূত্রেই সেই বিশ্ব-বিধাতার প্রতি তাঁহারদের হৃদয় কৃতজ্ঞতা-ভারে অবনত হইয়া পড়ে। সেই জন্যই সকল-জাতি অপেক্ষা আর্য্য-জাতির মধ্যেই সংস্কার-সংখ্যা অধিক দেখা যায়। জরায়ু মধ্যে জীবসঞ্চার হইতেই সংস্কার-কার্য্য আরম্ভ হয়, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সেই স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়া থাকে—মনুষ্য লোকান্তরিত হইলেও সেই পরলোকগত আত্মার প্রতি আর্য্য জাতির বংশপরম্পরাগত কর্ত্তব্য কার্য্যের শেষ হয় না। প্রতি-সাংসারিক ঘট-

নাতে ঈশ্বরের পূজার্চ্চনা, তাঁহার প্রতি প্রীতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া দান-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে, এতদ্দেশীয় লোক-সাধারণকে ধর্ম্ম-দ্বারে প্রত্যবায় স্বীকার করিতে হয়। কি গৃহ অট্টালিকার সূত্রপাত, কি অভিনব গৃহ-প্রবেশ, কি বিদেশ-যাত্রা, কি বিদ্যারম্ভ প্রভৃতি বিষয়গত কি ব্যক্তিগত সকল কার্য্যেই ঈশ্বরই এদেশের একমাত্র চিরশরণ্য ও চির-সুহৃৎরূপে প্রপূজিত হইয়া থাকেন। সেই কারণেই শয়ন স্বপ্নে, ভোজন ভ্রমণে তাঁহা-রই নাম পরিকীর্ত্তিত হয়। তিনি কেবল আমারদিগের ধর্ম্মরাজ্যের রাজা নহেন, তিনি বিষয়-রাজ্যেরও একাধিপতি। তিনি আমারদের প্রতি জনের গৃহ-দেবতা, প্রতি আত্মার পুরস্বামী, প্রতি সম্পদ সৌভাগ্যের একমাত্র বিধাতা। সেই জন্যই প্রতি পণ্য-শালায় তাঁহার নাম উজ্জ্বল সিন্দূর-অক্ষরে লিখিত হয়, সেই কারণেই বিষয়-ব্যাপারের প্রতি-পত্রেই তাঁহারই পবিত্র নাম শিরোভূষণ রূপে শোভা পাইতে থাকে, সেই জন্যই তাঁহার পুণ্যনাম না লিখিয়া এদেশের কোন লোক কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হয় না, সেই কারণেই সেই অভয় সিদ্ধিদাতার পবিত্র নাম উচ্চারণ না করিয়া কোন আর্য্য-সন্তানই গৃহ হইতে বহির্গত হয়েন না। তাঁহাকে সাক্ষী না করিলে এদেশের কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। আর্য্য-জাতির রীতি পদ্ধতি, আচার ব্যবহার, ক্রিয়াকাণ্ড বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয়, যেন ইহারা ঈশ্বরকে নয়নের জ্যোতি আত্মার অন্তরাত্মা রূপে জাগ্রত জীবন্ত ভাবে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া থাকেন। বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! এখন সেই আর্য্য-কুলোদ্ভব অনেক সন্তান-সন্ততি বিষয়-সর্ব্বস্ব লোকদিগের দূষিত সহবাসে থাকিয়া বিজাতীয় শিক্ষা সভ্যতা লাভ করিয়া সেই সকল সুনীতি সদাচারের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেছেন। অনুকরণ-প্রভাবে বিষয়-রাজ্য হইতে ঈশ্বরের নাম অন্তরিত করিয়া দিয়া স্বার্থ-লাভের পথই প্রশস্ত করি-তেছেন। যে দেশের সাহিত্য কাব্য, দর্শন অল-ঙ্কার প্রভৃতি সকল গ্রন্থের আরম্ভেই আবহমান কাল ঈশ্বরের স্তবস্তুতি, প্রার্থনা-বাক্য বিন্যস্ত হইত, তরলমতি যুবকবৃন্দের কথা দূরে থা-কুক, এখন জ্ঞানীপ্রধান গ্রন্থকারগণও আপন আপন গ্রন্থের প্রথম পত্র শুদ্ধ ঈশ্বরের পবিত্র নামে অলঙ্কৃত করিতেও সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন। এটী কি আর্য্য-প্রকৃতির আর্য্য-রীতি-নীতির বিরুদ্ধ কার্য্য নহে? এটী কি বিজাতীয় সভ্যতা অনুকরণের বিষময় ফলরূপে পরিগণিত হইতে পারে না?

যে দেশের বিচারালয়ে ধর্ম্মেরই বহুল আদর ছিল বলিয়া বিচারস্থান ধর্ম্মাধিকরণ নামে অভিহিত হইত, যেখানে সত্যপ্র-কাশের জন্য ধীর-প্রকৃতি বিচারপতিগণ সাক্ষিদিগকে ঈশ্বরের সত্তা সন্নিকর্ষ বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা পাইতেন, সত্য-কথন-জন্য পারলৌকিক সদ্গতির বিষয় বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতেন, লোক-ভয় তুচ্ছ করিয়া সত্য বাক্য উচ্চারণে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত, সাক্ষীকে স-ম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেন

"একোঽহমস্মীত্যাত্মানং যত্ত্বং কল্যাণ মন্যসে।
নিত্যং স্থিতস্তে হৃদ্যেষ পুণ্যপাপেক্ষিতা মুনিঃ॥"

"হে ভদ্র! আমি একাকী আছি, এই যে তুমি মনে করিতেছ, ইহা মনে করিবে না; পুণ্যপাপদর্শী সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তোমার হৃদয়ে নিত্য স্থিতি করিতেছেন।" এখন সেই বিচারালয় হইতে ধর্ম্ম-শাসন এবং ঈশ্বরের নাম পর্য্যন্ত অন্তরিত হইয়াছে। এখন ধর্ম্ম-ভয়-প্রদর্শন বিধি-বিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। আর্য্য-সন্তা-

স্তের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ঈদৃশ শতশত কার্য্য প্রবর্ত্তিত হইলেও এখনও পর্য্যন্ত যে সম্পূর্ণ রূপে হিন্দুসমাজ বিপর্য্যস্ত না হইয়া দণ্ডায়মান আছে, ইহাই আশ্চর্য্য। ইহাই ঈশ্বরের বিচিত্র করুণা!

আর্য্য জাতি এমনই ধর্ম্মানুরক্ত এবং ঈশ্বর-ভক্ত যে কেবল সৌর দিন উপলক্ষ করিয়া ঈশ্বরের ধ্যান-ধারণা ও পূজার্চ্চনাতে তাঁহারদের হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় নাই, তাঁহারা চান্দ্র মাস অবলম্বন করিয়া তিথি-বিশেষে নবতর প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্য্যের অভিনয়ে ঈশ্বরের স্নেহ করুণা, জ্ঞান-মহিমা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া সেই দেব-দেবের আরাধনা করত আত্মোন্নতি সংসাধন করিয়াছেন। শ্রুতি-স্মৃতি, পুরাণ-তন্ত্র, কাল-পরম্পরায় উপাসনার যে সকল দেশ কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অনুসন্ধান করিলে তাহার মধ্যে সাধন-সমাধান-পক্ষে কোন না কোন রূপ প্রাকৃতিক অনুকূলতাই দৃষ্ট হইয়া থাকে: ইহারই জন্য তাঁহারা অমানিশার সূচি-ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে ঈশ্বরের মহীয়সী শক্তি, মহান্ গম্ভীর-সত্তা উপলব্ধি করিয়া রোমাঞ্চিত-শরীরে সবিস্ময় হৃদয়ে তাঁহাকে স্মরণ করিতেন। পৌর্ণমাসীর পূর্ণচন্দ্রালোকে তাঁহার স্নেহ প্রেম বিকীরিত দেখিয়া—তাঁহার শোভা সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ প্রতীতি করিয়া প্রেমোৎফুল্ল হৃদয়ে সেই সত্য-সুন্দর-মঙ্গল-স্বরূপের ধ্যান-ধারণায় প্রবৃত্ত হইতেন। পক্ষার্দ্ধ কালে—যে কালে অর্দ্ধ রজনী জ্যোৎস্নাময় এবং অপরার্দ্ধ নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন অথবা ইহার বিপর্য্যয় ঘটনা দ্বারা ধরণী-পৃষ্ঠে ঈশ্বরের অতুলন জ্ঞান-শক্তি-মহিমার অভিনয় হইতে থাকে সেই অষ্টমী তিথিকে তাঁহারা পুণ্য-কাল জানিয়া ঈশ্বরচিন্তায় নিযুক্ত হইতেন। তাঁহারা সাধন-সমাধান-বিষয়ে যে কতশত দুর্লক্ষ্য অবসর আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। এই নিমিত্তই প্রাতর্মধ্যাহ্ন সায়াহ্ন এবং প্রদোষ মহানিশা ঊষা প্রভৃতি কাল-গ্রন্থি সকল ব্রহ্মচিন্তার পবিত্র সময় বলিয়া যোগ-শাস্ত্রে অভিহিত হইয়া থাকে। এই কারণেই আজিকার বর্ষ-অন্তিম-দিবস, ঈশ্বরের সন্নিধানে শ্রদ্ধা ভক্তি, প্রীতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পবিত্র অবসর বলিয়া বিনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

আজ দেখ! সমগ্র ভারত পুণ্য কার্য্যের প্রশস্ত ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে। আজ আর্য্য-কুলের সমস্ত নর-নারী নবতর ব্রত-কর্ম্ম দান-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া সংসার-আশ্রমের প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন। আমরা কি বিশ্বাধিপতি পরব্রহ্মের উপাসক হইয়া আজ নীরব নিশ্চেষ্ট থাকিব? পূর্ণ একবৎসর কাল যাঁর নিত্য অকপট স্নেহে লালিত পালিত হইয়াছি, তাঁহার প্রতি কি আজ অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি প্রদর্শিত হইবে না? যাঁর বিতরিত অন্ন জলে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, সত্য মঙ্গলে শরীর-মন-আত্মা পরিপোষিত হইয়াছে, তাঁহার সন্নিধানে কি আমরা কায়মনোবাক্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব না? যাঁর প্রেরিত ধর্ম্মবল ও শুভ বুদ্ধি লাভ করিয়া এই ভয়াবহ সংসারমধ্যে আলোক অন্ধকারের, অমৃত গরলের, পুণ্য পাপের, ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রভেদ বুঝিতে পারিয়া দেবগম্য শ্রেয়ঃ-পথে পদবিক্ষেপের চেষ্টা করিতেছি—দূরে নয়, আত্মার মধ্যেই যাঁহার উজ্জ্বল জীবন্ত সত্তা প্রত্যক্ষ প্রতীতি করিয়া আমরা এই মর্ত্ত্য লোকে থাকিয়াও অমৃতের আস্বাদ প্রাপ্ত হইতেছি; তাঁহাকে কি আজ সমুদায় আত্মার সহিত প্রীতিপূজা প্রদান করিতে পারিব না? যদি তা না পারি, ধিক্ এ

জীবনে——আমারদের বল-বুদ্ধি, জ্ঞান-শক্তিতেও ধিক্!!

পরমাত্মন্! আজ কোন্ প্রাণে তোমাকে ভুলিয়া থাকিব! তোমার স্নেহ করুণার স্রোত যে আমারদের প্রতি শিরা শোণিতে, পেশী অস্থিতে, প্রতি গ্রন্থি-গ্রন্থিতে প্রবাহিত হইতেছে! তোমার অকপট প্রেম যে মনের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে, আত্মার প্রতি বৃত্তি প্রবৃত্তিতে ভাসমান রহিয়াছে! তোমার সত্তাতে যে আমারদের সত্তা, তোমার আশ্রয়ে যে আমরা এখানে জীবিত রহিয়াছি! তুমি যে অন্তরে বাহিরে জাজ্জ্বল্যতর রূপে প্রকাশ পাইতেছ, তোমার এই জলন্ত মহিমার মধ্যে থাকিয়া এমন অন্ধ আত্মা কোথায়, যে তোমাকে দেখিতে পায় না? তোমার স্নেহ করুণার জ্ঞান-মহিমার অযুত অগণ্য উজ্জ্বল নিদর্শন চতুর্দ্দিকে সন্দর্শন করিয়াও তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা-ভরে অবনত হয় না? জগদীশ! মানব-মনের এমন কি সাধ্য, যে তোমার সম্বৎসরের অশেষ স্নেহ করুণা সকল সে স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে। এখনই তুমি আমারদের প্রতি যে অতুলন প্রেম বিতরণ করিতেছ, তাহাতেই আমাদের আত্মা তোমার পবিত্র সন্নিধানে প্রণত হইতেছে। হে অভয়দাতা। আমারদের পাপ তাপ দুঃখদুর্গতির পরিহার করিয়া অভয় দান কর। আমরা ক্ষীণ হীন মলিন-জীব; আমারদের সহস্র অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া প্রীতি-পূজা গ্রহণ কর, যে আমরা কৃতার্থ হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৩রা বৈশাখ ব্রাহ্মসম্বৎ ৫১।

এই পবিত্র স্থানে আমরা সেই পরম পবিত্র দেব-দেবের উপাসনার জন্য সমাগত হইয়াছি। আমরা এ প্রকার দুর্ব্বল ও বিষয়াসক্ত যে সর্ব্বক্ষণ সেই হৃদয়-নাথকে হৃদয়-সিংহাসনে দর্শন করিতে অক্ষম। কিন্তু আমাদের এমন কি এক বিন্দুও বল নাই যে বিষয়াকর্ষণের প্রতিকূলে যাইয়া ক্ষণকালের জন্য উচ্চতম শাশ্বত পরমানন্দ উপভোগ করি? আমরা যদি তাঁহার জন্য তৃষ্ণার্ত্ত না হইয়া এখানে আসিয়া থাকি, তবে এখানে উপস্থিত হওয়া আর না হওয়া উভয়ই সমান।

"হৃদয় পিপাসু সদা পরমেশ্বর পাদ-কমল মধু পানে" এই অমৃতময় সংগীত কি আমাদের হৃদয়-তন্ত্রীতে নিনাদিত হইবে না? প্রিয়-জন-দর্শন-লালসায় যিনি কখন ব্যাকুল হইয়াছেন, তিনিই জানেন—প্রাণ হইতে প্রিয়, পুত্র হইতে প্রিয়—বিত্ত হইতে প্রিয় পরমেশ্বরকে দেখিবার পূর্ব্বে হৃদয়ে কেমন ব্যাকুলতা আইসে। আমরা কি ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহার দর্শনার্থী হইব না? ব্রহ্ম-দর্শন ব্যতীত ব্রহ্মোপাসনা নিষ্ফল। তাঁহাকে দেখিবার জন্য কি আমরা আশা-পথ নিরীক্ষণ করিয়া থাকিব না? তাঁহাকে দেখিবার জন্য যদি প্রাণ আকুল হয় তবে কৃপা-নাথ কৃপা করিয়া আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত না হইয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহাকে দেখিতেই হইবে তাঁহার মধুর সত্তা হৃদয়ে অনুভব করিতেই হইবে—সেই স্বর্গীয় সুধাবারিতে আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তি করিতেই হইবে—যতক্ষণ না তাঁহার দর্শন পাই ততক্ষণ আসন হইতে উঠিব না—আমরা কি এই প্রকার প্রতিজ্ঞা-পরায়ণ

হইয়া উপাসনা করিতে বসিব না? আমরা কি উদাসীনের ন্যায় ব্রহ্ম-মন্দিরে উপস্থিত হইব? অনুরাগ ও উৎসাহ কি আমাদের মস্তককে তাঁহার পবিত্র চরণে অবনত ও আত্মাকে তাঁহার প্রতি উন্নত করিতে পারিবে না? হায়! তিনি আমাদিগকে দর্শন দিবার জন্য ব্যাকুল রহিয়াছেন, আমরা কেন তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল না হই। প্রেমই প্রেমকে আকর্ষণ করে। যদি আমরা যথার্থই তাঁর প্রেমে নিমগ্ন হই, যদি আত্মা তাঁহাকে পাইবার জন্য অবাত-কম্পিত দীপ-শিখার ন্যায় স্থির ভাব ধারণ করে—তবে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইব—শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছে—ভক্তি-মিশ্রিত অশ্রুবারি বিভুপদে কি এক অনির্ব্বচনীয় রূপ ধারণ করিয়া পতিত হইতেছে। এ অবস্থায় তিনি দর্শন দেন কি না দেন তাহা আর বলিবার বিষয় নহে। সজনে কি নির্জ্জনে যখনি উপাসনা করিতে বসিব—আমরা কি সেই দর্শনের প্রার্থী হইব না। উপাসনা কি লৌকিক রক্ষা না অনুরোধ রক্ষা। উপাসনা কি পরের চক্ষুর সন্তুষ্টির জন্য—আত্মার তৃপ্তিসাধনের জন্য নহে? আমরা কি কতক গুলিন শূন্য-গর্ভ হৃদয়-বিহীন স্তবস্তুতি তাঁহাকে উপহার দিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইব? তিনি কি হৃদয়-বিহীন স্তবস্তুতি গ্রহণ করেন? না আমরাই তাঁহাকে এ প্রকারে উপাসনা করিয়া আত্ম-প্রসাদ ও তাঁহার প্রসাদ লাভ করিতে পারি। তিনিই ধন্য যিনি তৃষ্ণাকুল হইয়া তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েন এবং পরম শান্তি-বারি পান করিয়া উপাসনা সমাপ্ত করেন। তিনিই ধন্য উপাসনান্তে যাঁহার হৃদয়-তন্ত্রীতে বাজিতে থাকে "রসনা কেমনে রবে নীরবে ছাড়ি তোমার প্রেম-গান আবার কেমনে যাইব ফিরে ছাড়ি তোমারে॥" ব্রাহ্মগণ; মোহনিদ্রা হইতে জাগ্রত হও—প্রকৃতরূপে উপাসনা করিয়া আপনাকে কৃতার্থ কর। আমরা কি কাষ্ঠ পাষাণ ও নির্জীব জড়, যে নির্জীব ভাবে তাঁহার উপাসনা করিব? এস আমরা প্রেমের সহিত প্রাণের সহিত ভক্তির সহিত তাঁহার উপাসনা করি। এস আমরা সকলে মিলিয়া তাঁর দ্বারে উপনীত হই। এস প্রাণের সহিত বলি, "দরশন দেও হে কাতরে, দীন হীন আমি। রোগে আকুল শোকে কাতর, মলিন বিষাদে।" নাথ! তোমার দর্শন ভিন্ন আমরা বাঁচি না। চারিদিকে অন্ধকার—পাপ-তাপের অন্ধকার—বিষাদের অন্ধকার। তুমি যে নাথ আমাদের অন্ধকারের আলো! তুমি একবার আমাদের হৃদয়-কুটীরকে আলোকিত কর। তোমার স্নিগ্ধ জ্যোতিতে আমাদের আত্মা শীতল হউক। চারি দিকে মৃত্যু—চারি দিকে হাহাকার—হে অমৃতস্বরূপ, কৃপা করিয়া তোমার অভয় ক্রোড়ে, তোমার অমৃতময় ক্রোড়ে স্থান দাও। আমরা যে নাথ, তোমারি—তুমি যে নাথ, আমাদেরই। আমরা যে তোমা ভিন্ন জানি না। সুখ দুঃখের কথা যদি তোমাকে বলিতে না পারি—হৃদয়ের দ্বার যদি তোমার নিকট উন্মুক্ত করিতে না পারি, তবে এ ভারভূত জীবনে কি প্রয়োজন? অখিলমাতঃ! জ্ঞানহীন ভজন-পূজন-বিহীন আমি কি প্রকারে তোমার উপাসনা করিতে হয় জানি না। কেমন করিয়া তোমার পবিত্র সন্নিধানে উপস্থিত হইব ভাবিয়া আকুল, আমি তোমার অকৃতি সন্তান। স্নেহময়ী জননি! শুনিয়াছি দুর্ব্বল সন্তানের প্রতি তোমার স্নেহ অধিক। কেবল সেই সাহসে কর-যোড়ে বিনীত ভাবে তোমার সন্নিধানে আসিয়াছি। করুণাময়ি মাতঃ! একবার তোমার অধম সন্তানকে গ্রহণ কর—সকল জ্বালা—

সকল যন্ত্রণা দূরে যাউক। এ হৃদয়কে চির দিনের জন্য তোমার চরণের সুশীতল ছায়ায় এমন করিয়া রক্ষা কর যেন ইহা আর সংসার-মোহে ও পাপ-তাপে তাপিত না হয়। ইহাই তোমার নিকটে আমার কামনা। তুমি কৃপা করিয়া আমার এই নির্ম্মল কামনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অজ্ঞতাবাদ সমালোচন

৪৪১ সংখ্যক পত্রিকার ৮ পৃষ্ঠার পর।

স্পেন্সর্ বলেন, আমরা বাহ্য জগতের শক্তি ও আমাদিগের শক্তি একজাতীয় মনে করিতে বাধ্য; এবং সেই কারণেই আমরা বাহ্য শক্তিকে মন (Mind) ভাবিয়া থাকি। এই ধর্ম্ম আমাদিগের প্রকৃতির পক্ষে অবিয়োজ্য হইলেও, ইহা ভ্রান্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এ কথা তিনি নিম্ন-লিখিত রূপে সমর্থন করিয়াছেন—"মনে কর, তুমি এক খানি চেয়ার উঠাইলে, যে শক্তি পরাজিত করিয়া চেয়ার উঠাইলে তাহার নাম উক্ত চেয়ারের ভার। এই ভার আর তোমার শক্তি তুমি সমজাতীয় মনে করিতে বাধ্য। কিন্তু এবার তুমি সমগ্র হস্ত দ্বারা চেয়ার না উঠাইয়া একটী মাত্র অঙ্গুলি দিয়া উঠাও। তোমার মনে কি অন্য প্রকার অনুভূতি হইল না? আবার তুমি পদ দ্বারা চেয়ার উত্তোলন কর। কি হইল? অবশ্যই তোমার মনে পূর্ব্বগত দুই বারের অনুভূতি হইতে অন্য রূপ অনুভূতি জন্মিয়াছে। ইহার অর্থ কি? একই চেয়ারের ভার তিনবার তিন প্রকার অনুভূতি উৎপন্ন করিল। এক বস্তু ত্রিজাতীয় হইতে পারে না, সুতরাং চেয়ারের ভার উক্ত অনুভূতিত্রয়ের কোনটীর জাতীয়ই হইতে পারে না। অতএব বাহ্য শক্তিকে যে আমরা স্বকীয় শক্তি সম্বন্ধীয় অনুভূতির জাতীয় মনে করি, তাহা ভ্রান্তি মাত্র। কিন্তু ভ্রান্তি হইলেও আমরা তদ্রূপ চিন্তনে বাধ্য কেন না তদ্ব্যতীত শক্তিজ্ঞান অসম্ভব।" বলিতে কি, আমরা একথার অর্থ বুঝি নাই। যাহা বুঝিয়াছি, তাহা এত অযৌক্তিক যে স্পেন্সরের ন্যায় গভীর পণ্ডিতের কোন বাক্যের এমত অর্থ হইতে পারে, এরূপ বলিতে সাহস হয় না। তথাপি যাহা বুঝিয়াছি, বলিতে হইবে। তিনি বলেন বাহ্য শক্তিকে আমরা আমাদিগের তদুৎপন্ন অনুভূতির জাতীয় (সদৃশ) মনে করিয়া থাকি। ইহা আমাদিগের নিকট সম্পূর্ণ নূতন সংবাদ। একখানি প্রকাণ্ড প্রস্তর পড়িয়া রহিয়াছে, সহসা আমি আমার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া উহা টানিলাম—আমার স্কন্ধে বেদনা লাগিল; অর্থাৎ যে বাহ্য শক্তির প্রভাবে পাষাণখণ্ড ভূলগ্ন রহিয়াছে সেই শক্তি আমার স্কন্ধে বেদনারূপিণী অনুভূতি উৎপাদন করিল। আমি কি এখন এই পাষাণের ভারকে আমার স্কন্ধের বেদনার সদৃশ মনে করিব? না। শরীরের বেদনার সহিত আভ্যন্তরিক অথবা বাহ্য কোন শক্তিরই জাতীয় সম্বন্ধ নাই। যে সম্বন্ধ আছে, তাহা আমাদিগের বিচার্য্য নহে। ধমনী, মজ্জা প্রভৃতি ইচ্ছা অথবা শক্তি নহে। উহারা ইচ্ছার দাস—আজ্ঞা-পালনে নিয়োজিত। সুতরাং বাহ্য শক্তির সহিত তাহাদিগের অথবা তৎসম্বন্ধীয় বেদনাদির কোন সাদৃশ্য হইতে পারে না, কোন সমজাতিত্ব হইতে পারে না। বৃক্ষে বৃক্ষে সাদৃশ্য হয়, লতায় লতায়, ফলে ফলে, মৎস্যে মৎস্যে সাদৃশ্য হয়। বৃক্ষে আর লতায়, লতায় আর ফলে, ফলে আর মৎস্যে কোন সাদৃশ্য হইতে পারে না। তদ্রূপ আমা-

দিগের শক্তির সহিত বাহ্য-শক্তি-সমুৎপন্ন অনুভূতির কোন সাদৃশ্য হইতে পারে না। সাদৃশ্য শুধু শক্তিতে শক্তিতে। আমরা জানি আমাদিগের শক্তি শুধু আমাদিগের ইচ্ছার প্রকাশ; অপর পক্ষে জানি বাহ্য শক্তি ও আমাদিগের শক্তি একজাতীয়; সুতরাং বুঝিতে পারি বাহ্য শক্তিও ইচ্ছার প্রকাশ। ইচ্ছা থাকিলে ইচ্ছাবিশিষ্ট জীবও আছে; সুতরাং বাহ্য শক্তির মূলে আমরা ইচ্ছাবিশিষ্ট জীব দেখিতে পাই। অশিক্ষিত মনুষ্য বাহ্য প্রকৃতিতে যাহা কিছু গতিবিশিষ্ট দেখে, তাহা সজীব ও ইচ্ছাবিশিষ্ট মনে করে। শিক্ষিত মনুষ্য সমস্তই অলঙ্ঘ্য বিধির শাসনাধীন দেখিতে পায়। তুমি কি তাই বলিতে পার, "যে প্রকৃতিকে এতকাল জীবন্ত মনে করিয়াছ, দেখ, বিজ্ঞান-বলে এইক্ষণে তাহাকে আমরা অপ্রাণী সিদ্ধান্ত করিয়াছি?" না। আমরা বলিব, "যে প্রকৃতি শৈশবে আমাদিগের নিকট সহস্র আত্মার রঙ্গভূমি বলিয়া প্রতীয়মান হইত, এইক্ষণে আমরা তাহাতে শুধু এক আত্মার কার্য্য দেখিতেছি।" প্রাকৃতিক ঘটনার মূলে পূর্ব্বে যেরূপ আত্মা ছিল, এখনও সেই রূপ আত্মা রহিল, পূর্ব্বেও যে রূপ ইচ্ছা ছিল, এখনও সেরূপ ইচ্ছা রহিল; শুধু পূর্ব্বে যেখানে আমরা সহস্র আত্মা মনে করিতাম, এখন সেখানে এক আত্মা দেখিতেছি। ইহা কি ধর্ম্মের পক্ষে অগৌরবের কারণ হইল। এইক্ষণে আমরা যাঁহাকে পূজা করি, তাঁহাকে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বর বলিয়া জানি। ইহা কি পূজকের—মনুষ্যের, কারণ মনুষ্য মাত্রই স্বভাবতঃ পূজনশীল—গৌরবের বিষয় হইল না? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এই সৃষ্টির কারণের ইচ্ছাবিশিষ্টত্বে মনুষ্যের যে জন্মসিদ্ধ বিশ্বাস রহিয়াছে, বিজ্ঞানের উন্নতি তাহার কণিকা মাত্রেরও ক্ষয় করিতে পারে না। ক্ষয় করিবে! যে বিজ্ঞান চক্ষুর সহিত আলোকের, কর্ণের সহিত পবন-তরঙ্গের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতেছে, নির্ণয় করিয়া অক্ষরে অক্ষরে চক্ষু ও কর্ণের রচনা-প্রণালীতে ইচ্ছা ও কৌশলের পরিচয় প্রদান করিতেছে, সে বিজ্ঞান সৃষ্টিকারণের ইচ্ছাবিশিষ্টত্ব অপ্রমাণিত করিবে? যে বিজ্ঞান পড়িয়াছে, সেই স্বীকার করিয়াছে, বিশ্বরচনার ছত্রেছত্রে কত ইচ্ছা, কত কৌশল প্রকাশিত হইতেছে। আর বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য প্রকৃতিতে বিধির অন্বেষণ। বিধির অন্বেষণে কি কখনও বিধাতার সিংহাসন টলিতে পারে? যতই তাঁহার বিধি বুঝিবে, ততই তাঁহার মহিমা বাড়িবে। বিধির পর বিধি, বিধির পর বিধি, অন্বেষণ করিতে থাকি—তাহাতে বিধাতা সম্বন্ধে আমাদের মনে অবিশ্বাস আসিতে পারে কি? না, যতই তাঁহার বিধি বুঝিব, ততই তাহাতে আমাদিগের বিশ্বাস গাঢ়তর হইবে। তবে এতক্ষণ আমরা যাহা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলাম, তাহা প্রমাণিত হইল। আমরা দেখাইয়াছি যে স্পেন্‌সর সৃষ্টির পশ্চাতে যে অদ্বিতীয় অনন্ত শক্তি স্বীকার করিয়াছেন তাহা অন্ধ হইতে পারে না, তাহা ইচ্ছাবিশিষ্ট, এবং সেই অনন্ত, অদ্বিতীয়, ইচ্ছাবিশিষ্ট শক্তি ও ঈশ্বর অভিন্ন।

ঈশ্বরের অজ্ঞেয়ত্ব প্রতিপাদন করিতে যাইয়া স্পেন্‌সর অন্যত্র বলিয়াছেন যে ঈশ্বরের অনাদিত্ব অথবা স্বতঃস্থায়িত্ব সম্পূর্ণ অচিন্ত্য; কেন না অনন্ত ভূত সময়ে তাঁহার সর্ব্বদা স্থিতির ভাব পাইতে হইলে, অনন্তভূত সময়ের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়; কিন্তু অনন্তের ভাব মনুষ্য-মনের পক্ষে অসম্ভব। আমরা এমন বলি না যে অনন্তের সম্পূর্ণ মূর্ত্তি আমরা হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি; কিন্তু আমরা ইহা স্পষ্টতঃ

বলি যে অনন্তের চিন্তা অনন্তের ভাব মনুষ্যের পক্ষে সম্পূর্ণ সম্ভব; শুধু সম্ভব নহে, মনুষ্য-চিন্তার অপরিহার্য্য ধর্ম্ম। একথা এখানে আর বিবৃত করিব না, এ বিষয়ে আমাদিগের যাহা বক্তব্য, তাহা পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। স্পেন্সর বলেন, "যাঁহারা অনাদি অথবা স্বতঃস্থায়ী বিশ্ব অচিন্তনীয় বলেন, তাঁহারা বিশ্বের স্রষ্টা স্বীকার করেন; সুতরাং তৎসহ একথাও স্বীকার করেন যে তাঁহারা সেই স্রষ্টার অনাদিত্ব অথবা চিরস্বতঃস্থায়িত্বের চিন্তা করিতে পারেন।" তাঁহার মতে এই দুই মতের একত্র-স্থিতি অযৌক্তিক; তাঁহার মতে বিশ্বের অকারণত্ব যে ব্যক্তির পক্ষে অচিন্তনীয়, বিশ্বস্রষ্টার অকারণত্বও সে ব্যক্তির পক্ষে অচিন্তনীয়। তিনি বলেন, "যদি তুমি একের অকারণত্ব স্বীকার কর, তবে তুমি অন্য কোন কিছুরই কারণ চাহিতে পার না।" আমরা বলি চিন্তার বিধি দ্বারা আমরা শুধু দৃশ্যমানগণের কারণ-বিশিষ্টত্বে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়া থাকি; কিন্তু সে সমস্ত দৃশ্যমানের মৌলিক আধারগণের আমরা কখনও কারণ অনুসন্ধান করি না—তদ্রূপ কারণানুসন্ধান মনুষ্য-প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। যাহা আছে, রহিয়াছে এবং থাকিবে, মনুষ্য কখনও তাহার কারণ-জিজ্ঞাসু হয় না। যাহা এই হইল, এই চলিল, যাহা দৃশ্যমান মাত্র (Phenomenon) যাহা প্রকৃত অপরিবর্ত্তনশীল অস্তিত্ব (Entity) নহে, মনুষ্য তাহারই কারণ চাহে। কেহ কি কখনও স্থানের (Space) অথবা সময়ের কারণ চিন্তা করিতে পারে? অর্থাৎ কেহ কি ভাবে অথবা ভাবিতে পারে এমন সময় ছিল অথবা হইবে যখন সময় ছিল না অথবা থাকিবে না, অথবা এমন স্থান আছে যেখানে স্থান নাই? না। কেন না? কারণ মনুষ্য তাহার প্রকৃতি দ্বারা শুধু দৃশ্যমানেরই কারণ অনুসন্ধান করিতে বাধ্য, দৃশ্যমানের আধার সম্বন্ধে সে কখনও কারণ-জিজ্ঞাসু হয় না, কেন না, তাহাদিগের কারণ নাই—তাহারা অকারণ, অনাদি, অনন্ত। সময় ও স্থান অকারণ, অনাদি, অনন্ত—দৃশ্যমানগণের আধার; তাই মনুষ্য তাহাদিগের কারণ-জিজ্ঞাসু হয় না। তদ্রূপ বিশ্বস্রষ্টারও আমরা কারণ কল্পনা করিতে পারি না; কেন না, তিনি দৃশ্যমান নহেন। যেমন স্থানের অনন্ত বিস্তৃতি না থাকিলে কোন পদার্থ থাকিতে পারিত না, অনন্ত সময় না থাকিলে দিন কি মুহূর্ত্ত থাকিতে পারিত না, তেমন অনন্ত কারণ ঈশ্বর না থাকিলে কোন দৃশ্যমানই হইতে পারিত না। যেমন স্থানের অনন্ত সাগর শুকাইলে, সে সাগরের ঊর্ম্মিরূপী পদার্থ মাত্রেরই অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, যেমন সময়ের অনন্ত সাগর শুকাইলে, সেই সাগরের ঊর্ম্মিরূপী দিবা মাস বর্ষাদির অস্তিত্ব থাকিতে পারে না; তেমন কারণের অনন্ত সাগর—ঈশ্বর—না থাকিলে, সে সাগরের ঊর্ম্মিরূপী দৃশ্যমান মাত্রেরই অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং স্পেন্সরের যুক্তি ভ্রান্ত প্রমাণিত হইল—অর্থাৎ বিশ্বের অকারণত্বে অবিশ্বাস করিয়া বিশ্বকর্ত্তার অকারণত্বে বিশ্বাস স্থাপন অদার্শনিক নহে, ইহা প্রদর্শিত হইল।

অধুনা অজ্ঞতাবাদিগণ ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন কথা উপস্থিত হইলেই বলিয়া থাকেন, "তোমরা ঈশ্বরকে মনুষ্য গড়িয়া লও। মনুষ্য অপেক্ষা সৃষ্টিতে কখনও শ্রেষ্ঠতর জীব দেখ নাই; তাই ঈশ্বরের চিন্তা করিতে গেলেই তোমরা তাঁহাকে মনুষ্যের গুণে সজ্জিত করিয়া ফেল।" এ সম্বন্ধে স্পেন্সর নিম্নলিখিতরূপ বলিয়াছেন—"আমরা মুহূর্ত্তেকের জন্য কল্পনা করিব যে আমার সম্মুখস্থিত ঘটিকাযন্ত্রের জীবন

আছে ; এবং ইহার টিক্‌টিক্ শব্দই ইহার জীবনের চিহ্ন। এমন অবস্থায় যদি ঐ সপ্রাণ ঘটিকা যন্ত্র বলে যে তাহার নির্ম্মাতার কার্য্যকলাপও তাহার নিজের মত স্প্রিঙ্গাদি (Spirngs and escapements) দ্বারা নিয়মিত, তবে তাহার বাক্য ধর্ম্মগুরুদিগের উপদেশের অনুরূপ হইবে।" স্পেন্সর, এখানে একটী লজ্জাকর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার তুলনায় সামঞ্জস্য অথবা সাদৃশ্য নাই। কোন সভ্য দেশেই ঈশ্বরকে কেহ শরীরী জীব বলিয়া বিশ্বাস করে না। তবে ধর্ম্মোপদেষ্টারা কিরূপে বলিবেন'আমাদিগের নির্ম্মাতার কার্য্যকলাপ আমাদিগের মত হৃদয়যন্ত্র মস্তিষ্ক প্রভৃতি দ্বারা নিয়মিত?' ঘটিকাযন্ত্র যদি প্রাণ পাইত,এবং প্রাণের সহিত চিন্তাশক্তি লাভ করিত, আর তৎপরে যদি বলিত তাহার নির্ম্মাতা তাহার মত (তাহার মত শক্তির সাদৃশ্যে অথবা সমজাতীয়ত্বে, পরিমাণে নহে) চিন্তা ও ইচ্ছাবিশিষ্ট, তবে কি ঘটিকার বাক্য সত্য হইত না? অবশ্য হইত। যদি ঘটিকার তদ্রূপ বাক্য সত্য হইতে পারিত, তবে মনুষ্য যখন বলে, "আমার নির্ম্মাতা, স্রষ্টা, আমার মত ইচ্ছা ও গুণ বিশিষ্ট" (এখানে ও "মত" সাদৃশ্যে, পরিমাণে নহে,) তাঁহার কথা কেন অসত্য হইবে? ঈশ্বরের গুণ আমাদিগের গুণের জাতীয় বলিলে ঈশ্বরের মহিমার হানি হয় না ; বরং সে মহিমার জ্যোতি আরও স্ফূরিত হয়। যদি ঈশ্বরপ্রদত্ত গুণগুলি তাঁহার গুণ হইতে বিজাতীয় হইত, তবে তাহারা গুণ-নামের অযোগ্য হইত, কারণ যাহাতে দেবত্ব নাই, ঈশ্বরত্ব নাই, তাহা যদি গুণ নাম পাইবে,তবে দোষ বলিব কাহাকে? আর তাহা হইলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব থাকিত না। যে ঈশ্বর আপনার সন্তানগণকে স্বীয় গুণে ভূষিত করিতে কুণ্ঠিত, তিনি ঈশ্বর নহেন, তিনি সয়তানশ্রেণীয়। আর দীপালোক ও সূর্য্যালোক একজাতীয় বলিয়া কি সূর্য্যের মহিমার হ্রাস হইয়াছে?—অথবা, ক্ষুদ্র সরসী এবং অনন্ত সমুদ্র এক জাতীয় বলিয়া কি সমুদ্রের গৌরবের ক্ষতি হইয়াছে? না। তদ্রূপ মনুষ্যের গুণ ঈশ্বরের গুণের সহিত এক জাতীয় বলিয়া ব্রহ্মাণ্ডপতির মহিমা হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং এখন আমরা দেখিতেছি যে ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ ঈশ্বর সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহা স্পেন্সর যত অসঙ্গত মনে করিয়াছেন, তত অসঙ্গত নহে। ঈশ্বরকে মনুষ্য যে তাহার প্রকৃতিবিশিষ্ট মনে করে, তাহা ভ্রান্তি নহে। গুণ যাহা, সত্য যাহা, তাহা সর্ব্ব সম্বন্ধেই সমান। ঈশ্বরেতে যাহা গুণ, মনুষ্যেতেও তাহা গুণ- তবে মনুষ্যের গুণ একটী বায়ুস্ফীত বারি-শীকর, আর ঈশ্বরের গুণ সেই অনন্ত জলধি হইতেও অনন্ত।

আর একটী কথা বলিয়া আমরা অদ্য বিদায় লইব। ইহার পর অজ্ঞতাবাদী বলিতে পারেন, "ঈশ্বরকে ইচ্ছাবিশিষ্ট বলিতে হয় বল, দয়াশীল বলিতে হয় বল ; কিন্তু তিনি অনন্ত, তাঁহার অনন্ত মূর্ত্তি তোমার সঙ্কীর্ণ মানস-পটে কিরূপে প্রতিফলিত হইবে?" আমরা বলি না, তাঁহার অনন্ত দয়া, অনন্ত ন্যায়, অনন্ত প্রেম, অনন্ত জ্ঞান আমরা সম্যক্‌রূপে মনে ধারণা করিতে পারি। না পারিলাম, ক্ষতি কি? আমরা স্থান ও সময়ের অনন্তত্ব সম্যক ধারণা করিতে পারি না ; কিন্তু তথাপি আমরা তাহাতে বিশ্বাস করি, এবং তৎসম্বন্ধে আমাদিগের জ্ঞানও অতি পরিষ্কার। শিশু তাহার মাতা পিতার হৃদয়ের ভাবরাশির সীমা করিতে পারে না ; অপরিমিত আহার করিলে, অথবা অন্য কোন শিশুর প্রতি অন্যায্য আচরণ করিলে, তাঁহারা কেন তাহাকে প্রহার

ও তিরস্কার করেন, বুঝিতে পারে না। তাই বলিয়া কি সে শিশু পিতা মাতার উপর নির্ভর করে না? বিশ্বাস করে না? ঈশ্বর ও মনুষ্য সম্বন্ধেও তদ্রূপ। তাঁহার অনন্তত্ব আমরা সম্যক্ ধারণা করিতে পারি না, তিনি কেন আমাদিগকে সম্পদের রত্ন-সিংহাসনে উত্তোলন করেন, তিনি কেন আবার আমাদিগকে বিপদের কণ্টকিত শ-য্যায় নিক্ষেপ করেন; তাহা আমরা সম্যক বুঝিতে পারি না। না পারিলাম, তথাপি শিশুর যেরূপ তাহার জনক জননীতে তা-হার মঙ্গলসাধনপক্ষে যথেষ্ট জ্ঞান ও শক্তি আছে একথায় বিশ্বাস রহিয়াছে, আমাদিগেরও ঈশ্বরেতে আমাদিগের মঙ্গলসাধনপক্ষে যথেষ্ট জ্ঞান ও শক্তি আছে, এ কথায় বিশ্বাস আছে। আর ঈশ্বর যদি সম্যক জ্ঞেয় হইতেন, তবে কি হইত? তবে সংসারে ঈশ্বরে কেহ ভক্তি করিত না। আমরা যাঁহার দয়া, ন্যায় ও জ্ঞান-সাগরের পরিমাণ করিতে পারি, আ-মাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধির সেতু যাঁহার অস্তিত্ব-সাগরের বিস্তার পরিমাণ করিতে পারে, তিনি কি আমাদিগের ঈশ্বর হইতে পারেন? তাঁহার নিকট কি আমরা বিস্ময়-প্রেম-ভরে ডুবিয়া যাইতে পারি? তাঁহার পূজার জন্য কি আমরা ধন, মান, প্রাণ, বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইতে পারি? আমরা তাঁ-হার ন্যায়, জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি যেমনি বুঝি-য়াছি, তেমনি বুঝিয়াছি যে সে সমস্ত আ-মাদিগের জ্ঞানের অপরিমেয়। আর ইহা বুঝিয়াছি বলিয়াই তাঁহার নামে আমাদিগের মস্তক অবনত হয়।

হিন্দুজাতির ঐক্যসাধন

এখন হিন্দুদিগের মধ্যে অনৈক্যের ভা-বই প্রধান। বাঙ্গালী, উৎকলী, পঞ্জাবী, মহা-রাষ্ট্রী সকলেই হিন্দু কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে কিছুমাত্র একতা নাই। একতা ত দূরের কথা, বরং পরস্পরের মনে অনেকানেক বিষয়ে এ-কটী বিদ্বেষের ভাব জাগরূক আছে। এক জাতি অন্য জাতির ভাষা কিম্বা আচার ব্যব-হারে ক্রূর কটাক্ষপাত করেন। এক জাতি অন্য জাতির কোন বিশেষ উন্নতি দেখিলে ঈর্ষান্বিত হন। বাঙ্গালী উৎকলীকে উৎকলী বাঙ্গালীকে, পঞ্জাবী মহারাষ্ট্রীকে মহারাষ্ট্রী প-ঞ্জাবীকে ঘৃণা করেন ও তাহার প্রতি নানা প্র-কারে বিদ্বেষ ভাবের পরিচয় দেন। ইহা একটী শোচনীয় ব্যাপার। এক জাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে ঐক্য না থাকিলে সে জাতির উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। ভারতবর্ষস্থ সকল জা-তির বর্ত্তমান অবস্থা সকল বিষয়ে প্রায় একই রূপ, তথাপি তাহাদের মধ্যে ঐক্য নাই ইহা জাতি-গত মঙ্গলের পক্ষে একটী মহান অন্ত-রায়। হিন্দুজাতি এখন অবনত; উন্নতি ও সভ্যতার উচ্চ মঞ্চে আরোহণ করিবার জন্য ইহার বল আবশ্যক, কিন্তু বলের প্রধান কারণ একতা, যদি পরস্পরের মধ্যে সেই ঐক্যই না রহিল তাহা হইলে ইহার উন্নত হইবার আর আশা কোথায়। এক্ষণে যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে একটী জাতীয় ঐক্য সাধিত হইতে পারে আমরা সংক্ষেপে তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

প্রথম ধর্ম্মের একতা। ইহাই অন্যান্য সকল ঐক্যের মূল। সাধর্ম্ম্য ব্যতীত বৈধর্ম্ম্যে কখন মিল হয় না। যদ্যপি আচার ব্যব-হার, ভাষা ও অন্যান্য সকল বিষয়ে এক জাতির সহিত অন্য জাতির ঐক্য না থাকে

কিন্তু যদি ঐ দুই জাতি সমধর্ম্মী হয় তাহা হইলে তাহাদিগের একতাসাধন হইতে পারে। ধর্ম্ম মনুষ্য হৃদয়ের অতি উচ্চ ও প্রিয় সামগ্রী, সহস্র বিষয়ে অনৈক্য থাকিলেও এক ধর্ম্মের একতায় হৃদয়ের একতা দাঁড়াইতে ভ তবর্ষে বেদোক্ত ধর্ম্মই সাধারণ ধর্ম্ম। কিন্তু শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায়-ভেদে ইহা বহুশাখ হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে যেমন দেখাইলাম ভাষা ও আচার ব্যবহার স্বতন্ত্র বলিয়া এক জাতি অন্য জাতিকে বিদ্বেষ-চক্ষে দেখেন ধর্ম্ম-সম্বন্ধেও ঠিক্ সেই রূপ। এতদ্দেশে শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিরোধ চির-প্রসিদ্ধ। মত স্বতন্ত্র হইলেই দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়া থাকে। এই রূপ স্থলে এই সাম্প্রদায়িক ভাব উচ্ছেদ করিয়া একটী সাধারণ হিন্দুধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মই সেই সাধারণ হিন্দুধর্ম্ম। ইহা হিন্দুদিগের মধ্যে সম্প্রদায় নষ্ট করিবার জন্যই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ইহাই ভারতের প্রাচীন ধর্ম্ম। আমাদিগের পূর্ব্বপিতামহগণ ইহারই সুশীতল ছায়ায় চির শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই ধর্ম্ম সুপ্রচার হইলে তবেই ভারতবর্ষীয়েরা একমন ও একপ্রাণ হইবে। কিন্তু আমরা বারংবার তারস্বরে এই কথা বলিতেছি যে এই ধর্ম্মকে বৈজাতিক বিকৃত বেশে সজ্জিত করিলে ভারতবর্ষীয়েরা ইহার ত্রিসীমা স্পর্শ করিবে না। বৌদ্ধেরা এক সময়ে একটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিল কিন্তু তাহা হিন্দু-আকারে। এই জন্য অতি অল্পকালের মধ্যে শত সহস্র লোক সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ন্যায় স্বতন্ত্র ধর্ম্ম নয়, ইহা হিন্দুধর্ম্ম-রূপ মহাসমুদ্রের একটী তরঙ্গও নয়। ইহা স্বয়ংই সেই মহাসমুদ্র। ইহাকে বিকৃত আকারে প্রচার করিলে হিন্দুজাতির মধ্যে এই চিরপ্রার্থিত একতা কদাচই সাধিত হইবে না।

দ্বিতীয়, রাজনৈতিক অবস্থার একতা। ভিন্ন ভিন্ন জাতির রাজনৈতিক অবস্থার একতা তাহাদিগের ঐক্যসাধনের একটি উৎকৃষ্ট উপায়। যেমন সমদুঃখসুখ ব্যক্তিদিগের মধ্যে স্বভাবত বিলক্ষণ একটী মমতার ভাব থাকে সেই রূপ ভিন্ন ভিন্ন জাতির রাজা ও রাজবিধি যদি এক হয়, সাধারণই যদি রাজনৈতিক সুখ দুঃখ তুল্য পরিমাণে ভোগ করে তাহা হইলে ধর্ম্ম ভাষা ও আচার ব্যবহার স্বতন্ত্র হইলেও পরস্পরের মধ্যে বিলক্ষণ একটী মমতা দাঁড়াইয়া যায় এবং এই সূত্রে পরস্পরের দুশ্ছেদ্য একতাও বদ্ধমূল হয়। সৌভাগ্যক্রমে এইক্ষণে সমস্ত হিন্দুজাতি এক রাজার অধীন। সমস্ত হিন্দুজাতির এক প্রকার রাজনৈতিক সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হইতেছে। বর্ত্তমানে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা ঐক্যসাধনের বিশিষ্ট উপায়। এক্ষণে হিন্দু-জাতির অভাব ও ইচ্ছা এক। এক্ষণকার সিবিল সার্ব্বিশ ও বিলাতে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি-প্রেরণ-প্রশ্নই তাহার সম্যক নিদর্শন। এই দুইটি প্রশ্ন ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সকল স্থানকেই এক করিয়াছে। সুতরাং এক্ষণে রাজনৈতিক বিষয়ে হিন্দুজাতির একতা স্থাপনে আয়াস পাইতে হইবে কিন্তু উপরোক্ত ঘটনা গুলি আলোচনা করিলে বোধ হয়, যে অন্যান্য বিষয়ে ঐক্যসাধনের জন্য যতটা আয়াস পাইতে হইবে রাজনৈতিক বিষয়ে ততটা হইবে না।

তৃতীয়, পরস্পরের দোষে ক্ষমা ও পরস্পরের গুণে শ্লাঘা। এক গৃহে সদ্ভাবে বাস করিতে গেলে যেমন সেই গৃহের প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে পরস্পরের সামান্য দোষ কিম্বা ত্রুটি অগ্রাহ্য

না করিয়া চলিলে সুশৃঙ্খলে গৃহবাস অসম্ভব হইয়া উঠে, সেই রূপ এক দেশের বিভিন্ন জাতি পরস্পরের সামান্য দোষ অগ্রাহ্য করিয়া না চলিলে উন্নতির পথ পরিষ্কৃত ও প্রতিবন্ধকশূন্য হয় না। এই ভারতবর্ষের প্রত্যেক জাতির দোষ ও গুণও আছে। এক্ষণে যদি সকলে পরস্পরের দোষে ক্ষমা করেন এবং গুণের জন্য পরস্পারকে শ্রদ্ধা করেন তাহা হইলে সমস্ত হিন্দুজাতির মধ্যে প্রগাঢ় অনুরাগ সঞ্চারিত হইতে পারে।

চতুর্থ, পরস্পরের সাহায্যে পরস্পরের সামাজিক অথবা চরিত্রগত অভাব মোচন। হিন্দুদিগের মধ্যে এক জাতির সুরীতি ও সুনিয়ম যদি অন্য জাতি অনুকরণ করেন তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে প্রীতি ও একতা বদ্ধমূল হয়। এস্থলে দৃষ্টান্ত-চ্ছলে একটী কথা বলি। বৈধ স্ত্রীস্বাধীনতা আমাদিগের প্রাচীন রীতি। বর্ত্তমানে বঙ্গদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের অসূর্য্যস্পশ্যভাব ঐ প্রাচীন রীতির বিরোধী। যদি বাঙ্গালীরা এই বিষয়ে দাক্ষিণাত্যের ব্যবহার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে দাক্ষিণাত্যবাসীদিগের সহিত বাঙ্গালীর সদ্ভাব আরো বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। ইংরাজদিগের অত্যুগ্র প্রখর স্ত্রীস্বাধীনতার অনুকরণ করা অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যের আদর্শে লুপ্তপ্রায় প্রাচীন হিন্দু-রীতির পুনরুদ্ধার-চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। এইরূপ ভারতবর্ষীয় সকল জাতি পরস্পর পরস্পরের অনুকরণে সামাজিক ও চরিত্রগত অভাব বিমোচনার্থ তৎপর হইলে সহজেই একটী একতা আসিয়া উপস্থিত হইবে।

পঞ্চম যৌন সম্বন্ধে পরস্পর আদান প্রদান। এক্ষণে বঙ্গদেশবাসীর সহিত পঞ্জাবীর অথবা পঞ্জাবীর সহিত বাঙ্গালীর বিবাহ-রীতি প্রচলিত নাই। বিবাহ স্বজাতির মধ্যেই বদ্ধ। এই বদ্ধভাব দূর করিয়া ভারতবর্ষের সকল জাতি পরস্পরের মধ্যে বিবাহ-রীতি প্রচলিত করেন ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। এই রূপ বিবাহ-রীতি প্রচলিত করিতে হইলে উহাতে সম্পূর্ণরূপে অসবর্ণতা-দোষ পরিহার করিতে হইবে, অর্থাৎ পঞ্জাবী ব্রাহ্মণ-কন্যার সহিত বঙ্গীয় ব্রাহ্মণপুত্রের কিম্বা পঞ্জাবী কায়স্থ-কন্যার সহিত বঙ্গীয় কায়স্থপুত্রের বিবাহ হইবে। এই প্রকার বিবাহের আর একটি ফল এই হইবে যে, শারীরিক বল প্রভৃতি পঞ্জাবী-গুণ যাহা বঙ্গবাসীদিগের নাই তাহা বঙ্গসন্তানগণ প্রাপ্ত হইবেন এবং বুদ্ধি-প্রাখর্য্য প্রভৃতি বঙ্গীয় গুণ যাহা পঞ্জাবীদিগের নাই, তাহা তাহারা প্রাপ্ত হইবে। এই প্রকার বিবাহ-রীতি প্রচলিত হইলে সমস্ত হিন্দুজাতি অকাট্য সখ্য-সূত্রে ও নিকট সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আবদ্ধ হইবে এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য সংস্থাপিত হইবে।

সমস্ত হিন্দুজাতির মধ্যে প্রীতি-ভাব গাঢ়রূপে বদ্ধ হইলে তদ্দারা ভারতের অশেষ কল্যাণ সাধন হইবে। ভারতবর্ষের হিন্দুজাতিগণ একমন একপ্রাণ হইলে তাঁহাদিগের আর প্রতিস্পর্দ্ধী কে হইতে পারে? ঈশ্বর করুন সমস্ত হিন্দুজাতি যেন একতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া তাহাদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থা মোচনে তৎপর হয় এবং উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া পৃথিবীস্থ প্রধান প্রধান জাতির মধ্যে উচ্চ আসন লাভ করে।

রামচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

৪৪১ সংখ্যক পত্রিকার ১৯ পৃষ্ঠার পর।

এদিকে ভরত পৌর জানপদগণের সহিত চিত্রকূটে উপস্থিত হইলেন এবং রামচন্দ্রের পদতলে নিপতিত হইয়া পিতা দশরথের

মৃত্যু-সম্বাদ নিবেদন পূর্ব্বক তাঁহাকে অযোধ্যায় প্রতিপ্রয়াণ করিতে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র পিতার মৃত্যুতে শোকাকুল হইলেন কিন্তু অযোধ্যা প্রতিগমন কিছুতেই স্বীকার করিলেন না। অবশেষে ভরত রামচন্দ্রের পাদুকাযুগল গ্রহণ পূর্ব্বক উহা সম্মুখে স্থাপন করিয়া রামচন্দ্রের প্রতিনিধিরূপে চতুর্দ্দশ বৎসর নগরের বহির্দ্দেশে 'নন্দিগ্রামে রাজ্যশাসন করিতে অঙ্গীকার করিলেন। ইতিমধ্যে মহর্ষি জাবালি রামচন্দ্রকে বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত তাঁহার মনে নাস্তিক বুদ্ধি উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র ধর্ম্মবুদ্ধি আশ্রয় করিয়া জাবালির যুক্তি সকল খণ্ডন করিলেন এবং জাবালিকে ধর্ম্মভ্রষ্ট নাস্তিক বলিয়া বিস্তর ভর্ৎসনা করিলেন। পরে রামচন্দ্র ভরতকে বিদায় দিয়া অযোধ্যায় পাঠাইয়া দিলেন। অযোধ্যাবাসিগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে তাঁহার আর চিত্রকূটে বাস করিতে ভাল লাগিল না। ঋষিগণ আসিয়া তাঁহাকে রাক্ষসদিগের উপদ্রবের কথা নিবেদন করিলেন। তখন তিনি চিত্রকূট পরিত্যাগ করিয়া অত্রিমুনির আশ্রমে গমন করিলেন এবং তথায় আতিথ্য গ্রহণ করিয়া দণ্ডকারণ্যে [১৩] প্রবেশ করিলেন। দণ্ডকে প্রবেশ করিয়া রামচন্দ্র তাপসগণের পুণ্যাশ্রম সকল দর্শন করিলেন এবং তাঁহাদিগের আশ্রমে উত্তমরূপ সৎকৃত ও সমাদৃত হইয়া, তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক বন প্রবেশ করিলেন। এই বনে বিরাধ নামে এক রাক্ষস তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। তখন রাম ও লক্ষ্মণ দুই জনে সেই রাক্ষসকে নিপাত করিয়া শরভঙ্গের আশ্রম [১৪] সুতীক্ষ্ণের আশ্রম প্রভৃতি অনেক ঋষির পুণ্যাশ্রমে ভ্রমণ করিলেন। এইরূপে বনবাসের দশবৎসর অতীত হইল। অনন্তর তাঁহারা অগস্ত্য ঋষির উপদেশ মতে গোদাবরীতটে পঞ্চবটী বনে [১৫] পর্ণশালা প্রস্তুত করিয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। রামায়ণ-যুদ্ধের প্রথমাঙ্ক এই স্থলে অভিনীত হয়। একদা রাবণের ভগিনী শূর্পণখা নামে নিশাচরী রামচন্দ্রের পর্ণকুটীরে যদৃচ্ছাক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল। শূর্পণখা রামচন্দ্রকে বিবাহ করিবার বাসনা ব্যক্ত করিল এবং সীতাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। এই দেখিয়া লক্ষ্মণ তাহার নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিয়া দিলেন। তখন সে রোদন করিতে করিতে জনস্থানে [১৬] গমন করিল এবং তাহার ভ্রাতা খরের সমীপস্থ হইয়া আপনার অপমান নিবেদন করিল। খর ক্রোধান্ধ হইয়া চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস-সৈন্যের সহিত রামচন্দ্রকে আক্রমণ করিল কিন্তু রণে পরাজিত এবং সগণে নিহত হইল। অকম্পন নামে একটি মাত্র রাক্ষস অবশিষ্ট ছিল, সে জনস্থান পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে লঙ্কা নগরীতে [১৭] উপস্থিত হইয়া রাক্ষসরাজ

(১৩) দণ্ডকারণ্য যমুনানদীর দক্ষিণতীরে গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দণ্ড নামক কোন রাজার নামানুসারে ইহার নাম দণ্ডকারণ্য হইয়াছে। এই অরণ্যে অসভ্য জাতিরা বাস করিত এবং রামায়ণের সময়ে ঋষিদিগের আশ্রম নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হইয় ছিল।

(১৪) বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত বন্দ প্রদেশের Banda Potrict প্রান্তসীমায় স্থিত। উহা অদ্যাপি শরভঙ্গাশ্রম বলিয়া প্রসিদ্ধ। অত্রি ও সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রম বন্দপ্রদেশের অন্তর্গত।

(১৫) পঞ্চবটী বোম্বাই নগরের ৩৮ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে গোদাবরী নদী তটে স্থিত বর্ত্তমান নাসিকনগর Nasike! এস্থানে শূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন হয় বলিয়া বোধ হয় ইহার নাম নাসিক হইয়াছে।

(১৬) জনস্থান পঞ্চবটীর দক্ষিণে স্থিত প্রদেশ।

(১৭) লঙ্কা সিংহল দ্বীপের (Ceylon) রাজধানী। সিংহল দ্বীপের অন্যান্য নাম তাম্রপর্ণি, রত্নদ্বীপ, লঙ্কাদ্বীপ।

রাবণকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। আর শূর্পণখা রাবণকে সীতার কথা বলিয়া প্রতিহিংসাতে সমধিক উৎসাহিত করিল। তখন রাবণ মারীচ নামক রাক্ষসের সাহায্যে গোপনে রাম ও লক্ষ্মণের অসাক্ষাতে সীতাকে হরণ করিয়া নিজ রাজধানী লঙ্কাতে লইয়া গেল। সীতার অদর্শনে রামচন্দ্র বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে লক্ষ্মণের চেষ্টায় তাঁহার সংজ্ঞালাভ হইলে তিনি নিরন্তর বিলাপ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া সীতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কিয়দ্দূর দক্ষিণে গমন করিয়া ঋষ্যমূখ পর্ব্বতে[১৮] উপস্থিত হইলেন। তথায় বানররাজ সুগ্রীবের নিকট সীতার নিক্ষিপ্ত অলঙ্কার ও বস্ত্রখণ্ড প্রাপ্ত হইয়া সুগ্রীবের সহিত মৈত্রীবন্ধন করিলেন এবং সুগ্রীবের বিপক্ষ ভ্রাতা বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে কিস্কিন্ধ্যা-রাজ্য[১৯] প্রদান করিলেন। সুগ্রীব রামচন্দ্রের অনুগ্রহে রাজ্য লাভ করিয়া সীতান্বেষণার্থ বানর-দূত চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিলেন। যাহারা দক্ষিণ দিকে গমন করিয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে হনুমান্ নামে এক মহাবীর সমুদ্র লঙ্ঘন পূর্ব্বক লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হইল। লঙ্কাই রাবণের সুসমৃদ্ধ রাজধানী। লঙ্কাপুরীর রাজপথ সকল প্রশস্ত ছিল, সর্ব্বত্র প্রাসাদপুঞ্জ শোভা পাইত। কোন স্থানে সাপ্তভৌমিক ভবন, কোন স্থানে অষ্টতল ভবন, কুট্টিম সকল স্বর্ণ ও স্ফটিকে মণ্ডিত। পুরীর দ্বার সকল কনকময়, দ্বার-বেদি পরিস্কৃত পরিচ্ছন্ন এবং নানাজাতীয় বহুমূল্য প্রস্তরে খচিত। তোরণ নানা বর্ণে চিত্রিত ও স্বর্ণরঞ্জিত। ইতস্ততঃ উন্নতশিরস্ক অত্যুৎকৃষ্ট সভাগৃহ সকল দেদীপ্যমান ছিল। পুরী শতঘ্নী,[২০] শক্তি, যন্ত্র প্রভৃতি অসংখ্য আয়ুধসমূহে সুরক্ষিত ছিল। স্থানে স্থানে গোষ্ঠ ও যন্ত্রাগার শোভা পাইত। রাত্রিকালে সর্ব্বত্রই দীপালোক পুরীকে আলোকিত করিত। নানাবিধ রমণীয় উপবন এবং আরাম-গৃহ উহা পরিশোভিত করিত। এই লঙ্কার মধ্যে অশোকবনে সীতা রামচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া দুঃখিত মনে বাস করিতেছিলেন। হনুমান্ সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়া অবশেষে অশোকবনে প্রবেশ পূর্ব্বক সীতার দর্শন প্রাপ্ত হইল। সে তাঁহাকে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের সংবাদ প্রদান পূর্ব্বক আশ্বাসিত করিল এবং লঙ্কায় নিজ পরাক্রমের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়া সমুদ্র পুনর্লঙ্ঘন পূর্ব্বক রামচন্দ্রের সমীপে প্রত্যাগমন করিল।

অনন্তর রামচন্দ্র সুগ্রীবের সাহায্যে সমস্ত সৈন্য সজ্জিত করিয়া সমুদ্রতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নলের সাহায্যে সমুদ্রোপরি এক সেতু বন্ধন করাইলেন। এই সেতু ভারতবর্ষ এবং লঙ্কাদ্বীপকে সংযোজিত করিল। ইহাকে সেতুবন্ধ কহে। ইহা হিন্দুদিগের একটি তীর্থস্থান। অদ্যাপি দক্ষিণ মহাসমুদ্রে এই সেতুর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষ ও লঙ্কাদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী প্রণালীকে অধুনা Palk's strait বলে এবং রামনির্ম্মিত সেতুকে Adam's bridge বলে। রামচন্দ্র সসৈন্যে এই সেতুর উপর দিয়া সমুদ্র পার

১৮ কিস্কিন্ধ্যার পর্ব্বত বিশেষ।

১৯ কিস্কিন্ধ্যা মহীসুর (Mysore) রাজ্যের উত্তরস্থিত প্রদেশ।

২০ শতঘ্নী আগ্নেয় অস্ত্রবিশেষ। ইহা চক্রের উপর চালিত হইত এবং ইহার গর্ভে গোলক দিয়া শত্রুদিগের উপর নিক্ষেপ করিত। ইহাতে অগ্নিচূর্ণ (বারুদ) ব্যবহৃত হইত। একবারে শতলোক বধ করিতে পারিত বলিয়া শতঘ্নী নাম হইয়াছে। বোধ হয় ইহা একপ্রকার কামান।

হইয়া লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হইলেন এবং রাত্রিকালেই ঐ পুরী অবরোধ করিলেন। তখন রাবণ চিন্তিত হইল। রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধার্ম্মিক বিভীষণ রাবণ কর্ত্তৃক অপমানিত ও তাড়িত হইয়া রামচন্দ্রের নিকটে আসিয়া তাঁহার সহিত মৈত্রীস্থাপন করিলেন। বিভীষণ এই ভীষণ সমরে রামচন্দ্রের বিশেষ সহায়তা করিতে লাগিলেন। সন্ধির সমস্ত চেষ্টা বিফল হইল এবং ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দিন দিন বহুসংখ্যক রাক্ষস ও বানর নিহত হইতে লাগিল। উভয় পক্ষে মধ্যে মধ্যে বিষম সঙ্কট উপস্থিত। চতুর্দ্দিকে রাম ও রাবণের জয়ঘোষণা প্রচারিত হইতে লাগিল। বৃক্ষ দ্বারা লৌহবদ্ধ লগুড় সমূহ চূর্ণীকৃত হইতে লাগিল। বৃহৎ বৃহৎ শিলা দ্বারা মুদ্গর সকল নিষ্পিষ্ট হইতে লাগিল। বানর ও রাক্ষসে এইরূপ তুমুল সংগ্রাম বহুদিন চলিয়াছিল। সমবোত্থিত ধূলিপটল রাক্ষস-শোণিত-নদীতে নিপতিত হইয়া বিলীন হইতে লাগিল। এক এক করিয়া সমস্ত রাক্ষস-বীর সংগ্রামে আগমন করিল এবং রাম ও লক্ষ্মণের হস্তে কালকবলে পতিত হইল। রাবণের পুত্র মেঘনাদ নাগপাশে রাম ও লক্ষ্মণকে বন্ধন করিল কিন্তু গরুড়ের আগমনে উহা শিথিল হইয়া গেল। রাবণ শক্তি-শেল প্রহারে লক্ষ্মণের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিল, কিন্তু মহৌষধ সেবনে লক্ষ্মণ আরোগ্য লাভ করিলেন। অবশেষে রামচন্দ্র রাবণের দুর্জ্জয় ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ ও রাবণকে এবং লক্ষ্মণ রাবণপুত্র মেঘনাদকে সম্মুখ-সমরে বিনাশ করিলেন। বহুদিন পরে যুদ্ধের অবসান হইল। তখন রামচন্দ্র বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসন অর্পণ করিয়া সীতা সমভিব্যাহারে সগণে ও সসৈন্যে অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অযোধ্যায় আগমন করিবামাত্র ভরত ন্যাসস্বরূপ রাজ্যভার রামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া বিগতজ্বর হইলেন। রামচন্দ্র বনবাসবেশ পরিহার পূর্ব্বক সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া স্বয়োগ্য সিংহাসন অধিকার করিলেন। প্রজাগণ হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইল। এই সময়ে রামচন্দ্রের বয়ঃক্রম এক-চত্বারিংশ বৎসর এবং সীতার চতুস্ত্রিংশ বৎসর।

অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্র সীতার সহিত পরম সুখে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি পিতার ন্যায় প্রজাদিগকে সুতনির্ব্বিশেসে পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজ্যকালে প্রজাগণ হৃষ্ট, পুষ্ট ও সন্তুষ্ট ছিল। তাঁহার রাজ্যে দুর্ভিক্ষের শঙ্কা ছিল না; অগ্নিভয়, বায়ুভয় প্রভৃতি অজ্ঞাত ছিল; নগর ও রাষ্ট্র সকল ধনধান্যসম্পন্ন ছিল, এবং প্রকৃতিপুঞ্জ নিরন্তর সুখে কালহরণ করিত। এইরূপে জীবলোকের রক্ষক ও স্বজনপালক রামচন্দ্র প্রজারঞ্জন করিতে লাগিলেন। তিনি ধর্ম্মশীল ও সুশীল; রাজনীতি তাঁহার কণ্ঠস্থ; ধনুর্ব্বেদ তাঁহার অধিকৃত; সাধুগণের উপকার ও সৎকার্য্যের প্রচার তাঁহার অভ্যস্ত; এবং প্রজাপালন তাঁহার প্রিয়ব্রত ছিল। তিনি তেজস্বিতায় সূর্য্যকে, ক্ষান্তিগুণে সর্ব্বংসহা পৃথিবীকে, বুদ্ধিতে দেবগুরু বৃহস্পতিকে এবং কীর্ত্তিতে সুরপতিকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি পণ্ডিতগণের পূজিত, প্রজাবৃন্দের অভ্যর্চ্চিত এবং ভ্রাতৃগণের আরাধ্য ছিলেন। তিনি সত্যধর্ম্মনিরত, দেশকালজ্ঞ এবং প্রিয়বাদী ছিলেন। তাঁহার দেহের বর্ণ শ্যামল ও চিক্কণ, প্রমাণ চারি হস্ত, এবং সর্ব্বাবয়ব সুরূপ ও সরল। এই রাজ্যকালে সীতা কুশ ও লব নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। ইতিমধ্যে যমুনা-তীরবাসী ঋষিগণ লবণাসুর কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া রামচন্দ্রের নিকটে শরণার্থী হইয়া উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্র শত্রুঘ্নকে

লবণবধার্থ নিয়োজিত করিলেন। আদেশ মাত্র শত্রুঘ্ন সুসজ্জিত হইয়া লবণ-পুরীতে গমন করিলেন এবং যুদ্ধে লবণাসুরকে নিহত করিয়া কালিন্দীর উপকূলে মথুরা নামে [21] এক পুরী নির্ম্মাণ করিলেন। শত্রুঘ্ন শত্রুঘাতী ও সুবাহু নামক পুত্রদ্বয়কে মথুরা ও বিদিশার [22] আধিপত্য প্রদান করিয়া রামদর্শনোৎসুক হইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিলেন। নিমন্ত্রিত ঋষিগণ এবং পার্থিবগণ নানাদিক্‌দেশ হইতে অযোধ্যায় আগমন করিতে লাগিলেন। মহা সমারোহে যজ্ঞ সমাপ্ত হইল এবং রামচন্দ্র যজ্ঞান্তে সরযূতে স্নান করিয়া উজ্জ্বল প্রভা ধারণ করিলেন। তিনি যজ্ঞাবসানে ঋষিবর্গ ও সুহৃদগণকে পুরস্কার প্রদান পূর্ব্বক বিদায় দিয়া রাজ্যে মনোনিবেশ করিলেন। প্রজাপালক রামচন্দ্র কুশকে কুশাবতীতে এবং লবকে শরাবতীতে [23] সংস্থাপিত করিলেন। ভরতের পুত্রদ্বয় তক্ষ ও পুষ্কর সিন্ধুরাজধানীতে অভিষিক্ত হইলেন। লক্ষ্মণের পুত্রদ্বয় অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু কারাপথের [24] আধিপত্যে অধিষ্ঠিত হইলেন। রামচন্দ্র এই রূপে পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ক্রমশঃ পতিলোকগত জননীদিগের শ্রাদ্ধাদি সমাধা করিলেন। তদনন্তর লক্ষ্মণ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন এবং কিছু দিন পরে রামচন্দ্র, ভরত ও শত্রুঘ্ন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিলেন।

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশে চতুর্থ অধ্যায়ের শেষভাগে রামচন্দ্রের যে সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত আছে তাহাতে কিছু বৈষম্য দেখা যায়। আমরা সেই অংশটুকুও উদ্ধৃত করিলাম। ভগবান্ বিষ্ণু ভূভারহরণার্থ অংশ-চতুষ্টয়ে মহারাজ দশরথের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন নামে অভিহিত হন। রামচন্দ্র বাল্যকালে বিশ্বামিত্রের সমভিব্যাহারে যজ্ঞ-বিঘ্ন-শান্তির নিমিত্ত গমন করিয়া তাড়কা নাম্নী এক রাক্ষসীর প্রাণসংহার করেন। যজ্ঞস্থলে তাঁহার নিদারুণ শরপ্রহারে রাক্ষসগণ নিহত এবং দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। তৎপরে তিনি মিথিলায় রাজর্ষি জনকের গৃহে উপস্থিত হইয়া হরধনু ভগ্ন করিয়া জনকতনয়া সীতার পাণিপীড়ন করেন। পরিণয়ানন্তর অযোধ্যাভিমুখে আগমন কালে তাঁহার নিকটে ক্ষত্রিয়কুলান্তক হৈহয়কুলের ধূমকেতুস্বরূপ মহাবীর পরশুরামের দর্পচূর্ণ হয়। অনন্তর তিনি রাজ্যাভিলাষ তুচ্ছ করিয়া পিতৃসত্য পালন করিতে সীতা এবং লক্ষ্মণের সহিত চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে বাস করেন। দণ্ডকারণ্যে লঙ্কাধিপতি দশানন কর্ত্তৃক সীতা অপহৃত হইলে তিনি খর-দূষণ প্রভৃতি রাক্ষসদিগকে এবং বালিকে বিনাশ করিয়া সাগর বন্ধন পূর্ব্বক

২১ পঞ্চাল ও মৎস্য দেশের মধ্যস্থিত মথুরাপ্রদেশের রাজধানী। কংসরাজ এখানে রাজত্ব করিতেন। কৃষ্ণের পিতামহ শূরসেন মথুরাপ্রদেশের রাজা ছিলেন বলিয়া ইহার শৌরসেন নাম হইয়াছে। মথুরাপুরী যমুনার তীরে স্থিত। বৃন্দাবন ইহার তিন ক্রোশ উত্তর।

২২ মালবদেশে বেত্রবতী নদীর তটে স্থিত বিদিশা দশার্ণ প্রদেশের রাজধানী। বর্ত্তমান নাম ভিল্‌সা (Bhilsh) এখানে অত্যুৎকৃষ্ট ভ্যাল্‌সা তামাক প্রস্তুত হয়।

২৩ কুশাবতী বা কুশস্থলী দক্ষিণ কোশলের রাজধানী, বিন্ধ্যপর্ব্বতের উপরি প্রতিষ্ঠিত। শরাবতী বা শ্রাবস্তী উত্তরকোশলান্তর্গত। সিন্ধুদেশের তক্ষশিলা তক্ষের এবং পুষ্করাবতী পুষ্করের রাজধানী ছিল।

২৪ কারাপথদেশ হিমালয়ের সন্নিহিত। অঙ্গদের রাজধানী অঙ্গদী ও চন্দ্রকেতুর রাজধানী চন্দ্রবক্ত্রা। অতি সমৃদ্ধি সম্পন্ন ছিল।

অবশেষে রাক্ষসকুল ধ্বংস করত সীতাকে উদ্ধার করেন। জনকনন্দিনী তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া অনলে প্রবেশ পূর্ব্বক নিজ শুদ্ধ চরিত্রের পরীক্ষা প্রদান করিলে তিনি দেবগণের অনুরোধে তাঁহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক অযোধ্যায় আনয়ন করিয়াছিলেন। এই রূপে তিনি পৃথিবীর স্থিতি সাধনের জন্য দুষ্টগণের প্রাণ সংহার করিয়া পরিশেষে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণের রচনা রামায়ণের বহুকাল পরে হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে আমরা রামচন্দ্রের দেবভাব দেখিতে পাইলাম। বাল্মীকি এই পৌরাণিক অবতার-বৃত্তান্ত জ্ঞাত ছিলেন না, কিন্তু তৎপরবর্ত্তী লেখকেরা তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর লোকে তাঁহাকে দেবতার ন্যায় কীর্ত্তন করিত এবং কালক্রমে দেবভাব আরোপ করিয়াছে। অবশেষে তিনি বিষ্ণুর অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। হিন্দুসমাজ অদ্যাপি তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পূজা করে। ইহা কেবল তাঁহার প্রতি জনসমাজের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পরিচায়ক ব্যতীত আর কিছুই নহে। বস্তুত ইহাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় যে তিনি জনসমাজে এতদূর আদৃত ও পূজিত হইয়াছিলেন যে সমাজের লোকেরা তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার রূপে স্বীকার করিয়াছিল এবং তদবধি তিনি সেই ভাবে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

ক্রমশঃ

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১১ ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় ও অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় হুগলী ব্রাহ্ম সমাজের ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবেক।

শ্রীগোকুলকৃষ্ণ সিংহ
সম্পাদক।

আয় ব্যয়

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫০।

ফাল্গুন ও চৈত্র।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	...	৭৩৪৸৵৫
পূর্ব্বকার স্থিত		...	২৯৩ (১০
সমষ্টি	...	...	১০২৭৸৵১৫
ব্যয়	...	...	৮২৪ ৵ ৫
স্থিত	...	...	২০৩৸ ১০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	৩০৩৸৵১৫
দান প্রাপ্তি।	
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৪০
,, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর	২৫
,, হরিমোহন রায়	১০
,, হরকুমার সরকার	২
,, ভুমেশচন্দ্র বসু	২
,, কাশীনাথ দত্ত	২
,, বেচারাম চট্টোপাধ্যায়	১
,, কার্ত্তিকচরণ মল্লিক	১
,, রামবল্লভ ভট্টাচার্য্য	।০
শুভ কর্ম্মের দান।	
দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮
অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮
	২৯৯।০
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	৪॥৵১৫
	৩০৩৸৵১৫

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১১২।৶০
পুস্তকালয়	...	২৯।৵০
যন্ত্রালয়	..	২০৩॥ ০
গচ্ছিত	...	৮৫৸ ১০
সমষ্টি		৭৩৪৸৵ ৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	৩৯৪ ৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা..		...	১৮৩॥০
পুস্তকালয়	...	...	৩৮৸৶১০
যন্ত্রালয়	...	...	১৪৬৶১৫
গচ্ছিত	...	...	৬১।৵০
সমষ্টি			৮২৪৵৫

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

সম্বৎ ১৯৩৬। কলিগতাব্দ ৪৯৮১। ১ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার।

Registerd NO 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

দশম কল্প

দ্বিতীয় ভাগ

৪৪৩ সংখ্যা আষাঢ় ব্রাহ্মসম্বৎ ৫১ শক ১৮০২

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

প্রথমপ্রপাঠকে দশমঃ খণ্ডঃ।

মটচীহতেষু কুরুষ্বাটিক্যা সহ জায়য়োষস্তির্হচাক্রায়ণইভ্যগ্রামে প্রদ্রাণকউবাস।১

'মটচীহতেষু' মটচোঽশনয়স্তাভির্হতেষু নাশিতেষু 'কুরুষু' 'আটিক্যা' অনুপজাতপয়োধরাদিস্ত্রীব্যঞ্জনয়া 'সহ' 'জায়য়া' 'উষস্তিঃ' নামতঃ 'হ' চক্রস্যাপত্যং 'চাক্রায়ণঃ' 'ইভ্যগ্রামে' 'প্রদ্রাণকঃ' অন্নালাভাৎ দ্রা কুৎসায়াং গতঃ কুৎসিতাং গতিং গতোঽইভ্যাবস্থাপ্রাপ্তঃ 'উবাস'। ১

শিলাবৃষ্টিহত কুরুদেশের অন্তর্গত ইভ্যগ্রামে উষস্তি নামক দুর্ভিক্ষগ্রস্ত ব্যক্তি স্বীয় অল্পবয়স্কা স্ত্রীর সহিত বাস করিতেন॥ ১

সহেভ্যং কুল্মাষান্ খাদন্তং বিভিক্ষে। তং হোবাচ নেতোন্যে বিদ্যন্তে যচ্চ যে ময়ইমউপনিহিতা ইতি। ২

'সঃ' উষস্তিঃ 'হ' 'ইভ্যং' ইভ্যগ্রামনিবাসিনং 'কুল্মাষান্' কুৎসিতান্ মাষান্ 'খাদন্তং' ভক্ষয়ন্তং 'বিভিক্ষে' যাচিতবান্ 'তং' উষস্তিং 'হ' 'উবাচ' ইভ্যঃ। 'নইতঃ' অস্মাম্ময়া ভক্ষ্যমানাদুচ্ছিষ্টরাশেঃ কুল্মাষাঃ 'অন্যে' 'বিদ্যন্তে' 'যচ্চ যে' কুল্মাষাঃ 'উপনিহিতাঃ' প্রক্ষিপ্তা 'মে' মম 'ইমে' ভাজনে। ২

তিনি ইভ্যকে মাষকলাই খাইতে দেখিয়া তাহার নিকটে উহা যাচ্ঞা করিলেন। ইভ্য বলিল, এই যে আমার ভোজন পাত্রে যাহা পড়িয়া আছে ইহা ব্যতীত আর আমার নাই। ২

এতেষাং মে দেহীতি হোবাচ। তানস্মৈ প্রদদৌ। হন্তানুপানমিত্যুচ্ছিষ্টং বৈ মে পীতংস্যাদিতি হোবাচ। ৩

প্রত্যুবাচোষস্তিঃ। 'এতেষাং' এতানি 'মে' মহ্যং 'দেহি ইতি হ উবাচ' 'তান্' কুল্মাষান্ ইভ্যঃ 'অস্মৈ' উষস্তয়ে 'প্রদদৌ' প্রদত্তবান্। 'হন্ত' 'অনুপানং' সমীপস্থমুদকং গৃহাণ 'ইতি' ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচ 'উচ্ছিষ্টং' 'বৈ' 'মে' মমেদমুদকং 'পীতং' 'স্যাৎ ইতি' 'হ উবাচ' প্রত্যুবাচেতরঃ। ৩

উষস্তি বলিলেন উহাই আমাকে দেও। ইভ্য তাহাই তাঁহাকে দিল এবং নিকটস্থ জলপাত্র দেখাইয়া বলিল এই পানীয় জল। উষস্তি বলিলেন, তাহা হইলে আমার উচ্ছিষ্ট পান করা হইবে। ৩

নস্বিদেতেঽপ্যুচ্ছিষ্টাইতি নবাঅজীবিষ্যমিমানখাদন্নিতি হোবাচ কামোমউদপানমিতি। ৪

কিং 'স্বিৎ' 'এতে অপি' কুল্মাষাঃ 'ন' 'উচ্ছিষ্টাঃ' 'ইতি' আহ উষস্তিঃ 'ন বৈ' 'অজীবিষ্যং' জীবিষ্যাং 'ইমান্' কুল্মাষান্ 'অখাদন্' অভক্ষয়ন্ 'ইতি' 'হ উবাচ' 'কামঃ' ইচ্ছাতঃ 'মে' মম 'উদপানং' উদকপানং লভ্যতে 'ইতি'। ৪

ইভ্য বলিল, এই মাষকলাই কি উচ্ছিষ্ট নয়?

উষস্তি উত্তর করিলেন, ইহা না খাইলে আমার প্রাণ রক্ষা হয় না; জল তো ইচ্ছামত পাইতে পারি। ৪

সহ খাদিত্বাঽতিশেষান্ জায়ায়াআজহার সাগ্রএব সুভিক্ষা বভূব তান্ প্রতিগৃহ্য নিদধৌ। ৫

'সঃ হ' উষস্তিঃ 'খাদিত্বা' 'অতিশেষান্' অতিশিষ্টান্ 'জায়ায়ৈ' কারুণ্যাৎ 'আজহার'। 'সা' আটিকী 'অগ্রে এব' কুল্মাষপ্রাপ্তেঃ 'সুভিক্ষা' শোভনভিক্ষা লব্ধান্না 'বভূব' তথাপি 'তান্' কুলমাষান্ 'প্রতিগৃহ্য' 'নিদধৌ' নিক্ষিপ্তবতী। ৫

উষস্তি আহারান্তে অবশিষ্টগুলি আপনার স্ত্রীর জন্য লইয়া গেল। তাহার স্ত্রী পূর্ব্বেই অন্ন প্রাপ্ত হইয়াছিল, তথাপি এগুলি লইয়া রাখিল। ৫

সহ প্রাতঃ সঞ্জিহানউবাচ যদ্বতান্নস্য লভেমহি লভের্ম্মহি ধনমাত্রাং রাজাসৌ যক্ষ্যতে সমা সর্ব্বৈরার্ত্বিজ্যৈর্ব্বৃণীতেতি। ৬

'সঃ হ' 'প্রাতঃ' 'সঞ্জিহানঃ' নিদ্রাং পরিত্যজন্ 'উবাচ' 'সহ' যদি 'বত' খিদ্যমানঃ 'অন্নস্য' স্তোকং 'লভেমহি' তদ্ভুক্ত্বান্নং সমর্থোগত্বা 'লভেমহি' 'ধনমাত্রাং' ধনস্যাল্পং। 'রাজা অসৌ' নাতিদূরস্থানে 'যক্ষ্যতে' সঃ 'মা' মাং 'সর্ব্বৈরার্ত্বিজ্যৈঃ' ঋত্বিককর্ম্মপ্রয়োজনায় 'বৃণীতে' 'ইতি'। ৬

উষস্তি প্রাতে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া স্ত্রীকে বলিলেন আমি ক্ষুধার্ত্ত যদি এই সময় আমি কিছু অন্ন খাইতে পাই, তবে কিছু ধন লাভ করিতে পারি। এই নিকটেই রাজা যজ্ঞ করিতেছেন, তাঁহার নিকট যাইতে পারিলে তিনি আমাকে সকলপ্রকার ঋত্বিক-কার্য্যে বরণ করেন। ৬

তং জায়োবাচ। হন্ত পত ইমএব কুল্মাষা ইতি। তান্ খাদিত্বাঽমুং যজ্ঞং বিততমেয়ায়। ৭

'তং' 'জায়া' 'উবাচ' 'হন্ত' গৃহাণ হে পতে 'যে' 'তেএব' 'ইমে' 'কুল্মাষাঃ ইতি' 'তান্' 'খাদিত্বা অমুং' 'বিততং' বিস্তারিতং 'যজ্ঞং এয়ায়'। ৭

তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে বলিল, তোমারই এই যে মাষকলাই, তাহা খাইয়া রাজার ঐ বিস্তৃত যজ্ঞে গমন কর। ৭

তত্রোদ্গাতৄনাস্তাবে স্তোষ্যমাণানুপোপবিবেশ। সহ প্রস্তোতারমুবাচ। ৮

'তত্র' 'উদ্গাতৄন্' উদ্গাতৃপুরুষান্ 'আস্তাবে' আস্তুবন্ত্যস্মিন্নিতি আস্তাবস্তস্মিন্নাস্তাবে 'স্তোষ্যমানান্' 'উপবিবেশ' তেষাং সমীপউপবিষ্টঃ। 'সঃ হ' উপবিশ্য 'প্রস্তোতারং' 'উবাচ'। ৮

সেখানে যজ্ঞবেদীতে স্তবকারী উদ্গাতৃগণের সমীপে উপবিষ্ট হইলেন, পরে উষস্তি প্রস্তোতাকে বলিলেন। ৮

প্রস্তোতর্যা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রস্তোষ্যসি মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি। ৯

হে 'প্রস্তোতঃ যা দেবতা' 'প্রস্তাবং' 'অন্বায়ত্তা' প্রস্তাবভক্তিমনুগতা 'তাং চেৎ' 'অবিদ্বান্' সন্ 'প্রস্তোষ্যসি' 'মূর্দ্ধা তে' 'বিপতিষ্যতি ইতি'। ৯

হে প্রস্তোতা! যে দেবতা প্রস্তাবে বিদ্যমান আছেন, তাঁহাকে যদি তুমি না জানিয়া তাঁহার স্তুতি কর, তবে তোমার মস্তক খসিয়া পড়িবে। ৯

এবমেবোদ্গাতারমুবাচোদ্গাতর্যা দেবতোদ্গীথমন্বায়ত্তা তাঞ্চেদবিদ্বানুদ্গাস্যসি মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি। ১০

'এবং এব' 'উদ্গাতারং উবাচ' হে 'উদ্গাতঃ যা দেবতা উদ্গীথং অন্বায়ত্তা' 'তাং' দেবতাং 'চেৎ' 'অবিদ্বান্' সন্ 'উদ্গাস্যসি' 'মূর্দ্ধা' শিরঃ 'তে বিপতিষ্যতি ইতি'। ১০

সেই প্রকার উদ্গাতাকেও বলিলেন হে উদ্গাতা যে দেবতা উদ্গীথে বিদ্যমান আছেন, তাঁহাকে যদি না জানিয়া তাঁহার উদ্গান কর, তবে তোমার মস্তক খসিয়া পড়িবে। ১০

এবমেব প্রতিহর্ত্তারমুবাচ। প্রতিহর্ত্তর্যা দেবতা প্রতিহারমন্বায়ত্তা তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রতিহরিষ্যসি মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি। তে হ সমারতাস্তূষ্ণীমাসাঞ্চক্রিরে। ১১

'এবং এব প্রতিহর্ত্তারং উবাচ' হে 'প্রতিহর্ত্তঃ' 'যা দেবতা প্রতিহারং অন্বায়ত্তা তাং চেৎ অবিদ্বান্' সন্ 'প্রতিহরিষ্যসি মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতি ইতি'। 'তে হ' প্রস্তোত্রাদয়ঃ কর্ম্মভ্যঃ 'সমারতাঃ' উপরতাঃ সন্তো মূর্দ্ধাপাতভয়াৎ 'তূষ্ণীং আসাং চক্রিরে'। ১১

সেই প্রকার প্রতিহর্ত্তাকেও বলিলেন হে প্রতিহর্ত্তা, যে দেবতা প্রতিহারে বিদ্যমান আছেন, যদি তাঁহাকে না জানিয়া তাঁহার প্রতিহার কর, তবে তোমার মস্তক খসিয়া পড়িবে। ইহাতে তাহারা সকলেই কর্ম্ম ছাড়িয়া চুপ করিয়া বসিল। ১১

একাদশঃ খণ্ডঃ

অথহৈনং যজমানউবাচ। ভগবন্তং বা অহং বিবিদিষানীত্যুষস্তিরস্মি চাক্রায়ণইতি হোবাচ। ১

'অথ' অনন্তরং 'হ' 'এনং' উষস্তিং 'যজমানঃ' রাজা 'উবাচ 'ভগবন্তং' 'বৈ অহং' 'বিবিদিষানি' বেদিতুমিচ্ছামি ইতি'। 'উষস্তিঃ' 'অস্মি' 'চাক্রায়নঃ ইতি হ উবাচ'। ১

অনন্তর যজমান রাজা বলিলেন, 'আমি আপনাকে জানিতে ইচ্ছা করি'। উষস্তি বলিলেন আমি চক্রের পুত্র উষস্তি। ১

সহোবাচ ভগবন্তং বাঅহমেভিঃ সর্ব্বৈরার্ত্বিজ্যৈঃ পর্য্যৈশিষং। ভগবতোবাঅহমবিত্ত্যান্যানবৃষি ॥ ২

'সঃ হ' যজমানঃ 'উবাচ' 'ভগবন্তং বৈ অহং' 'এভিঃ সর্ব্বৈরার্ত্বিজ্যৈঃ' সর্ব্বৈশ্চ ঋত্বিককর্ম্মভিরার্ত্বিজ্যৈঃ 'পর্য্যৈশিষং' পর্য্যেষণং কৃতবানস্মি। অন্বিষ্য 'অবিত্ত্যা' অলাভেন 'অহং' 'ভগবতঃ' 'অন্যান' ইমান্ 'অবৃষি' বৃতবানস্মি। ২

তিনি বলিলেন, আমি আপনাকে সকল ঋত্বিক কর্ম্মে বরণ করিবার জন্য সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়াছিলাম। আপনাকে না পাইয়া আমি অন্যদিগকে বরণ করিয়াছি। ২

ভগবাংস্ত্বেব মে সর্ব্বৈরার্ত্বিজ্যৈরিতি। তথেত্যথতর্হ্যেতএব সমতিসৃষ্টাঃ স্তুবতাং। যাবত্ত্বেভ্যোধনং দদ্যাস্তাবন্মম দদ্যাইতি। তথেতি হ যজমানউবাচ। ৩

'ভগবান্ তু এব' 'মে' মম 'সর্ব্বৈরার্ত্বিজ্যৈঃ' ঋত্বিককর্ম্মার্থমস্তু 'ইতি' ইত্যুক্তঃ 'তথা ইতি' আহোষস্তিঃ 'অথ' তর্হি' 'এতেএব' ত্বয়া পূর্ব্বং বৃতা ময়া 'সমতিসৃষ্টাঃ' সম্যক প্রসন্নেনানুজ্ঞাতাঃ সন্তঃ 'স্তুবতাং' 'যাবত্তু এভ্যঃ' সর্ব্বেভ্যঃ 'ধনং দদ্যাঃ' প্রযচ্ছসি 'তাবৎ মম দদ্যাঃ ইতি' 'তথা ইতি হ যজমানঃ উবাচ'। ৩

আপনিই এক্ষণে আমার সকল ঋত্বিক কার্য্য করুন। উষস্তি বলিলেন, আচ্ছা তাহাই হউক কিন্তু ইহাঁরাই আমার দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়া দেবতাদিগের স্তব করিতে থাকুন, তুমি ইহাঁদিগকে যে ধন দিবে তাহা আমাকেও দিবে। যজমান "যে আজ্ঞা" বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। ৩

অথ হৈনং প্রস্তোতোপসসাদ। প্রস্তোতর্যাদেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রস্তোষ্যসি মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মা ভগবানবোচৎ কতমা সা দেবতেতি। ৪

'অথ হ এনং' উষস্তিং 'প্রস্তোতা উপসসাদ' বিনয়েনোপজগাম। হে 'প্রস্তোতঃ যা দেবতা প্রস্তাবং অন্বায়ত্তা' 'তাং চেৎ অবিদ্বান্ প্রস্তোষ্যসি' 'মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতি ইতি' 'মা' মাং 'ভগবান্ অবোচৎ' পূর্ব্বং 'কতমা সা দেবতা ইতি'। ৪

অনন্তর প্রস্তোতা বিনয়ের সহিত আগমন করিয়া বলিলেন মহাশয় যে বলিয়াছিলেন যে 'হে প্রস্তোতা যে দেবতা প্রস্তাবে বিদ্যমান আছেন তাঁহাকে যদি না জানিয়া প্রস্তাব পড় তবে তোমার মস্তক পড়িয়া যাইবে। সে দেবতা কে? । ৪

প্রাণইতি হোবাচ সর্ব্বাণি হবাইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে সৈষা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রাস্তোষ্যোমূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যত্তথোক্তস্য ময়েতি। ৫

'প্রাণঃ ইতি হ উবাচ' 'সর্ব্বাণি হ বৈ ইমানি' 'ভূতানি' স্থাবরজঙ্গমানি 'প্রাণং এব অভিসংবিশন্তি' প্রলয় কালে। 'প্রাণং অভ্যুজ্জিহতে' প্রাণাদেবোদ্গচ্ছন্তি উৎপত্তিকালে। অতঃ 'সা এষা দেবতা' 'প্রস্তাবং অন্বায়ত্তা' 'তাং অবিদ্বান্' ত্বং 'প্রস্তোষ্যঃ' প্রস্তাবনং প্রস্তাবভক্তিং কৃতবানসি 'চেৎ' যদি 'মূর্দ্ধা' শিরঃ 'তে' তব 'ব্যপতিষ্যৎ' বিপতিতমভবিষ্যৎ 'তথা উক্তস্য ময়া ইতি'। ৫

উষস্তি বলিলেন, সে দেবতা প্রাণ। এই চরাচর ভূত সকল প্রলয় কালে প্রাণেতেই প্রবেশ করে এবং উৎপত্তিকালে প্রাণ হইতেই উত্থিত হয়। সেই দেবতা প্রস্তাবে বিদ্যমান আছেন। যদি আমার বলিবার পরেও তাঁহাকে না জানিয়া প্রস্তাব

পড়িতে, তবে যথার্থই তোমার মস্তক পড়িয়া যাইত। ৫

অথ হৈনমুদ্গাতোপসসাদোদ্গাতর্যা দেবতোদ্গীথমন্বায়ত্তা তাঞ্চেদবিদ্বানুদ্গাস্যসি মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মা ভগবানবোচৎ কতমা সা দেবতেতি। ৬

'অথ' অনন্তরং 'হ' 'এনং' উষস্তিং 'উদ্গাতা' 'উপসসাদ,' বিনয়েনোপজগাম। হে 'উদ্গাতঃ' 'যা দেবতা প্রস্তাবং অন্বায়ত্তা' 'তাং চেৎ অবিদ্বান উদ্গাস্যসি' মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতি ইতি' 'ভগবান্ মা' মাং 'অবোচৎ' পূর্ব্বং। 'কতমা সা দেবতা ইতি'। ৬

অনন্তর উদ্গাতা আসিয়া বলিলেন মহাশয় আমাকে যে বলিয়াছিলেন যে, উদ্গাতা, যে দেবতা উদ্গীথে বিদ্যমান আছেন তাঁহাকে যদি না জানিয়া তাঁহার উদ্গান কর তবে তোমার মস্তক পড়িয়া যাইবে। সে দেবতা কে? ৬

আদিত্য ইতি হোবাচ সর্ব্বাণিহবাইমানি ভূতান্যাদিত্যমুচ্চৈঃ সন্তং গায়ন্তি সৈষা দেবতোদ্গীথমন্বায়ত্তা তাঞ্চেদবিদ্বানুদ্গাস্যো-মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যত্তথোক্তস্য ময়েতি। ৭

'আদিত্য ইতি হ উবাচ' 'সর্ব্বাণি ইহ বৈ' 'ইমানি ভূতানি আদিত্যং' 'উচ্চৈঃ' ঊর্দ্ধং 'সন্তং' 'গায়ন্তি' স্তুবন্তি, 'সা এষা দেবতা' 'উদ্গীথং' 'অন্বায়ত্তা' 'তাং চেৎ' 'অবিদ্বান্ উদ্গাস্যঃ' 'মূর্দ্ধা তে' ব্যপতিষ্যৎ' বিপতিতমভবিষ্যৎ 'তথা' তৎকালে 'উক্তস্য ময়া ইতি'। ৭

উষস্তি বলিলেন সে দেবতা আদিত্য। এখানে সকলেই ঊর্দ্ধে আদিত্যকে স্তব করে। সেই দেবতাই উদ্গীথে বিদ্যমান। তাঁহাকে না জানিয়া যদি আমার বলিবার পরেও তাঁহার উদ্গান করিতে তাহা হইলে যথার্থই তোমার মস্তক পড়িয়া যাইত। ৭

অথ হৈনং প্রতিহর্ত্তোপসসাদ। প্রতিহর্ত্তর্যা দেবতা প্রতিহারমন্বায়ত্তা তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রতিহরিষ্যসি মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মা ভগবানবোচৎ কতমা সা দেবতেতি।

'অথ হ' 'এনং উষস্তিং 'প্রতিহর্ত্তা উপসসাদ' বিনয়েনোপজগাম। হে 'প্রতিহর্ত্তঃ' 'যা দেবতা প্রতিহারং অন্বায়ত্তা' 'তাং চেৎ' 'অবিদ্বান্' সন্ 'প্রতিহরিষ্যসি' 'মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতি ইতি' 'মা' মাং 'ভগবান্ অবোচৎ, পূর্ব্বং 'কতমা' 'সা দেবতা ইতি'। ৮

অতঃপর প্রতিহর্ত্তা সবিনয়ে আসিয়া বলিলেন, মহাশয় যে বলিয়াছিলেন যে, প্রতিহর্ত্তা, যে দেবতা প্রতিহারে বিদ্যমান আছেন তাঁহাকে না জানিয়া যদি তাঁর প্রতিহার কর তবে তোমার মস্তক পড়িয়া যাইবে, সে দেবতা কে? ৮

অন্নমিতি হোবাচ। সর্ব্বাণি হবাইমানি ভূতান্যন্নমেব প্রতিহরমাণানি জীবন্তি সৈষা দেবতা প্রতিহারমন্বায়ত্তা তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রত্যহরিষ্যোমূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যত্তথোক্তস্য ময়েতি তথোক্তস্য ময়েতি। ৯ / ১১

'অন্নং ইতি হ উবাচ' 'সর্ব্বাণি হ বৈ ইমানি' 'ভূতানি' 'অন্নং এব' আত্মানং প্রতি সর্ব্বতঃ 'প্রতিহরমাণানি' 'জীবন্তি' 'সা এষা দেবতা' 'প্রতিহারং অন্বায়ত্তা' প্রতিহারভক্তিমনুগতা 'তাং চেৎ অবিদ্বান্ প্রতিহরিষ্যঃ' 'মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ' 'তথা' তৎকালে 'উক্তস্য ময়া ইতি' 'তথা উক্তস্য ময়া ইতি'। ৯

উষস্তি বলিলেন 'অন্ন'। এই চরাচর ভূত সমস্ত আহার করিয়া জীবিত থাকে। সেই দেবতাই প্রতিহারে বিদ্যমান আছেন। যদি আমার বলিবার পরেও তাঁহাকে না জানিয়া প্রতিহার করিতে তবে তোমার মস্তক পড়িয়া যাইতই সেই যে আমি বলিয়াছিলাম। ৯

দ্বাদশঃ খণ্ডঃ

অথাতঃ শৌব উদ্গীথস্তদ্ধবকোদাল্ভ্যোগ্লাবোবা মৈত্রেয়ঃ স্বাধ্যায়মুদ্বব্রাজ। ১

'অথ' 'শৌবঃ' শ্বভির্দ্দৃষ্টঃ উদ্গীথঃ' উদ্গানং সাম 'অতঃ' প্রস্তূয়তে। 'তৎহ' তত্র 'বকঃ' নামতঃ 'দাল্ভ্যঃ' দল্ভস্যাপত্যং 'বা' 'গ্লাবঃ' নামতঃ 'মৈত্রেয়ঃ' মিত্রায়াশ্চাপত্যং হ্যামুষ্যায়ণোহ্যসৌ 'স্বাধ্যায়ং' স্বাধ্যায়ং কর্ত্তুং গ্রামাৎ বহিঃ 'উদ্বব্রাজ' উদ্গতবান।

অতঃপর শৌব উদ্গীথের বিষয়। সেই স্থানে বকদাল্ভ্য অথবা গ্লাব মৈত্রেয় নামক জনৈক বেদ পাঠ করিতে গ্রামের বাহিরে গমন করিয়াছিলেন। ১

তস্মৈ শ্বাশ্বেতঃ প্রাদুর্ব্বভূব তমন্যে শ্বান

উপসমেত্যোচুরন্নং নোভগবানাগায়তু অশনায়ামবাইতি। ২

'তস্মৈ' ঋষয়ে তদনুগ্রহার্থং 'শ্বাশ্বেতঃ' স্বাধ্যায়েন তোষিতা দেবতা শ্বা শ্বেতঃ সন্ প্রাদুর্ব্বভূব' প্রাদুশ্চকার 'তং' শুক্লং শ্বানং 'অন্যে' ক্ষুদ্রকাঃ শ্বানঃ 'উপসমেত্য' 'উচুঃ' উক্তবন্তঃ 'ভগবান' 'নঃ' অস্মভ্যং 'অন্নং' 'আগায়তু' আগানেন নিষ্পাদয়তু 'অশনায়াম' বুভুক্ষিতাঃ স্মঃ 'বৈ' 'ইতি' এবমুক্তবন্তঃ। ২

তাঁহার নিকটে একটী শ্বেত কুক্কুর উপস্থিত হইল এবং অন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুক্কুরেরা আসিয়া ঐ শ্বেত কুক্কুরকে বলিল, মহাশয় আমাদের জন্য অন্ন গান করুন। আমাদের বড় ক্ষুধা হইয়াছে। ২

তান্ হোবাচেহৈব মা প্রাতরুপসমীয়াতেতি। তদ্ধ বকোদালভ্যো গ্লাবোবা মৈত্রেয়ঃ প্রতিপালয়ঞ্চকার। ৩

স শ্বা শ্বেতঃ তান ক্ষুদ্রকান্ শুনঃ 'হ' উবাচ 'ইহ এব' অস্মিন্নেব দেশে 'মা' মাং 'প্রাতঃ' প্রাতঃকালে 'উপসমীযাত' 'ইতি' 'তৎ হ' তত্র বকোদালভ্যঃ গ্লাবঃ বা মৈত্রেয়ঃ ঋষিঃ প্রতিপালয়ঞ্চকার' প্রতীক্ষণং কৃতবান।

শ্বেত কুক্কুর তাহাদিগকে বলিল তোমরা প্রাতঃকালে এই স্থানেই আমার নিকট আসিও। বকদালভ্য বা গ্লাব মৈত্রেয় ঋষি ইহা প্রত্যক্ষ করিলেন। ৩

তেহ যথৈবেদং বহিষ্পবমানেন স্তোষ্যমানাঃ সংরব্ধাঃ সর্পন্তীত্যেবমাসসৃপুস্তেহ সমুপবিশ্য হিঙ্চক্রুঃ। ৪

'তে হ' শ্বানস্তত্রৈবাগত্য ঋষেঃ সমক্ষং 'যথা এব ইদং' ইহ কর্ম্মাণি 'বহিষ্পবমানেন' স্তোত্রেণ 'স্তোষ্যমানাঃ' উদ্গাতৃপুরুষাঃ 'সংরব্ধাঃ' সংলগ্নাঃ অন্যোঽন্যমেব 'সর্পন্তি ইতি' 'এবং' মুখেনান্যোন্যস্য পুচ্ছং গৃহীত্বা 'আসসৃপুঃ' আসৃপ্তবন্তঃ পরিভ্রমণং কৃতবন্তঃ। 'তে' এবং সংসৃপ্য 'সমুপবিশ্য' উপবিষ্টাঃ সন্তঃ 'হিং চক্রুঃ' হিংকারং কৃতবন্তঃ। ৪

বহিষ্পবমান মন্ত্রের স্তোষ্যমান উদ্গাতাগণ যেরূপ সংরব্ধ হইয়া পরিভ্রমণ করে, ইহারাও তদ্রূপ ভ্রমণ করিল এবং উপবিষ্ট হইয়া হিং উচ্চারণ করিল ॥ ৪

ওমদা ২ মোংপিবা ২ মোং দেবোবরুণঃ প্রজাপতিঃ সবিতা ২ হন্নমিহা ২ হহরদহ ২ ন্নপতে ২ হন্নমিহাহরা ২ হহহরো ওঁমিতি। ৫।

'ওঁ অদাম' 'ওঁ পিবাম' 'ওঁ দেবো বরুণঃ প্রজাপতিঃ সবিতা' 'অন্নং' অস্মভ্যং 'ইহ আহর' আহরৎ আহরতু, হে 'অন্নপতে' 'অন্নং ইহ আহর আহর' 'ওঁ ইতি'। ৫

ওঁ আমরা অন্ন আহার করি, ওঁ আমরা জল পান করি, সবিতা প্রজাপতি এবং বরুণ দেবগণ আমারদের জন্য অন্ন আহরণ করুন। হে অন্নপতি এখানে অন্ন আহরণ কর, আহরণ কর ওঁ ॥ ৫

ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ

অযং বাব লোকোহাউকারোবায়ুর্হাইকারশ্চন্দ্রমা অথকার আত্মেহকারোঽগ্নিরীকারঃ।১

ভক্তিবিষয়োপাসনং। 'অয়ং বাব' 'লোকঃ' 'হাউকারঃ' স্তোভো রথন্তরে সাম্নি প্রসিদ্ধঃ। 'বায়ুঃ হাইকারঃ' বামদেব্যে সামনি হাইকারঃ প্রসিদ্ধঃ হাইকারং বায়ুদৃষ্ট্যোপাসীত। 'চন্দ্রমা অথকারঃ' চন্দ্রদৃষ্ট্যাঽথকারমুপাসীত। 'আত্মা ইহকারঃ' ইহেতিস্তোভঃ। 'অগ্নিঃ ঈকারঃ' ঈনিধানানি চাগ্নেয়ানি সর্ব্বাণি সামানি।১

এই লোক হাউকার, বায়ু হাইকার চন্দ্রমা অথকার আত্মা ইহকার অগ্নি ঈকার। ১

এইটি সামের অবয়ব উপাসনার বিষয়। সামের এক একটী অঙ্গকে স্তোভ কহে। হাইকার ইত্যাদি প্রত্যেকটী এক একটী স্তোভ। ১

আদিত্য ঊকারঃ নিহব একারোবিশ্বেদেবাঔহোইকারঃ প্রজাপতির্হিঙ্কারঃ প্রাণঃ স্বরোঽন্নং যা বাগ্‌বিরাট। ২

উচ্চৈরূর্দ্ধং সন্তমাদিত্যং গায়ন্তীত্যূকারশ্চায়ং স্তোভঃ ইতি 'আদিত্যঃ ঊকারঃ'। 'নিহবঃ' আহ্বানং 'একারঃ' স্তোভঃ। 'বিশ্বেদেবাঃ' ঔহোইকারঃ'। 'প্রজাপতিঃ হিঙ্কারঃ' অনিরুক্ত্যাদ্ধিংকারস্য চাব্যক্তত্বাৎ। 'প্রাণঃ স্বরঃ' স্বর ইতি স্তোভঃ। 'অন্নং যা' যা ইতি স্তোভঃ 'বাক্' 'বিরাট' দেবতাবিশেষঃ। ২

আদিত্যের স্তোভ ঊকার, আহ্বানের একার, বিশ্বেদেবতার ঔহোইকার, প্রজাপতির হিঙ্কার, প্রাণের স্বর, অন্নের যা এবং বাক্যের বিরাট। ২

অনিরুক্তস্ত্রয়োদশস্তোভঃ সঞ্চরোহুঙ্কারঃ। ৩

'অনিরুক্তঃ' অব্যক্তত্বাদিদমেবেদমিতি নির্ব্বক্তুং ন শক্যত ইতি 'ত্রয়োদশঃ স্তোভঃ' ইত্যতঃ 'সঞ্চরঃ' 'বিকল্পমানস্বরূপঃ হুংকারঃ'। ৩

অব্যক্ত ত্রয়োদশ যে সঞ্চর স্তোভ, তাহা হুং-কার। ৩

দুগ্ধেঽস্মৈ বাগ্দোহং যোবাচোদোহোঽন্নবানন্নাদো ভবতি য এতামেবং সাম্নামুপনিষদং বেদোপনিষদং বেদ ইতি। ৪

প্রথমঃ প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ।

'অস্মৈ' সাধকায় 'বাক্ দোহং' দুগ্ধে 'যঃ বাচঃ দোহঃ' 'অন্নবান্ অন্নাদঃ' 'ভবতি' 'যঃ এবং সাম্নাং' 'এতাং' উপনিষদং বেদ' 'উপনিষদং বেদ' 'ইতি'। ৪

বাক্যের যাহা দুগ্ধ, বাক্য তাহা সাধকের জন্য দোহন করিল। তিনি অন্নবান ও অন্নভোগী হন যিনি এই প্রকারে সামের উপনিষদকে জানেন। যিনি এই প্রকারে সামের উপনিষদকে জানেন। ৪

প্রাতঃকাল।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত ধর্ম্মার্থৌ চানুচিন্তয়েৎ।

মনুসংহিতা ৪র্থ অ। ৯২ শ্লোক।

দিবা রাত্রি; পক্ষ মাস ঋতু সম্বৎসরেরই অন্তর্ভূত। প্রাতর্মধ্যাহ্ন, সায়ংকাল দ্বারা, সকল-কালই পরিচ্ছিন্ন। প্রতিদিন প্রাতর্মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে শুদ্ধ-সত্ত্ব পবিত্র হইয়া ঈশ্বর-উপাসনায় নিযুক্ত হইলে ব্রত-পরায়ণ সাধক সামান্যতঃ সূর্য্য-চন্দ্রাদি ঘটিত যাবতীয় সুন্দর অবসর এবং ঈশ্বর-চিন্তা-বিষয়ক অপরাপর সমুদায় প্রাকৃতিক অনুকূলতাই লাভ করিতে পারেন, এই জন্য সকল বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া সকল কার্য্য হইতে বিরত হইয়া প্রাগুক্ত কালত্রয়ে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিবার অনুশাসন আর্য্য-ধর্ম্ম-শাস্ত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঈশ্বরের ধ্যান-ধারণা ও পূজার্চ্চনা-পক্ষে প্রাতর্মধ্যাহ্ন এবং সায়ংকালই প্রশস্ত সময়। রজনীর বিশ্রামের পর, প্রাতঃকালে শরীর-মন-আত্মা তিনই প্রকৃতিস্থ থাকে। প্রাতঃকালে সংসার-কোলাহল উত্থিত হয় না, বিষয়-বাণিজ্যের ব্যস্ততা মনকে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে না। তদ্ভিন্ন প্রাকৃতিক শোভা-সৌন্দর্য্য সকল সহজেই হৃদয়-মন-আত্মাকে ঈশ্বরের জ্ঞান-শক্তি-মহিমা-চিন্তনে উত্তেজিত করিয়া দেয়। উপরে প্রকাণ্ড জ্বলন্ত স্বর্ণ-পিণ্ডের ন্যায় তরুণ ভানু পূর্ব্বদিক্ আলোকিত করিয়া কিরণজাল বিস্তার করিতে করিতে নিরবলম্ব ভাবে শূন্য পথে উত্থিত হইয়া জীব-জন্তুবৃক্ষ-লতা-সম্বলিত ভূমণ্ডলকে জাগ্রত্ করিতে থাকে, নিম্নে তরু-লতা-সকল শিশির-ধৌত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে—কানন-উদ্যানে বিবিধ বিচিত্র কুসুম-রাজি প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভ-সৌন্দর্য্যে দিগ্‌বিতান আমোদিত ও আলোকিত করিয়া তোলে, পবিত্র প্রাতঃ-সমীরণ মন্দ-মন্দ প্রবাহিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ শীতল করিতে থাকে, কল-কণ্ঠ বিহঙ্গ-দল জাগ্রত্ হইয়া সুধাময় সঙ্গীত আলাপ দ্বারা কর্ণ-কুহরে অমৃত বর্ষণ করিতে আরম্ভ করে; এই অনুপম অজস্র প্রাকৃতিক শোভা-সৌন্দর্য্যের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই ঈশ্বরের জ্ঞান-শক্তি-মহিমা নেত্র-পথে নিপতিত হয়। জ্ঞান-প্রেম-পিপাসু ধর্ম্মজিজ্ঞাসু মানব-আত্মা এই পবিত্র সময়ে ঈশ্বরের বরণীয় জ্ঞান-শক্তি চিন্তা না করিয়া কখনই সুস্থির হইতে পারে না। এই পবিত্র প্রাতঃকালে স্বতঃই ঈশ্বরের সুমহান্ ভাব হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হয়, রসনা আপনা হইতেই তাঁহার মঙ্গল-গীত-গানে প্রমুক্ত হইয়া থাকে। এই জন্যই ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত—এই নিমিত্তই পবিত্র প্রাতঃকাল ব্রহ্মোপাসনার প্রশস্ত সময়।

রজনীর অসহায় অবস্থাতে যে মঙ্গল-

পূর্ণ মহান্ পুরুষ আমারদিগকে কুশলে কুশলে রক্ষা করেন, যিনি নিঃশব্দে শ্রান্তিহর নিদ্রাকে প্রেরণ করিয়া কর্ম্মশ্রম-জনিত আমারদের শরীর মনের সমুদায় ক্লান্তি বিচিত্র কৌশলে বিদূরিত করিয়া দেন; যিনি মৃত-প্রায় শরীরে, চিন্তাশূন্য মনে নূতন বল-বীর্য্য প্রেরণ করিয়া রজনীর নিশ্চেষ্ট অবস্থা হইতে আমারদিগকে জাগ্রত্ করিয়া, নব-লোক-প্রদর্শনের ন্যায় আমারদিগকে শোভা সৌন্দর্য্য-পূর্ণ পবিত্র প্রাতঃকালে নূতন সৃষ্টির মধ্যে আনয়ন করেন, আমরা সুপ্তোত্থিত হইয়া প্রাতঃকালে যাহা সম্ভোগ করিব, সমুদায় জীব নিদ্রিত ও সুষুপ্ত হইলে যিনি জাগ্রত থাকিয়া সকলের প্রয়োজনীয় নানা অর্থ নির্ম্মাণ করিতে থাকেন

য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষোনির্ম্মিমাণঃ।

এবং প্রাতঃকালে ধন-ধান্য সুখ-রত্ন-পরিপূর্ণ- অনাবৃত সদাব্রত-দ্বার আমারদের সম্মুখে সস্নেহে উদ্ঘাটিত করিয়া দেন, এই পবিত্র সময়ে সহজেই তাঁহার স্নেহ প্রেম আমারদের হৃদয়কে আকর্ষণ করে। প্রভাতে প্রতিকৃতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া পূর্ব্বাবস্থা আলোচনা করিলে আপনা হইতেই হৃদয়-মন-আত্মা তাঁহার সন্নিধানে কৃতজ্ঞতা-ভরে অবনত হইয়া পড়ে এই জন্যই পবিত্র প্রাতঃকাল ব্রহ্মোপাসনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা মানব-আত্মা সহজেই শিক্ষিত ও উত্তেজিত হয়। অতএব পবিত্র প্রাতঃকালে সমুদায় প্রকৃতি যেন উন্নতমনা আচার্য্যের ন্যায় আমারদিগকে ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে থাকে। প্রাতঃকালে সুগন্ধি কুসুমদল ঊর্দ্ধ-মুখ হইয়া যেন ঈশ্বর-উদ্দেশে গন্ধ দান করে, প্রাতঃ-সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া যেন স্বীয় স্রষ্টাকে চামর বীজন করিতে আরম্ভ করে, সমুদায় ভূমণ্ডল হৃদয়-থালোপরি বিবিধ ফল শস্য ধারণ করিয়া যেন ঈশ্বরকেই উৎসর্গ করিতে থাকে; প্রাতঃসূর্য্য সমুদিত হইয়া যেন তাঁহার পূজায় দীপ দান করে; গায়ক বিহঙ্গ-দল যেন তাঁহারই মঙ্গলগীত গানে প্রবৃত্ত হয়; ওষধি বনস্পতি-সকল যেন তাঁহার স্তুতি-গীত-শ্রবণে স্তব্ধ হইয়া শিশির-নিপাত-চ্ছলে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকে; পবন-আন্দোলিত তরু-রাজি যেন অবনত-মস্তকে তাঁহাকে বার বার প্রণিপাত করিতে থাকে। সমুদায় প্রকৃতি যেন অব্যক্ত মৃদু মধুর স্বরে মানব-কুলকে বাহ্য জগতে ঈশ্বরের পূজার্চ্চনার অনুষ্ঠান দেখাইয়া সমুদায় হৃদয়-মন-আত্মার সহিত পবিত্র ব্রহ্ম মুহূর্ত্তে—সুস্নিগ্ধ প্রাতঃকালে বিশ্বজন-সম্ভজনীয় পরমেশ্বরের পূজার্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দিতে থাকে।

যে সময়ে সমুদায় প্রকৃতি জাগ্রত হয়, চেতন-অচেতন সকলে মিলিয়া ঈশ্বরের মাহাত্ম্য-ঘোষণায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, এই পবিত্র প্রাতঃকালে যিনি আলস্য-পরতন্ত্র হইয়া বিশ্রাম-শয্যায় শয়ান থাকিয়া প্রাকৃতিক মঙ্গল-মহোৎসবে উপনীত হইতে না পারেন, তিনি ব্রহ্মসাধনের একটী অপূর্ব্ব অবসর পরিত্যাগ করিয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হন। অতএব এই সময় যেন কোন রূপেই বিফলে অতিবাহিত না হয়। যখন সমুদায় জীব-জন্তু জাগ্রত হইয়া একতানে ঈশ্বরের মহিমা মহীয়ান্ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন সৃষ্টির পরম ভূষণ-স্বরূপ জ্ঞান-ধর্ম্ম-সমন্বিত মানব-আত্মার নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করা কোন রূপেই কর্ত্তব্য নহে।

রজনীর অসহায় অবস্থাতে আমারদের উপরে জগদীশ্বরের যে অকৃত্রিম স্নেহ করুণা

বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া, বর্ত্তমানে তাঁহার প্রেম ও মঙ্গল ভাব প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া এবং ভবিষ্যতে তাঁহার আদিষ্ট সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালনের শক্তি-সামর্থ্য এবং পাপ তাপ হইতে সুরক্ষিত হইয়া তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য ধর্ম্মবল ও শুভ বুদ্ধি-প্রাপ্তির নিমিত্ত নিত্য-নিয়মে এই পবিত্র সময়ে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে কায়মনোবাক্যে তাঁহার ধ্যান ধারণা, পূজার্চ্চনা এবং স্তব-স্তুতি প্রার্থনা করা মনুষ্য মাত্রেরই প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

মধ্যাহ্ন-কাল।

সাধকের পক্ষে মধ্যাহ্ন কাল ঈশ্বরের জ্ঞান-শক্তি, স্নেহ-করুণা প্রত্যক্ষ প্রতীতি করিবার একটি প্রশস্ত সময়। সকল কালে সকল সময়ে ঈশ্বরের প্রীতি-প্রবাহ সমান রূপেই সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু মধ্যাহ্ন কালে এই বিশাল সংসারক্ষেত্রে তাঁহার স্নেহ-করুণা অতি উজ্জ্বলতর রূপে সকলের চক্ষে প্রতিভাত হয়, সুতরাং তাঁহা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাতে হৃদয় মন আত্মা সমাধান করা সহজ ব্যাপার। প্রকৃতি-পটে এই সময়ে যেন তাঁহার বিমল মঙ্গলরূপ সুস্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত হয়। জনসমাজের মধ্যে যেন তিনি অতি জাগ্রত জীবন্ত ভাবে প্রকাশ পাইতে থাকেন। মধ্যাহ্ন কালে কোন বস্তুই নিরুদ্যম বা নির্জ্জীব ভাবে প্রকাশ পায় না। রাজাকে নিকটস্থ দেখিলে যেমন তাঁহার প্রজাদল উৎসাহের সহিত সকল কার্য্য সমাধা করে; প্রভুকে সন্নিহিত দেখিলে যেমন সেবকগণ তটস্থ হইয়া তাঁহার আদেশ পালন করিতে থাকে; গুরুকে সম্মুখে দেখিলে যেমন শিষ্যগণ শশব্যস্ত হইয়া শিক্ষা অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়, মধ্যাহ্নকালে তেমনই যেন সেই রাজাধিরাজ, ত্রিভুবনপরিপালক জগৎ-গুরু জগদীশ্বর তাঁহার সংসাররাজ্যের মধ্যে আবির্ভূত হওয়াতে সমুদায় লোক-সমাজ যত্ন উদ্যম সহকারে প্রাণ পণে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করে, তাঁহার আদেশ পরিপালনে প্রবৃত্ত হয়, তাঁহার আদিষ্ট জ্ঞান-ধর্ম্ম শিক্ষায় উৎসাহের সহিত প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

মধ্যাহ্ন কালে সেই করুণানিধান পরমেশ্বর যেন তাঁহার অশেষ ভাণ্ডার-দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া অজস্ররূপে তাঁহার আশ্রিত অযুত অগণ্য জীবজন্তু কীট পতঙ্গ প্রভৃতিকে অন্ন পান বিধান করিতে থাকেন। তাঁহার অবারিত সদাব্রতে যেন সকলকে সস্নেহে আহ্বান করেন। এই সময়ে তাঁহার ভয়ে সূর্য্য প্রখর জ্যোতি বিকীর্ণ করে, তাঁহার ভয়ে অগ্নি প্রবলরূপে প্রজ্বলিত হয়, মেঘমালা অজস্ররূপে বারি বর্ষণ করে, বায়ু প্রবাহিত হইয়া জগতের জীবনরক্ষায় প্রবৃত্ত হয়, বৃক্ষ লতা ফল-পুষ্প-ভার মস্তকে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হয়, মেদিনী স্বীয় বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ধন ধান্য, ফল মূল শস্য প্রদান করিতে থাকে। পশুগণ সাধ্যানুসারে দুর্ব্বহ ভার বহন করিয়া তাঁহার সদাব্রতের সাহায্য করিতে থাকে। কৃষী-শিল্পীগণ প্রাণপণ যত্নে নানা দ্রব্য সামগ্রী ফল-শস্য নির্ম্মাণ ও আহরণ করিয়া যেন তাঁহারই সন্নিধানে তাঁহারই প্রদত্ত বিদ্যা বুদ্ধি, জ্ঞান-শক্তির অভিনয়ে প্রবৃত্ত হয়।

মধ্যাহ্ন কালে সংসার যেন একটী অনুপম মঙ্গল-মহোৎসবের ভাব ধারণ করে। যোগীগণ শান্ত সংযত চিত্তে তাঁহার ধ্যান ধারণায় প্রবৃত্ত হয়; বিদ্যার্থী সকল মহা উৎসাহে তাঁহার জ্ঞান-শক্তি মহিমার পরিচয় পাইবার জন্য বিদ্যালয়ে ধাবিত হন; অধ্যাপক সকল হর্ষ উৎফুল্ল হৃদয়ে সৃষ্টি-কৌশলে সেই পূর্ণ-জ্ঞান পরমেশ্বরের সত্য জ্ঞান মঙ্গল ভাবের ব্যাখ্যা করিতে থাকেন; ধর্ম্ম-মন্দিরে সাধক

উপাসক-দল তদ্গত প্রাণে তাঁহারই মহিমা চিন্তনে নিযুক্ত হয়েন; নাবিক পরিব্রাজক সকল নিঃশঙ্ক চিত্তে নদ নদী সমুদ্র, দেশ দেশান্তর পর্য্যটন করিয়া দেশভেদে কাল-ভেদে তাঁহারই নবতর কল্যাণতর সৃষ্টি-কৌশল সন্দর্শন করত উচ্চৈঃস্বরে সেই মহেশের মহদ্‌যশ ঘোষণা করেন। এই পবিত্র সময়ে এই সকল জাগ্রত জীবন্ত ঘটনার মধ্যে থাকিয়াও যদি ঈশ্বরকে স্মরণ না হয়, এমন আনন্দ উৎসবের অভ্যন্তরেও যদি তাঁহাতে হৃদয় মন আত্মা সমাধান করিতে পারা না যায়, তবে আর কোন্ সময়ে তাঁহার উজ্জ্বল-তর প্রকাশ সন্দর্শন করিতে সমর্থ হইবে?

ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল সম্মুখে প্রস্তুত দেখিয়াও যদি কৃতজ্ঞতা-ভারে ঈশ্বর-সন্নিধানে শরীর মন আত্মা অবনত না হয়, তবে আর কোন্ সময়ে তাঁহাকে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রণি-পাত করিবে? জ্ঞান বিজ্ঞান লাভ করত মনের ক্ষুৎপিপাসা শান্তি করিয়া যদি বিদ্যা-সম্পদ-বুদ্ধি-বিধাতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি অর্পণ করিতে সমর্থ না হইবে, তবে কিসের দ্বারা আর মনের সদ্ভাব, প্রীতি-ভাব, ধর্ম্ম-ভাব উত্তেজিত হইবে? সংসার-সঙ্কটে পাপ তাপ মোহ হইতে সুরক্ষিত হইয়াও যদি সেই মুক্তিদাতা অখিলবিধাতা পরমেশ্বরের শরণাগত না হও, তবে আর কোন্ কালে তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইবে? চতুর্দ্দিকে আনন্দধারা বর্ষিত হইতেছে দেখিয়া—নগর গ্রামে, উদ্যান কা-ননে, চেতন অচেতন সমুদায় পদার্থকে তাঁ-হার আনন্দ-গীত গান করিতে শুনিয়াও যদি তুমি তোমার রসনাকে তাঁহার স্তুতিগানে নিয়োগ না কর, তবে আর কোথায় এমন আনন্দ উৎসব প্রাপ্ত হইবে?

এই মধ্যাহ্নকাল যেমন ঈশ্বরে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি অর্পণ করিবার একটী প্রশস্ত সময়, তেমনি তাঁহার প্রিয়-কার্য্য-সাধন-পক্ষেও ইহা একটী অনুকূল কাল। এই সময়ে দীন দরিদ্র, অনাথ অন্ধ প্রভৃতিকে অন্ন-বস্ত্র, শ্রান্তকে আসন, রোগীকে ঔষধ পথ্য, শো-কার্ত্তকে সান্ত্বনা, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়, বিদ্যা-র্থীকে জ্ঞানশিক্ষা, ধর্ম্মজিজ্ঞাসুকে ধর্ম্মোপ-দেশ দিবার একটী সুপ্রশস্ত অবসর। অত-এব ধর্ম্মসাধনের এই সুন্দর অবসরকে কখনও অবহেলা করিও না। ঈশ্বরকে অন্তরে বাহিরে জাগ্রত জীবন্তরূপে বর্ত্তমান জানিয়া—তাঁহার স্নেহ প্রেম করুণা ও সত্য মঙ্গল ভাবকে তোমার সকল কার্য্যের আদর্শ ও নিয়ামক করিয়া নিষ্কাম এবং নিঃস্বার্থ ভাবে সাধ্যানুসারে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিবে। আপনাকে কর্ত্তা ভাবিয়া কোনরূপে দম্ভ মাৎসর্য্যে স্ফীত হইও না। ঈশ্বরই এই জগতের অদ্বিতীয় হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, তুমি আপনাকে তাঁহার সেবক পরিচারক জানিয়া বিনীত ও বিনম্র ভাবে তাঁহার প্রদত্ত ধন ধান্য, অন্ন পান, জ্ঞান-ধর্ম্ম, তাঁহার সন্তান সন্ততির মধ্যে তাঁহারই আদেশ অনুসারে পরিবেশন করিবে। কদাচ যেন সেই কর্ত্তব্য সাধনে ত্রুটী না হয়। ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনের এই সুন্দর অবসর যেন বিফলে চলিয়া না যায়। প্রতিদিন আগ্রহের সহিত ঈশ্বরকে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনের এই প্রশস্ত কালকে প্রতীক্ষা করিয়া রহিবে। যখনই এই সময় উপস্থিত হইবে, তখনই সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, তন্মনা—একাগ্রমনা হইয়া ঈশ্বরে আত্ম-সমা-ধান করত, তাঁহাতে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিবে।

রামচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী

৪৬২ সংখ্যক পত্রিকার ৫০ পৃষ্ঠার পর।

রামচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী এতক্ষণে শেষ হইল। ইহা সংকলন করিতে আমরা পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের প্রচারিত রামায়ণ হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইলাম। এক্ষণে রামচন্দ্রের সময় নির্ণয় করিতে চেষ্টা করা যাইতেছে। রামায়ণের প্রথমে লিখিত আছে যে রামচন্দ্র একাদশ সহস্র বৎসর জীবিত ছিলেন। রামায়ণে ও পুরাণে দৃষ্ট হয় যে রামচন্দ্র অযোধ্যাতে দশ সহস্র এবং দশশত বর্ষ রাজ্য করিয়াছিলেন। লিঙ্গপুরাণ ও বায়ুপুরাণে দশসহস্র বৎসর রামচন্দ্রের রাজ্যকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জীবনীতে আমরা দেখিয়াছি যে রামচন্দ্রের পঞ্চদশ বর্ষ শেষে বিবাহ হয়। তৎপরে দ্বাদশ বর্ষ অয়োধ্যায় বাস করিলে তিনি বনবাসে গমন করেন, এবং চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইলে পুনর্ব্বার অযোধ্যায় আগমন করেন। সুতরাং রামচন্দ্র যখন রাজ্যগ্রহণ করেন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম একচল্লিশ বৎসর। তৎপশ্চাৎ তিনি বহুদিন রাজ্যশাসন করিয়া দেহত্যাগ করেন। ইহাতে কিছু একাদশ সহস্র বৎসর হইতে পারে না। আমরা দেখিব যে যুধিষ্ঠির ১২৬ বৎসর জীবিত ছিলেন। রামচন্দ্রেরও তদনুরূপ হইবে। অতঃপর যে যে প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। হিন্দুশাস্ত্র সমূহ একবাক্যে রামচন্দ্রকে ত্রেতাযুগের রাজা বলিয়া স্বীকার করে। ত্রেতাযুগের পর দ্বাপরযুগ ও দ্বাপরযুগের পর কলিযুগ। কলিযুগের অষ্টম শতাব্দীতে মহাভারত রচিত হয়। রামায়ণ মহাভারতের অনেক পূর্ব্বে লিখিত হয় এবিষয় পর-প্রস্তাবের শেষে প্রমাণিত হইবে। বাল্মীকি রামচন্দ্রের সমকালীন এবং তৎপ্রণীত রামায়ণ রামচন্দ্রের সভাতে গীত হইয়াছিল।

রামচন্দ্রের চরিত্র পবিত্র ও নির্ম্মল। বাল্মীকি ইহা অতি সুন্দররূপে চিত্রিত করিয়াছেন। রামচন্দ্র এতদূর সমভাবে নিঃস্বার্থ ও পরহিতব্রত যে তাঁহার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। তাঁহার বীরত্ব, ঔদার্য্য, কর্ত্তব্যানুরাগ এবং ধর্ম্মপ্রবণতা সর্ব্বজনের আদরনীয় এবং অনুকরণীয়। তাঁহার সৎসাহস, পিতৃমাতৃভক্তি, পবিত্র প্রণয়, প্রগাঢ় ভ্রাতৃস্নেহ এবং সমদর্শিতা অতিশয় প্রশংসার বিষয়। যখন তিনি অরণ্যে নির্ব্বাসিত হইলেন তখন তাঁহার মনে অসন্তোষ বা ক্রোধের লেশমাত্র উদিত হয় নাই। তাঁহার অলৌকিক চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। জীবনীর মধ্যে তাঁহার চরিত্র বিশেষ রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। সীতার চরিত্র অতি মনোহর। তিনি গার্হস্থ্য ধর্ম্মের মূর্ত্তিমতী প্রতিকৃতি। তাঁহার বিশুদ্ধ প্রণয়, অচল পতিভক্তি, অটল ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতা কাহার না চিত্ত আকর্ষণ করে। ভরত ও লক্ষ্মণ ভ্রাতৃস্নেহের এবং দশরথ ও কৌশল্যা পুত্রবাৎসল্যের উজ্জ্বল আদর্শ। রামায়ণের নীতি অতি উন্নত ও পরিশুদ্ধ। ইহা নিঃসন্দেহরূপে বলিতে পারা যায় যে, যে পর্য্যন্ত পৃথিবীতে পর্ব্বত এবং নদী সকল বিদ্যমান রহিবে, সে পর্য্যন্ত রামচরিত লোকে প্রচলিত ও আদৃত থাকিবে। অধুনা জর্ম্মন প্রদেশে নরনারীগণ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া রাম ও সীতার নাম উচ্চারণ করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ মনে করেন। হিন্দুগণ রামচরিতের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিতে কখনই বিরত থাকিতে পারিবেন না।

রামচন্দ্রের প্রতি হিন্দু সমাজের শ্রদ্ধা ও

ভক্তি রামনবমীর সুপ্রতিষ্ঠা দ্বারা সূচিত হইয়াছে। যে নবমী তিথিতে রামচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাই রামনবমী নামে প্রসিদ্ধ। ইহা হিন্দু সমাজের একটি মহোৎসবের দিন। যতদিন হিন্দুসমাজের চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকিবে ততদিন রামনবমীতে হিন্দুদিগের মহোৎসব হইবে এবং ততদিন রামচন্দ্রের নাম হিন্দুদিগের মনে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত জাগরূক থাকিবে।

রামচন্দ্র কোন্ সময়ের লোক জিজ্ঞাসা করিলে আমরা যে কি বলিব তাহা স্থির করিতে পারি না। যুধিষ্ঠিরাদির সময় নির্ণয় করা সহজ কিন্তু রামচন্দ্রের সময়-নিরূপণের কোন অবলম্বন কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশের চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে লিখিত আছে যে রামচন্দ্র সূর্য্যবংশের ষট্‌পঞ্চাশত্তম নৃপতি এবং বৃহদ্বল ষড়শীতিতম নৃপতি। বৃহদ্বল কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন এবং অভিমন্যু কর্ত্তৃক নিহত হয়েন। অতএব কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ রামচন্দ্রের ত্রিংশৎ পুরুষের রাজত্বের পর ঘটিয়াছিল। এই ত্রিংশৎ পুরুষে অন্যূন ২০০০ বৎসর অতীত হইয়াছিল। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যাহাই বলুন আমরা তাঁহাদের ন্যায় প্রতি পুরুষে ২০ বা ২৫ বৎসর ধরিতে পারি না। ত্রেতাযুগের লোক কলিযুগের লোক অপেক্ষা দীর্ঘায়ু ছিলেন। তখন অনেকেই ১০০ বৎসর রাজত্ব করিতেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ কলিযুগের ৭৪২ অব্দ গত হইলে অর্থাৎ ন্যূনাধিক ২৩৫৮ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। রামচন্দ্র এই সময়ের অন্যূন দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। তাহা হইলে রামচন্দ্রের রাজত্ব কাল ৪৩৫৮ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে নির্দ্দিষ্ট হয়। ইহা বর্ত্তমান সময় হইতে ৬২৩৮ বৎসর পূর্ব্বতন। ইউরোপীয়দিগের ধর্ম্মশাস্ত্রমতে তখন পৃথিবীরই সৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু অযোধ্যানগরীতে তখন ৫৬ জন রাজা রাজত্ব করিয়াছেন। দ্বিসহস্র বৎসর আমরা অতি ন্যূন সংখ্যা ধরিয়া গণনা করিলাম। যতক্ষণ ইহার প্রতিকূলে বলবত্তর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া না যাইতেছে ততক্ষণ ইহাই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। রাজতরঙ্গিণীর প্রথম অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে কাশ্মীররাজ দ্বিতীয় দামোদর ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিলে তাঁহারা রাজাকে এক দিবসে সম্পূর্ণ রামায়ণ শ্রবণ করিতে আদেশ করেন। রাজতরঙ্গিণীর ইংরাজী অনুবাদক ট্রয়ার সাহেব নিজ গণনা দ্বারা কাশ্মীরের রাজা তৃতীয় গোনর্দ্দের সময় ১১৮২ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দ নিরূপণ করিয়াছেন। দ্বিতীয় দামোদর এবং তৃতীয় গোনর্দ্দের মধ্যে পাঁচজন রাজা কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। সুতরাং দ্বিতীয় দামোদরের সময় অন্তত পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দের পঞ্চদশ শতাব্দীতে ধরিতে হইবে। অনেকে প্রতি রাজার রাজত্বকাল ২৪ বৎসর গণনা করেন, কিন্তু আমরা তাহা করিতে পারি না। যদি ট্রয়ার সাহেব এই রূপ গণনা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত কাল নির্ণয় করিয়া থাকেন তাহা হইলে উহা আমাদের অভিমত নহে। পঞ্চদশ শতাব্দী না হইয়া আরও প্রাচীন হইবে। এই সময়ে রামায়ণ প্রচলিত ছিল দেখিয়া আমরা রামায়ণের সময় নিরূপণ করিতে পারি না। এক জন গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে দ্বিতীয় দামোদরের পূর্ব্বতন পঞ্চনৃপতির প্রথম জনের রাজত্ব সময়ে রামায়ণ অজ্ঞাত ছিল। ইহা কিরূপে বুঝিতে পারা যায় তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যদি উল্লেখ না থাকিলেই অনস্তিত্ব অনুমান করিতে হয় তবে ত ভয়ানক কাণ্ড হইয়া উঠে। রাজতরঙ্গিণীর পূর্ব্বোক্ত

আভাস আমাদিগের নিরূপিত সময়ের কোন রূপেই প্রতিকূল হইতেছে না। আমরা রামচন্দ্রের রাজত্বকাল খ্রীষ্টাব্দের ৪৩০০ বৎসর পূর্ব্বে স্থির করিয়াছি এবং অন্য বলবত্তর প্রমাণাভাবে উহা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহি।

পরকাল।

(৬৩৮ সংখ্যক পত্রিকার ১৯২ পৃষ্ঠার পর।)

জড় পদার্থ চৈতন্য-সন্নিকর্ষেই প্রকাশ পায়, জড়ের এই ভাবটী মিলের ব্যাখ্যার অন্তর্ভুক্ত না হউক, এইটীই কিন্তু আমাদের পক্ষে জড় সম্বন্ধীয় মুখ্যভাব। তিনি এই ভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখেন নাই, এই জন্য সম্বন্ধশূন্য ঘটনা, ভাবশূন্য সাম্ভব্য তাঁহার গবেষণার শেষ পুরস্কার হইয়াছে। মিল বলেন, মনে কর কোন কুটীরস্থ টেবিলের উপর "এক খণ্ড সাদা কাগজ আমি দর্শন করিলাম। অন্য কুটীরে গেলে যদিও আমি আর তাহা দেখিতে না পাই, আমি কিন্তু মনে করি যে তখনও সে কাগজ তথায় আছে। কাগজটী আমার মনে যে সমস্ত অনুভূতি সমুদ্ভূত করিয়াছিল তাহা আর নাই, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে আমি যখন আমার সেই পূর্ব্ববৎ অবস্থাধীনে আসিব, অর্থাৎ আমি যখন আবার সেই কুটীরে উপনীত হইব, আমার সেই সেই অনুভূতির পুনরুদয় হইবে।" তদ্ভাবৎ অনুভূতির উদয়-সাম্ভব্য পূর্ব্বের সেই কুটীরে রহিয়াছে, অতএব আমি আবার সেই স্থানে সেই কাগজটী দর্শন করিব। "কাগজটী দর্শন করিব" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমার মনে বিশেষ কোন অনুভূতি-সঙ্ঘ (Group of sensations) আবির্ভূত হইবে, যাহাকে আমি আত্মেতর ভাব পদার্থ বলিয়া জ্ঞান করি, শাদা কাগজ বলিয়া অভিহিত করি। প্রকৃতার্থে এই সমস্ত অনুভূতির প্রেরয়িতা কোন সৎপদার্থের স্বরূপ, আমি কিছুই জানি না, চিন্তা করিতে পারি না, এবং তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবার কোন কারণও নাই। আমি এই মাত্র জানি যে, বিশেষ অবস্থাধীনে আমার মনে কতকগুলি অনুভূতি সংশ্লিষ্ট ভাবে উদয় হয়। অতএব অনুভূতি ও অনুভূতির উদয়-সম্ভাবনা মাত্রই আমার জ্ঞানের সর্ব্বস্ব। মিল আরো বলেন যে, আমাদের বর্ত্তমান অনুভূতি নিতান্ত কিঞ্চিৎকর বিষয়; তাহা এখন আছে পরে থাকিবে না; এবং আমাদের মনে যত প্রকার অনুভূতি সম্ভব হইতে পারে, বর্ত্তমান অনুভূতি তাহার অতি সামান্য অংশ। অতএব অনুভূতি-সাম্ভব্যই সার ও স্থায়ী বিষয়। অনুভূতির এই স্থায়ী সাম্ভব্য কোথায়? অনুভূতি সকলের ন্যায় ইহারাও কি অন্তরের বিষয়? মিল কিন্তু তাহা বলেন না। তিনি বলেন "আমরা যেখানে যাই, আমাদের অনুভূতি সকলকে আমরা সঙ্গে লইয়া যাই, আমরা যেখানে অবস্থিতি না করি, আমাদের অনুভূতি সকলও তথায় থাকে না। কিন্তু আমরা স্থানান্তরে গমন কালে, অনুভূতির স্থায়ী সাম্ভব্য সকলকে সঙ্গে লইয়া যাই না। আমাদের প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত তাহারা তথায় থাকে। অর্থাৎ তাহাদের উৎপত্তি ও নিবৃত্তি যে অবস্থার অধীন, সাধারণো তাহার সহিত আমাদের বিদ্যমানতার কিছুমাত্র সংশ্রব নাই। অধিকন্তু তাহারা এখন যেমন, আমাদের বোধ-নিবৃত্তির পরেও তেমনি, অন্য প্রাণী সম্বন্ধে অনুভূতির স্থায়ী সাম্ভব্য।"

"Our sensations we carry with us wherever we go and they never exist where we are not: but when we change our place we do not carry with us the Permanent Possibility

of sensations: they remain untill we return or arise and cease under conditions with which our presence has in general nothing to do. And more than all—they are and will be after me have ceased to feel, Permanent Possibilities of sensations to other beings than ourselves."

Examination of H.'s Philosophy, p' 208.

অনন্তর মিল বলেন, এই সমস্ত তত্ত্ব আলোচনা করিয়াই মানব মনে অনুভূতির স্থায়ী সাম্ভবোর স্বতন্ত্রতার ভাব উপলভ্য হয়। এবং তাহারা এই সাম্ভব্য মাত্রকে আত্মেতর ভৌতিক বিষয় বলিয়া বিশ্বাস করে

মিল সাহেবের গভীর গবেষণার ফল, তাঁহার এই স্থায়ী সাম্ভব্যবাদের নিষ্কৃষ্টার্থ চলিত ভাষায় ব্যক্ত করিতে হইলে, এই রূপে বলা যায়;—মনুষ্য এই মাত্র জানে যে তাহাদের মনে কতক গুলি অনুভূতি উদয় হয়, ও হইতে পারে। "এই যে হইতে পারা" বা উপযোগিতা, ইহাতে আমরা প্রপঞ্চত্ব আরোপ করিয়া, ইহাকে স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট ভৌতিক বিষয় বলিয়া বিশ্বাস করি। কতক গুলি মানসিক নিয়ম পরতন্ত্র হইয়া আমরা এরূপ করি বটে, কিন্তু ইহা ভ্রম, ইহা স্বাভাবিক কুসংস্কারের কার্য্য।

মানব মন আভিব্যক্তিক জগৎ ভেদ করিয়া তাহার পশ্চাৎ দেশে বাস্তব জগতের তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারে, তাহার এই যে এক অতিগ শক্তি আছে, মিল ইহা স্বীকার করেন না; তাঁহার মতে অনুভূতি পর্য্যন্তই মনের চরম প্রসার। মিলের এই মত যদি সত্য হয়, এবং যদি আমরা অনুভূতিকে মূল অবলম্বন করিয়া আমাদের জ্ঞানের অবধি নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে জ্ঞানের কিছুমাত্র বিস্তার প্রত্যাশা করা যায় না, মানব জ্ঞানের জন্য সেই অনুভূতিও তৎসাম্ভব্য মাত্রই অবশিষ্ট থাকিয়া যায়; এবং তদতিরিক্ত ভাব জগতের জ্ঞানকে কাজেই কুসংস্কার বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু এই মত, সাধু মত নহে। আমরা প্রতিবোধ মধ্যে যেমন অনুভূতির উদয় প্রত্যক্ষ করি, তেমনি অনুভূতি-প্রেরয়িতা সত্তাতেও বিশ্বাস করিয়া থাকি। এ বিশ্বাস সাধারণ বিশ্বাসের ন্যায় অনুমান মূলক নহে। ইহাও আমাদের সাক্ষাৎ জ্ঞান, স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের সত্যতা প্রতিপন্ন জন্য যে রূপ প্রমাণ ক্রমে অবলম্বন করা আবশ্যক, তাহা না করিয়া, মিল তাহার বিপরীত প্রণালী অনুসরণ করিয়াছেন, এই জন্য তাঁহার সিদ্ধান্ত সুসিদ্ধান্ত হয় নাই। সম্মুখে একটী শাদা কাগজ দেখিয়া তাঁহার মনে যুগপৎ কতকগুলি অনুভূতি উদয় হইল। কাগজটীকে তিনি সেই সমস্ত অনুভূতির কারণ বলিয়া বোধ করিলেন, অথচ শাদা কাগজটী নিজে কি, ইহা তাঁহার মনশ্চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় তাঁহাকে জানাইতে পারিল না। অনেক ভাবিয়া দেখিলেন কাগজের স্বরূপ তাঁহার মনের আয়ত্ত হইল না। তখন তাঁহার অনুসন্ধিৎসু মনে তর্ক উপস্থিত হইল, উক্ত কাগজের কারণত্ব বা স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রমাণ কি। বিশুদ্ধ প্রমাণ খুজিয়া তিনি কিছুই পাইলেন না, যেহেতু ইন্দ্রিয় বোধ কার্য্যে ইহার কিছুমাত্র নিদর্শন পাওয়া যায় না; কিন্তু তাঁহার মতে ইন্দ্রিয় বোধই প্রমাণের পরাকাষ্ঠা।

ঘোর নৈয়ায়িক। তিনি প্রমাণ না পাইলে কোন বিষয় বিশ্বাস করিবেন না। এদিকে তাঁহার মন কিন্তু স্বভাবতঃ কাগজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারে না। এমন কেন হয়? তিনি এক্ষণে বিশিষ্ট মনে ইহারই মীমাংসায় প্রবৃত্ত হই-

লেন, এবং অনেক চিন্তা অনেক আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন যে, অনুষঙ্গ নিয়ম প্রভৃতির দ্বারা মানব মনে এরূপ দুস্ত্যজ্য বিশ্বাসের উপজনন হইতে পারে। তিনি অমনি এই বিনিগমনাতে তাঁহার অদ্ভুত দর্শনের মূল দেখিতে পাইলেন। ভাবিলেন অসাধ্য সাধন করিয়া তিনি জগতীতলে অ-ক্ষয়-কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন—সংশয়বাদ, প্রামাণিকতা ও সহজজ্ঞানের চির বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিলেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে তিনি এতদ্দ্বারা প্রামাণিক-তাকে সংশয়বাদ, এবং সহজ জ্ঞানকে কু-সংস্কার, বলিয়াই প্রতিপন্ন করিলেন; সত্যের দিকেও এক পাদও অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তবে এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে অন্যান্য সংশয়বাদিদিগের ন্যায় সহজ জ্ঞানকে এককালে উপেক্ষা না করিয়া দার্শনিক মতের সহিত সর্ব্বজনীন সহজ জ্ঞানের সমন্বয় চেষ্টা করায়, তিনি তাহার গৌরব কিয়ৎ পরিমাণে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

মিল সাহেবের বহ্বায়াস মধ্যে বাহ্য জগৎ সম্বন্ধীয় বিচারে দুটী প্রধান দোষ লক্ষিত হইতেছে। (১) কোনস্থলে প্রমাণের আব-শ্যক হয়, তৎপ্রতি লক্ষ না করিয়া, তিনি নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্রই প্রমাণ প্রত্যাশা করিয়া-ছেন। প্রমাণের উদ্দেশ্য কি? জিজ্ঞাসুক প্রবোধ সাধনই প্রমাণের চরম উদ্দেশ্য। মনে কর আমি বাহ্য জগৎ প্রত্যক্ষ করি-তেছি। এতৎ ক্রিয়ার আমি কেবল কতক-গুলি অনুভূতি অনুভব করিতেছি না, প্রত্যুত বাহ্য জগৎও প্রতীত করিতেছি; কতকগুলি অনুভূতি অনুভব সহকৃত বাহ্য জগৎকেও আমি অনুভব করিতেছি, স্বয়ং সংজ্ঞা দ্বারা বাহ্য জগৎ বোধ গোচর করি-তেছি। এখানে প্রত্যক্ষ কারির নিজ প্রত্য-ক্ষণই বাহ্য জগতের অস্তিত্বের প্রমাণ। অতএব দেখা যাইতেছে, এই বাহ্য জগতের অস্তিত্ব প্রমাণ কল্পে যে জিজ্ঞাসু, সেই তা-হার সাক্ষী। সুতরাং জগতের অস্তিত্ব বিষয়ে আমার প্রবোধ জন্য অন্য প্রমাণের আবশ্যক হয় না; ইতর প্রমাণ গৌণ জন্য দুর্ব্বল।

মিল বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে আমাদের প্রতি বোধের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিয়াছেন, তন্নিবন্ধন তৎপ্রতি সাক্ষাৎ ভাবাত্মক প্রমাণের অভাব উপলব্ধি করিয়া তিনি প্রতিবোধ-বোধিত বাহ্য বস্তু বিষয়ক ভাবকে কৃত্রিম ও কুসং-স্কার প্রনোদিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; অতএব মিলের বিচারে দ্বিতীয় ভ্রম এই যে, তিনি স্থির করিতে পারেন নাই, বাহ্য সত্তার অস্তিত্ব সিদ্ধি কল্পে যদি একান্তই প্রমাণের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তদর্থে কিরূপ প্রমাণ সঙ্গত। প্রমাণ দ্বিবিধ। ভাবাত্মক positive এবং অভাবাত্মক negative; মনে কর আমি কোন বাহ্যবস্তু দর্শন করিয়াছি। এস্থলে আমার প্রত্যক্ষণই এই বাহ্য বস্তুর অস্তিত্বের এক মাত্র ভাবাত্মক প্রমাণ। আমারই জন্য প্রমাণের আবশ্যক, আমি নিজেই প্রত্যক্ষ করিয়া উহার প্রমাণ-স্থানীয় হইয়াছি। অতএব আমার প্রত্যক্ষণ এ বিষয়ে মুখ্যরূপে ভাবাত্মক প্রমাণ। কিন্তু আমার প্রত্যক্ষণের উপর সন্দিহান হইয়া যদি তাহার প্রমাণান্তর অন্বেষণ করিতে হয়, তাহা হইলে কাজেই আমাকে অপরবিধ প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে; সে প্রমাণ অভাবাত্মক।

মিল সাহেব সে দিকে না যাইয়া বাহ্য-বস্তুর অস্তিত্ব পরীক্ষার জন্য তৎবিষয়ক ভাব idea মানব মনে অন্য কোন প্রকারে অধিষ্ঠান লাভ করিতে পারে কি না, ইহাই নির্ণয়ার্থ মহাবিচার আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু যদিও তর্কের জন্য স্বীকার করা যায় যে, তিনি

মানব-প্রতিবোধে বহিঃসত্তা ভাবের একবিধ কৃত্রিম উপগম সম্ভাবনা নির্দ্ধারণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা হইলেও প্রমাণ হইল না যে; বাহ্যসত্তার ভাব মুখ্য ও স্বাভাবিক নহে, তাহা অর্জ্জিত ও কৃত্রিম; সুতরাং বাহ্য বস্তু অবাস্তব। মনের বাহ্যবস্তু বিষয়ক ভাব যদি কৃত্রিম উপায়েও লাভ করা সম্ভব হয়, তাহা হইলেই যে উক্তভাব স্বাভাবিক ক্রমে আমাদের মনে উপগত হয় না, হইবে না, ইহা কোন্ ন্যায়ের সিদ্ধান্ত? কোন বিশারদ রসায়নতত্ত্ববিৎ কৃত্রিম হীরক প্রস্তুত করিতে পারিলে হীরক খনিজ প্রাকৃতিক পদার্থ নহে, ইহা প্রমাণ হইল? বস্তুতঃ তদ্দারা কোন পক্ষই প্রমাণ হয় না, প্রশ্ন অস্পৃষ্ট ও তদবস্থই রহিয়া যায়। অপরন্তু বাহ্যসত্তা বিষয়ক ভাব অনন্য বিষয় সাপেক্ষ শুদ্ধ মানব সৃষ্ট ইহা প্রমাণ করিবার জন্য মিলের পক্ষে প্রদর্শন করা উচিত ছিল যে উক্ত ভাব মনে উদয় হইবার নিমিত্ত ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ আবশ্যক করে না।

ক্রমশঃ।

শারীরিক বল ও হিন্দুজাতি।

বলং বাব বিজ্ঞানোপি ভূয়ঃ। অপিশতং বিজ্ঞানবতামেকোবলবানাকম্পয়তে। স যদা বলীভবতি উত্তিষ্ঠন পরিচরিতা ভবতি, পরিচরন্ উপসত্তা ভবতি উপসীদন দ্রষ্টা ভবতি শ্রোতা ভবতি মন্তা ভবতি বোদ্ধা ভবতি কর্ত্তা ভবতি বিজ্ঞাতা ভবতি। বলেন বৈ পৃথিবী তিষ্ঠতি বলেনান্তরিক্ষং বলেন দ্যৌর্বলেন পর্ব্বতা বলেন দেবমনুষ্যা বলেন পশবশ্চ বয়াংসিচ তৃণবনস্পতয়ঃ শ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গপিপীলিকং। বলেন লোকস্তিষ্ঠতি বলমুপাস্বেতি।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ।

"বল বিদ্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এক জন বলবান এক শত বিদ্বানকে কাঁপাইয়া দিতে পারে। যাহার বল আছে সে উঠিতে, উঠিয়া বেড়াইতে, বেড়াইয়া দেখিতে, শুনিতে, মনন করিতে, বুঝিতে, কার্য্য করিতে ও জানিতে পারে। বলে পৃথিবী অবস্থিতি করিতেছে, বলে অন্তরীক্ষ, বলে দ্যুলোক, বলে পর্ব্বত, বলে দেব মনুষ্য, বলে পশু পক্ষী, তৃণ বনস্পতি, শ্বাপদ, কীট, পতঙ্গ ও পিপীলিকা এবং বলেই লোক সকল অবস্থিতি করিতেছে; সুতরাং বলেরই চর্চ্চা কর।"

বল সকলের অবলম্বন। বল সকল কার্য্যেরই কারণ। বলে দ্যুলোক ও ভূলোক স্থিতি করিতেছে; বলে পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র স্বীয় স্বীয় কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে; বল প্রভাবেই নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র, বৃক্ষ, লতা পৃথিবীতে বিধৃত রহিয়াছে; বল প্রভাবেই কীট, পতঙ্গ, পশু পক্ষী স্ব স্ব কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। বল মনুষ্যের সকল কার্য্যের মূল। বল প্রভাবেই সে উঠিয়া থাকে, পর্য্যটন করে, এবং নানা বস্তু দেখিয়া নানা তত্ত্ব অবগত হইতে পারে। বল ব্যতীত মনুষ্যের কোন কার্য্যকারিতা নাই। বল প্রভাবেই সে আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিতেছে। বল প্রভাবেই এক জাতীয় মনুষ্য অন্য জাতীয় মনুষ্যকে দাসত্বে বদ্ধ করিতেছে। বলই মনুষ্যের ধন জন জীবন, এই জন্য বলের এত প্রশংসা।

হিন্দুজাতি এখন হীনবল। পৌরাণিক বীরভাব ইহাদের দেহে আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। ভীমার্জ্জুনের সেই বজ্রসার দেহ এখন স্ত্রীশরীরের সৌকুমার্য্যে পরিণত হইয়াছে। ইহা অবশ্যই শোচনীয়। কিন্তু এই ঘটনার কএকটি বিশিষ্ট কারণ আছে।

প্রথমত পরাধীনতা। এই ভারতবর্ষের এক দিকে হিমাচল তুষারশুভ্র অভ্রভেদী শৃঙ্গ বিস্তার পূর্ব্বক যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য অটল ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। আর এক দিকে

প্রকাণ্ড মহা সমুদ্র জলময় বক্ষে উত্তাল তরঙ্গলীলা বিস্তার করিতেছে। ভারতের এই দুর্ভেদ্য দুর্গ ভেদ করিয়া বৈদেশিক কোন শত্রুই এস্থানে প্রবেশ করিতে পারিত না, জ্ঞাতিবিবাদ ব্যতীত বৈদেশিক যুদ্ধ এখানে আদৌ ঘটিত না। কিন্তু দেখা যায় যে যেখানে আত্মরক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা সেইখানেই বীরের সৃষ্টি। ইউরোপ ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। চতুর্দিকে বাহ্য শত্রুর আক্রমণ, তন্নিবন্ধন এক এক দেশে খ্যাত-বীর্য্য বিস্তর বীর জন্মিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষকে কখন বাহ্য উপদ্রব সহিতে হয় নাই। এখানে আত্মরক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টাও করিতে হয় নাই এই জন্য সাধারণত এখানে বলের চর্চ্চা হইত না। যা কিছু ছিল বিপন্নরক্ষক ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে। পরে যখন মোগল সম্রাটেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিল তখন যথার্থতই এই ভারত জননী বীরপ্রসবিনী হইয়াছিল। তখন রাজপুতনার প্রত্যেক স্থান থর্মপোলি এবং প্রত্যেক ক্ষত্রিয় এক একটী লিওনিডর্স হইয়াছিল। ইহার কারণ কেবল আত্মরক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা। কিন্তু এখন আমরা পরাধীন। ইংরাজ শাসনে আমরা আত্মরক্ষার নিরপেক্ষ হইয়া সুখে নিদ্রা যাই, এখন স্বচেষ্টা যৎসামান্য পরচেষ্টাই সর্ব্বস্ব, এই জন্য আমরা দুর্বল হইতেছি।

দ্বিতীয়ত এই দেশ উষ্ণপ্রধান, তন্নিবন্ধন এতদ্দেশীয়েরা স্বভাবতই শ্রমকাতর, এখানকার ব্যবস্থাশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে ব্যবস্থাপকেরা দেশের প্রকৃতি বুঝিয়াই ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রাতঃকাল ও অপরাহ্ণ পরিশ্রমের জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মধ্যাহ্নে কেবলই বিশ্রাম, এই জন্য পূর্ব্বতন লোকেরা বলিষ্ঠ থাকিতেন। কিন্তু এখন সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে। এক্ষণে বঙ্গবাসিদিগকে মধ্যাহ্নেই হনুমন্ত পরিশ্রম করিতে হয়। একেত দেশটি উষ্ণপ্রধান তাহাতে আবার সভ্যতার অনুরোধে বস্ত্রাবৃত হইয়া মধ্যাহ্নে গলঘর্ম্ম কলেবরে খাটিতে হয়, শারীরিক অবসাদের এইটিই বিলক্ষণ কারণ। আমাদের দেশে যে অপেক্ষাকৃত অধিকতর রূপে পান-দোষ প্রবেশ করিয়াছে এক শ্রমজ অবসাদই তাহার মূল। মদ্যে যেমন অবসাদ জন্মে তেমনি আবার ইহা দ্বারা অবসাদ নিবারণও হইয়া থাকে। সুতরাং এক্ষণে এই মাধ্যাহ্নিক পরিশ্রম ও শ্রান্তিহারক মদ্যই কি ইতর কি ভদ্র সকলকেই বলহীন করিয়া ফেলিতেছে।

তৃতীয়ত শিক্ষা-প্রণালী। ইহা এই দুর্ব্বলতার একটি বিশিষ্ট কারণ। আমরা এস্থলে এক জন বিচক্ষণ শিক্ষকের বাক্য প্রমাণস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি কোন বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন; "কে বলিবে যে আজকালের যুবক সে কালের বাঙ্গালীর ন্যায় সুস্থ নির্দ্দোষ ও সুখী জীব। বর্ত্তমানে অনেকের যে অকাল মৃত্যু হয় এবং অনেকে যে জীবন্মৃত হইয়া থাকে ইহার কারণ কি? দীর্ঘায়ু পাইবার যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম আছে সে সকলের কি কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে? কোন অপ্রত্যক্ষ কারণ কি আমাদিগের দেশে রোগ আনিতেছে, না আমরা নিজেই তাহার কারণ? আমরা কি আমাদিগের ও আমাদিগের ভাবী বংশের হৃদয়ের শোণিত দিয়া ঐ সকল রোগের প্রাপ্তি-পত্র স্বাক্ষর করি নাই? রবিবারেই হউক কিম্বা সোমবারেই হউক ঐ গ্রামনিবাসী বৃদ্ধের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখ সে নিয়মিত সময়ে অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রফুল্ল অন্তঃকরণে দৈনিক কার্য্য সকল সম্পাদন করিতেছে। শিরঃপীড়া, বমথু, অবসন্নতা ও

মদ্যজ শারীর কম্পন যে কি তাহা সে জানে না। সে ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস জানে না বটে, কিন্তু সে অজীর্ণরোগ যে কি তাহাও জানে না। সে বীজগণিতের উচ্চতম শাখা মেক্সিমা ও মিনিমার সূত্র জানে না বটে, কিন্তু সে অজীর্ণ-দোষ-জনিত উদরের স্ফীতিরোগ যে কি তাহাও জানে না। সে দেশীয় নিয়মানুসারে চলে অতএব তাহাকে দেখিলে স্বাস্থ্যের ও বলের প্রতিরূপ বলিয়া বোধ হয়। সে অজুৎ ও উদরী, কাশ ও পক্ষাঘাত রোগ সকলের নাম শুনিয়া হাসে এবং রেউচিনি ও কলম্বিস্থ, কোয়াসিয়া ও অনন্তমূল প্রভৃতি ভেষজ দ্রব্যে ঘৃণা করে। আবার আর একটী চিত্রও দেখ; ঐ অদূরে এক জন বঙ্গীয় যুবক। উনি অনিয়মের প্রতিরূপ, দীর্ঘ সূত্রতার অবতার, বহুমূত্র ও অতিসার, শিরঃভ্রমণ ও হৃৎস্পন্দন প্রভৃতি রোগের ক্রীড়াসামগ্রী, দৃষ্টিহীন, দন্তহীন, ধর্ম্মশূন্য, উনি পঞ্চবিংশতি বৎসরেই শ্বেত-কেশ-বিশিষ্ট অশীতি বর্ষীয় বৃদ্ধের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছেন এবং ক্রমাগতঃ বলকারক ও ধাতুপরিবর্ত্তক ঔষধ সেবন করিয়া অল্পকাল পৃথিবীতে জীবিত থাকিবেন। এই দুইটি চিত্র দেখিয়া স্থির কর, ইংরাজী শিক্ষা আমাদিগের দেশের কি উপকার করিয়াছে।” এই বিচক্ষণ শিক্ষক যে সকল অনিষ্ট বর্ণনা করিয়াছেন তাহার মূল কারণ ক্ষীণ শরীরে অতিশয় মানসিক পরিশ্রম। ক্ষীণ শরীরে অতিশয় মানসিক পরিশ্রম করিলে কেবল ঐ সকল অনিষ্টের উৎপত্তি হয় এমৎ নহে, যে উদ্দেশ্যে পরিশ্রম তাহাও সফল হয় না। উপনিষদে যথার্থই উক্ত হইয়াছে “বলং বাচ বিজ্ঞানোপি ভূয়ঃ”। বাস্তবিকই বল বিদ্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ, বল ব্যতীত বিদ্যালাভ সম্ভবপর নহে, বিশেষত ক্ষীণবল হইয়াও যদিচ বিদ্যালাভ হয় তাহা হইলে বলের অভাবে জ্ঞানের অনুরূপ সমস্ত কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। ইউরোপবাসী বিদ্যার্থীরা যেরূপ প্রভূত পরিশ্রম সহকারে অধ্যয়ন ও বিদ্যানুশীলন করেন আমাদিগের বাঙ্গালী যুবকেরা সেরূপ পারেন না। ব্যায়াম-চর্চ্চা ও জ্ঞানোন্নতি বিষয়ে ইংরাজেরা যেরূপ অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেন বাঙ্গালীদিগের মধ্যে কয় ব্যক্তি তদ্রূপ পারেন? কলেজ পরিত্যাগ করিয়া বিষয়-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে ত কথাই নাই। তৎকালে অনেকেই অধ্যয়নে সম্পূর্ণ বিমুখ হন। ইহার কারণ শারীরিক বলহীনতা।

চতুর্থতঃ অধিকাংশ ভদ্র বঙ্গবাসীর শারীরিক বলের উপকারিতা ও আবশ্যকতার প্রতি দৃষ্টি নাই; তাঁহারা বলবর্দ্ধক কোন কার্য্যে অপুটতা গৌরবের বিষয় জ্ঞান করেন। পদব্রজে ভ্রমণ এবং স্বহস্তে কোন কোন গৃহ-কর্ম্ম সম্পাদন করা ইহাঁদের মতে অপমান। যতদিন বঙ্গবাসী শিক্ষিতদিগের মন হইতে এই কুসংস্কার উৎপাটিত না হইতেছে তাবৎ বলের প্রত্যাশা করা অন্যায়

পৃথিবীতে জ্ঞান, বিদ্যা ও ধর্ম্ম লাভ করিয়া মনুষ্যের ন্যায় প্রকৃত জীবন যাপন করিবার জন্য শারীরিক বল যতদূর আবশ্যক এমন আর কিছুই নহে। বল না থাকিলে শরীর নানা রোগের আবাসভূমি হইয়া উঠে, শরীর ধারণ করা ভারবহ বোধ হয়, এবং আমাদিগকে জীবন্মৃতের ন্যায় হইয়া থাকিতে হয়। শারীরিক বলের এইরূপ গভীর আবশ্যকতা বুঝিয়া উপনিষদে ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন “বলমুপাস্বেতি।” বাস্তবিক যখন শারীরিক বল ব্যতীত বিদ্যোপার্জ্জন, পরিবার প্রতিপালন, স্বদেশের উপকার সম্পাদন, সর্ব্বভূতের হিতসাধন প্রভৃতি

ঈশ্বরনির্দিষ্ট কোন কার্য্যই সম্পন্ন করা যাইতে পারে না তখন যথাবিহিত উপায়ে উহা উপার্জ্জন করা একটী ধর্ম্ম-কার্য্য। প্রত্যেক ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিরই ইহা একটী অতীব কর্ত্তব্য।

তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক।

২৫০ সংখ্যক পত্রিকার ২৩৮ পৃষ্ঠার পর।

প্রথমে দেখিয়াছি যে, আপেক্ষিক সত্য মাত্রই অসীম নিরবলম্ব সত্যকে অপেক্ষা করে; তাহার পরে দেখিয়াছি যে, আত্মা হইতে জড়ের দিক্ অসীম সত্যের দিক্ নহে, জড় হইতে আত্মার দিক্ই অসীম সত্যের দিক্: এখন তদপেক্ষা আরও অধিক এই দেখিতেছি যে, আত্মা হইতে বিশুদ্ধ-জ্ঞানের দিক্ অসীম সত্যের দিক্। বিশুদ্ধজ্ঞান যাহা জীবাত্মাতে আছে, তাহা ব্যক্তি-নিষ্ঠ নহে, তাহা সত্য-নিষ্ঠ। ব্যক্তিবিশেষ যখন অভ্যাসবশতঃ বা সংস্কার বশতঃ বা ভ্রমবশতঃ বা বাসনাবশতঃ কোন বিষয়কে সত্য বলিয়া জ্ঞান করে, তখনকার সেই যে জ্ঞান, তাহাই ব্যক্তিনিষ্ঠ; কিন্তু কোন বিশেষ ব্যক্তি নহে, পরন্তু সাধারণতঃ সকল ব্যক্তিই সমুদায় আত্মার সহিত যখন কোন বিষয়কে স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া জ্ঞান করে, তখনকার সেই যে জ্ঞান তাহা ব্যক্তি নিষ্ঠ নহে—তাহা সত্যনিষ্ঠ; কেনন। তাহা ব্যক্তি-বিশেষের পরিবর্ত্তনশীল মনের গতির উপর নির্ভর করে না, তাহা অপরিবর্ত্তনীয় ধ্রুব সত্যের উপরেই নির্ভর করে। মূল-সত্য পরমাত্মাই প্রজ্ঞারূপে প্রতিজনের আত্মার অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন। আমাদের আত্মা মন-দ্বারা বিষয়ের সহিত এবং প্রজ্ঞা-দ্বারা পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত রহিয়াছে। পরমাত্মা জীবাত্মাকে দেহবদ্ধ করিয়া পরিমিত করিয়াছেন, এবং আপনার প্রতি আকর্ষণ করিয়া উন্নত হইতে উন্নততর ধামে লইয়া যাইতেছেন; ইহাতেই আমরা বুঝিতেছি যে, জীবাত্মার মঙ্গলই সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য।

পরমাত্মার কিছুই অভাব নাই তিনি পরিপূর্ণ আনন্দ-স্বরূপ, অতএব ইহা হইতে পারে না যে তিনি আপনার কোন অভাব মোচনার্থে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; ইহাই সঙ্গত যে আমাদের সকলকার অভাব মোচনার্থেই তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে, জীবাত্মা, পরমাত্মার শক্তিতে তন্ময়ীভূত ছিল, তখন জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না; স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অভাব এই যে তাহার ছিল, তাহা মোচন করা জগৎ সৃষ্টির একতম উদ্দেশ্য। পরমাত্মা যদি জীবাত্মার সকল অভাব এক মুহূর্ত্তেই পূরণ করেন, তিনি যদি তাহাকে এককালেই পূর্ণতা প্রদান করেন, তবে তাঁহাতে আর জীবাত্মাতে কিছুই আর প্রভেদ থাকে না, তাহা হইলে পরমাত্মা আপনিই প্রকাশ পান, তাঁহা হইতে ভিন্ন কিছুই আর প্রকাশ পায় না, জীবাত্মা আর প্রকাশ পায় না; তাহা হইলে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অভাব জীবাত্মার যেমন ছিল, তেমনিই থাকে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, জীবাত্মাকে পরিমিত করিয়া সৃষ্টি না করিলে, তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কোন মতেই রক্ষা পাইতে পারে না। অতএব, পরমাত্মা, জীবাত্মাকে পরিমিত করিবার জন্যই যে পরিমিত করিয়াছেন তাহা নহে, জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সমর্থন করিবার জন্যই তাহাকে পরিমিত করিয়াছেন। পরমাত্মা এক দিকে জীবাত্মাকে পরিমিত করিয়া স্বতন্ত্র অস্তিত্বের যে একটি অভাব তাঁহার ছিল, তাহা পূরণ করিয়াছেন, আর একদিকে তাহাকে অনন্ত উন্নতির যোগ্যতা প্রদান করিয়া অপূর্ণতা নিবন্ধন তাহার যে একটি অভাব আছে, তাহাও পূরণ করিয়াছেন। জীবাত্মার অভাব পূরণ যতদূর করিতে হয়, পরমাত্মা তাহা করিয়াছেন। জগৎ সৃষ্টির একতম উদ্দেশ্য জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সমর্থন করা, অন্যতম উদ্দেশ্য জীবাত্মার অনন্ত উন্নতি সমর্থন করা। অতএব সংশয়ান্ধ ব্যক্তিগণের যাহাতে চক্ষু ফুটিবে তাহার মন্ত্র এই।—

"জীবাত্মন্, পরিমিত না হইলে তুমি হইতেই পারিতে না; অতএব হওয়া যদি মঙ্গল হয়, তবে সে মঙ্গলের জন্য পরমাত্মাকে ধন্যবাদ দেও। আর যদি পরিমিত ভাবকে অমঙ্গল ভাবো, এবং অসীমভাবকে মঙ্গল ভাবো, তবে যিনি অসীম-উন্নতি-

পথের দ্বার তোমার জন্য খুলিয়া রাখিয়াছেন, যিনি আপনার অসীম ভাবের আকর্ষণ দ্বারা তোমার পরিমিত ভাবের দোষ যত দূর খণ্ডন করিতে হয় তাহা করিয়াছেন, তাঁহাকে ধন্যবাদ দেও।" দেখ সৃষ্টির উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, শুদ্ধ কেবল জীবাত্মার মঙ্গল।

ইতি পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, আত্মার মঙ্গলই সৃষ্টির উদ্দেশ্য, এক্ষণে সৃষ্টির প্রকরণ-পদ্ধতি কিরূপ তাহার প্রতি মনঃসংযোগ করা যাইতেছে।

বিশুদ্ধ-জ্ঞানের অভ্যন্তরে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়, এই দুই বিরোধী পক্ষের বিরোধ-ভঞ্জন দেখিতে পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ জ্ঞানের গোড়ার কথা এই—যিনি জানিতেছেন তাঁহাকে জানা। এরূপ স্থলে যিনি জ্ঞাতা তিনিই জ্ঞানের বিষয়, ইহা অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞেয় ভাব জ্ঞাতৃভাবের বিরোধী সত্ত্বেও বিশুদ্ধ জ্ঞানেতে সে বিরোধ স্থান পাইতে পারে না। জ্ঞাতা সে আপনি, এবং জ্ঞাত সে আপনি; উভয়ের মধ্যে ভেদ রাহিত্যই বিশুদ্ধ জ্ঞানের লক্ষণ।

জ্ঞানের জ্ঞাতাও সে, জ্ঞানের জ্ঞেয়ও সে, এটি জ্ঞানের ভিতরকার কথা। জ্ঞানমাত্রেই জ্ঞানরূপে আপনার নিকট প্রকাশ পায়; প্রকাশ যখন পায়, তখন তাহা জ্ঞেয় নয় ত আর কি? আবার যখন তাহারই জ্ঞানেরই কাছে জ্ঞান প্রকাশ পায়, তখন তাহা জ্ঞাতা নয় ত আর কি? অতএব জ্ঞানের অভ্যন্তরে জ্ঞাত যে আপনি, এবং জ্ঞাতা যে আপনি এ দুয়ের ঐক্য অবশ্যম্ভাবী। দৈর্ঘ-প্রস্থ-বেধ এই ত্রিবিধ আয়তনের সংহত ভাব যেমন আকাশ-মাত্রেরই ধর্ম্ম, তেমনি জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয় এই ত্রিবিধ ভাবের সংহত ভাব চেতন-পদার্থ-মাত্রেরই ধর্ম্ম।

বিশুদ্ধ জ্ঞানের জ্ঞাতা-আপনি এবং জ্ঞাত আপনি এই দুই বিরোধী পক্ষকে পরস্পর হইতে পৃথক করিয়া দেখিলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, ইহাও যে বস্তু উহাও সেই বস্তু—তবে কি না প্রকারান্তরে। প্রকারান্তর কাহাকে বলে তাহার একটি উদাহরণ দিই,—ভাবের স্থায়িত্ব ও যা, অভাবের অস্থায়িত্ব ও তা'; কিন্তু অভাবের অস্থায়িত্ব ক্রিয়াসাপেক্ষ—চেষ্টা করিয়া অভাব মোচন করিতে হয়, ভাবের স্থায়িত্ব আপনা-আপনি আছে, দুয়ের মধ্যে এই-রূপ প্রকার-ভেদ দৃষ্ট হইতেছে। ভাবের প্রভাব দ্বারা অভাবের যে অভাব, তাহাকে বলে আবির্ভাব; অর্থাৎ পূর্ব্বে ছিল না, ভাব-প্রভাবে এখন হইল, এরূপ যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, সকলই আবির্ভাব। ভাবও যা', আবির্ভাবও তাই,—প্রকারান্তরে। জ্ঞানের প্রতি প্রণিধান করিয়া দেখিলে, জ্ঞাতৃপক্ষে জ্ঞানের ভাব, এবং জ্ঞাতপক্ষে জ্ঞানের আবির্ভাব উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ-জ্ঞানের জ্ঞাতপক্ষই পরমাত্মা, জ্ঞাত পক্ষই আত্মানাত্ম-ময় জগৎ। জ্ঞাতৃজ্ঞেয় এ দুই বিরোধী পক্ষের মধ্যে যে বস্তুতঃ কোন বিরোধ নাই, জীবাত্মাই তাহার প্রমাণ-স্থল। জ্ঞেয়-পক্ষের মধ্য হইতে জ্ঞাতৃ-পক্ষ উদ্ভাসিত হইয়া—সেই জ্ঞেয়পক্ষের সহিত নহে কিন্তু—মূল জ্ঞাতৃপক্ষের সহিত আপনার মিল সপ্রমাণ করিতেছে; শস্য উৎপন্ন হইয়া, বৃক্ষের সহিত নহে, কিন্তু বীজের সহিত আপনার মিল সপ্রমাণ করিতেছে। জীবাত্মা, পরমাত্মার বিরোধী পক্ষ নহে, পরন্তু বিরোধী পক্ষের (জড়তত্ত্বের) বিরোধী পক্ষ;—জীবাত্মা, বিরোধের ভঞ্জন-স্বরূপ। একদিকে মূল-জ্ঞাতৃপক্ষের অপরিবর্ত্তনীয় স্বপ্রকাশ ভাব, অন্য দিকে, জ্ঞেয়পক্ষের মধ্যে (জগতের মধ্যে) জ্ঞাতৃ-পক্ষের ক্রমশঃপ্রকাশ্য অনন্ত পরিণাম কি না চেতন ভাবের উত্তরোত্তর অনন্ত পরিস্ফূটন; দুয়ের মধ্যে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই,—ভেদ যাহা, তাহা প্রকার-ভেদ মাত্র। মূলে যে পূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান আছে, জগতে অনন্ত কাল অভাবের অভাব হইলে, তাহাই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে, নূতন কিছুই হইবে না। জ্ঞাতৃপক্ষের, একদিকে, পূর্ণপ্রভাব; জ্ঞেয় পক্ষের, অন্যদিকে, অভাবের ক্রমশই অভাব; এ দুয়ের মধ্যে বর্ত্তমানে—প্রতি বর্ত্তমান ক্ষণে—আকাশ-পাতাল প্রভেদ, কিন্তু অনন্ত ভবিষ্যৎ কাল ধরিতে গেলে কিছুই প্রভেদ নাই। জ্ঞেয়পক্ষে আপাততঃ জ্ঞাতৃপক্ষের বিরোধ;—কিন্তু সে বিরোধের ক্রমশই ভঞ্জন হইতেছে—ক্রমশই জ্ঞেয় পক্ষের মধ্যে জ্ঞান সংক্রমিত হইয়া তাহাকে জ্ঞাতৃ-পক্ষের প্রতিচ্ছবি করিয়া তুলিতেছে; মূলের ভাব (জ্ঞাতৃভাব) যাহা জগতের (জ্ঞেয়ভাবের) অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, ক্রমশই তাহা উত্তরোত্তর অভিব্যক্ত হই-

তেছে—ইহা দেখিলে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় ভাবের পরস্পর বিরোধকে আর বিরোধ বলিয়াই মনে হয় না।

ক্রমশঃ।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য কিম্বা পুস্তকাদি ক্রয় জন্য হুণ্ডি, মনিঅর্ডর ইত্যাদি পাঠাইবেন তাঁহারা আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার বিশ্বাস মহাশয়ের নামে পাঠাইবেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়দিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে উক্ত পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক মূল্য ৩॥০ টাকা, ডাক মাশুল ।৵০ আনা। ছয় মাসের মধ্যে এক কালে অগ্রিম মূল্য না দিলে পশ্চাদ্দেয় হিসাবে ৩॥০ গৃহীত হইবে।

যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের নিকট তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য বাকি আছে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রেরণ করিবেন ও যাঁহাদিগের অগ্রিম মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বর্ত্তমান বৎসরের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া উপকৃত করিবেন।

মফসলস্থ যে সকল ব্রাহ্মসমাজ ও বিশেষ ব্যক্তিকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বিনা মূল্যে প্রদত্ত হয় তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বর্ত্তমান বৎসরের ডাক মাশুল পাঠাইয়া দিবেন।

আগামী ৭ই আষাঢ় রবিবার ৭ ঘটিকার সময় মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

আগামী ৯ আষাঢ় মঙ্গলবার রাত্রি সাড়ে সাত ঘণ্টার সময় ভবানীপুরের অষ্টাবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ }
১ আষাঢ় ১৮০২ শক }

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চৌধুরী
সম্পাদক।

আয় ব্যয়

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫১।

বৈশাখ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	...	২৬৭ ।৶১০
পূর্ব্বকার স্থিত		...	২০৩ ৸ ১০
সমষ্টি	...	...	৪৭১ ।০
ব্যয়	...	...	৩০২ ।০
স্থিত	...	...	১৬৯

আয়

ব্রাহ্মসমাজ		৫৬ ৸ ৫
দান প্রাপ্তি।		
শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩০	
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০	
" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাতুরে ঘাটা)		
" শ্রীনাথ মিত্র	৫	
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	১	
	৫৯	
দানাধারে প্রাপ্তি	৫।৶২	
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	২।৶০	
	৫৬৸৫	
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৪৬ ॥৵০
পুস্তকালয়	...	৪০ ৶ ১০
যন্ত্রালয়	..	৮২ ।০
গচ্ছিত	...	৪১ ॥ ১৫
সমষ্টি		২৬৭ ।৶১০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	৮৮ ।০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা..		...	৭৯ ৸৵১০
পুস্তকালয়	...	...	২০ ৸ ৫
যন্ত্রালয়	...	...	৫৯ ৸৶১০
গচ্ছিত	...	...	৫৩ ।৶১৫
সমষ্টি			৩০২ ।০

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

Registerd NO 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

দশম কল্প

দ্বিতীয় ভাগ

৪৪৪ সংখ্যা

শ্রাবণ ব্রাহ্মসম্বৎ ৫১

শক ১৮০২

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

দ্বিতীয়প্রপাঠকে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

॥ ওঁ ॥ সমস্তস্য খলু সাম্নউপাসনং সাধু। যৎখলু সাধু তৎসামেত্যাচক্ষতে যদসাধু তদসামেতি। ১

সমস্তস্য' সর্ব্বাবয়ববিশিষ্টস্য 'খলু' 'সাম্নঃ উপাসনং' 'সাধু' সাধুশব্দঃ শোভনবাচী। 'যৎ খলু সাধু তৎ সাম ইতি' 'আচক্ষতে'। 'যৎ অসাধু তৎ অসাম ইতি। ১

সকল প্রকার সামের উপাসনাই সাধু। যাহা সাধু তাহা সাম, ইহা বলা হয়। যাহা অসাধু, তাহা অসাম। ১

তস্মাদুতাপ্যাহুঃ সাম্নৈনমুপাগাদিতি সাধুনৈনমুপাগাদিত্যেব তদাহুঃ। অসাম্নৈনমুপাগাদিত্যসাধুনৈনমুপাগাদিত্যেব তদাহুঃ। ২

'তৎ' তত্রৈব 'উত অপি আহুঃ' 'সাম্না' 'এনং' রাজানং 'উপাগাৎ' উপগতবান্ 'ইতি' 'সাধুনা' 'এনং' রাজানং 'উপাগাৎ' উপগতবান্ 'ইতি এব তৎ আহুঃ' 'অসাম্না এনং উপাগাৎ ইতি' 'অসাধুনা এনং উপাগাৎ' ইতি' 'তৎ আহুঃ'। ২

যদি ইহাঁরা বলেন যে সামের দ্বারা ইহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তবে ইহাকে সাধু দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহাই ইহাঁরা বলেন। আর অসামের দ্বারা ইহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিলে অসাধু দ্বারাই ইহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাই তাঁহারা বলেন। ২

অথোতাপ্যাহুঃ সামনোবতেতি যৎসাধু ভবতি সাধু বতেত্যেব তদাহুঃ। অসাম নো বতেতি যদসাধু ভবত্যসাধু বতেত্যেব তদাহুঃ। ৩

'অথ' অনন্তরং 'উত অপি আহুঃ' 'সাম' 'নঃ' অস্মাকং 'বত ইতি' সংবৃত্তঃ। এতস্তেরুক্তং ভবতি 'যৎ সাধু ভবতি' 'সাধু বত ইতি এব তৎ আহুঃ'। বিপর্য্যয়ে জাতে 'অসাম নঃ বত ইতি'। 'যৎ অসাধু ভবতি' 'অসাধু বত ইতি এব তৎ আহুঃ'। তস্মাৎ সামসাধুশব্দয়োরেকার্থত্বং সিদ্ধং। ৩

অনন্তর ইহাঁরা বলেন, আমাদের সাম হইয়াছে অর্থাৎ যাহা সাধু হয় তাহাকে সাধুই হইয়াছে ইহা বলা হয়। এবং ইহাঁরা বলেন, আমাদের অসাম হইয়াছে অর্থাৎ যাহা অসাধু হয় তাহা অসাধু হইয়াছে ইহাই বলেন। ৩

স য এতদেবং বিদ্বান্ সাধুসামেত্যুপাস্তেহভ্যাশোহ যদেনং সাধবোধর্ম্মা আচগচ্ছেয়ুরুপচনমেয়ুঃ। ৪

অতঃ 'সঃ যঃ এতৎ এবং বিদ্বান্' 'সাধুঃ সাম ইতি' সাধু গুণবৎ সামইতি 'উপাস্তে' 'অভ্যাশঃ' ক্ষিপ্রং 'হ' 'যৎ' ইতি ক্রিয়াবিশেষণার্থং 'এনং' উপাসকং 'সাধবঃ' শোভনাঃ 'ধর্ম্মাঃ' 'আগচ্ছেয়ুঃ' 'চ' 'উপনমেয়ুঃ' ভোগ্যত্বেনোপতিষ্ঠেয়ুঃ। ৪

যিনি এইরূপ জানিয়া সাধু সামের উপাসনা করেন, শীঘ্র ইহাঁকে সাধু ধর্ম্ম সকল প্রাপ্ত হয়, এবং ইহাঁর ভোগের নিমিত্ত শুভ ফল প্রদান করিতে থাকে। ৪

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত। পৃথিবী হিঙ্কারোঽগ্নিঃ প্রস্তাবোঽন্তরিক্ষমুদ্গীথআদিত্যঃ প্রতিহারোদ্যৌর্নিধনমিত্যূর্দ্ধেষু। ১

'লোকেষু' পৃথিব্যাদিষু 'পঞ্চবিধং' পঞ্চভক্তিভেদেন পঞ্চপ্রকারং 'সাম উপাসীত'। কথং। 'পৃথিবী হিঙ্কারঃ'। 'অগ্নিঃ প্রস্তাবঃ' অগ্নৌ হি কর্ম্মাণি প্রস্তূয়ন্তে। 'অন্তরিক্ষং উদ্গীথঃ' অন্তরীক্ষং হি গগনং গকারবিশিষ্টশ্চোদ্গীথঃ। 'আদিত্যঃ প্রতিহারঃ' প্রতি প্রাণাভিমুখত্বাৎ 'দ্যৌঃ নিধনং' দিবি নিধীয়ন্তে 'ইতি ঊর্দ্ধেষু' ঊর্দ্ধগতেষু লোকদৃষ্ট্যা সামোপাসনং। ১

পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চ লোকেতে পঞ্চ প্রকারে সাম উপাসনা করিবেক। যথা পৃথিবী হিঙ্কার, তাহার উর্দ্ধে অগ্নি প্রস্তাব, তাহার উর্দ্ধে অন্তরীক্ষ উদ্গীথ, তাহার উর্দ্ধে আদিত্য প্রতিহার এবং তাহার উর্দ্ধে স্বর্গ নিধন। ১

অথাবৃত্তেষু দ্যৌর্হিঙ্কারআদিত্যঃ প্রস্তাবোঽন্তরিক্ষমুদ্গীথোঽগ্নিঃ প্রতিহারঃ পৃথিবী নিধনং। ২

'অথ আবৃত্তেষু' পৃথিবীমুখেষু 'দ্যৌঃ হিঙ্কারঃ' প্রথমত্বাৎ। 'আদিত্যঃ প্রস্তাবঃ' উদিতে হি আদিত্যে প্রস্তূয়ন্তে কর্ম্মাণি প্রাণিনাং 'অন্তরীক্ষং উদ্গীথঃ' 'অগ্নিঃ প্রতিহারঃ' প্রাণিভিঃ প্রতিহরণাদগ্নেঃ 'পৃথিবী নিধনং' তত আগতানামিহ নিধনাৎ। ২

পুনর্ব্বার নিম্নমুখে স্বর্গ হিঙ্কার, আদিত্য প্রস্তাব, অন্তরীক্ষ উদ্গীথ, অগ্নি প্রতিহার এবং পৃথিবী নিধন। ২

কল্পন্তে হাস্মৈ লোকাউর্দ্ধাশ্চাবৃত্তাশ্চ যএতদেবং বিদ্বাঁল্লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাস্তে। ৩

'কল্পন্তে' সমর্থা ভবন্তি 'হ অস্মৈ' 'লোকাঃ' 'উর্দ্ধাঃ চ আবৃত্তাঃ চ' গত্যাগতিবিশিষ্টা ভোগ্যত্বেন ব্যবতিষ্ঠন্তে 'যঃ এতৎ এবং বিদ্বান্ লোকেষু পঞ্চবিধং সাম উপাস্তে'। ৩

যিনি এই রূপ জানিয়া এই পঞ্চ লোকে পঞ্চ প্রকারে সামের উপাসনা করেন তাঁহার নিমিত্তে গমনাগমনবিশিষ্ট ঊর্দ্ধ এবং আবৃত্ত লোক সকল বিবিধ ভোগ্য ফল বিধান করে। ৩

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

বৃষ্টৌ পঞ্চবিধং সামোপাসীত। পুরোবাতোহিঙ্কারোমেঘোজায়তে সপ্রস্তাবোবর্ষতি সউদ্গীথোবিদ্যোততেস্তনয়তি সপ্রতিহারঃ। ১

'বৃষ্টৌ পঞ্চবিধং সাম উপাসীত' 'পুরোবাতঃ হিঙ্কারঃ' প্রাথম্যাৎ পুরোবাতাদ্যুদ্গ্রহণান্তা হি বৃষ্টিঃ। 'মেঘঃ জায়তে সঃ প্রস্তাবঃ' প্রাবৃষি মেঘোৎপত্তৌ বৃষ্টেঃ প্রস্তাব ইতি। 'বর্ষতি স উদ্গীথঃ'। 'বিদ্যোততে স্তনয়তি সঃ প্রতিহারঃ' প্রতিহৃতত্বাৎ। ১

বৃষ্টিতে পঞ্চ প্রকারে সামের উপাসনা করিবেক। যথা পূর্ব্ববায়ু হিঙ্কার। মেঘ জন্মে যে, সে প্রস্তাব। তাহা হইতে বর্ষণ হয় যে, সে উদ্গীথ। বিদ্যুৎ চমকিয়া যে ডাকে, তাহা প্রতিহার। ১

উদ্গৃহ্ণাতি তন্নিধনং। বর্ষতি হাস্মৈ বর্ষয়তি হ যএতদেবং বিদ্বান্ বৃষ্টৌ পঞ্চবিধং সামোপাস্তে। ২

'উদ্গৃহ্ণাতি তৎ নিধনং' সমাপ্তিসামান্যাৎ। ফলমুপাসনস্য : 'বর্ষতি হ' 'অস্মৈ' ইচ্ছাতঃ। তথা 'বর্ষয়তি চ' অসত্যামপি বৃষ্টৌ 'যঃ এতৎ এবং বিদ্বান্ বৃষ্টৌ পঞ্চবিধং সাম উপাস্তে'। ২

বৃষ্টি ধরিয়া যায় তাহা নিধন। যিনি এই রূপ জানিয়া বৃষ্টিতে পঞ্চ প্রকারে সামের উপাসনা করেন, তাঁহার ইচ্ছাতে বর্ষা হয় এবং তিনি অন্যের জন্যেও বর্ষা আনিতে পারেন। ২

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

সর্ব্বাস্বপ্সু পঞ্চবিধং সামোপাসীত। মেঘোযৎ সম্প্লবতে সহিঙ্কারোযদ্বর্ষতি সপ্রস্তাবোযাঃ প্রাচ্যঃ স্যন্দন্তে সউদ্গীথোযাঃ প্রতীচ্যঃ সপ্রতিহারঃ সমুদ্রোনিধনং। ১

'সর্ব্বাসু অপ্সু পঞ্চবিধং সাম উপাসীত'। 'মেঘঃ যৎ সম্প্লবতে' একীভাবেনেতরেতরং ঘনীভবতি মেঘো যদা উদ্যতোভবতি 'সঃ হিঙ্কারঃ'। 'যৎ বর্ষতি সঃ প্রস্তাবঃ' 'যাঃ প্রাচ্যঃ' নদ্যঃ গঙ্গাদ্যাঃ 'স্যন্দন্তে' 'সঃ

উদ্গীথঃ'। 'যাঃ প্রতীচ্যঃ' নর্ম্মদাদ্যাঃ 'স প্রতিহারঃ' প্রতিহার-সামান্যাৎ। 'সমুদ্রঃ নিধনং' তন্নিধনত্বাদপাং। ১

সকল প্রকার জলেতে পঞ্চবিধ সাম উপাসনা করিবেক। মেঘ যে ঘন হইয়া উঠে, সে হিঙ্কার। যে বর্ষণ করে, সে প্রস্তাব। পূর্ব্ববাহিনী নদী সকল উদ্গীথ। পশ্চিমবাহিনী নদী সকল প্রতিহার এবং সমুদ্র নিধন। ১

নহাপ্সু প্রৈত্যপ্সুমান্ ভবতি য এতদেবং বিদ্বান্ সর্ব্বাস্বপ্সু পঞ্চবিধং সামোপাস্তে। ২

'ন হ অপ্সু প্রৈতি' মরণং ন স্যাৎ। 'অপ্সুমান্ ভবতি' যঃ এতৎ এবং বিদ্বান্ সর্ব্বাসু অপ্সু পঞ্চবিধং সাম উপাস্তে'। অসারুপাসকোমরুস্থলীষপি যথেচ্ছমুদকবান্ ভবতীত্যর্থঃ। ২

যিনি এই রূপ জানিয়া সকল প্রকার জলেতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করেন, জলেতে তাঁহার মৃত্যু হয় না এবং তিনি জলের কষ্ট প্রাপ্ত হন না। ২

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

ঋতুষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত। বসন্তোহিঙ্কারোগ্রীষ্মঃ প্রস্তাবোবর্ষা উদ্গীথঃ শরৎ প্রতিহারোহেমন্তোনিধনং। ১

'ঋতুষু পঞ্চবিধং সাম উপাসীত'। 'বসন্তঃ হিঙ্কারঃ' প্রাথম্যাৎ। 'গ্রীষ্মঃ প্রস্তাবঃ' 'বর্ষা উদ্গীথঃ' 'শরৎ প্রতিহারঃ' 'হেমন্তঃ নিধনং'। ১

ঋতু সকলেতে পঞ্চ প্রকারে সামের উপাসনা করিবেক। বসন্ত হিঙ্কার, গ্রীষ্ম প্রস্তাব, বর্ষা উদ্গীথ, শরৎ প্রতিহার এবং হেমন্ত নিধন। ১

কল্পন্তে হাস্মাঋতবঃ। ঋতুমান্ ভবতি যএতদেবং বিদ্বানৃতুষু পঞ্চবিধং সামোপাস্তে। ২

'কল্পন্তে হ' ঋতুব্যবস্থানুরূপং ভোগ্যত্বেন 'অস্মৈ' উপাসকায় 'ঋতবঃ'। 'ঋতুমান্' আর্ত্তবৈর্ভোগৈশ্চ সম্পন্নঃ 'ভবতি' 'যঃ এতৎ এবং বিদ্বান্ ঋতুষু পঞ্চবিধং সাম উপাস্তে'। ২

যিনি এই প্রকার জানিয়া ঋতু সকলেতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করেন, তাঁহার নিমিত্তে ঋতু সকল ফল-ফুলে সৌন্দর্য্যপূর্ণ হয় এবং তিনি তাহার ভোগবান হন। ২

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

পশুষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত। অজা হিঙ্কারোঽবয়ঃ প্রস্তাবোগাবউদ্গীথোঽশ্বাঃ প্রতিহারঃ পুরুষোনিধনং। ১

'পশুষু পঞ্চবিধং সাম উপাসীত'। 'অজাঃ হিঙ্কারঃ' 'প্রাথম্যাৎ। অজঃ পশূনাং প্রথম ইতি শ্রুতেঃ। 'অবয়ঃ প্রস্তাবঃ' সাহচর্য্যদর্শনাদজাবীনাং 'গাবঃ উদ্গীথঃ' শ্রৈষ্ঠ্যাৎ। 'অশ্বাঃ প্রতিহারঃ' প্রতিহরণাৎ পুরুষাণাং। 'পুরুষঃ নিধনং' পুরুষাশ্রয়ত্বাৎ পশূনাং। ১

পশুতে পঞ্চ প্রকারে সামের উপাসনা করিবেক। ছাগ হিঙ্কার, মেষ প্রস্তাব, গো উদ্গীথ, অশ্ব প্রতিহার, পুরুষ নিধন। ১

ভবন্তি হাস্য পশবঃ পশুমান্ ভবতি যএতদেবং বিদ্বান্ পশুষু পঞ্চবিধং সামোপাস্তে। ২

ফলং। 'ভবন্তি হ অস্য পশবঃ' 'পশুমান্ ভবতি' পশুফলৈঃ যুজ্যতে 'যঃ এতৎ এবং বিদ্বান্ পশুষু পঞ্চবিধং সাম উপাস্তে'। ২

যিনি এই রূপ জানিয়া পশু সকলেতে পঞ্চ প্রকারে সামের উপাসনা করেন, তাঁহার অনেক পশু হয় এবং তিনি পশুযুক্ত হন। ২

সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

প্রাণেষু পঞ্চবিধং পরোবরীয়ঃ সামোপাসীত প্রাণোহিঙ্কারোবাক্ প্রস্তাবশ্চক্ষুরুদ্গীথঃ শ্রোত্রং প্রতিহারোমনোনিধনং পরোবরীয়াংসি বৈ তানি। ১

'প্রাণেষু' ইন্দ্রিয়েষু 'পঞ্চবিধং পরোবরীয়ঃ সাম উপাসীত' পরম্পরং পরোবরীয়ঃ প্রাণদৃষ্টিবিশিষ্টং সামোপাসীত। প্রাণঃ ঘ্রাণং 'হিঙ্কারঃ'। 'বাক্ প্রস্তাবঃ' বাচা হি প্রস্তূয়তে সর্ব্বং। 'চক্ষুঃ উদ্গীথঃ' উদ্গীথঃ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ। 'শ্রোত্রং প্রতিহারঃ' প্রতিহৃতত্বাৎ। 'মনঃ নিধনং' মনসি হি নিধীয়ন্তে পুরুষস্য ভোগ্যত্বেন সর্ব্বেন্দ্রিয়াহৃতবিষয়াঃ। 'পরোবরীয়াংসি' প্রাণাদীনি 'বৈ এতানি'। ১

ইন্দ্রিয় সকলেতে পঞ্চ প্রকারে শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ সামের উপাসনা করিবেক। প্রাণ হিঙ্কার, বাক্য প্রস্তাব, চক্ষু উদ্গীথ, শ্রোত্র প্রতিহার এবং মন নিধন। ইহারাই শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ। ১

পরোবরীয়োহাস্য ভবতি পরোবরীয়সোহ লোকাঞ্জয়তি যএতদেবং বিদ্বান্ প্রাণেষু পঞ্চবিধং পরোবরীয়ঃ সামোপাস্তে। ইতি তু পঞ্চবিধস্য। ২

'পরোবরীয়ঃ হ অস্য' জীবনং 'ভবতি' 'সঃ পরোবরীয়সঃ হ লোকান্ জয়তি' 'যঃ এতৎ এবং বিদ্বান্ প্রাণেষু পঞ্চবিধং পরোবরীয়ঃ সাম উপাস্তে'। 'ইতি তু পঞ্চবিধস্য' সাম্নঃ উপাসনমুক্তং। ২

যিনি এইরূপ জানিয়া ইন্দ্রিয় সকলে পঞ্চ প্রকারে শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ সামের উপাসনা করেন, তাঁহার জীবন শ্রেষ্ঠ হয় এবং তিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ লোক সকল জয় করেন। ইহাই পঞ্চবিধ সামের কথা। ২

সায়ং-কাল।

চিন্তয়েৎ পরমাত্মানং চরাচরপতিং বিভুম্।
ভক্তিমান্ প্রয়তোনিত্যং ধ্যানযোগপরায়ণঃ॥
আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞান। রাত্রিচর্য্যা।

সংসার-চক্র ঘূর্ণিত হইয়া প্রতিক্ষণেই আমারদের সম্মুখে ঈশ্বরের নবতর কল্যাণতর মহিমা প্রকাশ করে। তাঁহার স্নেহ করুণার জ্ঞান প্রেমের নূতন নূতন নিদর্শন আমারদের অন্তশ্চক্ষুর সমক্ষে ধারণ করে। বিচিত্র কৌশলে আমারদের আত্মার শ্রদ্ধা ভক্তি প্রভৃতি তাঁহার প্রতি উদ্দীপ্ত করিয়া দেয়। সেই জন্যই সায়ংকাল সাধন-সমাধানের একটি প্রশস্ত সময়। আত্মা নিতান্ত বিকৃত না হইলে আর এ সময়ে ঈশ্বরকে কেহই বিস্মৃত হইয়া থাকিতে পারে না। সায়ংকালে বিষয়-কোলাহল নির্ব্বাণ হয়, কর্ম্ম-শ্রমের পরিসমাপ্তি হয়, জনসমাজ শান্তি আরামে পূর্ণ হইয়া থাকে। বাহ্য জগৎ নব সাজে সজ্জিত হইয়া ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণায় প্রবৃত্ত হয়। সূর্য্য এখানকার কার্য্য সমাপন করিয়া আবার নূতন দিক্‌দেশে আলোক বিতরণ করিতে উদিত হয়, চন্দ্র-তারা সকল আমারদিগকে স্নিগ্ধ জ্যোতিতে সিক্ত করিবার জন্য গগন-চন্দ্রাতপে প্রকাশিত হইয়া ভূমণ্ডলের অপূর্ব্ব শ্রীসৌন্দর্য্য সম্পাদন করে, বায়ুপ্রবাহ শীতল হইয়া মন্দমন্দ বেগে প্রবাহিত হওত আমারদের শরীরের সন্তাপ হরণ করিতে থাকে। বিবিধ সুরভি কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া উদ্যান কানন, অমৃত সৌরভে আমোদিত করিতে প্রবৃত্ত হয়। গায়ক বিহঙ্গ-দল তরু-শাখা পল্লবে উপবেশন করত মধুর মঙ্গল গীতে দিগ্‌বিতান পূর্ণ করিতে আরম্ভ করে। চতুর্দ্দিক হইতে এই সকল অযাচিত সুখ অজস্ররূপে সম্ভোগ করিয়া সর্ব্ব-সুখ-দাতাকে বিস্মৃত হইয়া থাকা সামান্য বিড়ম্বনার কার্য্য নহে। পৃথিবীতে প্রায় এমন মনুষ্যই নাই যে সন্ধ্যার শোভা সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া একবার সেই শোভার আকরকে স্মরণ না করে। আত্মাকে একটু প্রকৃতিস্থ করিলেই—তাহার বিষয়-বন্ধন সকল একটু শিথিল করিয়া দিলেই সে আপনি ধর্ম্মের দিকে—ঈশ্বরের অভিমুখে ধাবিত হয়। ঈশ্বরের প্রতি গমন করাই আত্মার স্বাভাবিক ভাব; তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ থাকাই তাহার অমোঘ প্রকৃতি।

সমস্ত দিন যাঁর নিত্য উদার সদাব্রতে, অন্ন-পান, জ্ঞান-ধর্ম্ম লাভ করিয়া মনুষ্য-স্বীয় শরীর-মন-আত্মাকে পোষণ করে; যাঁহার প্রদত্ত ঔষধ-পথ্য সেবন করিয়া সে স্বাস্থ্য সম্পদ্ প্রাপ্ত হয়, যাঁহার বলে বলীয়ান্ হইয়া সে পাপ তাপ মোহ-রাশি অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়, তাঁহাকে সে কদাচই বিস্মৃত হইয়া থাকিতে পারে না। বিষয়-ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিয়া অবকাশ বিরহে যদিও তাঁহাকে সমস্ত দিন সচ্ছন্দ মনে পূজার্চ্চনা করিতে না পারে, সায়ংকাল উপস্থিত হইবা মাত্রই অমনি তাহার আত্মা শশব্যস্ত হইয়া সেই স্রষ্টা, পাতা ও মুক্তিদাতা পরমেশ্বরের

ধ্যান ধারণায় প্রবৃত্ত হয়। শারীরিক মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সুখশান্তি উপভোগের জন্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বারবার প্রণিপাত না করিয়া আর সুস্থির হইতে পারে না।

দৈনিক কার্য্য সমাপনান্তে পবিত্র সায়ংকালে আত্ম-জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হইলেই কর্ত্তব্য কার্য্যের ত্রুটী নিবন্ধন প্রত্যবায়ে আত্মা স্বতঃ সঙ্কুচিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া থাকে। সংসার যে প্রকার স্থান, এখানে চতুর্দ্দিকে যেরূপ রাশি রাশি অসৎ দৃষ্টান্ত, যে প্রকার অনতিক্রমণীয় অবৈধ প্রলোভন ও আকর্ষণ সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাতে আত্মা শুদ্ধ সত্ত্ব পবিত্র ভাবে উন্নতি-পথে উত্থিত হইতে পারে না। জ্ঞাত-সারে না হয়, অজ্ঞাত-সারেও কোন না কোন রূপ পাপ-কলঙ্ক তাহাতে সংস্পৃষ্ট হইয়াই থাকে। আত্মার সেই সঙ্কোচ-ভাব বিদূরিত করিবার জন্য—সেই পাপ-কলঙ্ক অপনয়নের নিমিত্ত শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপ পাপ-ত্রাতা মুক্তি-দাতা পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইতেই হয়। তাঁহার করুণাই আত্ম-বিকারের একমাত্র মহৌষধ। সুতরাং সায়ংকালই তাঁহার সন্নিধানে হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবার একমাত্র প্রশস্ত সময়। এই প্রশস্ত সময়ই তাঁহার নিকটে মনোবেদনা ব্যক্ত করিবার উপযুক্ত অবসর। এই সুন্দর অবসরকে অবহেলা করিলে পরক্ষণেই আলস্য জড়তা আসিয়া শরীর-মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে। নিদ্রার আবেশে এককালে নিশ্চেষ্ট মৃত-প্রায় ও হত-চেতন হইয়া পড়িতে হয়। অতএব আমরা যেন এই উপাসনার উপযোগী প্রশস্ত কালকে প্রতীক্ষা করিয়া থাকি।

পৃথিবীতে এমন দেশই নাই, এমন ধর্ম্মসম্প্রদায়ই নাই যে দেশে যে ধর্ম্মাক্রান্ত মনুষ্য-সকল এই পবিত্র সময়ে ঈশ্বর-চিন্তায় প্রবৃত্ত না হয়। দিবসের কৃত পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য, মানব-আত্মা-মাত্রেরই অনুতপ্ত হইয়া ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করা উচিত, অথবা সমস্ত দিনের উপভোগ্য সুখ-সচ্ছন্দতার নিমিত্ত কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে তাঁহার স্তব-স্তুতি করা একান্ত কর্ত্তব্য। রজনীর অসহায় অবস্থাতে সুরক্ষিত হইবার জন্য তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ করা বিধেয়। শান্ত-সমাহিত-চিত্তে সায়ংকালিক পবিত্র উপাসনা-কার্য্য সমাপন করত দেব-প্রসাদ লাভ করিতে পারিলে হৃদয়-ভার লঘু হয়, আত্মা প্রসন্ন ও প্রশস্ত ভাব ধারণ করে, ভয়-তাপ তিরোহিত হইয়া যায়। নূতন-বল, নবতর শান্তি আবির্ভূত হইয়া আত্মাকে অনুপম নির্ভয় ও নিঃশঙ্ক করিয়া তোলে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সায়ংকালিক উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবে।

অভ্যাস না থাকিলে এই পবিত্র সময়েও অনেকেরই হৃদয়-মন-আত্মাতে ঈশ্বরের ভাব স্ফূর্ত্তি পায় না। সুতরাং অনেকেই জীবনের সারতম কার্য্য সাধনে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন। যে সায়ংকালের নৈসর্গিক-সৌন্দর্য্য দুগ্ধ-পোষ্য শিশুর চিত্তকেও বিস্ময় ও আনন্দে উৎফুল্ল করিয়া তোলে, সেই চন্দ্রের মনোহর-কান্তি, সেই প্রদোষের চিত্ত-চমৎকারিণী শোভা, বিষয়-বিমুগ্ধ অসাড়-হৃদয় ব্যক্তির পক্ষে অরণ্যের সুগন্ধি পুষ্পের ন্যায় কোন কার্য্যেই আইসে না। সেই মোহান্ধ ব্যক্তি সায়ংকালের অনুপম প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে শোভার আকর পরমেশ্বরকে সন্দর্শন করিতে না পারিয়া জঘন্য বিষয়ামোদেই মত্ত থাকে, অসার বাক্যালাপেই এই মধুময় কাল অতিবাহিত করিয়া ঈশ্বরের করুণা-বিতরিত সুন্দর অবসরের প্রতি উপেক্ষা করত অধোগতিই প্রাপ্ত হয়।

অভ্যাস মনুষ্যের অন্যতর প্রকৃতি। প্রথমে যে কার্য্য নিতান্ত কঠোর ও নীরস বোধ হয়, যে বিষয়ে আদৌ চিত্ত-অভিনিবেশ হয় না, অভ্যাস-বলে তাহাই আবার সম্পূর্ণ সাধ্যায়ত্ত হইয়া পড়ে। অভ্যাসের গুণেই অতি দুরূহ বিষয়েও সহজে মনঃসংযোগ হইয়া থাকে।

যখন ঈশ্বরের দিকেই মানব আত্মার স্বাভাবিক গতি, যখন ঈশ্বরের জ্ঞান-প্রেম-সত্য-ভাব উপার্জ্জনই তাহার একমাত্র কার্য্য, যখন তিনিই তাহার ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলের একমাত্র আধার, যখন তিনিই কেবল তাহার আশা-ভরসা ও নির্ভরের স্থল, তখন তাঁহার সন্নিহিত হইবার যত্ন চেষ্টা করিলে—তাঁহার সহিত যুক্ত-মনা, যুক্তাত্মা হইবার জন্য অভ্যাস করিলে কেন না কৃত-কার্য্য হওয়া যাইবে? যখন বহির্জগৎ সেই যোগ সাধনের অনুকূলতা সম্পাদন করিতেছে, যখন আত্মাও ঈশ্বরের সহিত অধ্যাত্ম যোগে যুক্ত হইবার জন্য উৎসুক রহিয়াছে, যখন মঙ্গলময় ঈশ্বর স্বয়ংই মানব-আত্মাতে প্রকাশিত হইবার জন্য অবসর অন্বেষণ করিতেছেন, তখন আমরা ব্রত-পরায়ণ হইয়া নিত্য নিয়মে ত্রি-সন্ধ্যা তাঁহার ধ্যান-ধারণায় প্রবৃত্ত হইলে নিশ্চয়ই সিদ্ধ-কাম হইতে পারি। অত্যল্প কালের যত্ন-চেষ্টায় আমারদের বিষয়াসক্তি খর্ব্ব হইতে পারে, অতি-অল্প-দিনের সাধন-প্রভাবেই আমারদের হৃদয়ের রুচি-প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া উৎকর্ষ-ভাব ধারণ করিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে ত্রি-সন্ধ্যা ঈশ্বরের ধ্যান-ধারণা পূজার্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইবে, সহস্র বাধা বিঘ্ন, আকর্ষণ প্রলোভন তুচ্ছ করিয়া জীবনের এই সার কর্ত্তব্য সম্পাদনে দৃঢ়ব্রত হইবে। দেখিবে, অভ্যাস-গুণে আত্মা এমনই উজ্জ্বল প্রকৃতি লাভ করিবে যে প্রাতঃ মধ্যাহ্ণ ও সায়ংকাল উপস্থিত হইবা মাত্রই আত্মা আপনা হইতেই ঈশ্বর-চিন্তার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবে—ঈশ্বরের জ্ঞান-প্রেম অমৃত-সম্ভোগের জন্য আপনা হইতেই আত্মার দুর্নিবার্য্য ক্ষুৎপিপাসা উদ্দীপ্ত হইবে। সায়ংকালিক ব্রহ্মপূজার দিব্য উপচার-সকল স্বতই আত্মাতে প্রস্ফু হইতে থাকিবে। ধর্ম্ম-পরায়ণ আর্য্য-জাতি এমনই সাধন-প্রিয় এবং তাঁহারা প্রাতঃসন্ধ্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক অবসর-কালের এমনই মাহাত্ম্য অবগত হইয়াছিলেন যে চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ মধ্যেও প্রাগুক্ত সময়ে ঔষধ পথ্য বিধান ও ব্যায়াম নিদ্রা প্রভৃতি নিষেধ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে তৎকালে

"চিন্তয়েৎ পরমাত্মানং চরাচরপতিং বিভুম্।
ভক্তিমান্ প্রয়তোনিত্যং ধ্যান-যোগপরায়ণঃ।"

"তৎকালে কেবল শুচি ও ধ্যান-যোগ-পরায়ণ হইয়া ভক্তি-নম্র চিত্তে ঈশ্বর-চিন্তা করিবে।"

শঙ্করাচার্য্যের জীবন বৃত্তান্ত

(৫৩৬ সংখ্যার পর।)

আমরা শঙ্করাচার্য্যের জীবনী শেষ করিয়া শঙ্করবিজয় ও শঙ্করদিগ্বিজয় এই গ্রন্থদ্বয়ের কতিপয় বৃত্তান্তের বৈষম্য প্রদর্শন করিবার কথা বলিয়াছিলাম। অদ্য তাহাই প্রদর্শন করিতেছি। পরপ্রস্তাবে আচার্য্যের চরিত সমালোচনা করিয়া তাঁহার অদ্বৈত মতের সহিত য়ুরোপীয় দুই জন দার্শনিকের মতের তুলনা করিব।

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ সকল ব্যতীত আর এক খানি গ্রন্থ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। ইহার নাম দিগ্বিজয়সার। মহাত্মা সুকবি সদানন্দ ইহার রচয়িতা। ইহা মাধবাচার্য্যের পুস্তকের সার সংগ্রহ পূর্ব্বক বিরচিত।

ইহার শঙ্করবিজয়জয়ন্তী নামে বঙ্গভাষায় একখানি অনুবাদ আছে। আমরা দিগ্বিজয় ও দিগ্বিজয়সার এই পুস্তকদ্বয়ের সহিত শঙ্করবিজয়ের বৈষম্য প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। দিগ্বিজয়সার মুদ্রিত হয় নাই বলিয়া অনেক স্থলে আমরা শঙ্করবিজয়জয়ন্তীকে অবলম্বন করিব।

প্রথমতঃ। শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব সম্বন্ধে মতভেদ। কি জন্মভূমি, কি পিতা মাতার নাম, কি অন্যান্য আনুষঙ্গিক বৃত্তান্ত, কিছুরই মিল নাই। আমাদের কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। দ্বিতীয় মতে দেবগণ মহাদেবের নিকটে গমন পূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্ম-দূষিত সমাজের পরিত্রাণের জন্য তাঁহাকে প্রার্থনা করেন। মহাদেব শঙ্করাচার্য্য রূপে অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া দেবগণকে তাঁহার সহায়তার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। কার্ত্তিকেয় কুমারলভট্ট রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া জৈমিনি-সূত্রের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিলেন। ইন্দ্রদেব সুধন্বা নামে মগধরাজ হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি সাধনে যত্নশীল হইলেন। ব্রহ্মা বিশ্বরূপ নামে বিপ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া পত্নীর সহিত কর্ম্মকাণ্ডের পক্ষ হইলেন এবং অনেক বিপক্ষ পণ্ডিতগণকে জয় করিয়া মণ্ডনমিশ্র নামে বিখ্যাত হইলেন। চন্দ্র পদ্মপাদ, পবন হস্তামলক, বৃহস্পতি আনন্দগিরি, বরুণ চিৎসুখ হইলেন। ব্রহ্মপত্নী সরস্বতীও ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া যথাকালে বিশ্বরূপের সহিত পরিণীত হইলেন।

কার্ত্তিকেয় জন্ম পরিগ্রহ করিয়া নানা শাস্ত্র আলোচনা করিতে লাগিলেন এবং কর্ম্মমত সংস্থাপন করিলেন। তৎপরে তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া সুধন্বা নৃপতির সভাতে উপস্থিত হইলেন। তথায় বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগের সহিত তাঁহার ঘোরতর বিচার হইল এবং অবশেষে বৌদ্ধগণ পরাস্ত হইলেন। এই বিচারে পরাস্ত হইয়াও বৌদ্ধগণ পরাজয় স্বীকার না করাতে নৃপতি জয় ও পরাজয় নির্ণয় করিবার দুইটি উপায় স্থির করিলেন। বৌদ্ধগণ তাহাতে সম্মত হইল। যে পক্ষ পরাজিত হইবে তাহারা নিহত হইবে। প্রথমতঃ যিনি উন্নত পর্ব্বত-শিখর হইতে পতিত হইয়া অক্ষতশরীর থাকিবেন তাঁহার মত সত্য ও প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে। এইরূপ প্রসিদ্ধি যে, কুমারলভট্ট বেদ স্মরণ-পূর্ব্বক গিরিশিখরে আরোহণ করিয়া তথা হইতে পতিত হইলেন এবং অণুমাত্র আঘাত না পাইয়া ধরাতলে আগত হইলেন। নরপতি বেদ-প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া খল-সংসর্গ-দূষিত আপনাকে বারম্বার নিন্দা করিতে লাগিলেন কিন্তু শঠ বৌদ্ধগণ বলিল, মহারাজ! মন্ত্র মহৌষধি প্রভৃতি দ্বারা দেহ রক্ষা অসম্ভব নহে, তাহাতে বেদশাস্ত্রের সত্যাসত্যতার কি হইল? ইহা শুনিয়া নৃপতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দ্বিতীয় উপায়ের কথা বলিলেন। তিনি গোপনে একটি কলসমধ্যে বিষাক্ত সর্প পূরিয়া উহার মুখ বদ্ধ করিয়া সভাতে আনয়ন পূর্ব্বক সকলকে সম্বোধন করিয়া এই প্রশ্ন করিলেন, যাঁহারা এই কলসের মধ্যে কি আছে বলিতে না পারিবেন, তাঁহাদিগকে আমি পাষাণ-যন্ত্রে বিনষ্ট করিব। বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ বিবেচনার জন্য একদিন সময় লইলেন এবং পরদিন আসিয়া বলিলেন যে উহার মধ্যে সর্প আছে। আস্তিক ব্রাহ্মণগণ বলিলেন যে উহার মধ্যে ফণাধরের ফণাতে বিষ্ণু শয়ন করিয়া আছেন। তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণ-বাক্য সত্য বলিয়া দৈববাণী হইল এবং কলসের মুখোদ্ঘাটন পূর্ব্বক সকলে দেখিলেন যে ব্রাহ্মণগণ যাহা কহিয়াছিলেন তাহাই সত্য। তখন রাজার আদেশে তাঁহার

রাজ্যস্থিত বৌদ্ধকুল নির্ম্মূল হইল। কেহ কেহ পলায়ন দ্বারা প্রাণরক্ষা করিল। এই রূপে সুধন্বা নৃপতি বৌদ্ধধর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক বেদবোধিত ধর্ম্মের সংস্থাপন ও সংরক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভারতে বৌদ্ধনাম প্রায় বিলুপ্ত হইল। তথাপি ইদানীন্তন অনেক পণ্ডিত বলেন যে শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধদিগকে ভারতবর্ষ হইতে বিদূরিত ও বিতাড়িত করিয়াছিলেন। আচার্য্য যে এক জন বৌদ্ধের সহিত বিচার করিয়াছিলেন এবং তাহার ধর্ম্ম শাক্যসিংহ-প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে যে অত্যন্ত বিভিন্ন তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। এক্ষণে বোধ হয় আর কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির সন্দেহ থাকিবে না যে শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধদিগকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

দিগ্বিজয়ের মতে শঙ্করাচার্য্যের জন্মস্থান কেরল প্রদেশে পূর্ণানদীর তীরস্থিত কোন স্থান। তাঁহার পিতার নাম শিবগুরু এবং মাতার নাম সুভদ্রা। ইহাঁদের গ্রামে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ নামে এক শিবের মন্দির ছিল। শিবগুরু পত্নীর সহিত সেই শিবের বহুকাল আরাধনা করিলে, মহাদেব তাঁহাকে বর দিলেন যে তিনি শিবগুরুর সন্তান রূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। যথাকালে সুভদ্রার গর্ভ হইতে শঙ্করাচার্য্য ভূমিষ্ঠ হইলেন। তাঁহার জন্মকালে পঞ্চগ্রহ উচ্চসংশ্রয়স্থ এবং অনস্তমিত ছিল। দিব্য পুরুষের জন্মলগ্নেই অনস্তমিত পঞ্চ গ্রহের উচ্চ সংশ্রয় দৃষ্ট হয়। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ গণনা করিয়া বলিলেন যে এই বালক অসাধারণ-শক্তিসম্পন্ন, সর্ব্বজ্ঞ, অসংখ্যগুণশালী এবং পবিত্রকীর্ত্তি হইবেক। তৃতীয় বর্ষে শঙ্করাচার্য্যের পিতৃবিয়োগ হইল। পঞ্চম বর্ষে উপনীত হইয়া তিনি সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়া সর্ব্বশাস্ত্র শিক্ষা করিলেন। গুরুগৃহে অধ্যয়ন কালে তিনি এক অদ্ভুত কার্য্য করেন। তিনি একদা ভিক্ষা করিবার জন্য কোন দরিদ্র বিপ্রের ভবনে উপস্থিত হইলে, বিপ্রপত্নী কহিলেন "আমরা দীন ও ভাগ্যহীন, আমাদের কিছুই নাই যে আপনাকে ভিক্ষা দেই। অতএব আপনি এই আমলকী ফলটি গ্রহণ করুন।" শঙ্কর ইহা শ্রবণ করিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইলেন এবং তদ্দণ্ডেই কমলাকে স্তুতি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া সেই বিপ্রপত্নীর গৃহ সুবর্ণে পরিপূরিত করিয়া দিলেন। দ্বিজদম্পতী সুখে স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। ইহা শঙ্করের পঞ্চম বর্ষ বয়সের কার্য্য। কিয়দ্দিন পরে গুরুর অনুমতি লইয়া শঙ্কর স্বগৃহে আগমন করিলেন। এই সময়ে একদা গৌতমাদি ঋষিগণ তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তাহার ভবনে উপস্থিত হইলেন এবং তিনি তাঁহাদিগকে যথোচিত অর্চ্চনা করিলেন। তাঁহার মাতা ঋষিগণকে তাঁহার আয়ুর কথা জিজ্ঞাসা করিলে, অগস্ত্য মুনি বলিলেন "তোমার পুত্রের আয়ু ষোড়শ বর্ষ"। ইহা শুনিয়া তাঁহার জননী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন কিন্তু শঙ্কর তাঁহাকে বহু প্রকারে সান্ত্বনা করিলেন। তদনন্তর অষ্টম বর্ষে শঙ্কর সন্ন্যাস গ্রহণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং মায়া প্রদর্শন পূর্ব্বক মাতার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি একদিন অবগাহন-চ্ছলে নদীতে নামিয়া কুম্ভীরে তাঁহাকে ধরিয়াছে বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং জননীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "মাতঃ! যদি আমার প্রাণরক্ষা আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে অবিলম্বে সন্ন্যাসগ্রহণে আজ্ঞা করুন।" জননী উপায়ান্তর না দেখিয়া বলিলেন "বৎস! তুমি সত্বর সন্ন্যাস গ্রহণ কর।" তখন তিনি জল হইতে উত্থান করিয়া মাতাকে কহিলেন যে সন্ন্যাস

গ্রহণের সঙ্কল্প করিবামাত্র কুম্ভীর তাঁহাকে ছাড়িয়া পলাইয়াছে। অনন্তর জননীকে বলিলেন যে "আপনি যখনই আমাকে স্মরণ করিবেন তখনই আমাকে নিকটে পাইবেন" এবং ইহা বলিয়া মাতার শোকভার লাঘব করিবার নিমিত্ত দূরস্থিত নদীকে শিব-মন্দিরের সমীপস্থ করিয়া দিলেন। ইহা তাঁহার তৃতীয় অলৌকিক কার্য্য।

গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া তিনি বহুদূর গমন করিয়া নর্ম্মদা-নদী-তীর-স্থিত পরমহংস শ্রীগুরু গোবিন্দনাথ স্বামীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার অন্তেবাসিত্ব স্বীকার করিলেন। এস্থানে তাঁহার তৃতীয় অদ্ভুত কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। নর্ম্মদানদীর জলকল্লোল গুরুর ধ্যানের বিঘ্ন স্বরূপ স্থির করিয়া তিনি উহার জল সমাহরণ পূর্ব্বক মন্ত্রপূত কমণ্ডলু মধ্যে স্থাপন করিলেন। ইহাতে গোবিন্দনাথ স্বামী অত্যন্ত বিস্মিত ও প্রীত হইয়া শঙ্করকে কাশীপুরীতে গমনপূর্ব্বক মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগকে আত্মজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতে বলিলেন। আচার্য্যের উপদেশানুসারে তিনি কাশীতে গমন করিলেন এবং বেদান্ত মতের উপদেশ দিতে লাগিলেন। এই স্থানে সনন্দন নামে এক জন চৌল দেশবাসী তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। ইনিই পরে পদ্মপাদ নামে খ্যাত হয়েন। পদ্মপাদ নামের হেতু এইরূপ লিখিত আছে। একদা গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থিত শঙ্করাচার্য্য পরতীরে দণ্ডায়মান সনন্দনকে তাঁহার সমীপে আসিতে আদেশ করিলেন। সনন্দন গুরুর প্রতি একান্ত ভক্তি সহকারে গঙ্গার উপর দিয়া পদব্রজে চলিয়া আসিবার উপক্রম করিলেন। ভক্তি-প্রভাবে তিনি যেখানে পদনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, সেখানে সেখানে এক একটি পদ্ম উদ্ভূত হইয়া তাঁহার পদ রক্ষা করিতে লাগিল। অতঃপর শঙ্করাচার্য্য তাঁহার নাম পদ্মপাদ রাখিলেন। এইটি শঙ্করাচার্য্যের চতুর্থ অদ্ভুত কার্য্য।

কাশীতে অবস্থিতি কালে তিনি অনেকগুলি শৈবমতাবলম্বীদিগকে পরাজিত এবং স্বশিষ্য করেন। তদনন্তর তাঁহার ব্যাসের সহিত সাক্ষাৎ ও বেদান্ত সূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম সূত্রের অর্থ লইয়া আট দিন বিচার হইয়াছিল। এ বৃত্তান্ত পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। দিগ্বিজয়ের মতে ব্যাস তাঁহাকে আয়ুঃকাল ৩২ বৎসর হইবে বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। বারানসী হইতে তিনি প্রয়াগ যাত্রা করেন এবং সেস্থানে কুমারিলভট্টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রেবাতীরস্থিত মাহিষ্মতী নগরীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তথায় মণ্ডনমিশ্রের সহিত তাঁহার যে বিচার হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এই সময়ে মণ্ডনপত্নীর সহিত বিচারহেতু শঙ্কর যে অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিলেন তাহাও পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এইটি তাঁহার পঞ্চম অদ্ভুত কার্য্য। তদনন্তর তিনি তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন এবং গোকর্ণাখ্য শিবালয়, হরিহরালয় প্রভৃতি সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ

জ্ঞানী-বাক্য।

(অধুনাতন।)

(১)

ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তি সংসারের দিকে এবং সংসারপরায়ণ ব্যক্তি ধ্যানের দিকে যতদূর পারেন আপনাকে টানিবেন তাহা হইলে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে।

(২)

লোকে যে বিষয়ে ব্যুৎপন্ন নহে তাহাতে আপনাকে ব্যুৎপন্ন বলিয়া সাধারণ সমীপে

দেখাইতে চেষ্টা করে। ইহা দূষণীয়। লোকে আমাকে নির্ব্বোধ না বলিয়া মূর্খ বলে সে বরং ভাল।

(৩)

শুচিতার দিকে প্রকৃতির গতি। দেখ বিড়াল ও শশক কি যত্নের সহিত তাহাদিগের শরীর পরিষ্কার রাখে।

(৪)

প্রথমতঃ সর্ব্বদা ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব উজ্জ্বল রূপে অনুভব করিবে; দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে বিশ্বাস অটল রাখিবে এবং সকল বস্তুর গতি মঙ্গলের দিকে হইয়াছে ইহা স্থির নিশ্চয় থাকিবে; তৃতীয়তঃ তাঁহার নিয়ম সকল কায়মনোবাক্যে পালন করিবে, এইগুলি কর দেখি তাহা হইলে দেখি দুঃখ তোমাকে কি প্রকারে আক্রমণ করিতে পারে।

(৫)

সকল বস্তুতে কবিত্ব-ভাব আছে, কেবল পাপে নাই।

(৬)

সাংসারিক বর্ত্তমান অবস্থার দুঃখ দেখা এবং সুখ না দেখা এবং উচ্চতর অবস্থার কেবল সুখ দেখা এবং দুঃখ না দেখা সকল অসন্তোষ ও অসুখের মূল।

(৭)

সকল ধর্ম্ম একটি শব্দের অন্তর্ভূত। সে শব্দটি প্রীতি, ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি, মনুষ্যের প্রতি প্রীতি এবং কর্ত্তব্যের প্রতি প্রীতি।

(৮)

প্রীতিই ঈশ্বরের সর্ব্বোত্তম নৈবেদ্য।

(৯)

যেমন বৃক্ষের কাণ্ড ও শাখা, তেমনি ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভেচ্ছা ধর্ম্মের কাণ্ড এবং ধর্ম্ম-কার্য্য তাহার শাখা।

(১০)

যেমন কদলী-পত্র ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়াও কদলী বৃক্ষে সংলগ্ন থাকে তেমনি দুঃখ ও ক্লেশ দ্বারা ক্ষত বিক্ষত হইয়াও ঈশ্বর-নিরত থাকিবে।

(১১)

সকলেই আক্ষেপ করে আমার প্রতি কেহ সহানুভূতি প্রদর্শন করে না কিন্তু কেহ নিজে অন্যের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে না।

(১২)

এই রূপ প্রবাদ আছে যে ফিনিক্স পক্ষী প্রজ্জ্বলিত চিতারোহণ করিয়া আপনাকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে এবং সেই ভস্ম হইতে একটি অভিনব ফিনিক্স পক্ষী উত্থিত হয়। এই প্রবাদে একটি উপদেশ প্রচ্ছন্ন আছে। সংসারের গতি উন্নতির দিকে, দেখ, পৃথিবীর অন্তরস্থ স্তরে কত প্রকার জীব জন্তুর শরীর প্রস্তরীভূত দৃষ্ট হয়; এক স্তরের প্রাণী সকল বিনষ্ট হইলে তাহার অব্যবহিত উপরিস্থ স্তরের প্রাণী সকল সৃষ্ট হইয়াছিল, এইরূপে ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি মনুষ্য সৃষ্ট হইয়াছে। এক এক রাজ-বিপ্লবের পর পূর্ব্বে যে শাসন-প্রণালী প্রচলিত ছিল তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর শাসন-প্রণালীর অভ্যুদয় হয়।

(১৩)

সম্পন্ন মনুষ্য শীত কালে যেমন উষ্ণ বস্ত্র উষ্ণ শয্যা ও উষ্ণ গৃহ হইতে সুখানুভব করেন, তেমনি ধার্ম্মিক মনুষ্য কষ্টের সময় ঈশ্বর হইতে সুখানুভব করেন।

(১৪)

আমাদিগের সেই প্রিয় জনের প্রয়োজন নাই, কিন্তু সেই প্রিয়জনকে আমাদের প্রয়োজন।

(১৫)

উপাসনার সময় মনুষ্য দেবতা; বিষয়

কর্ম্মের সময় সে মনুষ্য ; পাপাচরণের সময় সে পশু।

(১৬)

ঊর্দ্ধে ভক্তির সহিত চাহিয়া দেখ, চতুর্দ্দিক ঔদার্য্যের সহিত অবলোকন কর।

(১৭)

পঞ্চেন্দ্রিয় ব্যতীত আর একটি ইন্দ্রিয় আছে, তদ্দ্বারা আমরা ঈশ্বরকে দর্শন করি। বাহ্য বস্তু যেমন দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয় ঈশ্বর সেইরূপ উক্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়।

(১৮)

যে উচ্চতর সাংসারিক অবস্থা আমরা প্রাপ্ত হই নাই তাহাতে সুখী হইবার আশা না করিয়া ঈশ্বরেচ্ছায় যে অবস্থায় আমরা অবস্থিত আছি আপনাকে তাহার উপযোগী যদি করিতে চেষ্টা করি তাহা হইলে আমরা কত সুখী না হই!

(১৯)

যদি পাপের ভয়ে সংসার পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে ভুলের ভয়ে শিক্ষাও পরিত্যাগ করিতে হয়!

(২০)

ঈশ্বরের সহিত আমাদিগের নাড়ির টান আছে।

(২১)

আমরা যেমন সন্তরণ শিক্ষার জন্য কলস ব্যবহার করি তেমনি ঈশ্বর লাভ জন্য শরীর আবশ্যক। বাহ্য বিষয়ক জ্ঞান আমাদিগকে ঈশ্বরে লইয়া যায়; সেই বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান লাভ জন্য শরীর আবশ্যক। ঈশ্বর লাভ হইলে শরীরের আর আবশ্যকতা নাই।

(২২)

প্রকৃতির উপর ঈশ্বর যেরূপে কার্য্য করেন ঠিক সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া তিনি মনুষ্যের স্বাধীন আত্মার উপর কার্য্য করেন না। তিনি প্রকৃতিকে বদ্ধভাবে কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলা দ্বারা যেরূপ কার্য্য করাইতেছেন মনুষ্যকে সেরূপ করান না, মনুষ্যকে পরিচালন জন্য তাহাকে পাপ পুণ্যের দায়ীত্ব-বোধ-বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন এবং নিজে তাহার সহায় হইয়া বিবেক-বৃত্তি দ্বারা তাহার আত্মাকে পরামর্শ ও উপদেশ দিতেছেন। সেই পরামর্শ ও উপদেশ যথার্থ ঈশ্বর-আদেশ। ঈশ্বর-আদেশের অন্য অর্থ নাই।

(২৩)

মৃত্যুভয় দ্বারা ঈশ্বর মনুষ্যকে পরিচালনা করেন কিন্তু মৃত্যু বিধান করেন বলিয়া যে তিনি নিজে অমঙ্গলস্বরূপ তাহা নহে। মৃত্যু যে কত শুভকর তাহা বলা যায় না।

(২৪)

এক জন মনুষ্য ডুবিয়া মরিতেছে, আমাদিগের বোধ হইতেছে যে সেই সময় তাহার কতই না কষ্ট হইতেছে কিন্তু হয়ত ঈশ্বর সেই সময় তাহার আত্মাতে অপূর্ব্ব শান্তি প্রেরণ করিতেছেন।

(২৫)

যদ্যপি সচ্চরিত্রতা ও নিঃস্বার্থ ভাব না থাকে তাহা হইলে পৌত্তলিক ও ব্রাহ্ম সমান।

(২৬)

হাজার "নিয়মতন্ত্র প্রণালী" স্থাপন কর প্রীতির বন্ধন না থাকিলে কোন সমাজই থাকিতে পারে না।

(২৭)

পৃথিবীতে কোন পদার্থই নির্দ্দোষ নহে। সকলই দোষাশ্রিত; কেবল প্রকৃত প্রীতি দোষাশ্রিত নহে।

(২৮)

সহজ জ্ঞান আমাদিগের অন্তশ্চক্ষুর জ্যোতি। তদ্দ্বারা আমরা এই অন্ধকারময়

সংসারে ঈশ্বর, পরকাল, ও কর্ত্তব্য, অনুভব করিতে সমর্থ হই।

(২৯)

ঈশ্বর বলিলেন তোমাকে কাটিয়া ফেলিব, কিন্তু দেখিলাম এই কথা বলিবার সময়েতেও তিনি আমাকে স্নেহের সহিত দৃষ্টি করিতেছেন।

(৩০)

পরমাত্মার সহিত আত্মার অবিচ্ছিন্ন যোগ আছে। পরমাত্মা আশ্রয়, জীবাত্মা আশ্রিত। পরমাত্মা যদি জীবাত্মা হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লয়েন তাহা হইলে জীবাত্মার আর কিছুই থাকে না। এই তত্ত্ব ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিশেষ তত্ত্ব। ইহা অন্য কোন ধর্ম্মে পাওয়া যায় না। ব্রাহ্ম গুরু প্রধানতঃ এই তত্ত্ব শিষ্যকে শিক্ষা দিবেন।

(৩১)

পরম দেবতা প্রত্যেক জীবের সিদা নিজ হস্তে বাঁটিতেছেন, অতএব তোমার উপজীবিকা জন্য এত চিন্তিত হইবার প্রয়োজন কি?

(৩২)

"সর্ব্বে নিমেষা জজ্ঞিরে
বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি"

সকল নিমেষ সেই বিদ্যুৎ পুরুষ হইতে বিহিত হয়। যে পুরুষ বিদ্যুতের ন্যায় এক একবার আত্মাতে দেখা দেন তাঁহা হইতে সকল নিমেষ উৎপন্ন হয়। এই নিমেষে যে তোমার সহিত সাধু আলাপ করিয়া পরমানন্দ ভোগ করিতেছি ইহার পূর্ব্বে কত অনুকূল ঘটনা ঘটিয়াছে তবে এই আলাপ রূপ ঘটনাটি ঘটিতে পারিতেছে। ঈশ্বর প্রতি নিমেষে ঘটনা প্রেরণ করিতেছেন।

(৩৩)

মন্দস্বভাব লোকেরা আমাকে আর উত্তেজিত করিতে পারে না; আমার সকল ক্রোধের কথা এক্ষণে বন্ধু (ঈশ্বর) দত্ত (আধ্যাত্মিক) সম্পদে শেষ হইয়াছে।

(৩৪)

লোকে তোমার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা করে না—এই আক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে তোমার ইহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে তুমি এমন কি করিয়াছ যে লোকে তোমাকে মাথায় করিয়া নাচিবে।

(৩৫)

সদ্যোজাত শিশুর নাড়ী কাটিয়া দিলে মাতৃগর্ভের সহিত তাহার সম্বন্ধ শেষ হইয়া যেমন তাহার নব জীবন আরম্ভ হয় সেইরূপ মৃত্যুর দ্বারা আত্মা এই শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে পরলোকে তাহার নবজীবন আরম্ভ হয়।

(৩৬)

মাতৃগর্ভস্থ শিশুকে দেখিলে সেই অবস্থায় তাহার চক্ষু কর্ণের প্রয়োজন যেমন উপলব্ধি হয় না সেইরূপ আত্মার ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আত্মপ্রত্যয় সকলের প্রয়োজনীয়তা এই পার্থিব অবস্থায় সম্যক রূপে উপলব্ধি হয় না। পরলোকে তাহা সম্যক রূপে উপলব্ধি হইবে।

(৩৭)

মুহূর্ত্তের নিমিত্ত ঈশ্বর-সহবাস ইহলোক ও পরলোক উভয় লোককে সার্থক করে।

(৩৮)

বাহ্য বিষয় কি আমরা জানি না। বন্ধুর মনও আমরা সম্যক রূপে বুঝিতে পারি না, বন্ধুও আমাকে সম্যক রূপে বুঝিতে পারেন না। কিছুই আমরা ভাল করিয়া জানিতে পারি না; কেবল ঈশ্বরকে আমরা নিশ্চয় রূপে জানিতে পারি। অতএব তাঁহাকে আমরা যেরূপ বিশ্বাস করিতে পারি এমন আর কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারি না।

(৩৯)

স্বামী কেবল স্ত্রীকে পরিচালনা করেন এমন নহে, স্ত্রীও স্বামীকে পরিচালনা করে; প্রভু কেবল ভৃত্যকে পরিচালনা করেন এমন নহে; ভৃত্যও প্রভুকে পরিচালনা করে; ঈশ্বর কেবল মনুষ্যকে পরিচালনা করেন এমত নহে, মনুষ্যও প্রার্থনা দ্বারা ঈশ্বরকে পরিচালনা করিতে পারে। আমি ঈশ্বরের শিশু সন্তান, কি প্রার্থনা ভাল তাহা আমি কি জানি? আমি তাঁহার নিকট সকল প্রকার প্রার্থনা করিব তন্মধ্যে তিনি যাহা ভাল বুঝেন তাহা পূর্ণ করিবেন এবং যাহা ভাল বুঝেন না তাহা পূর্ণ করিবেন না।

(৪০)

অপূর্ণ পুরুষ অপেক্ষা পূর্ণ পুরুষ অধিক করেন। যদি অপূর্ণ মনুষ্য তোমাকে এত দয়া করে তবে পূর্ণ পুরুষ কি তোমাকে তাহা অপেক্ষা অধিক দয়া করিবেন না?

(৪১)

আমি বিপদ হইতে রক্ষিত হইলাম কিন্তু নিয়ম দ্বারা কি কার্য্য কারণ দ্বারা আমি রক্ষিত হইলাম তাহা বিচার করিবার আমার প্রয়োজন কি? আমি বুঝিব যে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করিলেন।

(৪২)

আমাদের পাপ অপেক্ষা ঈশ্বরের ক্ষমা অধিক।

(৪৩)

যেমন পক্ষী পৃথিবীর আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া অকাশপথে ক্রমে ঊর্দ্ধে উড্ডীন হইতে থাকে তেমনি সাধু ব্যক্তি সংসারের আকর্ষণ অতিক্রম পূর্ব্বক ঈশ্বরের দিকে ক্রমে উত্থিত হইতে থাকেন।

(৪৪)

নারিকেল বৃক্ষ যেমন পৃথিবীর আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া পৃথিবী হইতে রস টানিয়া লইয়া সুমধুর নারিকেল ফল উৎপাদন করে, তেমনি সাধু ব্যক্তি সংসারের আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া সংসার হইতে সমস্ত প্রীতিরস টানিয়া লইয়া ঈশ্বরে স্থাপন পূর্ব্বক মোক্ষ রূপ ফল উৎপাদন করেন।

৪৫

সপ্তম স্বর্গ হইতে শব্দ আসিতেছে "এস" আর তুমি এই পৃথিবীর পাশে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছ।

মহাত্মা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা।

৭ই মাঘ ১৮০০ শক,

রামমোহন রায় বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প *।

আমি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প বলিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি। বৃদ্ধোচিত কার্য্যের ভারই আমার প্রতি অর্পিত হইয়াছে। কিন্তু বৃদ্ধদিগের এক দোষ আছে; তাঁহারা এক বার গল্প আরম্ভ করিলে তাহা আর ফুরায় না। কিন্তু আপনারা নিশ্চিত থাকিবেন যে আমার গল্প শীঘ্র শেষ হইবে।

প্রথমে আমি রামমোহন রায়ের বিদ্যাবত্তা ও সাহিত্য বিষয়ে সুরুচি সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প বলিয়া তৎপরে তাঁহার ধর্ম্মমতের বিশুদ্ধতা এবং ধর্ম্মানুরাগ, ঈশ্বরভক্তি, দয়া, স্নেহ, বাৎসল্য প্রভৃতি গুণ সম্বন্ধীয় গল্প বলিব।

রামমোহন রায় পারসী, আরবী ইংরাজী

* পাদরি ম্যাকডোনাল্ড সাহেব রামমোহন রায়ের একটি সংক্ষেপ জীবনবৃত্ত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে এই সকল গল্পের মধ্যে অনেকগুলি গল্প আছে কিন্তু রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভায় এই সকল গল্প ব্যক্ত হইবার অনেক পরে ঐ পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভাষা বিষয়ানুরোধে শিক্ষা করিয়াছিলেন কিন্তু অন্যান্য ভাষা ধর্ম্মানুরোধে শিক্ষা করেন। তাঁহার পিতা, পিতামহ, বৈষয়িক বৃত্তি অবলম্বন করিলেও ধর্ম্মানুরোধে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা তাঁহাদিগের কৌলিক রীতি ছিল। খৃষ্টীয় মিসনরিদিগের সহিত তর্ক চালাইবার জন্য তিনি গ্রীক ও লাটিন ভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ঐ জন্য হিব্রু ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় ইংরাজী ভাষা অনেক বয়সে শিখিতে আরম্ভ করেন,এই জন্য এবং সে কালে ইংরাজী ভাষার এতদ্রূপ চর্চ্চা ছিল না এই কারণে তিনি পারসী আরবী ও সংস্কৃত যেমন জানিতেন ইংরাজী সেরূপ জানিতেন না। তাঁহার ইংরেজী লেখা রেবরেণ্ড এডাম ও গর্ডন সাহেব সংশোধন করিয়া দিতেন। কিন্তু অন্যান্য ভাষায় তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল বিশেষতঃ সংস্কৃত পারসী ও আরবী ভাষাতে। ভাষা আয়ত্ত করিবার বিষয়ে রামমোহন রায়ের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। ধর্ম্ম বিষয়ে তর্ক চালাইবার জন্য তিনি গ্রীক ও লাটিন ভাষা অল্পদিনের মধ্যেই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। আমার স্বর্গীয় পিতাঠাকুর মহাশয় যিনি রামমোহন রায়ের একজন শিষ্য ছিলেন তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে রামমোহন রায় উল্লিখিত তর্কানুরোধে এক জন ইহুদি রাখিয়া ছয় মাসের মধ্যেই হিব্রু ভাষা শিক্ষা করিয়া ছিলেন।

সাহিত্য বিষয়ে তিনি অতি সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জয়দেবের পদাবলীর মধুরতা কোমলতা ও কান্তি দ্বারা বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অশ্লীলতা-দোষে তিনি অতিশয় নিন্দা করিতেন। তিনি বলিতেন জয়দেবের দেখা পাইলে আমি তাহার মুখে নিষ্ঠীবন প্রক্ষেপ করি। তিনি বঙ্গদেশীয় সকল কবি অপেক্ষা ভারতচন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন। তাঁহার শিষ্য স্থবিরশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধীয় যে সকল গল্প আমাকে লিখিয়া দিয়াছেন তাহার মধ্যে আছে "এক দিবস রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দরের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে দেওয়ানজী [১] কহিলেন যে আমার বাঞ্ছা ছিল যে বাঙ্গালা ভাষায় এক খানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করি কিন্তু ভারতচন্দ্রের কবিত্ব শক্তি অসাধারণ, তাহার নিকটস্থ হওয়া অতি কঠিন বিবেচনা করিয়া তদ্বিষয়ে বিরত হইলাম।" এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষায় কবিদিগের মধ্যে ভারতচন্দ্র এক জন শ্রেষ্ঠ কবি; রামমোহন রায় তাঁহার রচনার সৌন্দর্য্য এরূপ অনুভব করিয়াছিলেন; ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে তিনি কাব্য-রসের এক জন বিলক্ষণ ভাবুক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি লোকের লিখন-প্রণালীর উৎকর্ষ অনুৎকর্ষ বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারিতেন। তিনি বলিতেন শ্রীরামপুরের বাঙ্গলা ও কলিকাতার ইংরাজী দুই সমান। অন্যান্য বিষয়েও তাঁহার সুরুচি ও বিবেচনা-শক্তি বিলক্ষণ প্রকাশিত ছিল। আহার পরিচ্ছদ ও গৃহোপকরণ দ্রব্য বিষয়ে যে জাতির যাহা ভাল জ্ঞান করিতেন তাহা তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেক ডাক্তারের মত যে বাঙ্গালীদিগের তৈলমর্দ্দন-প্রথা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অতীব উপকারী। রামমোহন রায় তৈলমর্দ্দন করিতেন। ইংরাজদিগের পরিচ্ছদ ভাল নয় ইহা ইংরাজেরা নিজেই স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা এই জন্য তাঁহাদিগের

১ রামমোহন রায়ের শিষ্যেরা রামমোহন রায়কে দেওয়ানজী বলিয়া ডাকিতেন। তিনি রঙ্গপুরের কালেকটরির সেরেস্তাদারী কার্য্য করিয়াছিলেন এই জন্য তাঁহারা তাঁহাকে দেওয়ানজী বলিয়া ডাকিতেন। তখন সেরেস্তাদারের উপাধি দেওয়ান ছিল।

খোদিত পাষাণময় প্রতিমূর্ত্তিকে ইংরাজী পরিচ্ছদ প্রদান করেন না। গ্রীকেরা যেরূপ পোষাক পরিধান করেন কিম্বা আমরা যেরূপ চাদর গায়ে দিই পাষাণময় প্রতিমূর্ত্তিকে সেই রূপ পরিচ্ছদ দ্বারা আবৃত করিয়া থাকেন। রামমোহন রায় ইংরাজী পোষাক দেখিতে ভাল নয় বিবেচনা করিয়া মোসলমানি পোসাক—কাবা, চাপকান, বাঁদাপাগড়ী ধারণ করিতেন। তিনিই প্রথমে চাপকান ও বাঁদাপাগড়ী এতদ্দেশে প্রবর্ত্তিত করেন। ইংরাজদিগের কাঠ-কাঠরা গৃহোপকরণ দ্রব্য দেখিতে ভাল জ্ঞান করিয়া রামমোহন রায় তাহা ব্যবহার করিতেন। এই সকল অকিঞ্চিৎকর বিষয় সম্বন্ধীয় গল্প পরিত্যাগ করিয়া—এক্ষণে গুরুতর বিষয় সম্বন্ধীয় গল্প করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে রামমোহন রায়ের মত অতিবিশুদ্ধ ছিল। ইহা আদি ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টডীডে বিলক্ষণ প্রকাশিত আছে। বিলাতে ইংরাজী কবি টমাস মুরের সঙ্গে রামমোহন রায়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। টমাস মুর তাঁহার রোজনামচাতে এইরূপ লিখিয়াছেন,

6th June 1831. Dined with Macdonald at eight. Company Fazakerly, F. Baring, Wilmot Houston, Sir A Johnston, Robert Grant and the Brahmin Rammohun Roy a very remarkable man, speaking English perfectly and knowing all about English institutions even to the detail of Scotch boroughs. Said that most of the Brahmins are Deists. Gave an account of a Society at Calcutta formed of persons of all countries religions and sects, Hindoos, Moosulmans, Protestants, Catholics. A sort of service performed at their meetings from which all such names as marked any particular faith as Christ, Mahomet were excluded; But the name of God in all languages and forms whether Jehova, Brahma, or any other such title retained.

আদি ব্রাহ্ম-সমাজের ট্রষ্টডীড পাঠে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে রামমোহন রায়ের এরূপ অভিপ্রায় ছিল যে সকল জাতি ও সকল ধর্ম্মাবলম্বী মনুষ্য সমাজে সমাগত হইয়া সকল জাতি ও সকলধর্ম্মাবলম্বী মনুষ্যের সাধারণ পিতা এক ঈশ্বরের উপাসনা করে, কিন্তু ইহা তাঁহার মনের কল্পিত আদর্শ মাত্র। সমাজ খুলিয়াই তিনি বেদ বেদান্ত অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে আচার্য্য-পদে অভিষিক্ত করিয়া এক ঈশ্বরের ধর্ম্ম প্রচার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি কবি মুরের নিকট ব্রাহ্মসমাজের যে বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন তাহা ট্রষ্টডীডে প্রদর্শিত তাঁহার মনঃকল্পিত আদর্শ সমাজের বৃত্তান্ত। বস্তুতঃ উহা তখন ব্রাহ্মসমাজ যেরূপ ছিল তাহার বৃত্তান্ত নহে, যাহা হউক কবি মুর তাঁহার রোজনামচায় যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে রামমোহন রায়ের ধর্ম্মমতের বিশুদ্ধতা ও ঔদার্য্য বিলক্ষণ প্রকাশিত হইতেছে। তিনি যে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন তাহা তদ্দ্বারা বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে।

আমার পিতাঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি যে তিনি শিষ্যদিগকে বলিতেন আমাদিগের যে ধর্ম্ম তাহা universal religion অর্থাৎ বিশ্বজনীন অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম। এই কথা বলিতেন ও অমনি তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইত। আমার পিতাঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি যে বিলাতযাত্রার পূর্ব্বে তিনি শিষ্যদিগকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে আমার মৃত্যুর পরে হিন্দুরা বলিবে আমি হিন্দু ছিলাম, মুসলমানেরা বলিবে আমি মুসলমান ছিলাম, খ্রীষ্টানেরা বলিবে আমি খ্রীষ্টান ছিলাম, কিন্তু বস্তুত আমি কোন প্রচলিত ধর্ম্মাবলম্বী নহি। ইহাতে প্রকাশিত হইতেছে যে যে ধর্ম্ম মনুষ্যের আত্মাতে নিহিত, অন্তর্জগৎ ও বাহ্য জগৎ যে ধর্ম্মের সত্যতার

সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে যাহা ভূলোকে ও দ্যুলোকে ঈশ্বর-হস্ত দ্বারা অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, মনুষ্যের সহজ জ্ঞান যাহার একমাত্র অভ্রান্ত ধর্ম্মগ্রন্থ যাহা দেশকালের অতীত, সকল দেশের সকল কালের জ্ঞানী মনুষ্যেরা স্বীয় স্বীয় দেশ প্রচলিত কল্পিত ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া যাহা অবলম্বন করেন সেই বিশ্বজনীন অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম ছিল। কিন্তু তাহা প্রচার করিবার সময় যে জাতির মধ্যে তিনি তাহা প্রচার করিতে সচেষ্ট হইতেন সেই জাতির ধর্ম্মগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া তিনি তাহা প্রচার করিতেন। তিনি এই বিশ্বজনীন ধর্ম্ম বেদ বেদান্ত অবলম্বন করিয়া হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচার করিতেন, কোরান অবলম্বন করিয়া মুসলমানদিগের মধ্যে প্রচার করিতেন ও বাইবল অবলম্বন করিয়া খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে প্রচার করিতেন। তিনি এই সকল শাস্ত্র হইতে এক ঈশ্বরের মত উদ্ধার করিয়া তাহার উপদেশ দিতেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া একেশ্বরের মত প্রতিপাদন করিতেন বলিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার বাক্যে অসঙ্গতি-দোষ ঘটিত।

তাহার একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দিতেছি তাঁহার বাঙ্গালা গ্রন্থে তিনি তন্ত্র শাস্ত্রের প্রতি বিলক্ষণ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় হিমালয় প্রদেশে ভ্রমণ সময়ে যখন ভজ্জি প্রদেশের রাণার দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়েন তখন রাণার গুরু সুখানন্দ ব্রহ্মচারী যিনি একজন তান্ত্রিক ছিলেন ও রামমোহন রায়ের একজন শিষ্য ছিলেন তিনি প্রধান আচার্য্য মহাশয়কে বলিয়াছিলেন যে "রামমোহন রায় অবধূত থা" ইহার অর্থ তন্ত্র শাস্ত্রে যে অবধূতের কথা উল্লেখ আছে সেই অবধূতই তিনি ছিলেন। ইহাতে প্রকাশিত হইতেছে যে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি রামমোহন রায়ের শ্রদ্ধা ছিল কিন্তু আবার এদিকে স্থবিরশ্রেষ্ঠ আনন্দ বাবু আমাকে যে সকল গল্প দিয়াছেন তাহাতে লিখিত আছে "এক দিবস অনেকে একত্রে বসিয়া কথোপকথন হইতেছিল এমত সময়ে এক ভট্টাচার্য্য আসিলেন। উহাঁর নিবাস পূর্ব্বাঞ্চলে। তাঁহার হস্তে একখানি পুস্তক দেওয়ানজী ব্রাহ্মণকে দেবতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ব্রাহ্মণ নমস্কার করিয়া বসিলেন। দেওয়ানজী জিজ্ঞাসা করিলেন দেবতা, আপনার হস্তে কি পুস্তক? ব্রাহ্মণ কহিলেন এক খানি তন্ত্র যাহা এদেশে প্রচলিত নাই। পরে ব্রাহ্মণ ঐ পুস্তক হইতে এক অধ্যায় পাঠ করিলেন। ক্ষণ কাল পরে, তিনি প্রস্থান করিলে দেওয়ানজী তৎক্ষণাৎ দ্বারবানকে ডাকিয়া কহিলেন যে এই ব্যক্তিকে আমার বাগানে আসিতে দিও না। আর কহিলেন যে মফস্বলের জমিদার লোকের মধ্যে অনেকে শাক্ত, মদ্য মাংসের বিধি যে সকল তন্ত্রে থাকে তাহা তাঁহাদিগের নিকট অতি আদরণীয়।" একস্থানে দেখিতেছি তন্ত্রের প্রতি রামমোহন রায়ের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল, আবার এই গল্পের দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে যে তাঁহার অশ্রদ্ধা ছিল। ইহার মীমাংসা কি? বোধ হয় ইহা এইরূপে মীমাংসিত হইতে পারে যে তন্ত্রশাস্ত্রে বিশেষতঃ মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে যে সকল উপদেশ আছে তাহার প্রতি রামমোহন রায়ের অতিশয় শ্রদ্ধা ছিল এবং স্বদেশীয়দিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের সময় তাহা আদরের সহিত ব্যাখ্যা করিতেন আর উক্ত শাস্ত্রে মদ্য মাংসের বিধি যেস্থলে আছে সেই সকল স্থানের প্রতি অশ্রদ্ধা ছিল.

রামমোহন রায়ের মনঃকল্পিত আদর্শ

ব্রাহ্মসমাজের জন্য পৃথিবী তখন প্রস্তুত ছিলেন না, এই জন্য ধর্ম্মপ্রচারের উল্লিখিত প্রণালী তিনি অবলম্বন করিয়া ছিলেন। এখনও তজ্জন্য পৃথিবী প্রস্তুত হয় নাই, এবং বহুকাল হইবেকও না। এখনও ভারতবর্ষের যে অবস্থা তাহাতে রামমোহন রায়ের প্রচার-প্রণালী আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি না। এখনও ভারতবর্ষের যে অবস্থা তাহাতে হিন্দু শাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক সম্পূর্ণ হিন্দু আকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা কর্ত্তব্য। আমি চিরকাল হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের কথা বলিয়া আসিতেছি। হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় যাও, দেখিবে দশলক্ষ লোক সমাগত, তখন বোধ হয় কোথায় বা ইংরাজী শিক্ষা কোথায় বা ব্রাহ্মসমাজ। হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক সম্পূর্ণ হিন্দু আকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার না করিলে ভারতবর্ষে উক্ত ধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে আমরা কখনই সুসিদ্ধি লাভ করিতে পারিব না।।

ধর্ম্ম বিষয়ে রামমোহন রায়ের মত যেমন বিশুদ্ধ ছিল তেমনি ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ও ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রবল ছিল। তিনি প্রত্যহ নিয়মিতরূপে ঈশ্বরোপাসনা করিতেন। এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ-সংস্থাপক রামমোহন রায় হইতে এখনকার কোন কোন ব্রাহ্ম উপদেশ গ্রহণ করিতে পারেন। রামরত্ন মুখোপাধ্যায় যিনি রামমোহন রায়ের পাচক ব্রাহ্মণ হইয়া তাঁহার সহিত বিলাত যাত্রা করেন এবং তৎপরে ডেপুটি কালেকটরের পদ প্রাপ্ত হয়েন তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে ঈশ্বরোপদেশ রামমোহন রায়ের দিবসের প্রথম কার্য্য ছিল। তিনি প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই ঈশ্বরোপাসনা করিতেন। যে সময়ে শুভ্রবসনা ঊষা পূর্ব্বদিকের আকাশে প্রকাশিত হয়েন, যে সময়ে মৃত্যুর প্রতিরূপ নিদ্রা হইতে মনুষ্য প্রথম জাগরিত হয়, যে সময়ে কালরূপী তিমিরের ক্রোড় হইতে মুক্তি লাভ করিয়া জগৎ নব জীবন প্রাপ্ত হয় সেই প্রাতে প্রশান্ত কালেই রামমোহন রায়ের উপাসনার সময় ছিল।

ক্রমশঃ।

THE EVIDENCE OF JESUS.

FROM THE REVD. CHARLES VOYSEY'S "THE SLING AND THE STONE."

(Continued from the Falgoon Number of this Journal.)

It must be noted here that Jesus was manufacturing fulfilment of prophecy, and with the Old Testament before him it was not difficult to contrive incidents in his own life to suit some circumstantial prediction. But, alas! for the ever-recurring difficulty—there is no getting rid of the context. Jerusalem was bidden by Zechariah to rejoice greatly over the destruction of Tyre, Sidon, and Philistea, and the utter triumph of Zion over all her enemies. Here are the words Zech IX. 8-10): "And I will encamp about mine house because of the army, because of him that passeth by, and because of him that returneth: and no oppressor shall pass through any more: for now have I seen with mine eyes. Rejoice greatly, O daughter of Zion; Shout, O daughter of Jerusalem; behold thy King cometh unto thee; he is just and having salvation; lonely and riding upon an ass and upon a colt the foal of an ass. And I will cut off the chariot from Jerusalem, and the battle bow shall be cut off; and he shall speak peace unto the heathen: and his dominion shall be even from sea to sea, and from the river even unto the ends of the earth." About forty years after the entry of Jesus into Jerusalem the city was sacked and destroyed by the Roman Army.

I must confess that it strikes me as something exceedingly childish, to go through the ceremony of riding into Jerusalem on an ass

just to set up an artificial correspondence with a chance passage in a prophecy relating altogether to quite different affairs. Whether it happened or not, I leave Christians to decide: but I should very much grieve if any Christ of mine were to condescend to any puerilities of this sort. It is like playing with sacred things, and it is not pleasant to dwell upon. I told you at first that I was afraid this "argument from prophecy" would turn out to be the worst enemy Christianity ever had.

As a pleasing contrast to the foregoing, I will now call your attention to a passage in which Jesus defends his claim to be called the Son of God (John X. 34-38.) The Jews had begun saying that they took up stones to hurl at Jesus, because being a man, he was making himself God. "Jesus answered them, Is it not written in your law, I said ye are gods? If he called them gods unto whom the word of the Lord came, and the Scripture cannot be broken, say ye of him whom the Father hath sanctified and sent into the world, thou blasphemest: because I said I am the Son of God?" Nothing can be plainer than this. Jesus bases his claim to be called the Son of God, without any impiety, on the ground that other men have been called "gods" in the Old Testament. Surely no one will refuse to recognise the justice and modesty of this claim, which we should be the first to admit. The passage here quoted is from Psalm LXXXII: "I have said ye are gods; and all of you are children of the most High. But ye shall die like men and fall like one of the princes." If Jesus were content to base his claim of Sonship to God solely on the common ground that all men are children of the most High as he here most certainly does, we fail to see how the Jews of his time could have founded upon it a charge of blasphemy; and if this charge was even made, it must have rested upon very different utterances, as e. g., his presumptuous assertion—"Before Abraham was, I am."

The author of the fourth Gospel is not always so fortunate in his record of Christ's sayings (John VI., 45): "It is written in the prophets, and they shall be all taught of God. Everyman, therefore, that hath heard and hath learned of the Father, cometh unto me." Here the Old Testament assertion, "they shall be all taught of God," carries not the slightest indication that they shall be taught of *Christ* but on the contrary implies that if they are taught of God they can not possibly want any other teacher. The evangelist seems to make Christ imply his own divinity by making him say, "Therefore every man" (so taught of God) "cometh unto me." The prophecy was spoken originally of the Jewish people exclusively (Isaiah liv. 13). It was the covenant specially made with the house of Israel (Jer XXXI. 33,34), and only by Micah foretold also of many nations who would come up to Zion for instruction. (Micah IV. 1,2). But as regards the Jews, they rejected Christ as a teacher: he himself reproached them with doing so, and weeping over Jerusalem, he denounced it in malediction, saying "Behold, your house is left unto you desolate." "He came unto his own and received him not." So that we see the prophecy did not and could not apply to Christ as the Divine teacher; and if it did, it has been utterly falsified by the events.

There is a group of minor allusions in this Gospel, in connection with the betrayal of Jesus by Judas, which ought not to be passed over in this section of our work (John XIII, 11, 18, 26). "I speak not of you all: I know whom I have chosen: but that the scripture may be fulfilled, He that *eateth bread with me* hath lifted up his heel against me. Now I tell you before it come, that when it is come to pass, ye may believe that I am he.' Then he announces that one of the twelve apostles should betray him. In answer to their anxious enquiries; "who is it?" he says, "He it is to whom I shall give a sop when I have dipped it; and when he had dipped the sop he gave it unto Judas Iscariot." The air of artificialness thrown over all this by the fourth evangelist reminds us of a similar want of genuineness in the story of the raising of Lazarus. In fact, we are as good as told that this was so designed by Jesus as a fulfilment of prophecy. It is said in the 11th verse, that "he knew who should betray him;" and he took the opportunity of pointing him out to the

rest of the apostles by the little ceremony of the sop, in order to fulfil an Old Testament prediction. But when we refer to the original prediction we find that the person indicated does not correspond to Judas at all; and that Jesus has been forced, as on another occasion. to alter the words of the original to make it applicable at all to his purpose.

Psalm XLI. : "I said, Lord, be merciful unto me : heal my soul, *for I have sinned against thee*" (words which the Christians would not like to apply to Christ). "Mine enemies speak evil of me. When, shall be die and his name perish ? All they that hate me whisper together against me : against me do they devsie mischief yea, mine own familiar friend whom I trusted, which *did eat of my bread*, hath lifted up his heel against me. But thou, Lord be merciful unto me, and raise me up that I may requite them." Was Judas really the familiar friend of Jesus, in whom Jesus trusted ? Was he not invariably mentioned with rebuke and suspicion the opposite of trust ? Already Jesus had called him "the Son of perdition;" and if he was God, Christ could not have trusted the man who, foreknown, would betray him to death. The words *who did eat of my bread*, refer manifestly to a dependent or member of the Psalmists' household, and would not suit the design of Jesus so well as his own new version of them. "*he that eateth bread with me*." The whole scene and dialogue are manifestly made up, and that by an evangelist who forgot, or did not know, that Jesus had prophesied *concerning this very Judas* that he "should sit on one of the twelve thrones in his new kingdom judging the twelve tribes of Israel." (See Matt. XIX. 28, and Luke XXII. 28-30.)

There is a great deal to be said about this Judas in connection with the Gospel naratives and the *Acts of the Apostles* which we have not time to state. It is, however, not generally known and therefore ought to be stated here, that all that long story about the potter's field is based upon a mistranslation of one word owing to the change of one letter. The Hebrew for potter is *hajotser*, but *hajotsar*, means the 'treasure-chest.' The latter is what the prophet doubtless meant in Zech XI. 4-14 : "And I took the thirty sheckels of silver, and threw them away in the house of Jehovah to the treasure chest." I will not here dilate on the utter inapplicability of the passage to Judas and to the closing incidents of his life ; this can all be found on pp. 476-478 of Dr. Kneuen's work. But it is to him that is owing the discovery of the mistranslation and substitution in the authorised version of the Old Testament of the word "potter" for "treasure chest" Of course all the New Testament romances built on the error are hereby completely blown away.

One more quotation I must make from the fourth Gospel, as illustrating the artificial and ungenuine character too often ascribed by its author to Jesus. As Jesus hung on the cross almost at his last hour, it is thus written of him ; "After this, Jesus knowing that all things were now accomplished, that the Scripture might be fulfilled saith I thirst Now there was set a vessel full of vinegar : and they filled a sponge with vinegar, and put it upon hyssop, and put it to his mouth." This is a supposed reference to Psalm lxix., in which these words occur, "They gave me also gall for my meat and my thirst they gave me vinegar to drink."

The evangelist here wants us to believe that the thirst was not natural but either feigned or supernatural, in order to accomplish another prophecy. It is poverbial that the loss of blood from wounds is accompanied by thirst. The battle plains, and those who know their horrors, bear sad witness to this physiological fact. So, unless Jesus were superhuman, he could not help being thirsty. Moreover it was a Roman custom to place by the cross a jar of sour wine, such as the soldiers themselves drank, for the relief of the thirst of the crucified ones. It was in order not to torment but to refresh them. But by reference to the Psalm, John wants us to regard it as adding insult to injury, like offering "gall for meat." Over and above all this artifice and fiction stands the fact that the psalm which an "inspired" writer says was quoted by a "Divine" man as a prophecy of himself, will not only not apply at all to his case, but if it did, no one would be more sorry than the Christians themselves. Here are a

few passages from it. "I am weary of crying, my throat is dried: mine eyes fail me while I wait for my God. O God, thou knowest my foolishness, *and my sins are not hid from thee* ...... Let not the water flood overflood me, neither let the deep swallow me up, and let not the pit shut her mouth upon me. ... ... Reproach hath broken my heart, and I am full of heaviness; and I looked for some to have pity, but there was none; and for comforters I found none. They gave me also gall for my meat; and in my thirst they gave me vinegar to drink. (and now comes a burst of vindictiveness and malediction): "Let their table become a snare before them, and that which should have been for their welfare, let it become a trap. Let their eyes be darkened that they see not; and make their loins continually to shake. Pour out thine indignation upon them, and let thy wrathful anger take hold on them ... ... For they prosecute him whom thou hast smitten; and they talk to the grief of those whom thou hast wounded. Add iniquity, and let them not come into thy righteousness. Let them be blotted out of the book of the living, and not be written with the righteous."

The evangelist who would make us believe that Jesus on the cross applied this psalm to himself has taken good care not to record those other words which in his last hours redeemed the martyr from the stain of all weakness, and shed eternal lustre on his name,—words which we never tire of hearing, words which it would be our highest honour to make the standard of our lives in every hour of persecution and under every sense of injury—"Father, forgive them, for they know not what they do."

ভ্রমসংশোধন।

গত আষাঢ় মাসের পত্রিকাতে "শারীরিক বল ও হিন্দু জাতি" নামক প্রস্তাবের শিরোভাগে যে শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা ছান্দোগ্যোপনিষদের সপ্তম প্রপাঠকের অষ্টম খণ্ডের প্রথম শ্লোক। বৃহদারণ্যকের শ্লোক নহে। এবং "বলং বাভ বিজ্ঞানোপিভুয়ঃ" এই স্থানে "বলং বাব বিজ্ঞানাদ্ভূয়ঃ" হইবে। তৎপরে "স যদাবলী ভবতি" ইহার পরে "অথোত্থাতা ভবতি" অংশটুকু যোজিত হইবে

আয় ব্যয়

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫১।

জ্যৈষ্ঠ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	...	৩৭৩৶ ৫
পূর্ব্বকার স্থিত		...	১৬৯৲
সমষ্টি	...	...	৫৪২৶ ৫
ব্যয়	...	...	৪১৪।/০
স্থিত	...	...	১২৭৸/ ৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ		৬।৵১৫
দান প্রাপ্তি।		
শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু		৪ ৶০
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়		১৸৶১৫
		৬।৴১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৮০।০
পুস্তকালয়	...	২১॥৶১০
যন্ত্রালয়	..	২০৭/১০
গচ্ছিত	...	৫৭॥৶১০
		৩৭৩৶৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	৮৭৸/৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা..		...	১১৮/৫
পুস্তকালয়	...	...	২০৸৶০
যন্ত্রালয়	...	...	১৩৮৶১০
গচ্ছিত	...	...	৪৯।০
সমষ্টি			৪১৪।/০

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

Registerd NO 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

দশম কল্প

দ্বিতীয় ভাগ

৫৪৫ সংখ্যা ভাদ্র ব্রাহ্মসম্বৎ ৫১ শক ১৮০২

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

দ্বিতীয় প্রপাঠকে অষ্টমঃ খণ্ডঃ।

অথ সপ্তবিধস্য বাচি সপ্তবিধং সামোপাসীত। যৎকিঞ্চ বাচোহুং ইতি সহিঙ্কারোযৎ প্রেতি সপ্রস্তাবোযদেতি স আদিঃ। ১

'অথ' অনন্তরং 'সপ্তবিধস্য' সমস্তস্য সাম্ন উপাসনং। 'বাচি' ইতি সপ্তমী 'সপ্তবিধং সাম উপাসীত' বাগ্দৃষ্টি বিশিষ্টং সপ্তবিধং সামোপাস্তেত্যর্থঃ। 'যৎ কিঞ্চ বাচঃ' শব্দস্য 'হুং ইতি' যোবিশেষঃ 'স হিঙ্কারঃ' হকার সামান্যাৎ। 'যৎ প্র ইতি' শব্দরূপং 'সঃ প্রস্তাবঃ' প্রসামান্যাৎ। 'যৎ আ ইতি' আকার সামান্যাৎ 'সঃ আদিঃ' আদিরিত্যোংকারঃ। ১

অনন্তর সপ্তবিধ সামের বিষয়। বাক্যেতে সাত প্রকার সামের উপাসনা করিবেক। যাহা কিছু বাক্যের হুং তাহা হিঙ্কার। যাহা 'প্র' তাহা প্রস্তাব। যাহা 'আ' তাহা আদি (ওঙ্কার)। ১

যদুদিতি সউদ্গীথোযৎ প্রতীতি স প্রতিহারোযদুপেতি সউপদ্রবোযন্নীতি তন্নিধনং। ২

'যৎ উৎ ইতি সঃ উদ্গীথঃ' উৎ পূর্ব্বত্বাদুদ্গীথস্য 'যৎ প্রতি ইতি সঃ প্রতিহারঃ' প্রতি সামান্যাৎ। 'যৎ উপ ইতি সঃ উপদ্রবঃ' উপোপক্রমত্বাদুপদ্রবস্য। 'যৎ নি ইতি তৎ নিধনং' নিশব্দসামান্যাৎ। ২

যাহা 'উৎ' তাহা উদ্গীথ। যাহা 'প্রতি' তাহা প্রতিহার। যাহা 'উপ' তাহা উপদ্রব। যাহা 'নি' তাহা নিধন। ২

দুগ্ধেঽস্মৈ বাগ্দোহং যোবাচোদোহোঽন্নবানন্নাদোভবতি যএতাদেবং বিদ্বান্ বাচি সপ্তবিধং সামোপাস্তে। ৩

'অস্মৈ' সাধকায় 'বাক্দোহং' 'দুগ্ধে' 'যঃ বাচঃ দোহঃ' 'অন্নবান্ অন্নাদঃ ভবতি' 'যঃ এতৎ এবং বিদ্বান্ বাচি সপ্তবিধং সাম উপাস্তে'। ৩

বাক্যের যাহা দুগ্ধ, বাক্য তাহা সাধকের জন্য দোহন করিল। যিনি এই প্রকার জানিয়া বাক্যেতে সাত প্রকার সামের উপাসনা করেন, তিনি অন্নবান্ এবং অন্নভোগী হন। ৩

নবমঃ খণ্ডঃ।

অথখল্বমুমাদিত্যং সপ্তবিধং সামোপাসীত। সর্ব্বদা সমস্তেন সাম মাং প্রতি মাং প্রতীতি সর্ব্বেণ সমস্তেন সাম। ১

'অথ' ইদানীং 'খলু' 'অমুং আদিত্যং সপ্তবিধং সাম উপাসীত'। 'সর্ব্বদা সমঃ' বৃদ্ধিক্ষয়াভাবাৎ 'তেন' হেতুনা সামাদিত্যঃ 'মাং প্রতি মাং প্রতি ইতি' তুল্যাং বুদ্ধিমুৎপাদয়তি, অতঃ 'সর্ব্বেণ সমঃ' অতঃ 'তেন সাম' সমত্বাদিত্যর্থঃ। ১

এক্ষণে সূর্য্যে সপ্ত প্রকার সামের উপাসনা করিবেক। সাম-আদিত্য সকলের প্রতি সমান।

সেই হেতু আমার প্রতি আমার প্রতি যেমন, তেমনি সেই আদিত্য সকলের প্রতি সমান। অতএব আদিত্যকে সাম বলা হয়। ১

বহু উচ্চে অবস্থিতি হেতু সূর্য্যকে যে যেখান হইতে দৃষ্টি করে, সে সেই স্থান হইতেই দেখে যে সূর্য্য তাহারই প্রতি কিরণ বিস্তার করিতেছে। সাম সকলেরই সমান স্তবনীয় এবং সকলেই ভাবে সাম তাহারই মঙ্গলদাতা; সুতরাং সাম ও সূর্য্য সমান। ১

তস্মিন্নিমানি সর্ব্বাণি ভূতান্যন্বায়ত্তানীতি বিদ্যাত্তস্য যৎপুরোদয়াৎ সহিঙ্কারস্তদস্য পশবোঽন্বায়ত্তাস্তস্মাত্তে হিঙ্কুর্ব্বন্তি। হিঙ্কারভাজিনোহ্যেতস্য সাম্নঃ। ২

'তস্মিন্' আদিত্যে 'ইমানি' বক্ষ্যমানানি 'সর্ব্বাণি ভূতানি অন্বায়ত্তানি' অনুগতান্যাদিত্যমুপজীব্যত্বেন 'ইতি বিদ্যাৎ'। 'তস্য' আদিত্যস্য 'যৎ পুরোদয়াৎ' 'সঃ হিঙ্কারঃ' যত্তস্য হিঙ্কারভক্তিরূপং 'তৎ' 'অস্য' আদিত্যস্য সাম্নঃ 'পশবঃ' গবাদয়ঃ 'অন্বায়ত্তাঃ' অনুগতাঃ। যস্মাদেবং 'তস্মাৎ' 'তে' পশবঃ প্রাগুদয়াৎ 'হিংকুর্ব্বন্তি'। 'হিঙ্কারভাজিনঃ হি এতস্য সাম্নঃ' আদিত্যাখ্যস্য সাম্নঃ হিঙ্কারভক্তিভজনশীলত্বাদ্ধি তে এবং বর্ত্তন্তে। ২

সেই আদিত্যে এই ভূত সকল অনুগত হইয়া রহিয়াছে। যাহা সেই সূর্য্যের উদয়ের পূর্ব্বকাল, তাহা হিঙ্কার। পশুরা তাহার অনুগত। সেই জন্য তাহারা হিং শব্দ করে। ইহারা এই সামের হিঙ্কার-ভক্তি-ভাগী। ২

অথ যৎপ্রথমোদিতে সপ্রস্তাবস্তদস্য মনুষ্যাঽন্বায়ত্তাস্তস্মাত্তে প্রস্তুতিকামাঃ প্রশংসাকামাঃ প্রস্তাবভাজিনোহ্যেতস্য সাম্নঃ। ৩

'অথ যৎ প্রথমে উদিতে' সবিতৃরূপং তদস্যাদিত্যাখ্যসাম্নঃ 'সঃ প্রস্তাবঃ' 'তৎ' 'অস্য' আদিত্যস্য সাম্নঃ 'মনুষ্যাঃ অন্বায়ত্তাঃ' অনুগতাঃ। 'তস্মাৎ তে প্রস্তুতিকামাঃ প্রশংসাকামাঃ' প্রস্তুতিং প্রশংসাং কাময়ন্তে। তস্মাৎ 'প্রস্তাবভাজিনঃ হি এতস্য সাম্নঃ' প্রস্তাবভক্তিভজনশীলত্বাদ্ধি তে এবং বর্ত্তন্তে। ৩

অনন্তর যাহা সূর্য্যের প্রথম উদয় কাল, তাহা প্রস্তাব। ইহাতে মনুষ্যেরা অনুগত হইয়া রহিয়াছে, এই জন্য তাহারা স্তুতি এবং প্রশংসার আকাঙ্ক্ষী। ইহারা এই সামের প্রস্তাবভক্তি-ভাগী। ৩

অথ যৎ সঙ্গববেলায়াং সআদিত্যস্তদস্য বয়াংস্যন্বায়ত্তানি তস্মাত্তান্যন্তরিক্ষেঽনারম্বণান্যাদায়াত্মানং পরিপতন্ত্যাদিভাজিনী হ্যেতস্য সাম্নঃ। ৪

'অথ' 'যৎ সঙ্গববেলায়াং' গবাং রশ্মীনাং সঙ্গমনং সঙ্গবোযস্যাং বেলায়াং গবাং বৎসৈঃ সহ সঙ্গববেলা তস্মিন্‌কালে যৎ সাবিত্রং রূপং 'সঃ আদিত্যঃ' আদির্ভক্তিবিশেষওঙ্কারঃ 'তৎ অস্য' 'বয়াংসি' পক্ষিণঃ 'অন্বায়ত্তানি'। যত এবং 'তস্মাৎ' 'তানি' বয়াংসি 'অন্তরিক্ষে' 'অনারম্বনানি' অনালম্বনানি 'আদায় আত্মানং' আত্মানমেবালম্বনত্বেন গৃহীত্বা 'পরিপতন্তি' গচ্ছন্তি। 'আদিভক্তি ভাজিনী হি এতস্য সাম্নঃ'। ৪

আর যাহা সঙ্গব বেলা, যখন বৎসের সহিত গো-সকল মাঠে যায়, তাহা আদি ভক্তি বিশেষ ওঙ্কার। পক্ষিরা ইহার অনুগত। সেই হেতু ইহারা আকাশে অবলম্বন ব্যতীত আপনাকে লইয়া উড়িয়া যায়। ইহারা এই সামের আদি-ভক্তি-ভাগী। ৪

অথ যৎসম্প্রতি মধ্যন্দিনে স উদ্গীথস্তদস্য দেবাঅন্বায়ত্তাস্তস্মাত্তে সত্তমাঃ প্রাজাপত্যানামুদ্গীথভাজিনোহ্যেতস্য সাম্নঃ। ৫

'অথ যৎ সম্প্রতি মধ্যন্দিনে' 'সঃ উদ্গীথঃ' উদ্গীথভক্তিঃ 'তৎ অস্য' 'দেবাঃ অন্বায়ত্তাঃ' দ্যোতনাতিশয়াত্তৎকালে। 'তস্মাৎ তে' 'সত্তমাঃ' বিশিষ্টতমাঃ 'প্রাজাপত্যানাং' প্রজাপত্যপত্যানাং। 'উদ্গীথভাজিনঃ হি এতস্য সাম্নঃ'। ৫

যাহা মধ্যাহ্নকাল তাহা উদ্গীথ, দেবতারা ইহার অনুগত। এই জন্য প্রজাপতির পুত্রদিগের মধ্যে ইহাঁরা শ্রেষ্ঠ। ইহাঁরা এই সামের উদ্গীথ-ভক্তি-ভাগী। ৫

অথ যদূর্দ্ধং মধ্যন্দিনাৎ প্রাগপরাহ্লাৎ স প্রতিহারস্তদস্য গর্ভাঅন্বায়ত্তাস্তস্মাত্তে প্রতিহৃতা নাবপদ্যন্তে। প্রতিহারভাজিনোহ্যেতস্য সাম্নঃ। ৬

'অথ যৎ ঊর্দ্ধং মধ্যন্দিনাৎ প্রাক্ অপরাহ্লাৎ' যদ্রূপং সবিতুঃ 'সঃ প্রতিহারঃ' 'তৎ অস্য 'গর্ভা অন্বায়ত্তাঃ' 'তস্মাৎ তে' সবিতুঃ প্রতিহারভক্তিরূপেণোর্দ্ধং 'প্রতিহৃতা' সন্তঃ 'ন অবপদ্যন্তে' নাধঃপতন্তি। যতঃ 'প্রতিহারভাজিনঃ হি এতস্য সাম্নঃ' গর্ভাঃ। ৬

আর যাহা মধ্যাহ্ন হইতে ঊর্দ্ধকাল ও অপরাহ্ন হইতে পূর্ব্বকাল, তাহা প্রতিহার। গর্ভ-সকল ইহার অনুগত। সেই হেতু তাহারা ঊর্দ্ধে আকৃষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয় না। ইহারা এই সামের প্রতিহার-ভক্তি-ভাগী। ৬

অথ যদূর্দ্ধমপরাহ্লাৎ প্রাগস্তময়াৎ স উপদ্রবস্তদস্যারণ্যাঅন্বায়ত্তাস্তস্মাত্তে পুরুষং দৃষ্ট্বা কক্ষং শ্বভ্রমিত্যুপদ্রবন্ত্যুপদ্রবভাজিনোহ্যেতস্য সাম্নঃ। ৭

'অথ যৎ ঊর্দ্ধং অপরাহ্লাৎ' 'প্রাক্ অস্তময়াৎ' 'সঃ উপদ্রবঃ' উপদ্রবোভক্তিঃ 'তৎ অস্য' 'আরণ্যাঃ' পশবঃ 'অন্বায়ত্তাঃ' 'তস্মাৎ তে' 'পুরুষং দৃষ্ট্বা' ভীতাঃ 'কক্ষং' অরণ্যং 'শ্বভ্রং' গর্ত্তং 'ইতি উপদ্রবন্তি' উপগচ্ছন্তি 'উপদ্রবভাজিনঃ হি এতস্য সাম্নঃ'। ৭

আর যাহা অপরাহ্নের পর এবং অস্তগমনের পূর্ব্বকাল, তাহা উপদ্রব। আরণ্য পশুরা ইহার অনুগত। এই জন্য ইহারা মনুষ্য দেখিলে বনে এবং গর্ত্তেতে দৌড়িয়া পলাইয়া যায়। ইহারা এই সামের উপদ্রব-ভক্তি-ভাগী। ৭

অথ যৎ প্রথমাস্তমিতে তন্নিধনং তদস্য পিতরোহন্বায়ত্তাস্তস্মাত্তান্নিদধতি নিধনভাজিনোহ্যেতস্য সাম্নঃ। এবং খল্বমুমাদিত্যং সপ্তবিধং সামোপাস্তে। ৮

'অথ' যৎ প্রথমে অস্তমিতে অদর্শনং জিগমিষতি সবিতরি 'তৎ নিধনং' 'তৎ অস্য পিতরঃ অন্বায়ত্তাঃ' 'তস্মাৎ তান্ নিদধতি' পিতৃপিতামহরূপেণ দর্ভেষু নিক্ষিপন্তি তাংস্তদর্থপিণ্ডান্ স্থাপয়ন্তি। নিধন সম্বন্ধাৎ 'নিধনভাজিনঃ হি এতস্য সাম্নঃ' পিতরঃ। 'এবং' অবয়বশঃ সপ্তধা বিভক্তং 'খলু' 'অমুং আদিত্যং সপ্তবিধং সাম উপাস্তে'। ৮

আর অস্তগমনের যে প্রথম কাল, তাহা নিধন। পিতৃলোকেরা ইহার অনুগত, সেই জন্য তাঁহারদিগকে পিণ্ডদান করে। ইঁহারা এই সামের নিধনভক্তি-ভাগী। এই প্রকারে ঐ সূর্য্যে সপ্তবিধ সাম উপাসনা করিবেক। ৮

দশমঃ খণ্ডঃ।

অথ খল্বাত্মসম্মিতমতিমৃত্যু সপ্তবিধং সামোপাসীত। হিঙ্কার ইতি ত্র্যক্ষরং প্রস্তাব ইতি ত্র্যক্ষরং তৎসমং। ১

'অথ খলু' অনন্তরং 'আত্মসম্মিতং' পরমাত্মতুল্যতয়া সম্মিতং 'অতিমৃত্যু' মৃত্যুজয়হেতুত্বাৎ 'সপ্তবিধং সাম উপাসীত'। সাম্নঃ সপ্তবিধং ভক্তিনামাক্ষরাণি সমাহৃত্য ত্রিভিস্ত্রিভিঃ সমতয়া সামত্বং পরিকল্প্যোপাস্যত্বেনোচ্যতে। তদুপাসনং মৃত্যুগোচরাক্ষরসঙ্খ্যাসামান্যেন মৃত্যুং প্রাপ্য তদতিরিক্তাক্ষরেণ তস্যাদিত্যমৃত্যোরতিক্রমণায়ৈব সঙ্ক্রমণং কল্পয়তি। 'হিঙ্কারঃ ইতি ত্র্যক্ষরং' 'প্রস্তাবঃ ইতি ত্র্যক্ষরং' 'তৎসমং'। ১

অতঃপর পরমাত্মার উপাসনার ন্যায় মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার জন্য সপ্ত প্রকারে সামের উপাসনা করিবেক। হিঙ্কার তিন অক্ষর বিশিষ্ট, প্রস্তাব তিন অক্ষর বিশিষ্ট, অতএব উভয়ে সমান। ১

আদিরিতি দ্ব্যক্ষরং প্রতিহার ইতি চতুরক্ষরং। তত ইহৈকং তৎসমং। ২

'আদিঃ' ওঙ্কারঃ 'ইতি দ্ব্যক্ষরং' 'প্রতিহারঃ ইতি চতুরক্ষরং' 'ততঃ ইহ একং' অক্ষরং অবচ্ছিদ্যাদ্যক্ষরয়োঃ প্রক্ষিপ্যতে তেন 'তৎ সমং' ভবতি। ২

আদি দুই অক্ষর বিশিষ্ট, প্রতিহার চারি অক্ষর বিশিষ্ট। আদিতে প্রতিহার হইতে এক অক্ষর সংযোগ করিলে উভয়ে সমান হয়। ২

উদ্গীথ ইতি ত্র্যক্ষরমুপদ্রব ইতি চতুরক্ষরং ত্রিভিস্ত্রিভিঃ সমং ভবত্যক্ষরমতিশিষ্যতে। ত্র্যক্ষরং তৎসমং। ৩

'উদ্গীথঃ ইতি ত্র্যক্ষরং' 'উপদ্রবঃ ইতি চতুরক্ষরং' 'ত্রিভিঃ ত্রিভিঃ সমং ভবতি' 'অক্ষরং' 'অতিশিষ্যতে' অতিরিচ্যতে। তেন বৈষম্যে প্রাপ্তে সাম্নঃ সমত্বকরণায়াহ। তদেকমপি সদক্ষরমিতি ত্র্যক্ষরমেব ভবতি। 'ত্র্যক্ষরং তৎসমং'। ৩

উদ্গীথ তিন অক্ষর বিশিষ্ট, উপদ্রব চারি অক্ষর বিশিষ্ট, তিনে তিনে সমান হইয়া এক অক্ষর অতিরিক্ত হয়। এই এক অক্ষরকেও তিন অক্ষর গণিয়া তাহার সমান। ৩

নিধনমিতি ত্র্যক্ষরং তৎসমমেব ভবতি। তানি হবা এতানি দ্বাবিংশতিরক্ষরাণি। ৪

'নিধনং ইতি ত্র্যক্ষরং তৎসমং এব ভবতি' 'তানি

হ বৈ এতানি' সপ্তভক্তি নামাক্ষরাণি 'দ্বাবিংশতিঃ অক্ষরাণি'। ৪

নিধনও তিন অক্ষর বিশিষ্ট, অতএব তাহা তাহার সমানই হয়। এই সকল গুলি সমুদায়ে বাইশ অক্ষর। ৪

একবিংশত্যাদিত্যমাপ্নোত্যেকবিংশো-বাইতোঽসাবাদিত্যোদ্বাবিংশেন পরমাদিত্যা জ্জয়তি তন্নাকং তদ্বিশোকং। ৫

তত্র 'একবিংশত্যা' অক্ষরসঙ্খ্যয়া 'আদিত্যং' মৃত্যুং 'আপ্নোতি'। যস্মাৎ 'একবিংশঃ' 'বৈ' 'ইতঃ' অস্মাল্লোকাৎ অসৌ আদিত্যঃ'। দ্বাদশ মাসাঃ পঞ্চর্ত্তবস্ত্রয় ইমে লোকাঅসাবাদিত্যএকবিংশইতি শ্রুতেঃ। 'দ্বাবিংশেন' অক্ষরেণ 'পরং' মৃত্যোঃ 'আদিত্যাৎ জয়তি' আপ্নোতীত্যর্থঃ। 'তৎ' 'নাকং' কমিতি সুখং তস্য প্রতিষেধোঽকং তন্ন ভবতীত্যর্থঃ নাকং কমেবেত্যর্থঃ। 'তৎ' 'বিশোকং' বিগতশোকং মানসদুঃখরহিতমিত্যর্থঃ। ৫

একবিংশ অক্ষরে আদিত্যকে প্রাপ্ত হয়। এই পৃথিবী হইতে সূর্য্যকে লইয়া দ্বাদশ মাস, পঞ্চ ঋতু, তিন লোক গণনা করিলে একবিংশ অক্ষর হয়। সাধক দ্বাবিংশ অক্ষরে আদিত্য-হইতে উৎকৃষ্ট লোককে জয় করে। তাহা স্বর্গ, তাহাই বিশোক। ৫

আপ্নোতীহাদিত্যস্য জয়ং পরোহাস্যাদিত্যজয়াজ্জয়ো ভবতি যএতদেবং বিদ্বানাত্মসম্মিতমতিমৃত্যু সপ্তবিধং সামোপাস্তে সামোপাস্তে। ৬

সঃ 'ইহ' এক বিংশতি সংখ্যয়া 'আদিত্যস্য জয়ং' 'আপ্নোতি'। 'ত' 'অস্য' এবং বিদঃ 'আদিত্যজয়াৎ' মৃত্যুগোচরাৎ পরঃ 'জয়ঃ ভবতি' 'যঃ এতৎ এবং বিদ্বান্ আত্মসম্মিতং অতিমৃত্যু সপ্তবিধং সাম উপাস্তে' 'সাম উপাস্তে'। ৬

যিনি এইরূপ জানিয়া পরমাত্মার উপাসনার ন্যায় অতিমৃত্যু সপ্তবিধ সামের উপাসনা করেন তিনি এখানে আদিত্যের জয় প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার আদিত্য-জয় হইতেও উৎকৃষ্ট জয় লাভ হয়। ৬

ভবানীপুর অষ্টাবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

৯ই আষাঢ়, মঙ্গলবার।

১৮০২ শক।

পরব্রহ্মই আর্য্য জাতির উপাস্য দেবতা।

অরূপী অশরীরী অতীন্দ্রিয় পরব্রহ্মই আর্য্য-জাতির উপাস্য দেবতা। তাঁহারই পূজার্চ্চনা, ধ্যান ধারণাই আর্য্য-জাতির মুখ্য কর্ম্ম ও প্রধান ধর্ম্ম। আর্য্য-সমাজ-প্রচলিত যে সমস্ত নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কাণ্ড এবং আর্য্য-কুল-আচরিত যত প্রকার ব্যক্তিগত সংস্কার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে সাবিত্রী-উপদেশ—ব্রহ্ম-মন্ত্র-দীক্ষাই সর্ব্ব প্রধান। যদিও দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে নানা কারণে দুর্ব্বল অধিকারীদিগের নিমিত্ত তেত্রিশ কোটি বা ততোধিক দেব দেবীর পূজার্চ্চনা হিন্দু সমাজ মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু সেই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক পূজ্যপাদ ঋষিগণ যাঁহারা বিবিধ কৌশলে লোক সাধারণকে নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত রাখিবার জন্য অরূপী, অনির্ব্বচনীয় সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের রূপাদি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেক মহর্ষির হৃদয়-সম্ভূত এই স্বাভাবিক সরল সত্য প্রার্থনা-বাক্য শ্রবণ কর, যে এককালে তাঁহাদের উদ্দেশ্য অভিপ্রায় অবগত হইয়া ভারত পুরাণাদি প্রণয়নের মর্ম্ম-ভেদে সমর্থ হইবে।

রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতোধ্যানেন যদ্বর্ণিতং
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতোযত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং ভগবন্ যদজ্ঞানতয়া দোষত্রয়ং মৎকৃতং॥

হে রূপহীন অনির্ব্বচনীয় সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর! ধ্যান দ্বারা যে তোমার নানা রূপ বর্ণনা করিয়াছি, হে অখিল-গুরো! স্তব-স্তুতি দ্বারা তোমার যে অনির্ব্বচনীয়

স্বরূপের খর্ব্বতা করিয়াছি, তীর্থ-যাত্রাদির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া যে তোমার সর্ব্বব্যাপিত্বের বিনাশ করিয়াছি,হে ভগবন্! আমার অজ্ঞানকৃত এই দোষত্রয় তুমি মার্জ্জনা কর।

শুদ্ধ একটীমাত্র ঋষিবাক্য কেন, সমুদায় বেদ-বেদান্ত, পুরাণ-তন্ত্র প্রভৃতি সকল ধর্ম্মগ্রন্থই ব্রহ্মোপাসনারই প্রাধান্য, ব্রহ্মপূজারই ফলাধিক্য একবাক্যে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থ উদ্ঘাটন করা যায়, ব্রহ্মসাধনই যে প্রকৃত-সাধন, ব্রহ্মপূজাই যে গতি-মুক্তির অব্যর্থ কারণ, তাহা সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে। উপনিষৎ পাঠ কর, দেখিতে পাইবে "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত" পরমাত্মাকেই প্রিয় রূপে উপাসনা করিবে, এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রাচীনতম মনু-স্মৃতি অধ্যয়ন কর

"উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ"

"যাঁহাতে আত্মা প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে, তিনিই পরম উপাস্য পরব্রহ্ম" ইহাই দেখিতে পাইবে। পুরাণ পাঠে প্রবৃত্ত হও, বেদ-বেদান্ত প্রতিপাদ্য সেই এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের ন্যায় "একবিষ্ণোর্ণ দ্বিতীয়ম্" সেই সর্ব্বব্যাপী পুরুষ এক, তাঁহার আর দ্বিতীয় নাই, ইহাই পঠিত হইবে। তন্ত্র উদ্ঘাটন কর

"ব্রহ্মনিষ্ঠোগৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ"

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ হইবেন, যে কোন কর্ম্ম করুন তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন, এই অনুশাসনই পরিদৃষ্ট হইবে। আর্য্য-সমাজ-প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানও এই সকল বাক্যের যাথার্থ সপ্রমাণ করিতেছে।

হিন্দুসমাজ মধ্যে দশবিধ সংস্কার প্রবর্ত্তিত থাকিলেও জাতকর্ম্ম, নামকরণাদি পিতা মাতা প্রভৃতি অন্য ব্যক্তি দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, উপনয়ন ও দীক্ষাই আর্য্য সন্তানের প্রধান অনুষ্ঠেয় ও প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ইহাতে আর প্রতিনিধিত্ব নাই। ব্রহ্মজিজ্ঞাসু শিশুকে স্বয়ংই আচার্য্য-সন্নিধানে উপনীত হইতে হয়, স্বয়ং দীক্ষা-প্রার্থী হইয়া ব্রহ্ম-মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হয়। ব্রহ্মসাধনই প্রকৃত সাধন, ব্রহ্মপূজাই গতি-মুক্তির অদ্বিতীয় কারণ বলিয়াই গর্ভাষ্টম বা অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রম হইলেই আর্য্য সন্তানকে উপনয়ন ও সাবিত্রী দীক্ষা দিবার অনুশাসন ভারত-প্রচলিত কি প্রাচীন, কি নব্য, সকল স্মৃতি-শাস্ত্রেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। দুরূহ ব্রহ্মবিদ্যা যদি ভারতের সর্ব্বস্ব ধন ও সার সম্পত্তি না হইবে, তাহা হইলে সুকুমারমতি দুগ্ধ-পোষ্য শিশুর প্রতি ব্রহ্মচর্য্য ধারণ পূর্ব্বক উপনয়নানন্তর গুরু-গৃহে বাস ও দীর্ঘ-কাল-ব্যাপী বেদ-বেদান্ত অধ্যয়নের ব্যবস্থা কেন প্রদত্ত হইবে? পরব্রহ্মই যদি আর্য্য-কুলের উপাস্য দেবতা না হইবেন, তাহা হইলে প্রাসাদ-নিবাসী রাজকুমার হইতে পর্ণকুটীরস্থিত দরিদ্র সন্তানের প্রতি অবস্থা নির্ব্বিশেষে কেন এই দুর্নিবার্য্য বিধি প্রদত্ত হইবে?

উপনয়নানন্তর যে ব্রহ্মমন্ত্রেই দীক্ষিত হইতে হয়, পরব্রহ্মকেই যে পরম উপাস্য দেবতা-রূপে জানিয়া ত্রিকালীন তাঁহার ধ্যান-ধারণা করিতে হয়, ইহার প্রতি কাহারও সন্দিহান হইবার কোন কারণ নাই। যদিও বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুসমাজে সামান্যতঃ যাজক-যজমানদিগের মধ্যে অনেকেই মন্ত্রার্থ অবগত না থাকুন কিন্তু একটু যত্ন-চেষ্টা করিয়া দেখিলেই, তাহা সহজে সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা। যে কর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি সাধারণতঃ হিন্দুসমাজ মধ্যে প্রচলিত আছে এবং যাহা অবলম্বন করিয়া এদেশের সং-

ষ্কার-কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, তদন্তর্গত উপনয়ন-ক্রিয়ার সার মন্ত্র পাঠ করিয়া দেখ, আচার্য্য মানবক, ব্রহ্মচারী ও গুরু, পরস্পরের বাক্যার্থ অবগত হও, দেখিতে পাইবে যে ব্রহ্মবিদ্যা-শিক্ষা, ব্রহ্ম-মন্ত্র দীক্ষা ভিন্ন তাহাতে সার বাক্য আর কিছুই নাই। মানবক ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিয়া আচার্য্য-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, আচার্য্যকে সম্বোধন করত এই বলিয়া থাকেন যে, হে ভগবন্! "ব্রহ্মচর্য্যমাগামুপমানয়স্ব" "আমি ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিয়াছি, আমাকে উপনীত কর।" আচার্য্য তাঁহার পরিচয় গ্রহণ করিয়া, অপর ব্রহ্মবাদীদিগের অনুমতি লইয়া, এই মন্ত্রে তাঁহাকে উপনীত করিয়া থাকেন যে "দেবায় ত্বা সবিত্রে পরিদদামি" জগৎপ্রসবিতা পরম দেবতাকে তোমায় অর্পণ করিতেছি। তুমি সাবিত্রী উপদেশ ও ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণ কর। "আমি যাহা বলি, তুমি তাহা আমার পরে পরে বল।"

উপনয়ন দ্বারা মনুষ্য, বিষয়ের অতীত তত্ত্ব অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়, সাবিত্রী-দীক্ষা দ্বারা তাহার আত্মা সংস্কৃত হয় এবং সে আত্মোন্নতি-লাভের উচ্চতর মহত্তর সোপান প্রাপ্ত হইয়া দেবগম্য পথে আরোহণ করিতে থাকে, এই কারণেই উপনয়ন ও সাবিত্রী দীক্ষা হইতেই মনুষ্য দ্বিজ নামে আখ্যাত হয়। "ওঁ আচার্য্যাধীনোবেদমধীস্ব" তুমি আচার্য্য-অধীনে থাকিয়া বেদ অধ্যয়ন কর। "মা দিবাস্বাপ্সীঃ" বালক-সুলভ দিবা নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া—নিরলস হইয়া ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হও। ইহাই উপনয়ন-সংস্কারের সার মন্ত্র।

পুরাকালে এই শৈশবাবস্থা হইতেই—ব্রহ্মবিদ্যার শিক্ষা হইত, বাল্যকাল হইতেই পরব্রহ্মের ধ্যান-ধারণার অভ্যাস হইত বলিয়াই, পরব্রহ্ম, ভারতবাসিদিগের সর্ব্বস্ব-ধন হইয়াছিলেন। ব্রহ্ম-জ্ঞান, প্রস্তর-খোদিত রেখার ন্যায় ব্রহ্মবাদিদিগের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া থাকিত। ব্রহ্মসাধন বাল্য-সংস্কারের ন্যায় সকলের হৃদয়ে চিরজীবন দীপ্তি পাইত। ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অকালে উদ্যাপিত হইত না। এখন এই রত্ন-ভাণ্ডার ভারত-ভূমি, যেমন রত্নশূন্য হইয়া দারিদ্র-দুঃখে অবসন্ন হইয়াছে, তেমনি আর্য্য-সমাজও বহুবিধ ধর্ম্ম-বন্ধন ও ধর্ম্ম নিয়ম-ভ্রষ্ট হইয়া, বালুকণার ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে। রত্নশূন্য আকরের ন্যায় আর্য্য-সমাজের সারগর্ভ কল্যাণ-প্রদ আচার-ব্যবহার, নিয়ম-পদ্ধতি সকল, জীবন-শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। যে দুই চারিটী সদাচার ও সুপ্রণালী এখনও পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজ-মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহাও আকর-নিক্ষিপ্ত মলযুক্ত রত্নের ন্যায় বহু জঞ্জাল-আচ্ছাদিত থাকিয়া দীপ্তি-শূন্য হইয়া রহিয়াছে।

পুরাকালের ন্যায় এখন আর আর্য্য-সমাজে ধর্ম্ম-শিক্ষার জীবন্ত প্রণালী দৃষ্ট হয় না। এখন সেই আর্য্য-সন্তান মাত্রেরই অবশ্য-কর্ত্তব্য, নিতান্ত পরিজ্ঞেয় তত্ত্ব সকল, কেবল নিয়ম-মাত্রেই বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সেই যুগ-সাধ্য শিক্ষা-সাধন এখন প্রহর-সেব্য হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাংই পুণ্য ভূমি ভারতবর্ষে এখন লোকসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মানুরাগ, ঈশ্বর-নিষ্ঠা, পরলোক-দৃষ্টি ক্রমে মন্দীভূত হইয়া পড়িতেছে। বর্ত্তমান সময়ে নানা কারণে এখন ধর্ম্মগ্রন্থের অভাব নাই, ধর্ম্মতত্ত্ব-উদ্ভেদ-উপযোগী বিদ্যা বুদ্ধিরও অপ্রতুলতা নাই। এখন সেই অরণ্যের ব্রহ্মবিদ্যা নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে সুপ্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। এখন সেই গিরিগুহা-বন-উপবন-নিনাদিত সুধাময় ব্রহ্মবীজ ওঁকার-শব্দ গৃহে গৃহে উচ্চারিত হইতেছে, এখন সেই সম্প্রদায়-বদ্ধ ব্রহ্ম-

সাধন, সকলেরই জন্য প্রমুক্ত হইয়াছে, অথচ কেন আমরা ব্রহ্ম-সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারি না? কেন আমারদের আমরণ-প্রতিপাল্য ব্রহ্মচর্য্য অকালে উদ্‌যাপিত হইয়া যায়? কেন এই মর্ত্ত্য লোকেই আমারদের অনন্তকাল-সেব্য ব্রহ্মোপাসনা বাল্য-ক্রীড়ার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী হইয়া পড়ে? কেবল সাধনের অভাবে, শিক্ষার অসদ্ভাবেই আমারদিগের এই বিষমতর দুর্গতি—এই শোচনীয় অবনতি হইতেছে।

যাঁহারা আর্য্য-সমাজের নেতা নিয়ন্তা, শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু, তাঁহারাই যখন ব্রহ্ম-বিদ্যায়—ব্রহ্ম-জ্ঞানে সুশিক্ষিত ও ব্যুৎপন্ন হইতে পারেন না, তখন তাঁহারদের অনুগত জনের যে অধিকতর দুর্গতি ও অধোগতি হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? তাঁহারা আপনারাই যখন ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভের সোপান-চক্র ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া ঘূর্ণিত হইতেছেন, তখন আর শিষ্য-সেবকগণ কি প্রকারে তাহা অতিক্রম করিয়া নির্ব্বিবাদে উচ্চতম গম্য ভূমিতে উত্থিত হইবেন? নদীর প্রবাহ যেমন সহজেই সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হয়, তেমনি মনুষ্যের আত্মার স্বাভাবিক গতি ও স্বাভাবিক নির্ভর ঈশ্বরেরই প্রতি, সেই জন্যই নগর উপনগর, গ্রাম-পল্লী সকল স্থানেই সরল-স্বভাব শিক্ষিত যুবকদল, বিদ্যাবুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই যৌবনের প্রারম্ভে ব্রহ্মোপাসনায় ও ব্রহ্ম-জ্ঞান উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা উপযুক্ত নেতা ও উপদেষ্টার অভাবে শিক্ষা সাধনের প্রকৃত স্থল লাভে বঞ্চিত হইয়া, ক্ষুধার উপযুক্ত অন্ন, তৃষ্ণার উপযোগী পানীয় প্রাপ্ত না হওয়াতে আর অধিক কাল দণ্ডায়মান থাকিতে পারেন না। যাঁহারা নিতান্ত অকৃত্রিম-ধর্ম্ম-[illegible] ও ঈশ্বর-পিপাসু তাঁহারদের মধ্যেই দুই চারি জন আত্ম-প্রভাবে, দেবপ্রসাদে অভিলষিত তত্ত্ব-লাভে দৃঢ়ব্রত হইয়া ক্রমে উচ্চতর সোপানে উত্থিত হয়েন; আর যাঁহারা দুর্ব্বল ও অসহিষ্ণু বা অনুকারী তাঁহারা কিছুকাল কতকগুলি শব্দ মাত্র অভ্যাস করিয়া সেই চর্ব্বিত চর্ব্বণে অতৃপ্ত ও বীতস্পৃহ হইয়া ক্রমে অধস্তন সোপানে অবতরণ করিতে থাকেন। যাঁহারা নিতান্ত মন্দভাগ্য, তাঁহারা এককালে ধর্ম্ম ঈশ্বরের নামগন্ধ বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া ঘোর নাস্তিক হইয়া পড়েন। যাঁহারা সবল, তাঁহারদের তো কথাই নাই; যাঁহারা দুর্ব্বল, তাঁহারদের এই বেদ বাক্য স্মরণে রাখিয়া ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত যে "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" এই যে পরমাত্মা, ইনি হীনবলদিগের দ্বারা লব্ধ হয়েন না।" ব্রহ্ম-সাধনে প্রবৃত্ত হইতে গেলে শারীরিক বল, মানসিক দৃঢ়তা এবং আত্মার একাগ্রতা নিতান্ত প্রয়োজন। এই সকলের অসদ্ভাবে কেবল শব্দমাত্র অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম-লাভের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে গেলেই সাধককে সামান্যতেই নিরাশ হইতে দেখা যায়। জ্ঞানের অভাবে, অনুসন্ধানের অসদ্ভাবেই অত্যল্প কাল মধ্যেই বাক্য ও বক্তা পুরাতন হইয়া পড়ে, সুতরাং তাঁহার হৃদয়ের সদ্ভাব উচ্ছ্বাস এবং কৌতূহল-স্পৃহা স্থগিত হইয়া যায়; তিনি সমাজ-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বিষয়-কোলাহল মধ্যে নিপতিত হয়েন। তিনি আপনি অধঃপতিত হইয়াই নিরস্ত হয়েন না, অন্যকেও আপনার সহযোগী করিয়া লইবার জন্য যত্ন চেষ্টা করিতে থাকেন। তাঁহার আপনার দুর্ব্বলতা, আপনার অজ্ঞানান্ধতা জন্য কুণ্ঠিত হওয়া দূরে থাকুক, তিনি এককালে ধর্ম্মদ্রোহী, ঈশ্বর-বিদ্রোহী হইয়া সমস্ত জনসমাজের—সমগ্র পৃথিবীর ঘোর অনিষ্ট চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া মহাপাতকী হইয়া পড়েন।

প্রগাঢ় মেধা, ঐকান্তিক নিষ্ঠার অভাবে পুরাতন শব্দেতে তাঁহার বিতৃষ্ণা ও বিরাগ উপস্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং তিনি সেই শব্দের প্রতিপাদ্য বিষয়ের অভিনবত্ব, মহত্ত্ব এবং অমৃতত্ত্ব চিন্তা বা আস্বাদন করিতে সমর্থ হয়েন না। তাঁহার চিত্ত সেই অনন্ত অনির্ব্বচনীয় তত্ত্ব অনুসন্ধানে সুপটু হইলে অনন্ত জীবন তাহাতে তিনি মুগ্ধ হইয়া থাকিতেন। হৃদয়-মন-আত্মার সমুদায় বলবুদ্ধি-শক্তি নিয়োগ করিলেও তাহার গাম্ভীর্য্য পরিমাণ করিতে সমর্থ হইতেন না।

শব্দই পুরাতন হইতে পারে, শব্দের প্রতিপাদ্য বিষয় কদাচ পুরাতন হয় না। মাতৃশব্দ যারপর নাই প্রাচীনতম, কিন্তু তাই বলিয়া মাতা কদাচ পুরাতন হয়েন না। মাতৃস্নেহ প্রতিদিনই নূতন, মাতৃস্নেহ প্রতি-মূহূর্ত্তেই নবতর বেশ ধারণ করিয়া আমারদের শরীর-মন-আত্মাকে পরিতৃপ্ত করে—আমারদের শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতিকে নূতন ভাবে উদ্দীপ্ত করিয়া দেয়। জ্ঞানীর চক্ষে, প্রেমিকের সন্নিধানে, জড় উদ্ভিদপ্রাণী, নদ-নদী-সমুদ্র, পর্ব্বত অরণ্য, রবি-শশী তারা কিছুই পুরাতন হয় না। ইহারা প্রাচীন-পুরাতন হইলেও ভাবুকের নিকটে, কবির প্রেম-বিস্ফারিত চক্ষুর সমক্ষে সকলই নিত্য নূতন ভাবে প্রকাশ পাইতে থাকে। ভূলোক-দ্যুলোক পুরাতন হইলে পৃথিবীতে একবার ভিন্ন আর কাব্য অলঙ্কার, সাহিত্য-বিজ্ঞান প্রভৃতি সমদ্ভূত হইত না। যুগে যুগে কদাচ জ্ঞানী প্রেমী এবং মর্ত্ত্যের উজ্জ্বল ভূষণ স্বরূপ ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণেরও আবির্ভাব দেখা যাইত না। হৃদয়ই নীরস হইতে পারে, চিত্তই অনুরাগ ও উৎসাহ-শূন্য হইবার সম্ভাবনা, ঈশ্বরের সৃষ্টি চির কালই নবতর কল্যাণতর রস-পূর্ণ, ভাব-পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার ভাণ্ডার চিরদিনই অশেষ তত্ত্ব-রত্নে শোভমান্, তিনি অনন্তকালই পূর্ণ সত্যে, পূর্ণ জ্ঞানে, পূর্ণ মঙ্গলে, পূর্ণ মহিমাতে দীপ্তি পাইতেছেন। যে শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ একনিষ্ঠ সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে দেখিবার জন্য লালায়িত হন, তিনিই তাঁহার দর্শন-লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়েন। "দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।" শোভা-সৌন্দর্য্য-পূর্ণ কুসুমরাজির চারিদিকে ঘূর্ণিত হইলে কি হইবে? মধু-লিপ্সু ভ্রমরের ন্যায় সুকৌশল-সম্পন্ন পুষ্পের অভ্যন্তরে প্রবেশ কর, যে ঈশ্বরের অনুপম জ্ঞান-প্রেমামৃত পান করত চিরমুগ্ধ হইয়া পড়িবে। পথিকের ন্যায় উদাসীন ভাবে ভ্রমণ করিলে কি ফল লাভ হইবে? জ্ঞান-তৃষ্ণায় আকুল হইয়া পর্ব্বত-আকরে গমন কর, সেই কঠোর পাষাণ-স্তূপ ভেদ করিয়া যে কত শত জ্ঞানের উৎস উৎসারিত হইতেছে, দেখিয়া কৃতার্থ হইবে; সেই অন্ধতম ভূগর্ভ্তে যে কত সত্য মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে সন্দর্শন করিয়া তোমার নীরস হৃদয় প্রেমানন্দে বিগলিত হইয়া যাইবে। একবার বাহ্য আবরণ, জড় যবনিকা উত্তোলন করিয়া ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ কর, যে সেই পূর্ণ পুরুষের অনুপম অপ্রতিম সৌন্দর্য্য তোমার হৃদয়মন-আত্মাকে চিরমুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারে কি না, তাহা প্রত্যক্ষ বুঝিতে পারিবে। তখন সেই প্রাচীন বৈদিক কালের ব্রহ্মজিজ্ঞাসু শিষ্যের প্রতি আচার্য্য, ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, এই পুরাতন উপদেশ বাক্যের তাৎপর্য্য বোধে সমর্থ হইবে; "সভগবঃ কস্মিন্

স্বে মহিম্নি" শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন? আচার্য্য উত্তর করিলেন, তিনি আপনার মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন।

জড় তোমার সম্ভজনীয় বাক্য তোমার উপাস্য নহে। জড়ের স্রষ্টা, বাক্যের প্রতিপাদ্য পুরুষই তোমার আত্মার অনন্ত জীবনের উপজীবিকা। লক্ষ্য ভেদ করিবার জন্য যেমন ধনুর্ব্বাণের প্রয়োজন, তেমনি পরব্রহ্ম রূপ পরম লক্ষ্যে আত্মাকে উপনীত করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মপ্রতিপাদক ওঁকার-প্রভৃতি শব্দ সকল ধনু স্বরূপ, জীবাত্মাই শর-স্বরূপ পরমাত্মাই পরম লক্ষ্য।

"প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।"

তুমি যদি কেবল ধনুর্ধারণ করিয়াই দণ্ডায়মান থাক, তাহা হইলে, কেমন করিয়া আর লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিবে, কি রূপেই বা ব্রহ্মলাভে সমর্থ হইবে? অগ্রে লক্ষ্য স্থির কর, পরে ব্রহ্মপতিপাদক শব্দাদি অবলম্বন করিয়া জীবাত্মারূপ শর দ্বারা সেই পরব্রহ্ম রূপ লক্ষ্য ভেদ করিতে শিক্ষা কর যে "শরবৎ তন্ময়োভবেৎ" শরের ন্যায় লক্ষ্য ভেদ করিয়া থাকিতে পারিবে। তাঁহারই দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবৃত হইয়া—তাঁহারই উজ্জ্বলতর প্রকাশের মধ্যে পরমানন্দে অনন্ত জীবন সঞ্চরণ করিতে সমর্থ হইবে। তাঁহা হইতে কদাচ আর বিচ্যুতি বা অধোগতি হইবে না। যদি সেই লক্ষ্যভেদে বিহিত যত্ন চেষ্টা, শক্তি সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে কদাচ এই দুরারোহ পথে পদ বিক্ষেপ করিও না। বরং অধস্তন সোপানে অবস্থান করা ভাল, তথাচ শিথিল-ইন্দ্রিয় হইয়া উচ্চতর শ্রেণীতে উত্থিত হইতে গিয়া অধঃপতিত হওত আপনার সর্ব্বনাশ, জগতের অনিষ্ট-সাধন করা কর্ত্তব্য নহে।

এই জন্যই আত্ম-প্রভাবে, আত্ম-যত্নে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করাই ভারতের সুপ্রতিষ্ঠিত আচার্য্যদিগের উদ্দেশ্য ছিল। সেই কারণে এখনও এই পুণ্যভূমি হইতে ব্রহ্মনাম বিলুপ্ত হয় নাই। স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানকে শিষ্যের অধিকতর আদরের ধন করিয়া দেওয়াই তাঁহারদের লক্ষ্য ছিল এবং তাঁহারা তদনুসারে শিক্ষা-দান করিতেন বলিয়াই উপাসকগণ সহজে ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইত না। এখন আমারদের দুর্ভাগ্যক্রমে পরা অপরা উভয় বিদ্যা শিক্ষারই একবিধ প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। এখন বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ যেমন পাঠ্য-বিষয় কণ্ঠস্থ করিবারই চেষ্টা করেন, তেমনি ধর্ম্মমন্দিরে উপাসকবৃন্দ ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ক শব্দ সকল অভ্যাস করিয়াই আপনারদিগকে কৃতার্থ-জ্ঞান করিয়া থাকেন। বিদ্যার প্রকৃত স্বাদ প্রাপ্ত না হইলে যেমন বিদ্যালয় পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই অধ্যয়ন অনুরাগ মন্দীভূত হইয়া পড়ে, তেমনি ব্রহ্মামৃতের স্বাদগ্রহণে সুপটু না হইলে ধর্ম্মমন্দিরে উপস্থিত থাকিতে থাকিতেই সাধন ও সমাধান-স্পৃহাও নির্ব্বাণ হইয়া যায়। কতকগুলি শব্দ কণ্ঠস্থ করিয়া অনেকেই মনে করেন, আমার আর নূতন শিক্ষার বিষয় কিছুই নাই; সকলই হস্তগত হইয়াছে।

পূর্ব্বতন ধর্ম্মাচার্য্যগণ যে কি প্রণালীতে শিষ্যগণকে ধর্ম্ম-শিক্ষা প্রদান করিতেন তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগুবল্লীর দুই একটী বাক্য উদ্ধৃত করিলেই তাহা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে। ধর্ম্ম-তৃষ্ণায় আকুল হইয়া ভৃগু স্বীয় ব্রহ্মনিষ্ঠ পিতা বরুণের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে"অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি" আমাকে ব্রহ্ম উপদেশ কর। বরুণ ব্রহ্মজিজ্ঞাসু পুত্রকে ব্রহ্ম-স্বরূপ স্থিরতর রূপে নির্দ্দেশ না করিয়া বলিলেন যে, যাঁহা হইতে এই ভূত-সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া জীবিত থাকে এবং প্রলয়-কালে যাঁহাকে প্রাপ্ত হয় ও যাঁহাতে প্রবেশ করিয়া স্থিতি করে, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা

কর, তিনিই ব্রহ্ম। ভৃগু, পিতার উপদেশ ক্রমে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্ব-প্রথমে "অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" অন্নকেই ব্রহ্ম বলিয়া অবগত হওত পিতার নিকটে আসিয়া তাহা ব্যক্ত করিলেন। বরুণ, পুত্রের তপস্যালব্ধ সত্যে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিলেন যে "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব তপো ব্রহ্মেতি।" তপস্যা কর তপস্যা দ্বারাই ব্রহ্মকে জানা যায়। ভৃগু পুনর্ব্বার তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তপঃ-প্রভাবে ক্রমান্বয়ে "প্রাণ, মন ও বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম বলিয়া অবগত হওত পর্য্যায়ক্রমে পিতার নিকটে উপস্থিত হইয়া তপঃ-সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিলেন। পিতাও তাঁহার তপস্যালব্ধ এক একটী ফল শ্রবণ করিয়া প্রত্যেক বারেই কেবল এই আদেশ করিয়াছিলেন যে "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব তপোব্রহ্মেতি।" তপস্যা কর, তপস্যা দ্বারাই ব্রহ্মকে জানা যায়। ধৃত-ব্রত ভৃগু কিছুতেই নিরাশ ও নিরুদ্যম না হইয়া একনিষ্ঠ সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব-লাভে নিরত হইলেন এবং বহু তপস্যা ও অনুসন্ধান-বলে আত্ম-কোষ মধ্যে পরব্রহ্মের উজ্জ্বল সত্ত্বা এবং আত্মাতেই ব্রহ্মবিদ্যার অধিষ্ঠান জাজ্জ্বল্যতর-রূপে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া পিতার নিকটে আসিয়া বলিলেন যে "আনন্দোব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।" আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্ম হইতেই এই জীব সকল উৎপন্ন হয়, আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম কর্ত্তৃক জীবিত রহে, প্রলয়-কালে আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতি গমন করে ও তাঁহাতে প্রবেশ করিয়া স্থিতি করে, তিনিই ব্রহ্ম। পিতা বরুণ, সন্তানকে সিদ্ধকাম হইতে দেখিয়া পরম আনন্দিত হইলেন।

পুরাকালে এই রূপেই লোকে ব্রহ্মবিদ্যায়—ব্রহ্মজ্ঞানে উপদিষ্ট হইত। সাধক, বহু চেষ্টা, বহু অনুসন্ধান, বহু সাধনপ্রভাবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতেন বলিয়া তাহা এককালে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া থাকিত। স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির ন্যায় তৎপ্রতি সাধকের আন্তরিক যত্ন হইত। কিছুতেই আর ধর্ম্মপথ হইতে—ব্রহ্মসাধন হইতে সহজে কেহ বিচ্যুত হইত না। বর্ত্তমানে শিক্ষার সেরূপ প্রণালী নাই, পিতা-মাতার সেরূপ যত্ন-চেষ্টাও নাই, সাধকেরও তাদৃশ আন্তরিক অপ্রতিহত আগ্রহ ও অধ্যবসায় নাই, সুতরাংই পরব্রহ্ম আর্য্যকুলের চিরনির্দ্দিষ্ট উপাস্য দেবতা হইলেও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ এবং অকাট্য চির-যোগ রক্ষা পায় না, এই একটী আমারদের সাংসারিক ও সামাজিক অমঙ্গলের অদ্বিতীয় হেতু। ঐহিক পারত্রিক দুর্গতি অবনতির প্রবলতর কারণ। বাহ্য-শোভা-সজ্জিত প্রাণ-শূন্য শরীর, যেমন দীর্ঘকাল স্বাভাবিক অবস্থাতে থাকিতে পারে না, তেমনি ঈশ্বর-শূন্য আত্মা, ধর্ম্মশূন্য সংসার ও সমাজ সহস্রবিধ-ধন-ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান-সমন্বিত হইলেও কদাচ স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ হয় না, নিশ্চয়ই তাহার দুর্গতি অধোগতি, নিশ্চয়ই তাহার পতন হইবেই হইবে

অতএব হে সাধু সজ্জন সকল। যে সমস্ত উত্তাল তরঙ্গ উত্থিত হইয়া, ভারতের ধর্ম্ম-সেতু ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে, যে সকল অনিয়ম অত্যাচার সর্ব্বস্বধন ঈশ্বর হইতে আমারদিগকে বিচ্ছিন্ন ও বিযুক্ত করিয়া দিতেছে, ভারতের উপর তোমারদের যদি কিছু মাত্র স্নেহ মমতা থাকে, ঈশ্বরকে যদি স্রষ্টা পাতা বিধাতা বলিয়া বিশ্বাস থাকে, পিতৃ-পিতামহের বহু আদরের ধন, বহুসাধনের সম্পত্তি বলিয়াও যদি সেই পুরাণ পরব্রহ্মের প্রতি অণুমাত্র অনুরাগ থাকে, তবে আইস সকলে সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁ-

হারই উপাসনায় প্রবৃত্ত হই। হৃদয়ে হৃদয়ে, গৃহে গৃহে, নগরে নগরে তাঁহারই সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করি। সেই ব্রহ্মো-পাসনার প্রশস্ত মণ্ডপ-মন্দির স্থাপন করি—পোষণ করি, যে ভারতের সমুদায় বিঘ্ন বিপত্তি—মর্ত্ত্যের সমস্ত দুর্গতি অবনতি তিরোহিত হইবে। আর্য্য-সমাজ এক সূত্রে এক পরিবারে আবদ্ধ হইয়া জগতের স্থির কল্যাণ সাধনে কৃতকার্য্য হইবে। ভারতের সেই অস্তমিত সৌভাগ্য-সূর্য্য, পুনরুদিত হইয়া আমারদিগের ঐহিক পারলৌকিক উন্নতির সোপান প্রদর্শন করিবে।

"তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে।"

আইস সকলে মুমুক্ষু হইয়া সেই আত্ম-বুদ্ধি-প্রকাশক পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই। তিনি আমারদিগকে ধর্ম্মবল ও শুভ বুদ্ধি প্রেরণ করিবেন। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" তিনি বিনা আর আমারদিগের গতি-মুক্তি-লাভের অন্য পন্থা নাই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

আবেস্তা।

৪৩৮ সংখ্যক পত্রিকার ১৮৯ পৃষ্ঠার পর।

ঊনবিংশ অধ্যায়ে জোরাস্তারকে বধ করিবার জন্য দ্রুখ্ নামক অমঙ্গলকর প্রেতাত্মাদিগের চেষ্টা,দ্রুখ্দিগের উৎপাত-নিবৃত্তি-নির্দ্ধারণের উপায়, জোরাস্তারের সহিত অহুরমজ্দের কথোপকথন, এবং দ্রুখ্দিগের পরাজয় ও নরকপাত এই কয়েকটি বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে। দ্রুখ্গণ জোরাস্তারকে পৃথিবীতে ধর্ম্ম সত্য ও পবিত্রতা প্রচারে প্রবৃত্ত দেখিয়া ঈর্ষা-কষায়িত চিত্তে তাঁহার বধার্থ উদ্যত হইল। জোরাস্তার ঐ সমস্ত দুষ্ট ঘাতকে বেষ্টিত হইলে "অহুনবৈর্য্য" নামক অহুরমজ্দের স্তুতি পাঠ করিবা মাত্র তাহারা চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। অনন্তর জোরাস্তার দ্রুখ্দিগের বধার্থ ধাবমান হইলে তাহারা তার স্বরে বলিতে লাগিল, আপনি আমাদিগকে বধ করিবেন না। আমাদিগের ইচ্ছা আপনি অহুরমজ্দ-প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে বিরত হউন এবং ভোগসুখে ব্যাপৃত থাকিয়া কালযাপন করুন। জোরাস্তার বলিলেন আমি কখনই অহুরমজ্দ-প্রবর্ত্তিত সৎপথ পরিত্যাগ করিব না। যদি আমাকে এই মুহূর্ত্তে মৃত্যুগ্রস্ত হইতে হয় তথাপি আমি অহুরমজ্দ-প্রতিষ্ঠিত নিয়মের ব্যতিক্রম করিব না। তৎপরে জোরাস্তার দ্রুখ্-পরাজয়ের বিষয় অহুরমজ্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন। অহুরমজ্দ কহিলেন, জোরাস্তার! দ্রুখ্-দিগের অধিকার হইতে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মৎপ্রবর্ত্তিত নিয়মাবলীর স্তব করিবে, স্বর্গের স্তব করিবে, অনন্ত কাল ও অনন্ত আকাশের স্তব করিবে, বেগবান বায়ুর স্তব করিবে, এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও পবিত্র যে আমি অহুরমজ্দ আমার স্তব করিবে। এই সকল স্তুতিবাক্য উচ্চারণ ও কতকগুলি অবশ্য-কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিলে দ্রুখ্দিগকে অক্লেশে পরাভব করিতে পারিবে। অনন্তর জোরাস্তার অহুরমজ্দের বাক্যপ্রমাণ সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তখন দ্রুখ্গণ জোরাস্তারকে উদ্দেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, জোরাস্তার আমাদিগের দণ্ডবিধান করিবার অস্ত্র-স্বরূপ। তিনি আমাদিগের সমস্ত বলবীর্য্য হরণ করিতে পারেন। এই বলিয়া উহারা ভীতমনে দ্রুতবেগে চিরান্ধকারময় দুঃখ ও যন্ত্রণার আবাসভূমি অমঙ্গলের রাজ্য ঘোর নরকে পলায়ন করিল।

ঐ অধ্যায়ের আর একস্থলে এই রূপ বর্ণনা আছে। জোরাস্তার অহুরমজদকে জিজ্ঞাসিলেন, অহুরমজদ! মৃত্যুর পর মনুষ্য কোথায় গমন করে? অহুরমজদ কহিলেন জোরাস্তার! মৃত্যুর তিন দিবসের পর মনুষ্যাত্মা স্বীয় কর্ম্মানুসারে স্বর্গ বা নরকে গমন করে। পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যস্থলে "চিনবৎ" নামক একটি সুপ্রশস্ত সেতু আছে। দেহান্তে মনুষ্যাত্মা ঐ সেতুর পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হয়। পাপী ও দুরাচার ব্যক্তির আত্মা এই স্থান হইতে "দেব"গণ কর্ত্তৃক নরকে নীত হইয়া থাকে এবং ধর্ম্মপরায়ণ ও সদাচার ব্যক্তির সুন্দর পবিত্র ও পরিপুষ্ট আত্মা ঐ সেতু উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্গে গমন করে। কিন্তু কেহ একাকী এই সেতু উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্গে যাইতে পারে না। উহা সর্ব্বদা স্বর্গীয় কুক্কুরগণে রক্ষিত হইতেছে। উহা উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্গে গমন করিবার কালে এই কুক্কুরগণই পথপ্রদর্শক হয়। স্বর্গদ্বারে প্রবেশ করিবামাত্র "বহুমেনো" নামক স্বর্গবাসীরা ঐ নবাগত ব্যক্তিকে সমাদরে অভ্যর্থনা করেন এবং তিনি নশ্বর পৃথিবী হইতে অবিনশ্বর স্বর্গে কি রূপে উপস্থিত হইলেন উহাঁরা তদ্বিষয়ে নানা রূপ প্রশ্ন করেন। তৎপরে ঐ নবাগত ব্যক্তি আনন্দিত ও শান্তচিত্ত হইয়া আমার স্বর্ণময় সিংহাসনের সন্নিহিত হয়। হে জোরাস্তার! আমার আবাসস্থান স্বর্গভূমিতে কোনও অপবিত্রতায় কলুষিত আত্মা প্রবেশ করিতে পারে না, কারণ, মেষগণ ব্যাঘ্রকে যেরূপ ভয় করে, কলুষিত আত্মা স্বর্গবাসী পবিত্র আত্মাকে সেইরূপ ভয় করে।

বিংশ অধ্যায়ে পারসীকদিগের আদি চিকিৎসক থ্রিবের বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। জোরাস্তার অহুরমজদকে জিজ্ঞাসিলেন, হে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পবিত্র পুরুষ! কোন্ ব্যক্তি আদি চিকিৎসক, যিনি রোগ ও মৃত্যুকে পৃথিবী হইতে দূর করিতে সর্থম হইতেন। অহুরমজদ কহিলেন "হে জোরাস্তার! থ্রিবই আদি চিকিৎসক। পৃথিবী হইতে রোগ শোক দূর করিবার জন্য আমি তাঁহাকে প্রথম সৃষ্টি করি। পরে রোগশান্তিকর নানা প্রকার বৃক্ষের সৃষ্টি হয়।

একবিংশ অধ্যায়ে গোজাতি, চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিস্কগণ ও জলের স্তব এবং জলের উপকারিত্ব বিবৃত হইয়াছে। গোজাতির স্তব এই রূপ—গো! তুমি ধন্য। পবিত্রমনা ও ধর্ম্ম-নিষ্ঠ ব্যক্তির ব্যবহারের জন্য তুমি সৃষ্ট হইয়াছ। অহুরমজদ ধর্ম্মশীল ব্যক্তির সুখ সৌভাগ্যের উদ্দেশে তোমায় তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন। তুমি মনুষ্যগণের অতি উপকারী জীব। দুষ্ট ও মন্দ লোকেই তোমাকে অপকারক ও অপবিত্র বিবেচনা করে ও তোমাকে বধ করে। গো! তুমি ধন্য, তুমিই ধন্য। চন্দ্র সূর্য্যাদি জ্যোতিস্কগণের স্তব এই রূপ—সূর্য্য! তুমি বেগবাহী অশ্বে আরোহণ করিয়া প্রতি দিন উদিত হও এবং জগতকে দীপ্ত জ্যোতিতে আলোকিত কর। অহুরমজদ তোমার যে বিচরণ-পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তুমি সেই পথে নিয়তই প্রকাশিত হও। চন্দ্র! তুমি উদিত হও এবং সকল প্রাণীকে তোমার সুশীতল আলোকে পুলকিত করিয়া থাক। অহুরমজদ তোমার নিমিত্ত যে পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তুমি সেই পথে প্রকাশিত হও। চন্দ্র! গোজাতির বীজ একমাত্র তোমাতেই নিহিত আছে [১]। তারকাগণ! তো-

১ গোজাতির বীজ একমাত্র চন্দ্রে নিহিত এই রহস্যের প্রকৃত মর্ম্ম কি তাহা জেন্দভাষাজ্ঞ ও জার্ম্মেন ভাষায় আবেস্তার অনুবাদক Spiegel স্পিগেল সাহেব সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। আমরাও ইহার কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

মরা উদিত হও এবং পৃথিবীস্থ প্রাণিগণকে স্বল্পাধিক আলোক প্রদান কর। অহুরমজদ তোমাদিগের জন্য যে যে পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তোমরা সেই সেই পথে প্রকাশিত হও। তারকাগণ! জলের প্রস্রবণ তোমাদিগের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ২। জল! তুমি পৃথিবী হইতে আকাশে এবং আকাশ হইতে পৃথিবীতে গমনাগমন কর। তোমারই উৎপত্তি ও বৃদ্ধির জন্য অহুরমজদ আকাশের সৃষ্টি করিয়াছেন ৩।

জলের উপকারিত্ব বিষয়ে এই অধ্যায়ে বিস্তর কথা আছে। এক স্থলে এইরূপ লিখিত হইয়াছে; জল পৃথিবী হইতে রোগ ও মৃত্যু বিদূরিত করিবার জন্য স্থিতি করিতেছে। জলের প্রভাবে পৃথিবী উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী হয় এবং জলেরই প্রভাবে বৃক্ষ সকল স্বাদু ফল প্রদান করে। জলের নানা প্রকার রোগনাশক শক্তি আছে, এবং এক জলের সাহায্যে নানা প্রকার ঔষধ প্রস্তুত হয় ৪।

দ্বাবিংশ অধ্যায়ে আবেস্তার প্রথম ভাগ বেন্দিদাদের শেষ অধ্যায়। এই অধ্যায়ে, আহুরিমানের প্রভাবে পৃথিবীতে রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে অহুরমজদের তন্নিরাকরণ-চেষ্টা বিবৃত হইয়াছে। অহুরমজদ বলিলেন, জোরাস্তার! আমি যখন এই সুন্দর উৎকৃষ্ট সমুজ্জ্বল পৃথিবী সৃষ্টি করিলাম তৎকালে ইহা রোগশূন্য ছিল। তৎপরে আহুরিমান মনুষ্যদিগের মধ্যে রোগ আনয়ন করে। এক্ষণে রোগ পৃথিবীতে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। জোরাস্তার! তুমিই ইহা নিরাকরণ কর। আমি তোমাকে এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ সহস্র ঘোটক, সহস্র উষ্ট্র ও সহস্র গাভী প্রদান করিব এবং তোমাকে শুভাশীর্ব্বাদে সুখী করিব। তুমি আমার আজ্ঞানুসারে পৃথিবী হইতে রোগ দূরীভূত কর। জোরাস্তার কহিলেন, পৃথিবী এখন লোকাকীর্ণ। হে অহুরমজদ! এই লোকাকীর্ণ পৃথিবী হইতে রোগ দূর করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে। অনন্তর অহুরমজদ নর্য্যাসংহ নামক এক দেবতাকে এই রোগনাশের আদেশ করিলে তিনিও ঐ গুরুতর কার্য্যের ভারবহনে অস্বীকার করিলেন। পরে অহুরমজদ আর্য্যাম ৫ নামক অন্য কোন দেবতাকে অনুরোধ করিলে তিনি তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন এবং আহুরিমানের সৃষ্ট রোগ সকল পৃথিবী হইতে বিদূরিত করিয়া সর্ব্বত্র যশোভাজন ও অহুরমজদের অতিমাত্র প্রিয়পাত্র হইলেন।

ক্রমশঃ

২ বোধ হয় এই বাক্যেরও কোন বৈজ্ঞানিক অর্থ আছে। আমরা স্পিগেলের সহিত ইহার মর্ম্মভেদে অসমর্থ।

৩ জলের এই স্তব পাঠ করিয়া আমাদিগের অনুমান হয় যে পুরাকালীন পারসীকেরা পৃথিবীস্থ সমুদ্র, নদী, হ্রদ, জলাশয় প্রভৃতি হইতে সূর্য্যের তেজ প্রভাবে বাষ্প উত্থিত হইয়া মেঘ প্রস্তুত হয় এই বৈজ্ঞানিক সত্য কিয়ৎ পরিমাণে জানিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

৪ আমরাও এস্থলে জেন্দাবেস্তার সহিত একমত হইয়া পাঠকগণকে এই বেদ বাক্যটি স্মরণ করাইয়া দেই "অপসু ভেষজং।" বোধ হয় প্রাচীন কালে অনেক স্থলেই জলচিকিৎসার অত্যন্ত সমাদর ছিল।

৫ বোধ হয় এই আর্য্যাম ও বেদোক্ত অর্যামা একই দেবতা হইবেন। অর্য্যামা শব্দে সূর্য্য। সূর্য্যের রোগনাশক শক্তি আছে। রাত্রিতে রোগের বৃদ্ধি ও দিবসে যে রোগের হ্রাস হইয়া থাকে ইহা একটী প্রসিদ্ধ কথা।

মহাত্মা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা।

৪৩৪ সংখ্যক পত্রিকার ৭৭ পৃষ্ঠার পর

রামমোহন রায় বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প।

ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন রামমোহন রায়ের প্রতি শ্রদ্ধার অন্যতর দেদীপ্যমান

প্রমাণ। এই সমাজস্থাপনের কারণ বিষয়ে এই রূপ গল্প প্রসিদ্ধ আছে। সে সময়ে হরকরা নামে এক সম্বাদপত্র প্রকাশিত হইত। সেই হরকরা-সম্পাদক-আফিসে রেবরেণ্ড এডাম "unitarian society" নামক এক সভা সংস্থাপন করেন। এই সভাতে ইউনিটেরিয়ান খ্রিষ্টিয়ানদিগের মতানুসারে ঈশ্বরোপাসনা সম্পাদিত হইত। রেবরেণ্ড এডাম ত্রিত্ববাদী খ্রীষ্টান ছিলেন। তৎপরে রামমোহন রায়ের প্ররোচনাতে ইউনিটেরিয়ান অর্থাৎ একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টিয়ান হন। এই জন্য তাঁহাকে গোঁড়া খ্রীষ্টিয়ানেরা Second fallen Adam বলিয়া ডাকিত। এক দিবস রামমোহন রায় উপাসনান্তে সশিষ্য হরকরা আফিস হইতে ফিরিয়া আসিতে ছিলেন। পথিমধ্যে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রশেখর দেব প্রস্তাব করিলেন যে আমাদিগের পরের উপাসনা গৃহে যাইবার প্রয়োজন কি? এক ঈশ্বরের উপাসনার জন্য আমাদের নিজের একটি উপাসনা-গৃহ প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। এই প্রস্তাবেই ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সূত্রপাত হয়। প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর দেব অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। সেই জরাজীর্ণ বৃদ্ধ এই সভাতে উপস্থিত থাকিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু আপনারা ইতিপূর্ব্বে অবগত হইয়াছেন যে তিনি শারীরিক অসুস্থতা প্রযুক্ত উপস্থিত হইতে পারিলেন না। আজ তিনি এখানে উপস্থিত থাকিলে আমরা কি পর্য্যন্ত না আনন্দিত হইতাম।

রামমোহন রায়ের ধর্ম্মনিষ্ঠার আর একটি প্রমাণ এই যে তিনি সমাজের দিবসে যখন সমাজগৃহে আসিতেন পদব্রজেই আসিতেন এবং ফিরিয়া যাইবার সময় যান বাহনে যাইতেন। ইদানীন্তন কোন মহাত্মা বলিয়া থাকেন যে ব্রাহ্মসমাজ বুড়োর দরবার। তিনি ঈশ্বরকে বুড়ো বলিয়া থাকেন। "বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ" উপনিষদও ঈশ্বরকে বুড়ো বলিয়াছেন। রামমোহন রায় মনে করিতেন যে ঈশ্বরের দরবারে আসিতে হইলে শোভন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আসা কর্ত্তব্য। এই জন্য তিনি চাপকান ও বাঁদা পাগড়ী ধারণ করিয়া সমাজে আসিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন। রামমোহন রায়ের অবশ্যই ইহা একটি ভ্রম, কিন্তু ইহা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাঁহার যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল তাহা বিলক্ষণ প্রকাশিত হইতেছে। তিনি নাস্তিকতার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে তিনি শুনিলেন যে সে প্রথমে Deist ও পরে Atheist হয়। এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন যে ইহার পরে সে Beast হইবে। বস্তুতঃ তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা অতি যথার্থ। হিউমের ন্যায় দুই এক ব্যক্তি নাস্তিক হইয়া সচ্চরিত্র থাকিলেও থাকিতে পারে কিন্তু সাধারণের পক্ষে তাহা অসম্ভব। মৃত শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর রামমোহন রায়ের ও ব্রাহ্মসমাজের একান্ত অনুরাগী ছিলেন কিন্তু তিনি এক জন সংশয়বাদী। এই জন্য রামমোহন রায় তাঁহাকে Country Philosopher বলিয়া ডাকিতেন। ইহার অর্থ এই যে বিলাতে অনেক প্রসিদ্ধ সংশয়বাদী Philosopher আছেন কিন্তু প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁহারদিগের ন্যায় প্রসিদ্ধ নহেন, তিনি দিশি Philosopher মাত্র।

ঈশ্বরের প্রতি রামমোহন রায়ের ভক্তি ও শ্রদ্ধা যেরূপ প্রবল ছিল তাঁহার দয়া বৃত্তিও সেই রূপ প্রবল ছিল। তাঁহার দয়ার দেদীপ্যমান প্রমাণ সহমরণ-প্রথা নিবারণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা। যৌবনাবস্থায়

রামমোহন রায় স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতার স্ত্রী ফুল ঠাকুরানীর সহমরণ দেখিয়াছিলেন। তদবধি তিনি সহমরণ প্রথার নিষ্ঠুরতা অনুভব করেন। চিতানল ধূধূ করিয়া জ্বলিতেছে, সহগামিনী স্ত্রীর আর্ত্তনাদ যাহাতে কাহারও না কর্ণে প্রবিষ্ট হয়, তজ্জন্য প্রবল উদ্যমে বাদ্যভাণ্ড বাজিতেছে, সে প্রাণভয়ে চিতা হইতে গাত্রোত্থান করিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু স্বজনেরা তাহার বক্ষে বাঁস দিয়া তাহাকে চাপিয়া রাখিতেছে। এই সকল নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর কাণ্ড দেখিয়া রামমোহন রায়ের চিত্তে দয়া উদ্বেলিত হইয়া উঠিল এবং তদবধি তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে পর্য্যন্ত না সহমরণ-প্রথা রহিত হয় সে পর্য্যন্ত তন্নিবারণের চেষ্টা হইতে তিনি কখনই বিরত হইবেন না। তিনি কখন কখন কলিকাতার গঙ্গাতীরে যাইয়া সহগামিনী স্ত্রীর সহমরণ নিবারণের জন্য চেষ্টা করিতেন। তদ্বিষয়ে একটি উৎকৃষ্ট গল্প নগেন্দ্র বাবু এই মাত্র তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন। ঐ গল্পটি আমিই তাঁহাকে বলিয়া দেই। ঐ গল্প আমি রামরত্ন মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে শুনিয়াছিলাম। উহা বীরনৃসিংহ মল্লিকের পরিবারস্থ কোন একটী স্ত্রীলোক-সংক্রান্ত।

আপনারা অবশ্যই অবগত আছেন সতীদাহ-নিবারণ কার্য্যে তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিকের নিকট হইতে রামমোহন রায় প্রবল সহযোগিতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বেণ্টিক্ক সাহেব তৎকালে গবর্ণর জেনেরল এবং রামমোহন রায় ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারক,—এইটি মণিকাঞ্চন যোগ। এস্থলে রামমোহন রায় ও বেণ্টিক সাহেব ঘটিত একটি গল্প আছে প্রসঙ্গত তাহার উল্লেখ আবশ্যক। রামমোহন রায় হইতে এই দূষিত সহমরণ-প্রথা নিবারণের বিশেষ সাহায্য পাইতে পারেন ইহা লর্ড বেণ্টিক জানিতে পারেন। এই জন্য রামমোহন রায় আসিয়া যাহাতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এই কারণে তাঁহার নিকট এক জন এডিকং পাঠাইয়া দেন। কিন্তু রামমোহন রায় ঐ এডিকংকে এই রূপ বলিলেন আমি এক্ষণে সাংসারিক কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া শাস্ত্রানুশীলন ও ধর্ম্মালোচনায় নিযুক্ত আছি। লাট সাহেবকে আমার বিনয় জানাইয়া এই কথা বলিবেন যে রাজদরবারে যাইতে আর আমার বড় ইচ্ছা নাই। রামমোহন রায়ের মত মহৎ লোক যে রাজসন্নিধানে যাইতে অনিচ্ছু হইবেন ইহা আশ্চর্য্য নহে। মহৎ মহৎ লোকেরা রাজদর্শন ও রাজপ্রসাদের জন্য লালায়িত হন না। প্রসিদ্ধি আছে যে, ফ্রান্স দেশীয় কোন ধার্ম্মিক নগর পরিত্যাগ করিয়া পল্লীগ্রামে নির্জ্জনে বাস করিতেন। রাজা লুই ফিলিপ তাঁহার ধার্ম্মিকতার বৃত্তান্ত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার দর্শনার্থ তাঁহার পল্লীগ্রামস্থ বাটীতে আসিবার মানস জানাইয়া পাঠাইলেন। ঐ ধর্ম্মশীল প্রত্যুত্তরে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন যে, আমি রাজপ্রাসাদে যাইলে নিশ্চয় ভেব্‌ড়ে যাইব, আর রাজা আমার ক্ষুদ্র কুটীরে আসিলে যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইবেন, অতএব এখন সর্ব্বোত্তম বন্দোবস্ত এই যে, যিনি যেখানে আছেন তিনি সেই খানেই থাকুন। দিগ্বিজয়ী সিকন্দার একদা গ্রীক-সন্ন্যাসী দায়োজিনিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। দায়োজিনিস তখন রৌদ্র পোহাইতেছিলেন। রাজ-প্রভাব-গর্ব্বিত সিকন্দার সাহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি আমার নিকট কি প্রার্থনা কর? দায়োজিনিস কহিলেন, আমি আর কিছুই প্রার্থনা করি না, তুমি আমার নিকট দাঁড়াইয়া আছ, তোমার ছায়া দ্বারা আমার রৌদ্র পোহা-

হইবার ব্যাঘাত হইতেছে। অতএব তুমি একটু সরিয়া দাঁড়াও। যাক্, রামমোহন রায় এডিকংকে যাহা বলিলেন, এডিকং তাহা লাট সাহেবকে গিয়া জানাইল। বেণ্টিক এডিকংকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি রামমোহন রায়কে কি বলিয়াছিলে? এডিকং উত্তর করিল, আমি বলিয়াছিলাম যে গবর্ণর জেনেরল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিকের সহিত আপনি একবার সাক্ষাৎ করিলে তিনি বিশেষ বাধিত হন। শুনিয়া বেণ্টিক বলিলেন তুমি পুনরায় যাও। গিয়া বল, যে, মিষ্টর উইলিয়ম বেণ্টিকের সহিত আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার সাক্ষাৎ করিলে তিনি বিশেষ বাধিত হন। এডিকং পুনর্ব্বার রামমোহন রায়ের নিকট গিয়া ঐরূপ বলিল। তখন রামমোহন রায় বেণ্টিকের এরূপ শিষ্টাচারে আর উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন।

অনেকে শ্রেয়স্কর কোন বৃহৎ একটি কার্য্য করিব মনে করিয়া লোকের সামান্য উপকার করিতে অবহেলা করেন। প্রিয় ব্যক্তিকে কোন ফল বা ফুল আনিয়া দেওয়া কিম্বা রোগের সময় গায়ে হাত বুলাইয়া দেওয়া, এরূপ সামান্য সামান্য কাজগুলি জীবনকে যে কত সুখময় করে তাঁহারা তাহা বিবেচনা করেন না। ফলতঃ এইরূপ সমস্ত কার্য্য জীবনের পুষ্প-স্বরূপ; আমরা জীবন-পথে এই সকল পুষ্প যত ছড়াইতে ছড়াইতে যাইব ততই সুখলাভ করিব। রামমোহন রায় শ্রেয়স্কর কোন বৃহৎ কার্য্য করিতে যেমন সচেষ্ট ছিলেন, তেমনি শ্রেয়স্কর সামান্য কার্য্য করিতেও সচেষ্ট হইতেন। কি ভদ্র কি ইতর সকল প্রকার লোকের যৎসামান্য উপকারেও তাঁহার ঔদাস্য ছিল না। আমার পিতা ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি রামমোহন রায় এক দিবস প্রত্যূষে বহুবাজারে পাদচারে ভ্রমণ করিতে ছিলেন। এমন সময়ে দেখিলেন এক জন তরকারী ওয়ালা তরকারীর মোট মাথায় তুলিয়া দিতে লোক পাইতেছে না। পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদধারী রামমোহন রায় অনায়াসে তাহার মস্তকোপরি মোট উঠাইয়া দিলেন। কলিকাতার অনেক বাবু অত্যুজ্জ্বল বেশে প্রত্যূষে ভ্রমণ করেন কিন্তু তন্মধ্যে কয় জন এই রূপ সামান্য কার্য্যে অমায়িকতা প্রকাশ করিতে পারেন?

কেবল মনুষ্য সাধারণের প্রতি যে রামমোহন রায়ের দয়া ছিল এমন নহে, ইতর জন্তুর প্রতিও তাঁহার বিলক্ষণ দয়া দৃষ্ট হইত। আনন্দ বাবু যে সকল গল্প সঙ্কলন করিয়া আমাকে দিয়াছেন তন্মধ্যে আছে যে রামসুন্দর নামা দেওয়ানজীর এক জন পাচক ব্রাহ্মণ ছিল। এক দিবস ঐ ব্রাহ্মণ একটি ছাগ বঁঠি দিয়া কাটিতে ছিল। ছাগের যাতনাব্যঞ্জক চীৎকার শুনিয়া ও তাহার কারণ সম্যক অবগত হইয়া রামমোহন রায় সক্রোধে লাটি হস্তে রন্ধনাগারের অভিমুখে চলিলেন। তদ্দৃষ্টে রামসুন্দর অত্যন্ত ভীত হইয়া পলায়ন করিল। তখন দেওয়ানজী উহার পাঁচ টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ করিলেন, এবং কহিলেন যে আমি মাংসভোজন করি বলিয়া এ প্রকারে জীবহিংসা করা অতি মূঢ়ের কর্ম্ম। ধার্ম্মিক ও বিজ্ঞ লোকের মধ্যে আবহমান কাল মাংসভোজনের বৈধতা বিষয়ে মতদ্বৈধ দেখা যায়, অতএব তজ্জন্য রামমোহন রায় দোষী হইতে পারেন না।

রামমোহন রায় কেবল নিজে দয়ালু ছিলেন এমত নহে; দয়াবৃত্তির বিরোধী কার্য্য না করিতে শিষ্যদিগকে সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন। তাঁহার কোন শিষ্যের শ্বশুর

শিষ্যকে পাড়ার একটি সুন্দরী কন্যা দেখাইয়া নিজের কুরূপা কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। এই রূপ প্রতারণায় ঐ শিষ্য দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইলে রামমোহন রায় তাঁহাকে বলিলেন যে, দেখ, বৃক্ষের বাহ্য আকৃতি দ্বারা তাহার সৌন্দর্য্য ও অসৌন্দর্য্যের বিষয় স্থির করা উচিত হয় না, যে বৃক্ষ উত্তম ফল প্রসব করে সেইই সুন্দর বৃক্ষ। যদি এই স্ত্রীর গর্ভে তোমার উত্তম সন্তান জন্মে তাহা হইলে জানিবে যে এই কন্যা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী। ঘটনাক্রমে দাঁড়াইয়াছে যে, সেই শিষ্যের পুত্রেরা বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তন ও তন্মধ্যে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার রূপ রামমোহন রায়ের প্রিয় কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

শিষ্যগণের প্রতি রামমোহন রায় অত্যন্ত সস্নেহ ব্যবহার করিতেন। বেরাদর একটী পারসী শব্দ। ইহা ভ্রাতৃসম্বন্ধ-বোধক। তিনি সকল শিষ্যকে বেরাদর বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কেবল শিষ্যদিগকে কেন লোকমাত্রকেই তিনি ঐ বাক্যে সম্বোধন করিতেন। ফলত ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মনুষ্যের ভ্রাতৃত্ব তাঁহার হৃদয়ে সততই জাগরূক ছিল। কোন সন্তোষের বিষয় উপস্থিত হইলে তিনি শিষ্যগণকে তৎক্ষণাৎ প্রেমালিঙ্গনক দিতেন। অনেকেই "রামমোহন রায়ের গীত" নামক পুস্তক দেখিয়া থাকিবেন। ঐ পুস্তকের সমস্ত গীত তাঁহার নিজের ও তাঁহার বন্ধুদিগের রচিত। তাঁহার রচিত গীতের পরে তাঁহার নামের আদ্যক্ষর নাই, তাঁহার বন্ধুদিগের রচিত গীতের পরে তাঁহাদিগের নামের আদ্যক্ষর আছে, যথা কা, রা, কালীনাথ রায়, নি,মি,—নিমাই চরণ মিত্র—কৃ, ম, কৃষ্ণমোহন মজুমদার। এই সকল সাঙ্কেতিক নামের মধ্যে সকলে নি, ঘো, নামটী দেখিতে পাইবেন। এই নী, ঘো, নীলমণি ঘোষ। ইনি এক জন প্রসিদ্ধ গীতরচয়িতা ছিলেন। ইনি দর্পনারায়ণ ঠাকুরের সদরমেট জগন্নাথ ঘোষের পুত্র। ইহাঁদিগের বাটী প্রথমে কাঁশারি পাড়ায় ছিল। এক্ষণে গড়পার। আনন্দ বাবুর প্রদত্ত গল্প গুলির মধ্যে আছে নীলমণি ঘোষ এক দিবস একটি গীত প্রস্তুত করিয়া দেওয়ানজীকে শুনাইলেন। গীতটি এই—

কে জানে তোমায় তারা
তুমি সাকারা কি নিরাকারা?
বাক্যেতে কহিতে নারি,
বর্ণেতে বর্ণিতে হারি,
ন ষণ্ড ন পুমান নারী,
ব্যোম আদি ধরা।
হিতার্থে উপাধি দিয়ে,
কোন মতে নাম লয়ে,
হই যেন সারা॥

এই গীতটি শুনিয়া দেওয়ানজী ঘোষজর অনেক প্রশংসা করিলেন এবং উঠিয়া তাঁহার সহিত কোলাকুলি করিলেন। এই গীতটি তারাদেবীকে লক্ষ্য করিয়া রচিত হইয়াছে, কিন্তু পরব্রহ্মের প্রতি সম্পূর্ণরূপে সংলগ্ন হইতে পারে।

রামমোহন রায় এমনি অমায়িক ছিলেন যে সামান্য দোষের জন্য তিনি শিষ্যদিগকে ভৎর্সনা করিতে পারিতেন না। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে তিনি চাপকান বাঁদা-পাগড়ি ধারণ করিয়া সমাজে আসিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া ছিলেন। একদা দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় কুঠির পোষাক ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার পোষক না পরিয়া ধুতি চাদরে সমাজে আসিয়া ছিলেন। রামমোহন রায় সমাজভঙ্গের পরে দ্বারকানাথ বাবুকে ঐ নিয়মভঙ্গের জন্য নিজে কিছু না বলিয়া অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলিতে অনুরোধ করেন। অন্নদা

প্রসাদ বলিলেন, মহাশয় কেন বলুন না? । রামমোহন রায় সামান্য দোষের জন্য শিষ্যদিগকে ভর্ৎসনা করিতে পারিতেন না বটে; কিন্তু নিজে কোন দোষ করিলে এবং তজ্জন্য কোন শিষ্য তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিলে তিনি তাহা বিনীত ভাবে গ্রহণ করিতেন। সে কালের প্রথা অনুসারে রামমোহন রায়ের বাবরি করা চুল ছিল। স্নানের পর তিনি কেশ-বিন্যাসে কিছু অধিক কাল ক্ষেপণ করিতেন। তাহা দেখিয়া স্পষ্টবক্তা শিষ্য তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী তাঁহাকে বলিয়া ছিলেন, মহাশয়! "কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে" এই গীতটি কি কেবল পরের জন্যই হইয়াছে? রামমোহন রায় অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন "তুঁ" বেয়াদব ঠিক বলিয়াছ। তুমি ঠিক বলিয়াছ।

রামমোহন রায় সামান্য দোষে ক্ষমা করিতেন বটে কিন্তু কোন গুরুতর দোষ দেখিলে ক্ষমা করিতেন না। এক সময়ে তিনি কোন শিষ্যের অপরিমিত মদ্যপানের জন্য ছয় মাস কাল তাঁহার মুখদর্শন করেন নাই। এই কঠোর শাসনে ঐ শিষ্য সংশোধিত হইয়াছিলেন।

সকলেই আত্মীয়ের প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু বিপক্ষের প্রতি কোমল ব্যবহার করাই পরম ধর্ম্ম। রামমোহন রায় তাহাই করিতেন। নন্দলাল ঠাকুর রামমোহন রায়ের এক জন প্রধান বিপক্ষ ছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায়ক্রমে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, যিনি পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হইয়া ছিলেন, তিনি পৌত্তলিক ধর্ম্ম সমর্থন পূর্ব্বক রামমোহন রায়ের বিপক্ষে পাষণ্ডপীড়ন নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাহাতে রামমোহন রায়ের প্রতি যৎপরোনাস্তি কটুকাটব্য প্রয়োগ করা হইয়াছিল। এই গ্রন্থে রামমোহন রায়কে "পাষণ্ড" "নগরান্তবাসী" বলিয়া ডাকা হইয়াছে। এস্থলে নগরান্তবাসী শব্দে দুইটি অর্থ। নগরের অন্তে যিনি বাস করেন এইটি বাচ্যার্থ, ইহার ব্যঙ্গার্থ চাণ্ডাল। পূর্ব্বতন রীতি অনুসারে নগর অথবা গ্রামের অন্তে চাণ্ডালেরা বাস করিত। রামমোহন রায় নগরের অন্তে অর্থাৎ মাণিকতলায় বাস করিতেন এইটি বাচ্যার্থ, আর তিনি হিন্দু সমাজ-বহিস্কৃত চাণ্ডাল এইটি ব্যঙ্গার্থ। রামমোহন রায় ঐ গ্রন্থের প্রতিপক্ষে পথ্যপ্রদান এই কোমল আখ্যা দিয়া একটি খণ্ডন-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ছিলেন। পথ্যপ্রদান এই আখ্যা দিবার তাৎপর্য্য এই তুমি পীড়িত হইয়াছ তোমাকে কিছু সুপথ্য দিতেছি। এই রূপ কোমল বাক্যে তিনি কটুকাটব্যের প্রত্যুত্তর দিতেন। তিনি বিস্তর তর্ক-গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন কিন্তু কোন খানিতে ক্রোধের উগ্রভাব প্রকাশ করেন নাই; স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য যতটুকু বলা আবশ্যক তাহাই বলিতেন, অধিক কিছু বলিতেন না।

এই সকল গল্প শুনিলে রামমোহন রায়কে কি মনে হয়? তাঁহাকে এক অসাধারণ ব্যক্তি মনে হয়। তাঁহার বিদ্যা যেমন বিস্তীর্ণ ও গভীর ছিল, তেমনি তাঁহার বুদ্ধি প্রখর ও প্রগাঢ় এবং হৃদয় কোমল ছিল। তিনি যেমন নানা বিদ্যায় বিদ্বান ছিলেন তেমনি ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন এবং যেমন তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণতা ছিল তেমনি মনুষ্যের উপকার সাধনে তিনি তৎপর ছিলেন। কোন কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তির প্রকৃতি এই রূপ যে তিনি ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সাংসারিক কার্য্যে উদাসীন এবং মনুষ্যের উপকার সাধনে তৎপর নহেন, কিন্তু রামমোহন রায় সেরূপ ছিলেন না। তিনি যেমন ধর্ম্মপরায়ণ তেমনি সাংসারিক কার্য্যে সুদক্ষ

মানবহিতৈষী ও পরোপকারী ছিলেন। অনেকে এমন আছেন যে তাঁহারা বিদ্বান কিন্তু তাঁহাদিগের হৃদয় কঠোর কিন্তু রামমোহন রায় সেরূপ ছিলেন না; স্নেহ দয়া ও বাৎসল্য তাঁহার চরিত্রে দেদীপ্যমান ছিল। অনেকে এমন আছেন যে বিদ্বান কিন্তু সুকুমার সাহিত্যে তাঁহার সুরুচি নাই, কিন্তু রামমোহন রায় সেরূপ ছিলেন না তিনি যেমন বিদ্বান তেমনি সুকুমার সাহিত্যে সুরুচিসম্পন্ন ছিলেন। অনেকে এমন আছেন যে বিদ্বান বটে কিন্তু তাঁহার সাংসারিক বুদ্ধি অল্প, কিন্তু রামমোহন রায় সেরূপ ছিলেন না। তিনি যেমন বিদ্বান তেমনি বুদ্ধিমান ছিলেন। অনেকে এমন আছেন যে তিনি বিলক্ষণ বিদ্বান ও বুদ্ধিমান কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মে মতি নাই, ঈশ্বরে শ্রদ্ধা নাই। কিন্তু রামমোহন রায় সেরূপ ছিলেন না। তিনি যেমন বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন তেমনি ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। মানবীয় সকল গুণই তাঁহাতে সমঞ্জস ভাবে বিদ্যমান ছিল। যে দৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখ না কেন, এই ভূভারতে তাঁহার সমান লোক পাওয়া সুকঠিন।[১]

তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক।

(ভারতী হইতে উদ্ধৃত)

৪৪৩ সংখ্যা পত্রিকার ৬০ পর।

জ্ঞেয়পক্ষের মধ্যে জ্ঞাতৃপক্ষের পূর্ণপ্রভাব যাহা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখিতে না পাইলাম নেই, মন দ্বারা দেখিতে পাই তাহাই আমাদের পরম সৌভাগ্য। আমরা চক্ষু-শ্রবণাদি বিশেষ বিশেষ বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা আবির্ভাব দেখি,—চক্ষুশ্রোত্র-ব্যাপী সাধারণ ইন্দ্রিয় যে মন, তাহা দ্বারা ভাব দেখি। চক্ষু দ্বারা আমরা জ্যোৎস্নাকে উজ্জ্বল দেখি—রসনা দ্বারা নহে; রসনা দ্বারা দ্রব্য-বিশেষের মধুর আস্বাদ গ্রহণ করি—চক্ষু দ্বারা নহে; আবার, চক্ষু এবং রসনার মধ্যে ঐ যে প্রভেদ, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া মন-দ্বারা জ্যোৎস্নাকে মধুর বলিয়াও অবধারণ করি। মন দেখে শোনে, আস্বাদন করে, ঘ্রাণ করে, স্পর্শ করে, সকল ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য একা করিয়া থাকে। মনেতে যখন রসনা এবং চক্ষুর এপ্রকার অভেদ ভাব, তখন জ্যোৎস্নাকে মধুর বলিতে পারে এরূপ অধিকার তাহার সম্পূর্ণই আছে বলিতে হইবে। চক্ষু দ্বারা আমরা দেখি জ্যোৎস্না উজ্জ্বল; মনোদ্বারা দেখি জ্যোৎস্না মধুর; চক্ষু দ্বারা আবির্ভাব দেখি, মনোদ্বারা ভাব দেখি।

জ্ঞাতৃপক্ষ হইতে জ্ঞেয়-পক্ষে বহিষ্কার—ভাব হইতে আবির্ভাবের বহিষ্কার—সৃষ্টির এই যে প্রথম পদ্ধতি, ইহাকে বলে অনুলোম পদ্ধতি। আবির্ভাবের মধ্য-হইতে ভাবের উদ্ধার—সৃষ্টির এই যে দ্বিতীয় পদ্ধতি, ইহাকে বলে প্রতিলোম পদ্ধতি। ও দুই পদ্ধতি এইরূপ;—

আদিতে প্রজ্ঞা (বিশুদ্ধ জ্ঞান) শুদ্ধসত্যে পরিপূর্ণ; প্রজ্ঞাতে অনিশ্চিত কিছুই নাই, সকলই সুনিশ্চিত। প্রজ্ঞার সত্য ধ্রুব-সত্য। প্রজ্ঞা কোন ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষ অবলম্বন করে না, সুনিশ্চিত ধ্রুব সত্যের পক্ষে ভর দিয়া অপরাজিত বলে স্থিতি করে। প্রজ্ঞা পরমাত্মাতে স্বপ্রকাশ ভাবে এবং জগতে ক্রমশ-প্রকাশ্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

আবার এই দেখিতে পাই যে, ধ্রুবসত্যের প্রতি প্রজ্ঞার যেমন একটি টান আছে, তেমনি আপনার আপনার প্রতি আমাদের একটি টান আছে; প্রতি জনের আপনার আপনার প্রতি এই যে একটি টান; ইহাই সাংখ্য শাস্ত্রে অহঙ্কার শব্দে উক্ত হইয়াছে। প্রজ্ঞা এবং অহঙ্কার এ দুয়ের মধ্যে ভাব এবং আবির্ভাবের সম্বন্ধ। ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, যেখানে চক্ষু হউক কর্ণ হউক বিশেষ কোন ইন্দ্রিয়, সেই খানেই আবির্ভাব দেখা দেয়, এবং

১ যখন মৃত কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় "কলিকাতা রিবিউ" নামক সাময়িক পত্রিকায় রামমোহন রায়ের জীবনচরিত প্রকাশ করেন তখন আমি এই গল্প এবং অন্যান্য গল্প আমার পিতা ঠাকুরের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দিয়াছিলাম। অদ্য প্রায় চত্রিশ বৎসর হইল ঐ জীবনচরিত উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

চক্ষু-শ্রোত্রব্যাপী সাধারণ ইন্দ্রিয় যে মন, সেইখানেই তাব দেখা দেয়। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া ইহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে যে, সর্ব্বসাধারণ-ব্যাপী যে প্রজ্ঞা তাহাই ভাব-স্বরূপ, এবং বিশেষ-বিশেষ জীবের যে বিশেষ বিশেষ অহংভাব তাহা তাহার (প্রজ্ঞার) আবির্ভাব-স্বরূপ।

প্রজ্ঞার আবির্ভাব যেমন অহংভাব (অহংকার), সেইরূপ অহংভাবের আবির্ভাব, ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যেকে। কেন না অহংভাব বিশেষ-বিশেষ ইন্দ্রিয়ের সাধারণ ঐক্যস্থল।

মন সকল-ইন্দ্রিয়ের প্রতিনিধি-স্বরূপ; এ জন্য বাহুল্যে না গিয়া মনকেই সর্ব্বে-ন্দ্রিয় বলিয়া ধরা যাউক।

সকল কুড়াইয়া এইরূপ পাওয়া যায় যে, অহং-রূপী জীব এক দিকে প্রজ্ঞার দ্বারা পরমাত্মার সহিত এবং অন্য দিকে মন দ্বারা বহির্জ্জগতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত।

ক্রমশঃ

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য কিম্বা পুস্তকাদি ক্রয় জন্য হুণ্ডি, মনিঅর্ডর ইত্যাদি পাঠাইবেন তাঁহারা আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার বিশ্বাস মহাশয়ের নামে পাঠাইবেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়দিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে উক্ত পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক মূল্য ৪॥০ টাকা, ডাক মাশুল।৵০ আনা। ছয় মাসের মধ্যে এক কালে অগ্রিম মূল্য না দিলে পশ্চাদেয় হিসাবে ৪॥০ গৃহীত হইবে।

মফস্বলস্থ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়দিগের প্রায় অনেকেরি নিকট উক্ত পত্রিকার মূল্য ও মাশুল বাকি আছে, অতএব তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক দেয় টাকা পাঠাইয়া উপকৃত করিবেন। আর যাঁহাদিগের অগ্রিম মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বর্ত্তমান বৎসরের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

আগামী ৭ ভাদ্র রবিবার ধর্ম্মপুর [illegible] অষ্টম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রাতঃকালে ৮ ঘণ্টার সময়ে এবং অপরাহ্ণ ৫॥ঘণ্টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবেক।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা আদি ব্রাহ্মসমাজে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে মূল্য ॥০ আনা ডাক মাশুল /০ আনা।

আত্মোৎকর্ষ বিধান মূল্য১।৵০ ডাক মাশুল/০।

আয় ব্যয়

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫১।

আষাঢ়।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	...	৫৩৯৸৶১৫
পূর্ব্বকার স্থিত		...	১২৭৸/ ৫
সমষ্টি	...	...	৬৬৭৸/০
ব্যয়	...	...	৩৯১ (১৫
স্থিত	...	...	২৭৬৸৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ		২১॥৵১৫
দান প্রাপ্তি।		
শ্রীযুক্ত হরিমোহন নন্দী	১০	
" শিবচন্দ্র নন্দী	১০	
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	১।৵১৫	
	২১॥৵১৫	
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৫৮৷৵১০
পুস্তকালয়	...	১৪/০
যন্ত্রালয়	...	৩৩১৶/০
গচ্ছিত	...	১৪॥৵১০
সমষ্টি		৫৩৯৸৶১৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	৮৩/০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা..		...	১০৬৶/১০
পুস্তকালয়	...	...	১৮/০
যন্ত্রালয়	...	...	১৫৪॥৵১৫
গচ্ছিত	...	...	২৯ (১০
সমষ্টি			৩৯১ (১৫

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

Registered NO 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

দশম কল্প

দ্বিতীয় ভাগ

৪৪৬ সংখ্যা আশ্বিন ব্রাহ্মসম্বৎ ৫১ শক ১৮০২

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদ [illegible] ন্ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

দ্বিতীয় প্রপাঠকে একাদশঃ খণ্ডঃ।

মনোহিঙ্কারোবাক্ প্রস্তাবশ্চক্ষুরুদ্গীথঃ শ্রোত্রং প্রতিহারঃ প্রাণোনিধনমেতদ্গায়ত্রং প্রাণেষু প্রোতং। ১

'মনঃ হিঙ্কারঃ' 'বাক্ প্রস্তাবঃ' 'চক্ষুঃ উদ্গীথঃ' 'শ্রোত্রং প্রতিহারঃ' 'প্রাণঃ নিধনং' 'এতৎ গায়ত্রং' রথন্তরং 'প্রাণেষু প্রোতং'। ১

মন হিঙ্কার, বাক্য প্রস্তাব, চক্ষু উদ্গীথ, শ্রোত্র প্রতিহার, প্রাণ নিধন। এই সাম প্রাণেতে প্রোত হইয়া রহিয়াছে। ১

সযএবমেতদ্গায়ত্রং প্রাণেষু প্রোতং বেদ প্রাণী ভবতি সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্জীবতি মহান্প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্কীর্ত্ত্যা। মহামনাঃ স্যাৎ তদ্ব্রতং। ২

'সঃ যঃ এবং এতৎ গায়ত্রং প্রাণেষু প্রোতং বেদ' 'প্রাণীভবতি' অবিকলকরণোভবতি 'সর্ব্বং আয়ুঃ এতি' শতং বর্ষাণি সর্ব্বমায়ুঃ পুরুষস্য ইতি শ্রুতেঃ। 'জ্যোগ্ উজ্জ্বলঃ জীবতি'। 'প্রজয়া পশুভিঃ মহান্ ভবতি' 'কীর্ত্ত্যা চ মহান্ ভবতি'। 'মহামনাঃ স্যাৎ' ভবতি গায়ত্রোপাসকস্য 'তদ্ব্রতং'। ২

যিনি এই প্রকারে প্রাণেতে প্রোত সামকে জানেন; তিনি প্রাণবান্ ইন্দ্রিয়বান্, সমস্ত পরমায়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল জীবন ধারণ করেন, এবং পুত্র পশু ও কীর্ত্তি দ্বারা মহান্ হন। মহামনা হইবে, ইহাই তাঁহার ব্রত। ২

দ্বাদশঃ খণ্ডঃ।

অভিমন্থতি সহিঙ্কারোধূমোজায়তে স প্রস্তাবোজ্বলতি সউদ্গীথোঽঙ্গারাভবন্তি সপ্রতিহারউপশাম্যতি তন্নিধনং সংশাম্যতি তন্নিধনমেতদ্রথন্তরমগ্নৌ প্রোতং। ১

'অভিমন্থতি সঃ হিঙ্কারঃ' প্রাথম্যাৎ। অগ্নেঃ 'ধূমঃ জায়তে' 'সঃ প্রস্তাবঃ' আনন্তর্য্যাৎ। 'জ্বলতি সঃ উদ্গীথঃ' হবিঃসম্বন্ধাচ্ছ্রৈষ্ঠ্যং জ্বলনস্য। 'অঙ্গারাঃ ভবন্তি সঃ প্রতিহারঃ' অঙ্গারাণাং প্রতিহৃতত্বাৎ। 'উপশাম্যতি তৎ নিধনং' উপশমঃ সাবশেষত্বাদগ্নেঃ 'সংশাম্যতি তৎ নিধনং' সংশমোনিঃশেষোপশমঃ সমাপ্তিসামান্যাৎ নিধনং। 'এতৎ রথন্তরং অগ্নৌ প্রোতং'। ১

অগ্নির জন্য কাষ্ঠ মন্থন করে, তাহা হিঙ্কার। ধূম জন্মে, তাহা প্রস্তাব। জ্বলিয়া উঠে, তাহা উদ্গীথ। অঙ্গার হয়, তাহা প্রতিহার। উপশম হয়, তাহা নিধন এবং সম্যক্ প্রকারে নির্ব্বাণ হয়, তাহাও নিধন। এই সাম অগ্নিতে প্রোত হইয়া রহিয়াছে। ১

সযএবমেতদ্রথ [illegible] প্রোতং বেদ [illegible] সর্ব্বমা রেতি জ্যোগ্জীবতি মহান্প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান-

কীর্ত্ত্যা। ন প্রত্যঙগ্নিমাচামেন্ন নিষ্ঠীবেত্তদ্‌ব্রতং। ২

'সঃ যঃ এবং এতৎ রথন্তরং অগ্নৌ প্রোতং বেদ' 'ব্রহ্মবর্চসী' ব্রহ্মস্বাধ্যায়নিমিত্তং তেজোব্রহ্মবর্চসং তদ্বিশিষ্টঃ 'অন্নাদঃ' দীপ্তাগ্নিঃ 'ভবতি' 'সর্ব্বং আয়ুঃ' শতং বর্ষাণি সর্ব্বমায়ুঃ 'এতি'। 'জ্যোগ্' উজ্জ্বলঃ 'জীবতি' 'প্রজয়া পশুভিঃ মহান্ ভবতি' 'কীর্ত্ত্যা' চ 'মহান' ভবতি'প্রত্যঙ' অভিমুখঃ 'অগ্নিং' 'ন আচামেৎ' ন ভক্ষয়েৎ কিঞ্চিৎ 'ন নিষ্ঠীবেৎ' শ্লেষ্মানিরসনঞ্চ ন কুর্য্যাৎ 'তৎব্রতং'। ২

যিনি এই প্রকারে অগ্নিতে প্রোত এই রথন্তর সামকে জানেন, তিনি ব্রহ্মবর্চসে তেজস্বী ও অন্নাদ হন ও উজ্জ্বল জীবন ধারণ করেন এবং পুত্র, পশু ও কীর্ত্তি দ্বারা মহান হন। অগ্নির অভিমুখে কিছুই খাইবেক না এবং অগ্নিতে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবেক না, এই ব্রত। ২

ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ।

উপমন্ত্রয়তে সহিঙ্কারোজ্ঞপয়তে সপ্রস্তাবঃ স্ত্রিয়া সহ শেতে সউদ্গীথঃ প্রতিস্ত্রীসহ শেতে স প্রতিহারঃ কালং গচ্ছতি তন্নিধনং পারং গচ্ছতি তন্নিধনমেতদ্বামদেব্যং মিথুনে প্রোতং। ১

উপমন্ত্রয়তে' সঙ্কেতং করোতি প্রাথম্যাৎ 'সঃ হিঙ্কারঃ'। 'জ্ঞপয়তে' তোষয়তি 'সঃ প্রস্তাবঃ'। 'স্ত্রিয়া সহ শেতে সঃ উদ্গীথঃ'। 'প্রতিস্ত্রীসহ শেতে' স্ত্রিয়োঽভিমুখীভাবঃ 'সঃ প্রতিহারঃ' 'কালং গচ্ছতি' মৈথুনেন 'তৎনিধনং' 'পারং' সমাপ্তিঃ 'গচ্ছতি' 'তৎ নিধনং'। এতৎ বামদেব্যং মিথুনে প্রোতং'। ১

সঙ্কেত করে, তাহা হিঙ্কার। তোষামোদ করে, তাহা প্রস্তাব। স্ত্রীর সহিত শয়ন করে,তাহা উদ্গীথ। স্ত্রীর সম্মুখ হইয়া শয়ন করে,তাহা প্রতিহার। মৈথুনে যে কাল গত হয় তাহা নিধন এবং তাহার সমাপ্তি যে তাহাও নিধন। এই বামদেব্য সাম মিথুনে প্রোত হইয়া রহিয়াছে। ১

সযএবমেতদ্বামদেব্যং মিথুনে প্রোতং বেদ মিথুনীভবতি মিথুনান্মিথুনাৎ প্রজায়তে সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি মহান্‌প্রজয়া পশুভির্ভবতি [illegible] ন কাঞ্চন পরিহরেত্তদ্‌ব্রতং। ২

'সঃ যঃ এবং এতৎ বামদেব্যং মিথুনে প্রোতং বেদ' 'মিথুনীভবতি' অবিধুরোভবতি ইত্যর্থঃ। 'মিথুনাৎ মিথুনাৎ প্রজায়তে' ইত্যমোঘরেতত্ত্বমুচ্যতে। 'সর্ব্বং আয়ুঃ এতি' 'জ্যোগ্ জীবতি' 'মহান্ প্রজয়া পশুভিঃ ভবতি' 'কীর্ত্ত্যা' চ 'মহান্ ভবতি। 'ন কাঞ্চন পরিহরেৎ' কাঞ্চিদপি স্ত্রিয়ং স্বাত্মতল্পপ্রাপ্তাং ন পরিহরেৎ সমাগমার্থিনীং 'তৎব্রতং'। ২

যিনি এই প্রকারে মিথুনে প্রোত এই বামদেব্য সামকে জানেন, তিনি মিথুনী হন ও তিনি প্রতি মিথুনে পুত্র উৎপাদন করেন। তিনি শত বর্ষ আয়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল জীবন ধারণ করেন এবং পুত্র পশু ও কীর্ত্তি দ্বারা মহান হন। সমাগমার্থিনী কোন স্ত্রীকে প্রত্যাখ্যান করিবেক না—এই ব্রত।২

চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ।

উদ্যন্‌হিঙ্কারউদিতঃ প্রস্তাবোমধ্যন্দিন-উদ্গীথোঽপরাহ্নঃ প্রতিহারোঽস্তং যন্নিধনমেতদ্‌বৃহদাদিত্যে প্রোতং।

'উদ্যন্' সবিতা সঃ 'হিঙ্কারঃ' প্রাথম্যাৎ দর্শনস্য। 'উদিতঃ প্রস্তাবঃ' প্রস্তবনহেতুত্বাৎ কর্ম্মণাং। 'মধ্যংদিনঃ উদ্গীথঃ' শ্রৈষ্ঠ্যাৎ। 'অপরাহ্নঃ প্রতিহারঃ পশ্বাদীনাং গৃহান্‌প্রতিহরণাৎ। 'অস্তং যৎ নিধনং' রাত্রৌ গৃহে নিধনাৎ প্রাণিনাং। 'এতৎ বৃহৎআদিত্যে প্রোতং'। ১

উদয়ের প্রারম্ভ হিঙ্কার। সম্পূর্ণ উদয় প্রস্তাব। মধ্যাহ্ন কাল উদ্গীথ। অপরাহ্ন প্রতিহার, আর যাহা অস্ত তাহা নিধন। ইহা এই বৃহৎ আদিত্যে প্রোত হইয়া রহিয়াছে। ১

সযএবমেতদ্‌বৃহদাদিত্যে প্রোতং বেদ তেজস্ব্যন্নাদোভবতি সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি মহান্‌প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্‌কীর্ত্ত্যা। তপন্তং ন নিন্দেত্তদ্‌ব্রতং। ২

'সঃ যঃ এবং এতৎ বৃহৎ আদিত্যে প্রোতং বেদ' 'তেজস্বী অন্নাদঃ ভবতি' 'সর্ব্বং আয়ুঃ এতি' 'জ্যোগ্ জীবতি' 'মহান্ প্রজয়া পশুভিঃ ভবতি মহান্ কীর্ত্ত্যা' 'তপন্তং ন নিন্দেৎ তৎব্রতং'। ২

যিনি এইরূপে বৃহৎ [illegible] এই সামকে

প্রোত বলিয়া জানেন, তিনি তেজস্বী ও অন্নাদ হন, শত বৎসর পরমায়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল জীবন ধারণ করেন এবং পুত্র পশু ও কীর্ত্তি দ্বারা মহান্ হন। উত্তাপকে নিন্দা করিবেক না—এই ব্রত। ২

পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ।

অভ্রাণি সংপ্লবন্তে সহিঙ্কারোমেঘোজায়তে স প্রস্তাবোবর্ষতি সউদ্গীথোবিদ্যোততে স্তনয়তি স প্রতিহারউদ্গৃহ্ণাতি তন্নিধনমেতদ্বৈরূপং পর্জ্জন্যে প্রোতং। ১

'অভ্রাণি' অব্ভ্রা মেঘউদকসেক্তৃত্বাৎ 'সংপ্লবন্তে সঃ হিঙ্কারঃ' 'মেঘঃ জায়তে সঃ প্রস্তাবঃ' 'বর্ষতি সঃ উদ্গীথঃ' 'বিদ্যোততে স্তনয়তি সঃ প্রতিহারঃ' 'উৎগৃহ্ণাতি তৎনিধনং'। 'এতৎ বৈরূপং' বৈরূপং নাম সাম 'পর্জ্জন্যে প্রোতং' অনেকরূপত্বাৎ। ১

বাষ্প ঘনীভূত হয় তাহা হিঙ্কার, মেঘ জন্মে তাহা প্রস্তাব, বর্ষণ করে তাহা উদ্গীথ, বিদ্যুৎ চমকিয়া ডাকে তাহা প্রতিহার, মেঘ ছাড়িয়া যায় তাহা নিধন। এই বৈরূপ নামক সাম পর্জ্জন্যে প্রোত হইয়া রহিয়াছে। ১

সযএবমেতদ্বৈরূপং পর্জ্জন্যে প্রোতং বেদ বিরূপাংশ্চ সুরূপাংশ্চ পশূনবরুন্ধে সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্জীবতি মহান্প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্কীর্ত্ত্যা। বর্ষন্তং ন নিন্দেত্তদ্ব্রতং। ২

'সঃ যঃ এবং এতৎ পর্জ্জন্যে প্রোতং' 'বৈরূপং' সাম 'বেদ' 'বিরূপাং চ সুরূপাং চ' অজাবিপ্রভৃতীন্ 'পশূন্' 'অবরুন্ধে' প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। 'সর্ব্বং আয়ুঃ এতি' 'জ্যোগ্ জীবতি, 'প্রজয়া পশুভিঃ মহান্ ভবতি' 'কীর্ত্ত্যা' চ 'মহান্' ভবতি। 'বর্ষন্তং ন নিন্দেৎ তৎব্রতং'। ২

যিনি এইরূপে পর্জ্জন্যে প্রোত এই বৈরূপ সামকে জানেন, তিনি বহুবিধ সুন্দর পশু লাভ করেন, শত বৎসর আয়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল জীবন ধারণ করেন, এবং পুত্র পশু ও কীর্ত্তি দ্বারা মহান্ হন। বর্ষাকে নিন্দা করিবেক না—এই ব্রত।

ষোড়শঃ খণ্ডঃ।

বসন্তোহিঙ্কারোগ্রীষ্মঃ প্রস্তাবোবর্ষাউদ্গীথঃ শরৎ প্রতিহারোহেমন্তোনিধনমেতদ্বৈরাজমৃতুষু প্রোতং। ১

'বসন্তঃ হিঙ্কারঃ' 'গ্রীষ্মঃ প্রস্তাবঃ' 'বর্ষাঃ উদ্গীথঃ' 'শরৎ প্রতিহারঃ' 'হেমন্তঃ নিধনং' 'এতৎ' 'বৈরাজং' সাম 'ঋতুষু প্রোতং'। ১

বসন্ত হিঙ্কার, গ্রীষ্ম প্রস্তাব, বর্ষা উদ্গীথ, শরৎ প্রতিহার, হেমন্ত নিধন। এই বৈরাজ নামক সাম, ঋতুতে প্রোত হইয়া রহিয়াছে। ১

সযএবমেতদ্বৈরাজমৃতুষু প্রোতং বেদ বিরাজতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্জীবতি মহান্প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্কীর্ত্ত্যর্ত্তূন্ন নিন্দেত্তদ্ব্রতং। ২

'সঃ যঃ এবং এতৎ বৈরাজং ঋতুষু প্রোতং বেদ' 'বিরাজতি প্রজয়া পশুভিঃ ব্রহ্মবর্চসেন'। 'সর্ব্বং আয়ুঃ এতি' 'জ্যোগ্ জীবতি' 'মহান্ প্রজয়া পশুভিঃ ভবতি' 'মহান্ কীর্ত্ত্যা'। 'ঋতূন্ ন নিন্দেৎ তৎব্রতং'। ২

যিনি এইরূপ ঋতু সকলেতে প্রোত বৈরাজ সামকে জানেন, তিনি পুত্র পশু এবং ব্রহ্মজ্যোতি দ্বারা বিরাজিত হন, শত বর্ষ পরমায়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল জীবন ধারণ করেন এবং পুত্র পশু ও কীর্ত্তি দ্বারা মহৎ হন। ঋতুকে নিন্দা করিবে না—এই ব্রত। ২

সপ্তদশঃ খণ্ডঃ।

পৃথিবী হিঙ্কারোঽন্তরীক্ষং প্রস্তাবোদ্যৌরুদ্গীথোদিশঃ প্রতিহারঃ সমুদ্রোনিধনমেতাঃ শক্বর্য্যোলোকেষু প্রোতাঃ। ১

'পৃথিবী হিঙ্কারঃ' 'অন্তরীক্ষং প্রস্তাবঃ' দ্যৌঃ উদ্গীথঃ' 'দিশঃ প্রতিহারঃ' 'সমুদ্রঃ নিধনং'। 'এতাঃ' 'শক্বর্য্যঃ' শক্বর্য্যইতি নিত্যং বহুবচনং 'লোকেষু প্রোতাঃ'। ১

পৃথিবী হিঙ্কার, অন্তরীক্ষ প্রস্তাব, স্বর্গ উদ্গীথ, দিক সকল প্রতিহার এবং সমুদ্র নিধন। এই শক্বরী সামেরা লোক-সকলেতে প্রোত হইয়া রহিয়াছে। ১

স যএবমেতাঃ শক্বর্য্যোলোকেষু প্রোতাবেদ লোকীভবতি সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্জী-

বতি মহান্‌প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্‌কীর্ত্ত্যা। লোকান্ন নিন্দেৎ তদ্ব্রতং। ২

'সঃ যঃ এবং এতাঃ' 'শক্বর্য্যঃ লোকেষু প্রোতাঃ বেদ' 'লোকীভবতি' লোকফলেন যুজ্যতে ইত্যর্থঃ। 'সর্ব্বং আয়ুঃ এতি' জ্যোগ্‌জীবতি' 'মহান্ প্রজয়া পশুভিঃ ভবতি' 'মহান্ কীর্ত্ত্যা'। 'লোকান্ ন নিন্দেৎ তৎব্রতং'। ২

যিনি এই প্রকারে লোক-সকলেতে প্রোত এই শক্বরী সাম সকলকে জানেন; তিনি লোক সকল প্রাপ্ত হন, শত বৎসর আয়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল জীবন ধারণ করেন এবং পুত্র পশু ও কীর্ত্তি দ্বারা মহান্ হন। লোক সকলকে নিন্দা করিবেক না—এই ব্রত। ২

অষ্টাদশঃ খণ্ডঃ।

অজাহিঙ্কারোঽবয়ঃ প্রস্তাবো গাবউদ্গীথোঽশ্বাঃ প্রতিহারঃ পুরুষোনিধনমেতারেবত্যঃ পশুষু প্রোতাঃ। ১

'অজাঃ হিঙ্কারঃ' 'অবয়ঃ প্রস্তাবঃ'। 'গাবঃ উদ্গীথঃ' 'অশ্বাঃ প্রতিহারঃ' 'পুরুষঃ নিধনং'। 'এতাঃ রেবত্যঃ পশুষু প্রোতাঃ'॥ ১

ছাগ সকল হিঙ্কার, মেষ সকল প্রস্তাব, গো উদ্গীথ, অশ্ব সকল প্রতিহার এবং পুরুষেরা নিধন। এই রেবত্য সামেরা পশু সকলেতে প্রোত হইয়া রহিয়াছে। ১

স যএবমেতারেবত্যঃ পশুষু প্রোতাবেদ পশুমান্ ভবতি সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি মহান্‌প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্‌কীর্ত্ত্যা পশূন্ন নিন্দেৎ তদ্ব্রতং। ২

'সঃ যঃ এবং এতাঃ রেবত্যঃ পশুষু প্রোতাঃ বেদ' 'পশুমান্ ভবতি' 'সর্ব্বং আয়ুঃ এতি' 'জ্যোগ্‌জীবতি' 'মহান্ প্রজয়া পশুভিঃ ভবতি' 'মহান্ কীর্ত্ত্যা'। পশূন্ ন নিন্দেৎ তৎব্রতং। ২

যিনি এইরূপে পশু সকলেতে প্রোত রেবত্য সাম-সকলকে জানেন; তিনি পশুযুক্ত হন, শত বর্ষ পরমায়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল জীবন ধারণ করেন এবং পুত্র পশু ও কীর্ত্তি দ্বারা মহান্ হন। পশুদিগকে নিন্দা করিবেক না—এই ব্রত। ২

ঊনবিংশঃ খণ্ডঃ।

লোমহিঙ্কারস্ত্বক্ প্রস্তাবোমাংসমুদ্গীথোঽস্থি প্রতিহারোমজ্জা নিধনমেতদ্যজ্ঞাযজ্ঞীয়মঙ্গেষু প্রোতং। ১

'লোমঃ হিঙ্কারঃ' দেহাবয়বানাং প্রাথম্যাৎ। 'ত্বক প্রস্তাবঃ' আনন্তর্য্যাৎ। 'মাংসং উদ্গীথঃ' শ্রৈষ্ঠ্যাৎ। 'অস্থি প্রতিহারঃ' প্রতিহৃতত্বাৎ। 'মজ্জা নিধনং'। 'এতৎ যজ্ঞাযজ্ঞীয়ং' সাম 'অঙ্গেষু' দেহাবয়বেষু 'প্রোতং'। ১

লোম হিঙ্কার, ত্বক প্রস্তাব, মাংস উদ্গীথ, অস্থি প্রতিহার, মজ্জা নিধন। এই যজ্ঞাযজ্ঞীয় সাম, দেহের অবয়ব-সকলেতে প্রোত হইয়া রহিয়াছে। ১

স যএবমেতদ্যজ্ঞাযজ্ঞীয়মঙ্গেষু প্রোতং বেদাঙ্গীভবতি নাঙ্গেন বিহূর্চ্ছতি সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি মহান্‌প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্‌কীর্ত্ত্যা। সম্বৎসরং মজ্জো নাশ্নীয়াৎ তদ্ব্রতং মজ্জোনাশ্নীয়াদিতি বা। ২

'স যঃ এবং এতৎ' 'যজ্ঞাযজ্ঞীয়ং' নাম সাম 'অঙ্গেষু প্রোতং বেদ' 'অঙ্গীভবতি' সমগ্রাঙ্গোভবতীত্যর্থঃ 'ন অঙ্গেন' হস্তপদাদিনা 'বিহূর্চ্ছতি' ন কুটিলোভবতি, পঙ্গুকুনীবেত্যর্থঃ। 'সর্ব্বং আয়ুঃ এতি' 'জ্যোগ্ জীবতি' 'মহান প্রজয়া পশুভিঃ ভবতি' 'মহান্ কীর্ত্ত্যা'। 'সম্বৎসরং' সম্বৎসরমাত্রং 'মজ্জঃ' মাংসানি 'ন অশ্নীয়াৎ' ন ভক্ষয়েৎ। 'মজ্জঃ ন অশ্নীয়াৎ' সর্ব্বদৈব নাশ্নীয়াৎ 'ইতি বা' 'তৎব্রতং'। ২

যিনি এই প্রকারে এই অঙ্গ-সকলেতে প্রোত এই যজ্ঞাযজ্ঞীয় নামক সামকে জানেন, তিনি সর্ব্বাঙ্গ-বিশিষ্ট হন, কোন অঙ্গের দ্বারা হীন হন না, শত বর্ষ পরমায়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল জীবন ধারণ করেন এবং পুত্র পশু ও কীর্ত্তি দ্বারা মহান্ হন। সম্বৎসর কাল মাংস খাইবেক না অথবা সর্ব্বদা খাইবেক না এই ব্রত। ২

বিংশঃ খণ্ডঃ।

অগ্নির্হিঙ্কারোবায়ুঃ প্রস্তাবআদিত্যউদ্গীথোনক্ষত্রাণি প্রতিহারশ্চন্দ্রমানিধনমেতদ্রাজনং দেবতাসু প্রোতং। ১

'অগ্নিঃ হিঙ্কারঃ' প্রথমস্থানত্বাৎ 'বায়ুঃ প্রস্তাবঃ'

আনন্তর্য্যসামান্যাৎ। 'আদিত্যঃ উদ্গীথঃ' শ্রৈষ্ঠ্যাৎ। 'নক্ষত্রাণি প্রতিহারঃ' প্রতিহৃতত্বাৎ। 'চন্দ্রমা নিধনং' কর্ম্মিনাং তন্নিধনাৎ। 'এতৎ রাজনং দেবতাসু প্রোক্তং'। ১

অগ্নি হিঙ্কার, বায়ু প্রস্তাব, আদিত্য উদ্গীথ, নক্ষত্র-সকল প্রতিহার, চন্দ্রমা নিধন। এই রাজন-সাম দেবতাদিগের মধ্যে প্রোত হইয়া আছে। ১

স যএবমেতদ্রাজনং দেবতাসু প্রোতং বেদৈতাসামেব দেবতানাং সলোকতাং সার্ষ্টিতাং সাযুজ্যং গচ্ছতি সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্জীবতি মহান্‌প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্‌কীর্ত্ত্যা ব্রাহ্মণান্ন নিন্দেত্তদ্ব্রতং।২

'সঃ যঃ এবং এতৎ রাজনং দেবতাসু প্রোতং বেদ' 'এতাসাং এব' অগ্ন্যাদীনাং দেবতানাং 'সলোকতাং' সমানলোকতাং 'সার্ষ্টিতাং' সমানর্দ্ধিত্বং 'সাযুজ্যং' সযুগভাবমেকদেহদেহিত্বমিত্যেতৎ 'গচ্ছতি' প্রাপ্নোতি 'সর্ব্বং আয়ুঃ এতি' 'জ্যোগ্ জীবতি' 'মহান্ প্রজয়া পশুভিঃ ভবতি' 'মহান্ কীর্ত্ত্যা'। 'ব্রাহ্মণান্ ন নিন্দেৎ তৎব্রতং'। ২

যিনি এই প্রকারে দেবতা-সকলে প্রোত এই রাজন-সামকে জানেন; তিনি এই দেবতাদিগেরই সঙ্গে সমান লোক, সমান ঋদ্ধি এবং সমান আসন প্রাপ্ত হন। তিনি সর্ব্বায়ু হন, উজ্জ্বল জীবন ধারণ করেন এবং পুত্র পশু ও কীর্ত্তি দ্বারা মহান্ হন। ব্রাহ্মণকে নিন্দা করিবেক না—এই ব্রত। ২

একবিংশঃ খণ্ডঃ।

ত্রয়ীবিদ্যা হিঙ্কারস্ত্রয়ইমে লোকাঃ স প্রস্তাবোঽগ্নির্ব্বায়ুরাদিত্যঃ সউদ্গীথোনক্ষত্রাণি বয়াংসি মরীচয়ঃ সপ্রতিহারঃ সর্পাগন্ধর্ব্বাঃ পিতরস্তন্নিধনমেতৎ সাম সর্ব্বস্মিন্ প্রোতং। ১

'ত্রয়ীবিদ্যা হিঙ্কারঃ' হিঙ্কারপ্রাথম্যাৎ সর্ব্বকর্ত্তব্যানাং। 'ত্রয়ঃ ইমে লোকাঃ' 'সঃ প্রস্তাবঃ' 'অগ্নিঃ বায়ুঃ আদিত্যঃ' 'সঃ উদ্গীথঃ' 'নক্ষত্রাণি বয়াংসি মরীচয়ঃ' 'সঃ প্রতিহারঃ' 'সর্পাঃ গন্ধর্ব্বাঃ পিতরঃ' 'তৎ নিধনং' 'এতৎ সাম' নামবিশেষাভাবাৎ সাম সমুদায়ঃ সর্ব্বস্মিন্ প্রোতং ত্রয়ী বিদ্যাদি হি সর্ব্বং। ত্রয়ীবিদ্যাদি দৃষ্ট্যা হিঙ্কারাদিসামভক্তয়উপাস্যাঃ। ১

তিন বেদ হিঙ্কার। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, এই তিন লোক প্রস্তাব। অগ্নি, বায়ু, আদিত্য উদ্গীথ। নক্ষত্র-সকল, পক্ষী-সকল, এবং রশ্মি-সকল প্রতিহার। সর্প-সকল, গন্ধর্ব্ব-সকল এবং পিতৃ-লোকেরা নিধন। এই সাম এই সকলেতে প্রোত হইয়া রহিয়াছে। ১

সযএবমেতৎ সাম সর্ব্বস্মিন্ প্রোতং বেদ সর্ব্বংহ ভবতি। ২

'সঃ যঃ এবং এতৎ সাম সর্ব্বস্মিন্ প্রোতং বেদ' 'সর্ব্বং' 'হ' 'ভবতি'। ২

যিনি এই সকলে প্রোত এই সামকে এই প্রকারে জানেন, তিনি সকলের প্রভু হন। ২

তদেষশ্লোকঃ। যানি পঞ্চধাত্রীণি তেভ্যোন জ্যায়ঃ পরমন্যদস্তি। ৩

'তৎ এষঃ শ্লোকঃ'; 'যানি' 'পঞ্চধা' পঞ্চপ্রকারেণ হিঙ্কারাদিবিভাগৈঃ প্রোক্তানি 'ত্রীণি' ত্রয়ীবিদ্যাদীনি 'তেভ্যঃ' পঞ্চত্রিকেভ্যঃ 'জ্যায়ঃ' মহত্তরং 'পরং' ব্যতিরিক্তং 'অন্যৎ' বস্তুন্তরং 'ন অস্তি' ন বিদ্যতে। ৩

সেই এই শ্লোক। প্রথম ঋক যজু সাম, দ্বিতীয় ভূলোক অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক, তৃতীয় অগ্নি বায়ু ও আদিত্য, চতুর্থ নক্ষত্র পক্ষী ও মরীচি, পঞ্চম সর্প গন্ধর্ব্ব ও পিতৃলোক—এই যে পঞ্চ সংখ্যক তিন তিন হিঙ্কারাদি সামের পঞ্চ প্রকার বিভক্তি দ্বারা বিভক্ত হইয়াছে, ইহাদের অপেক্ষা পরম শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। ৩

যস্তদ্বেদ সবেদ সর্ব্বং। সর্ব্বাদিশোবলিমস্মৈ হরন্তি। সর্ব্বমস্মীত্যুপাসীত তদ্ব্রতং তদ্ব্রতং। ৪

যঃ' 'তৎ' যথোক্তং 'বেদ' 'সঃ বেদ সর্ব্বং' স সর্ব্বজ্ঞোভবতি। 'সর্ব্বাঃ দিশঃ' সর্ব্বদিক্স্থাঃ জীবাঃ 'অস্মৈ' এবম্বিধে 'বলিং' ভোগং 'হরন্তি' প্রাপয়ন্তি। 'সর্ব্বং' 'অস্মি' ভবামি 'ইতি' এতৎ 'উপাসীত।' 'তৎ' তস্যৈতদেব 'ব্রতং'। ৪

যিনি তাহা জানেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ হন এবং সকল দিকের লোকেরা তাঁহার জন্য পূজা আহরণ করে। সকলই আমি, এই ভাবিয়া উপাসনা করিবেক—এই ব্রত, এই ব্রত। ৪

স্নান।

শৌচে যত্নঃ সদা কার্য্যঃ শৌচমূলো দ্বিজঃ স্মৃতঃ।
শৌচাচারবিহীনস্য সমস্তা নিষ্ফলাঃ ক্রিয়াঃ॥

দক্ষ সংহিতা।

বাহ্য পবিত্রতার সঙ্গে আধ্যাত্মিক শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্রভাবের বিশেষ নৈকট্য সম্বন্ধ আছে। শরীর সুস্থ থাকিলে যেমন মন স্বচ্ছন্দ থাকে, তেমনি দেহ পরিস্কৃত ও পরিস্নাত হইলে চিত্তও বহু পরিমাণে শুচি ও পবিত্র বোধ হয়। সেই জন্য ত্রিকালীন উপাসনার পূর্ব্বে মল-মূত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্নান-ব্যায়াম দ্বারা শরীরের সুস্থতা-সম্পাদন করা নিতান্ত আবশ্যক। মল-মূত্রাদির বেগ ধারণ করিলে এবং অস্নাত শরীরে অবস্থান করিলে, দেহ যারপর নাই অসুস্থ ও গ্লানিযুক্ত হয় এবং তন্নিবন্ধন রোগ উৎপন্ন হইয়া শারীরিক স্বাস্থ্য নাশ এবং মানসিক সচ্ছন্দতা বিনষ্ট করে এবং দৈহিক জড়তা-প্রযুক্ত মানসিক উদ্যম উৎসাহও স্ফূর্ত্তি পায় না। সমল শরীরে যখন লোকের অশন-বসনে, ভ্রমণ অধ্যয়নে এবং বিষয়-কার্য্য সম্পাদনেই অভিরুচি হয় না, তখন সংসারের অতীত তত্ত্ব চিন্তায়, জীবনের সারতম কার্য্য ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা পূজার্চ্চনায় তো আদৌ প্রবৃত্তি না হইতেই পারে। এই কারণেই ধর্ম্ম-শাস্ত্র-প্রয়োজক মহর্ষি দক্ষ দ্বারা এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে যে "শৌচ বিষয়ে সর্ব্বদাই যত্ন করিবে। কেন না শৌচই দ্বিজত্ব লাভের মূল। শৌচ ও আচার-বিহীন ব্যক্তির সমস্ত ক্রিয়াই নিস্ফল।"

শৌচ দ্বিবিধ। বাহ্য শৌচ ও আভ্যন্তর শৌচ। মৃত্তিকা ও জল দ্বারা যে শৌচ, তাহা বাহ্য শৌচ এবং ভাবশুদ্ধিরূপ যে শৌচ তাঁহা আভ্যন্তর শৌচ। মৃত্তিকা ব্যবহার দ্বারা সকল প্রকার দুর্গন্ধ তিরোহিত হয়, স্নান দ্বারা সর্ব্ব-শরীর মল-মুক্ত হইয়া থাকে।

"শৌচঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরন্তথা।
মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরং॥"

দক্ষ সংহিতা।

"উষঃ কালে তু সংপ্রাপ্তে শৌচং কৃত্বা যথার্হতঃ।"

শৌচ-সাধন পক্ষে অতি প্রত্যূষই প্রশস্ত সময়। দেহশুদ্ধি যে কেবলই ব্রহ্মসাধন ও ঈশ্বরের বরণীয় জ্ঞান-শক্তি চিন্তন জন্যই প্রয়োজন তাহা নহে। স্নান দ্বারা শরীরে নূতন জীবনের সঞ্চার হয়, দৈহিক কার্য্যাদি সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে; পেশী শিরা, শোণিত স্নায়ু প্রভৃতির জড়তা অন্তরিত হইয়া যায়। শরীর মনে একটী অভূতপূর্ব্ব শ্রী সৌন্দর্য্য এবং স্ফূর্ত্তি-উদ্যমের সঞ্চার হইয়া থাকে। এই জন্যই জামলতন্ত্রে স্নান "শ্রীপুষ্ট্যারোগ্যবর্দ্ধনং" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। চিকিৎসা শাস্ত্রেও স্নানকে দ্বিতীয় পথ্য এবং যোগ গ্রন্থে একটী প্রধান সাধন অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "মানব দেহ অত্যন্ত মলময়, ইহা নবছিদ্র-যুক্ত। কি দিবা কি রাত্রি, বিশেষতঃ রাত্রি-কালে ইহা স্রবিত হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক ছিদ্রে মল নিঃসৃত হয়, প্রাতঃস্নান তাহা শোধন করে।" সেই জন্যই ধর্ম্ম-শাস্ত্রে প্রাতঃস্নানের বিধি প্রদত্ত হইয়াছে।

"অত্যন্তমলিনঃকায়োনবচ্ছিদ্রসমন্বিতঃ।
স্রবত্যেষ দিবারাত্রৌ প্রাতঃস্নানং বিশোধনং॥"

দক্ষ সংহিতা।

প্রাতঃস্নান বিশেষ কল্যাণপ্রদ হইলেও কিরূপ জলে স্নান করিলে শরীর সুস্থ এবং মন প্রফুল্ল হয়, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানবিৎ মহর্ষিগণ তাহা সবিশেষ অবগত হইয়া নানা গ্রন্থে তাহার সদুপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এস্থলে একটী মাত্র উপদেশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা,

"নদীষু দেবখাতেষু তড়াগেষু সরঃসু চ।
স্নানং সমাচরেন্নিত্যং গর্ত্তপ্রস্রবণেষু চ ॥"

"নদী, দেবখাত (হ্রদ) তড়াগ, সরোবর, গর্ত্ত (যাহা চারি ক্রোশের ন্যূন পথ ব্যাপিয়া আছে) ও প্রস্রবণ এই সকলের অন্যতর জলে প্রতিদিন স্নান করিবে।" মনুসংহিতা।

প্রাগুক্ত নদী সরোবরাদি উৎকৃষ্টতর দেবখাতের নির্দ্দোষ ও নির্ম্মল সলিলে প্রতিদিন স্নান করিলে শরীর সুস্থ এবং পান করিলে বিশেষ তৃপ্তি অনুভূত হয় ও কোন-প্রকার পীড়াদি উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

স্রোতস্বতী-নদী-স্নান সর্ব্বাপেক্ষা ফলপ্রদ। ইহার দ্বারা বিবিধ উৎকট ব্যাধি, বিশেষতঃ দুশ্চিকিৎস্য চর্ম্ম-রোগ-প্রভৃতি অনতিদীর্ঘকাল-মধ্যে আরোগ্য হইয়া যায়। বেগবতী নদীতে স্নান করিতে গেলে স্রোতোভিমুখে স্নান করাই শাস্ত্রকারদিগের অভিমত। কেন না তদ্দ্বারা বিলাস-বিমুখ সাধুর গাত্র-মল-সকল অনায়াসেই বিধৌত হইয়া যায় এবং ভাসমান্ সর্প শৈবালাদি সহসা কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না, এবং স্রোতোবেগ দ্বারা স্থান-চ্যুত হইবারও কোন আশঙ্কা থাকে না। সমধর্ম্মী জল-প্রবাহ সম-ভাবে অঙ্গ-স্পর্শ করাতে অভূতপূর্ব্ব সুখানুভব হইতে থাকে এবং দৈহিক উত্তাপের তারতম্য হইবার সম্ভাবনা থাকে না। যে স্থলে নদী সরোবর প্রভৃতি স্রোতোবিহীন, তথায় সূর্য্যাভিমুখে স্নান করিবার উদ্দেশ্য এই যে, সূর্য্যাভিমুখে স্নান করিতে গেলে গাত্র-মলাদি সম্যকরূপে পরিদৃষ্ট হয় এবং সহসা জল-মজ্জন-জনিত দৈহিক উত্তাপের এককালে বিষমতর তারতম্য সংঘটিত হইতে পারে না।

"স্রোতসঃ সংমুখোমজ্জেৎ যত্রাপঃপ্রবহন্তি বৈ।
স্থাবরেষু গৃহে চৈব সূর্য্যসংমুখমাপ্লবেৎ ॥"

যাজ্ঞবল্ক্য।

প্রাতঃকালে জলের উষ্ণতার সহিত শারীরিক তাপের অধিকতর বৈষম্য থাকে না, বিশেষতঃ পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ের জল নির্ম্মল ও অবিলোড়িত থাকে। তৎকালে স্নান করিলে বিশেষ স্বচ্ছন্দতা অনুভূত হয়। সূর্য্যোদয়ের পর যত বিলম্বে স্নান করা যায়, বিবিধ ভৌতিক কারণে স্নানজনিত তৃপ্তি-সুখের ততই অল্পতা হইয়া থাকে।

প্রাতঃস্নান দ্বারা যেমন শরীর মলমুক্ত হয়, তেমনি সাধান-উপযোগী দশ-বিধ গুণ লব্ধ হইয়া থাকে।। যথা,

"গুণা দশ স্নানপরস্য সাধো
রূপঞ্চ পুষ্টিঞ্চ বলঞ্চ তেজঃ।
আরোগ্যমায়ুশ্চ মনোনিরুদ্ধঃ
দুঃস্বপ্নঘাতশ্চ তপশ্চ মেধা ॥"

দক্ষ-সংহিতা।

"হে সাধো! স্নানপর ব্যক্তির দশটী গুণ হয়। রূপ, পুষ্টি, বল, তেজঃ, আরোগ্য, আয়ুর্বৃদ্ধি, মনঃস্থৈর্য্য, দুঃস্বপ্ননাশ, তপস্যা ও মেধা।" অতএব ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু ব্রত-পরায়ণ সাধু কদাচ শৌচ-সাধন-বিষয়ে উপেক্ষা বা অবহেলা করিবেন না, প্রত্যুত এই সকল বিজ্ঞান ও পরীক্ষা-সিদ্ধ প্রত্যক্ষ ফল প্রতীতি করিয়া বাহ্য শৌচ-ক্রিয়ায় যত্নবান্ হইবেন। স্নান, প্রাণবিশিষ্ট বৃক্ষ লতা, পশু পক্ষী মনুষ্য, সকলেরই পক্ষে যার পর নাই দুর্নিবার্য্য বিধি। অচল ওষধিবনস্পতি-সকল ভৌতিক নিয়মে শিশির-ধৌত ও মেঘাম্বু-পরিস্নাত না হইলে কোন রূপেই জীবিত বর্দ্ধিত ও শোভা-সৌন্দর্য্যে, ফুল ফলে শোভমান্ হয় না। বুদ্ধিজীবী মনুষ্য তো প্রাকৃতিক তত্ত্ব অনুসন্ধান করত বিশ্বস্রষ্টার কল্যাণকর নিয়ম-সকল আবিষ্কার করিয়া তাহা প্রতিপালন করিবেই, অরণ্যের পশু-পক্ষী প্রভৃতি প্রকৃতির নিয়মে

নীয়মান হইয়া নিত্য-স্নান ও গাত্র মার্জ্জন এবং পক্ষবিন্যাস করত স্বাস্থ্য-সাধন ও শরীরের লাবণ্য-সম্পাদন করিয়া থাকে।

"স্নানন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং মজ্জনং গাত্রমার্জ্জনং।"

রুদ্রজামল-তন্ত্র।

স্নান দ্বিবিধ। মজ্জন ও গাত্র মার্জ্জন। ঋষিরা ত্রিকালীন স্নানের মহোপকারিতা প্রত্যক্ষ প্রতীতি করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, যে

"প্রাতর্মধ্যাহ্নসায়াহ্নে নরঃ স্নায়াদ্ যথাবিধি।"

যাজ্ঞবল্ক্য।

প্রাতর্মধ্যাহ্ন এবং সায়ংকালে মনুষ্য যথাবিধি স্নান করিবে। সাধকের শরীরের অবস্থানুসারে অবগাহন ও মার্জ্জন-স্নানের মধ্যে কোন না কোন প্রকার স্নান দ্বারা ত্রিকালীন শুচি হইয়া শুদ্ধ-সত্ত্ব পবিত্র-ভাবে ঈশ্বর-চিন্তায় প্রবৃত্ত হওয়াই তাঁহার-দের উদ্দেশ্য। ধ্যান-পরায়ণ, চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মস্তিষ্ক উষ্ণ হয়, শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি পায়, ভোজনে অনভিরুচি জন্মে, দৈহিক বল হ্রাস হইয়া থাকে, শরীরের জড়তা উপস্থিত হয়, স্বেদাদি-নির্গমন দ্বারা দেহ দুর্গন্ধ-যুক্ত এবং লোমকূপ রুদ্ধ হইয়া গাত্রকণ্ডু প্রভৃতি উৎপন্ন হইতে পারে, দীর্ঘকাল চিন্তায় মগ্ন থাকিতে গেলে মনঃ-স্থৈর্য্য নষ্ট হয়, মেধা হ্রাস হইয়া পড়ে। এই সকল বিঘ্ন বিদূরিত করিবার জন্য ত্রিকালীন স্নান নিতান্ত আবশ্যক। অবগাহন স্নানই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। কিন্তু শারীরিক অবস্থাক্রমে যদি তাহা সকলের পক্ষে সকল সময়ে সহ্য না হয়, তাহা হইলে মার্জ্জন-স্নান দ্বারাও তাঁহারদের সুফল সাধিত হইতে পারে।

"দৌর্গন্ধং গৌরবং কণ্ডুং কচ্ছং মলমরোচকং।
স্বেন বীভৎসতাং হন্তি শরীরপরিমার্জ্জনং॥"

বৈদ্য গ্রন্থ—রাজবল্লভ কৃত দ্রব্য গুণ।

স্নান না করিলে শরীর মলপূর্ণ, মন গ্লানিযুক্ত হয়। সুতরাং শারীরিক অসচ্ছন্দতা প্রযুক্ত সাধন সমাধিতে ধৃতি প্রবৃত্তি হ্রাস হইয়া পড়ে। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে এই সকল সাধন-প্রতিবন্ধক বিদূরিত করিবে। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে আলস্য-পরতন্ত্র হইয়া যে ব্যক্তি বিশ্রাম-শয্যায় মৃতবৎ শয়ান থাকে এবং প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন বিষয়ে ঔদাস্য প্রদর্শন করে, সেই হতভাগা নরনারী, শারীরিক স্বাস্থ্য বর্দ্ধনের এবং আত্মোন্নতি সংসাধনের একটী সুখকর কল্যাণকর অবসর উপলক্ষ হেলায় বিসর্জ্জন দেয়। প্রাতঃ-স্নান যে শরীরের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলদায়ক, তাহা শাস্ত্রের অনুশাসন ও উপদেশ দ্বারা প্রতিপন্ন করা বাহুল্য মাত্র, ইহা পরীক্ষা দ্বারা প্রতি জনেই সুস্পষ্ট রূপে অনুভব করিতে পারেন। প্রাতঃ-স্নান-পর ব্যক্তিদিগের নির্ম্মল তেজঃ পূর্ণ সুস্থ শরীরই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যে সকল মন্দভাগা ব্যক্তি বাহ্য শৌচ দ্বারা শুদ্ধ-সত্ত্ব-পবিত্র হইয়া ঈশ্বর-চিন্তাতে প্রবৃত্ত হইতে না পারেন, শরীর রক্ষার জন্যও তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। কেননা তদ্দ্বারা ক্লান্তি, স্বেদ ও মলাদি অপহৃত হয় এবং বল-পুষ্টি লাভ ও আয়ু বৃদ্ধি এবং কেশ-পুঞ্জের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

"স্নানং পবিত্রমায়ুষ্যং শ্রমস্বেদমলাপহং।
শরীরবল-সন্ধানং কেশমোজস্করং পরং॥"

বৈদ্য গ্রন্থ—রাজবল্লভকৃত দ্রব্যগুণ।

বাহ্য শৌচ, বিশেষ হিতকর কল্যাণকর হইলেও জ্ঞান-ধর্ম্ম-সমন্বিত মনুষ্যের পক্ষে আভ্যন্তর শৌচই শ্রেষ্ঠতর। মনুষ্য কেবল শরীরের সৌন্দর্য্য-সাধন-জন্য এখানে আগমন করে নাই। আত্মার উৎকর্ষ সাধনই তাহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। পরমার্থ উপার্জ্জনে কৃতকার্য্য হওয়াই তাহার মহত্ত্ব ও দেবত্ব-লাভের অদ্বিতীয় কারণ। অশুচি

থাকা অপেক্ষা বাহ্য শৌচ শ্রেষ্ঠ, আভ্যন্তর-শৌচ তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। যিনি বাহ্য আভ্যন্তর নির্ম্মল ও পবিত্র করিয়া ব্রহ্ম-সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তিনিই যথার্থ শুচি।

"অশৌচাদ্ধি বরং বাহ্যং তস্মাদাভ্যন্তরং বরম্
উভাভ্যাঞ্চ শুচির্যস্তু স শুচির্নেতরঃ শুচিঃ॥"

দক্ষ সংহিতা।

অতএব পবিত্র ব্রহ্ম-মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া শৌচ সাধন পূর্ব্বক পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হইয়া ব্রহ্ম-চিন্তায় প্রবৃত্ত হইবে, মধ্যাহ্নে নির্ম্মল শরীরে বিশুদ্ধ চিত্তে ঈশ্বরের পূজার্চ্চনা করিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিবে; সায়াহ্নে শরীর-মনকে মল-মুক্ত করিয়া সেই শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপের ধ্যান-ধারণায় নিরত হইয়া মনুষ্যত্ব সম্পাদনে নিযুক্ত হইবে। ঈশ্বর-চিন্তার, ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনের এবং তাঁহার বরণীয় জ্ঞান-শক্তি-ধ্যানের যে প্রাকৃতিক অনুকূল-কাল-ত্রয়ে, বনের বিহঙ্গ, উদ্যানের কুসুম পর্য্যন্ত উৎসাহিত ও প্রস্ফুটিত হইয়া তাঁহার মঙ্গলগীত গানে প্রবৃত্ত হয়; তাঁহার জ্ঞান শক্তি মহিমা প্রচার করিতে থাকে, সেই সময়ে যদি মনুষ্যের প্রাণ-বিহঙ্গ ঈশ্বরের স্তুতি-গানে নিযুক্ত না হয়, তাহার প্রীতি-কুসুম বিকশিত হইয়া স্বীয় স্রষ্টা-পাতা-বিধাতাকে অমৃত-গন্ধ প্রদান না করে, তবে আর সে এমন দুর্লভ কাল, এমন সুন্দর উপলক্ষ কখন্ প্রাপ্ত হইবে? অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে নিরলস হইয়া বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচ সাধন পূর্ব্বক ত্রিসন্ধ্যা ঈশ্বরের ধ্যান-ধারণায় প্রবৃত্ত হইবে।

পরকাল

(৪৪৩ সংখ্যক পত্রিকার ৫৫ পৃষ্ঠার পর।)

আমরা এই মাত্র বলিলাম, মিল সাহেব সে পথে যান নাই। বাহ্য বস্তুর অস্তিত্বের ভাবাত্মক প্রমাণ যে আমাদের প্রতিবোধের সাক্ষ্য, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া, তিনি নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইলেও তৎপ্রতি অভাবাত্মক প্রমাণ পরীক্ষা করেন নাই। ইহাতেই তিনি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। পূর্ব্বের সেই শাদা কাগজ দর্শন করিয়া তাঁহার মনে যে কতকগুলি অনুভূতির উদয় হইল, এবং বহুদর্শন দ্বারা তিনি এই সমস্ত অনুভূতি উদয়ের যে স্থায়ী সম্ভাব্য নির্ণয় করিলেন, সেই অনুভূতি গুলি ও তাহার সম্ভাব্য, শাদা কাগজের অবিদ্যমানে সম্ভবে কি না, তাঁহার অজ্ঞাতে কোন রূপে সেই কাগজটী অপসারিত হইলে, তিনি আশান্বিত মনে সেই কুঠরীতে আসিয়া শাদা কাগজটী দেখিতে পান কি না, ইহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা তাঁহার উচিত ছিল। বস্তুতঃ এই অভাবাত্মক প্রমাণের প্রতি লক্ষ্য না করাতে, তাঁহার বাহ্য সত্তা বিষয়ক পরীক্ষা ক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এবং তাঁহার একতর পক্ষপাতিনী বিনিগমনা নিতান্ত হাস্যকর ও অভ্রান্ত সহজ জ্ঞানের একান্ত অশ্রদ্ধেয় হইয়াছে। তিনি ঐ রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে জানিতে পারিতেন, বিষয়-সন্নিকর্ষ ব্যতীত অনুভূতি সম্ভব হয় না। সুতরাং অনুভূতি-সহকৃত বিষয়-জ্ঞানও আমাদের সহজ জ্ঞান, প্রত্যক্ষ জ্ঞান, এবং প্রতিবোধ-বোধিত, ও সন্দেহের অতীত।

আবার দেখ, মিল সাহেব আমাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে মাত্রাস্পৃষ্ট প্রকাণ্ড জড় জগৎ অপহরণ করিয়া তৎস্থানে যে শূন্য-গর্ভ "স্থায়ী সম্ভাব্য" শব্দ আনিয়া দিলেন,

তাহাতেও তিনি স্বীয় উদ্দেশ্য বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই সম্ভাব্য শব্দই স্বীয় অর্থ দ্বারা আমাদিগকে সেই বাহ্য বিষয় পরিজ্ঞাপন করিতেছে। সম্ভাব্য ভাববাচক শব্দ। ইহার দ্বারা উপযোগিতা ভাব, সম্ভূত ও সম্ভাবকের সম্বন্ধ ভাব ব্যক্ত হয়। প্রত্যুত ইহা এই উভয় পক্ষকে সম্বন্ধযুক্ত করিয়া সার্থক করে। মিল সাহেব সম্ভাব্যের এইরূপ প্রকৃতি বহুদর্শনে প্রত্যক্ষ করিয়া উহাকে অবস্থাধীন বা আপেক্ষিক নিশ্চয়তা—condetional certainty বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, কাজেই বলিয়াছেন সম্ভাব্য স্বয়ংসিদ্ধ নহে। মিল সাহেব অনুভূতি সম্ভাব্যের এইরূপ লক্ষণা যে করিয়াছেন, ইহাতে আপত্তির কিছুই নাই। বরং ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। আমরা ভূয়োদর্শন দ্বারা ইহার এই আপেক্ষিক ভাব উপলব্ধি করি। কিন্তু তদতিরেকে তিনি যখন বলেন যে ঐ সম্ভাব্যকেই আমরা ভ্রমবশতঃ বাহ্য সত্তা বলিয়া বিশ্বাস করি, তখনই আমাদের আপত্তি। তখন তিনি তাঁহার নিজের ব্যাখ্যার অতি প্রয়োজনীয় অংশের প্রতি দৃষ্টি রাখেন না, ভাবেন না যে, সম্ভাব্য নিরপেক্ষ নহে, বিষয়ান্তর সাপেক্ষ। বস্তুতঃ অনুভূতি সম্ভাব্যকে নহে, উহার অপেক্ষিত বিষয়কেই লোকে বাহ্যবস্তু বলিয়া জানে।

তর্কের সময় তর্কবাগীশ মিল সম্ভাব্যের এই পরতন্ত্রতা ভাব যে ভূয়োদর্শন-বোধিত, ইহা ভুলিয়া গিয়া, তাহাকে আমরা কেন বিষয়ান্তর সন্নিষ্ট মনে না করিয়া থাকিতে পারি না, তাহার হেতু অবধারণচ্ছলে কার্য্য কারণ-ভাব সম্বন্ধীয় বিচারের অনাবশ্যক অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলেন আমরা চিরকাল দেখিয়া আসিতেছি, জগতের তাবৎ ঘটনা, পূর্ব্ববর্ত্তী ও অনুবর্ত্তীর নির্দ্দিষ্ট ক্রমানুসারে ঘটিয়া থাকে। আর এই ভূয়োদর্শন হইতেই আমাদের মনে কার্য্যকারণ ভাব সমুদ্ভূত হয়। অনন্তর দীর্ঘ কালের অভ্যাস দ্বারা ও ব্যাসঙ্গ নিয়মাধীনে এই ভাব, আমাদের মনে দৃঢ় সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে তাহা অপরিহার্য্য বিশ্বাসবৎ প্রতীত হইতেছে। কিন্তু যদি আমরা এরূপ কখন দেখি যে, কারণ বিনাও কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে কার্য্য কারণের অবিনাভাব সম্বন্ধ বিষয়ে আমাদের বিশ্বাসের ব্যত্যয় ঘটিবে। অতএব অকারণ কার্য্যঘটনাকে অসম্ভব মনে করা, চিরাভ্যস্ত কুসংস্কারের কার্য্য। মানব অভিজ্ঞতা অখিল সত্যের পরিমাপক নহে। এমন অনেক সত্য থাকিতে পারে যাহা মানব মন কখনই আয়ত্ত করিতে পারিবে না। অতএব আমরা কারণ ব্যতীত কার্য্য সংঘটন কখনই সন্দর্শন করি নাই বলিয়া তাহা একেবারে অসম্ভব নিশ্চয় করা, ধৃষ্টতা ও ভ্রমের পরিচায়ক। ফলতঃ এ ভ্রম এক প্রকার স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা আমাদের অনুভূতি রূপ কার্য্য সকলের সম্ভাবক কারণ-স্থলে বাহ্য সত্তার অনুমান করিয়া বিশ্বাস করি। প্রকৃতার্থতঃ বাহ্য সত্তার অস্তিত্বের কিছু মাত্র প্রমাণ নাই। কতকগুলি অনুভূতি ও তাহাদের স্থায়ী সম্ভাব্য মাত্রই আমাদের জ্ঞানের সাক্ষাৎ বিষয়।

মিল প্রভৃতি অনেকানেক পণ্ডিত বলেন আমাদের কার্য্য কারণ-সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞান, ভূয়োদর্শন-মূলক, স্বাভাবিক নহে। ফলতঃ কার্য্য-কারণ ভাবের স্বাভাবিকতা লইয়া এস্থলে মিল সাহেবের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইবার অবসর আমাদের নাই, ইচ্ছাও নাই। এস্থলে আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে, মিলের বাহ্যবস্তু বিষয়ক বিচারে, কার্য্যকারণ সম্বন্ধের প্রসঙ্গ অবতারণা নিষ্প্রয়োজন হইয়াছে। যেহেতু সকল কার্য্যের

কারণ আছে, বহুদর্শন দ্বারা এই সাধারণ তত্ত্বে উপনীত হইবার অপেক্ষা না করিয়া, তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে আমরা প্রত্যক্ষীভূত বাহ্য জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। ইহা মিল সাহেবও কার্য্যতঃ স্বীকার করিয়াছেন। তিনি অনুভূতির স্থায়ী সম্ভাব্যকেই আমাদের জ্ঞানের সাক্ষাৎ বিষয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, এই সম্ভাব্য আপেক্ষিক নিশ্চয়তা। অতএর তিনি যখন সম্ভাব্যকে আপেক্ষিক বলিয়া বহুদর্শন দ্বারা জানিতে পারিয়াছেন, তখনই তিনি সম্ভাব্যের অপেক্ষিত বিষয়কেও কাজেই জানিতে পারিয়াছেন। তিনি তাহা জানিবার জন্য স্বতন্ত্র অভিদর্শন বা অনুমান দ্বারা কার্য্য-কারণ ভাবের উপলব্ধির অপেক্ষা করেন নাই। অতএব বাহ্য সত্তার অস্তিত্ব জ্ঞান যদি অনুমান-মূলক না হইল, তাহা হইলে মিল সাহেবকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, অনুভূতি ও তৎসম্ভাব্য, এবং অনুভূতি সম্ভাবক বিষয় প্রতীতি করা আমাদের প্রতিবোধের একই ক্ষণের কার্য্য। সুতরাং আত্মেতর বাহ্য জগতের অস্তিত্ব জ্ঞান, আমাদের সাক্ষাৎ জ্ঞান। উহাতে সন্দেহ করা সঙ্গত হয় নাই।

মিল সাহেব তাঁহার প্রিয় সম্ভাব্যবাদ দ্বারা বাহ্য জগতের অস্তিত্ব অপলাপনে যে কৃতকার্য্য হয়েন নাই, উপরে তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। ফলতঃ জড় জগতের সহিত আত্মার সম্বন্ধ নিত্য নহে, নৈমিত্তিক। ঈশ্বর ও পরকালের সহিতই তাহার নিত্য সম্বন্ধ। অতএব অনেকে বলিতে পারেন, পরকাল বিষয়ক প্রস্তাবে জড় জগতের অস্তিত্ব বিচার অসংশ্লিষ্ট হইয়াছে।

আমরা জানি আত্মা অভৌতিক পদার্থ ভৌতিক জগৎ থাকুক, কি নাই থাকুক, তাহাতে আত্মার কিছু মাত্র আইসে যায় না। অদ্য এই ক্ষণেই যদি সমস্ত ভৌতিক জগৎ বিনাশ-মুখে প্রবেশ করে; গ্রহ, তারা, চন্দ্র, তপন যদি কোন ভূমা শক্তির দ্বারা বিচূর্ণিত হইয়া মৌলিক পরমাণুতে পুনঃপরিণত হয়; অথবা বিধ্বংশ হইয়া ঐ পরমাণু সকল আবার যদি কল্পিত আদিম অন্ধকারে বিলীন হইয়া যায়, তথাচ স্বতন্ত্র-স্বভাব আত্মার কিছু মাত্র অপচয় নাই। সে বাহ্য জগতে আশ্রয় না পাইলে, আত্মজ্যোতিতেই বিরাজ করিবে, আধ্যাত্মিক জগতে ক্রীড়া করিবে। তাহার ভূত প্রপঞ্চের এরূপ কোন সম্বন্ধ নাই যে ইহার অবিদ্যমানে তাহার অস্তিত্ব বিলোপ হইবে, ইহার অসিদ্ধিতে তাহার সত্তা অসিদ্ধ হইবে। প্রত্যুত আত্ম পাক্ষিক বিষয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও ভিন্ন-প্রকৃতিক। "Mind and matter are mutually seperated by the whole diameter of being." ভৌতিক জগতের অস্তিত্ব-জ্ঞান নিরপেক্ষ হইয়া কেন তবে কেবল মাত্র প্রতিবোধের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া আত্মার অস্তিত্ব অতি সন্তোষজনক রূপে প্রতিপন্ন করা না যাইবে? বাহ্য বিষয়ক জ্ঞান পরকীয় জ্ঞান, কিন্তু আত্মজ্ঞান স্বকীয়। বাহ্য বিষয়ের অস্তিত্বে সন্দেহ করা বরং সম্ভব হয়, চৈতন্যময় আত্মার অস্তিত্ব-জ্ঞান সংশয়ের অতীত।

কিন্তু আমরা আত্মসত্তা প্রমাণের সাহায্য প্রত্যাশায় বাহ্য বিষয় সংস্থাপনার্থ এরূপ আয়াস করি নাই। মিল সাহেবের সম্ভাব্যবাদের অসারতা প্রদর্শন করাই এস্থলে আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। মিল এই সম্ভাব্যবাদ দ্বারা আমাদের দেশের কৃতবিদ্য অনেকানেক যুবকের মতিভ্রম জন্মাইয়াছেন। তাঁহারা মিল সাহেবের বাক্‌ছলে ভুলিয়া অসম্ভবকে সম্ভববৎ বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত, তথাচ যাহা সহজ, স্বাভাবিক, যাহা সর্ব্বজনীন

তাহাতে বিশ্বাস করিতে সম্মত নহেন। তাঁহারা মিলের সম্ভাব্যবাদের দোহাই দিয়া আত্মা ও তাঁহাদের নিত্য-বিহার-স্থান এই বাহ্য জগতে বিশ্বাস করিতে চাহেন না, অথচ অনুভূতির স্থায়ী সম্ভাব্য যে কি অদ্ভুত পদার্থ তাহা সম্যক্ আলোচনা না করিয়া—তাহার প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া, তাহাকেই সর্ব্বস্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন; বস্তুত্যাগ করিয়া ছায়াতেই সন্তৃপ্ত হইয়াছেন। অতএব আমরা সেই অসারদর্শী আশুবিশ্বাসী যুবকদিগের প্রবোধার্থ মিলের অনুসরণ করিয়া এই পরকাল প্রস্তাবে বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব বিচারের অবতারণা করিয়াছি। মিল বাহ্য জগতের অস্তিত্ব জ্ঞান বিষয়ক সমস্যাকে মনোবিজ্ঞানের প্রধান বাদভূমি রূপে মনোনীত করিয়াছেন, বলিয়াছেন—"The question of an external world is the great battle ground of metaphysics."। অতএব আমরা সেই খানেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি। দেখিয়াছি তাঁহার সম্ভাব্যবাদ অসম্যক দর্শনের ফল, সুতরাং অসম্পূর্ণ ও অসঙ্গত।

অনন্তর মন বা আত্মা সম্বন্ধে মিল মহোদয় এই সম্ভাব্যবাদকে যেরূপে প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে অধিকতর অসঙ্গতি-দোষ ঘটিয়াছে। তিনি এই বলিয়া সম্ভাব্যবাদের গৌরব করিয়া থাকেন যে, এতদ্দ্বারা সাধারণ বিশ্বাসের সহিত দার্শনিক তত্ত্বের চিরবিরোধ মীমাংসিত হইয়া পরস্পরের সমন্বয় রক্ষা হইয়াছে। কিন্তু আমরা শীঘ্রই দেখিতে পাইব তিনি স্বীয় সম্ভাব্যবাদ দ্বারা ইতিপূর্ব্বে যাহা অসিদ্ধ বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং যাহার অসিদ্ধিতে তাঁহার সম্ভাব্যবাদ সিদ্ধ হয়, পরে আবার, উক্ত উভয় মতের সামঞ্জস্য রক্ষার্থ মধ্যে মধ্যে সুবিধা বুঝিয়া তাহাই স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। বাহ্য জগৎ সম্বন্ধীয় বিচারেও তাঁহার এই দোষের অসদ্ভাব নাই, কিন্তু আমরা একত্রে তাহার সমালোচনা করিবার উদ্দেশ্যে উপরে তাহার বিশেষ উল্লেখ করি নাই। যথাস্থলে আলোচনা করিব। এক্ষণে দেখা যাউক মিল সাহেব আত্মা বা মন সম্বন্ধে কিরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বাহ্য বিষয়ক জ্ঞানের ন্যায়, আমাদের মন বা আত্মা সম্বন্ধীয় জ্ঞানও আপেক্ষিক। আমরা মনকেও তাহার কতকগুলি অভিব্যক্তি উপাধি বা বিভাব দ্বারাই অবগত হই। উপাধিশূন্য মন যে কি পদার্থ তাহা আমরা চিত্তে ধারণ করিতে পারি না। মিল এই জন্যই বলেন, মনের সচেতন বিভাব সকল হইতে তাহাকে পৃথক করিলে মন যে নিজে কি পদার্থ তাহা আমাদের ধারণাতে আইসে না। মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা যাহাকে মনের বিভাব বা বিকার বলিয়া অভিহিত করেন তাহার সেই সমস্ত ধারাবাহী অনুবোধ হইতে পৃথক্ ভাবে স্বয়ং মনকে আমরা জানি না, কল্পনাতেও আনিতে পারি না। ফলতঃ ইহা সত্য যে আমরা যে সকল অনুভূতি ও অনুবোধ Sensation and feelings অর্থাৎ মানসিক বিভাবকে মনের প্রতি আরোপ করিয়া থাকি, তাহারা যেমন আগমাপায়ী মনকে আমরা সেরূপ বলিয়া ভাবি না। আমরা মনকে কোনরূপ স্থায়ী বস্তু বলিয়া জ্ঞান করি। মন সর্ব্বদা অপরিবর্ত্তিত থাকে, কিন্তু যে সকল অনুবোধ দ্বারা মনের অস্তিত্ব প্রকাশ পায় তাহারা পরিবর্ত্তনশীল। এই স্থায়িত্ব গুণটিকে—বিবেচ্য বিষয় অন্য কিছু নাই মনে করিয়া, শুদ্ধ এই স্থায়িত্ব গুণটিকে—কি জড় কি মন, যাহাতে প্রয়োগ কর উভয়তঃ ইহার একই রূপ অর্থসঙ্গতি হয়। মন যখন কোন বিষয় অনুভব করে না, চিন্তা

করে না, এমন কি যখন তাহার নিজের অস্তিত্ব বিষয়েই তাহার বোধ থাকে না, তখনও মন বিদ্যমান থাকে, আমার এই যে বিশ্বাস, ইহা উক্ত বিভাব সকলের স্থায়ী সম্ভাব্যে বিশ্বাসরূপে পরিণত হয়।

"We have no conception of Mind itself as distinguished from its conscious manifestations, we neither know nor can imagine it, except as represented by the succession of manifold feelings which metaphysicians call by the name of States or Modifications of Mind. It is nevertheless true that our notion of Mind, as well as of Matter, is the notion of a permanent something, contrasted with the perpetual flux of the sensations and other feelings or mental states which we refer to it; a something which we figure as remaining the same, while the particular feelings through which it reveals its existence, change. This attribute of Permanence, supposing that there were nothing else to be considered would admit of the same explanation when predicated of Mind, as of Matter. The belief I entertain that my mind exists, when it is not feeling, nor thinking nor conscious of its own existence, resolves itself into the belief of a Permanent Possibility of the states."

Mill's Examination p 205.

মিল বাহ্য বস্তুকে যেমন অনুভূতির স্থায়ী সম্ভাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, মন বা আত্মাকেও তিনি তেমনি অনুবোধের স্থায়ী সম্ভাব্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু এই উভয়বিধ সম্ভাব্যের মধ্যে তিনি বক্ষ্যমান পার্থক্য চিহ্নিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন,—

"The Permanent Possibility of feeling, which forms my notion of Myself, is distinguished by important differences from the Permanent Possibilities of sensation which form my notion of what I call external objects. In the first place, each of these last represents a small and perfectly definite part of the series which, in its entireness forms my conscious existence a single group of possible sensations which experience tells me I might expect to have under certain conditions, as distinguished from mere vague and indefinite possibilities, which are considered such only because they are not known to be impossibilities. My notion of Myself, on the contrary, includes all possibilities of sensation definite or indefinite certefied by experience or not, which I may imagine inserted in the series of my actual and conscious states. In the second place, the Permanent Possibilities which I call outward objects, are possibilities of sensation only, while the series which I call myself includes along with and as called up by these thoughts, emotions and volitions, and Permanent Possibilities of such. Besides that these states of mind are to our consciousness generically distinct from the sensation of our outward senses, they are further distinguished from them by not occurring in groups, consisting of seperate elements which coexist, or may be made to coexist with one another. Lastly (and this difference is the most important of all) the Possibilities of Sensation which are called outward objects, are possibities of it to other beings as well as to me: but the particular series of feelings which constitutes my own life is confined to myself: no other sentient being shares it with me.

Ibid. pp 206—207.

ইহার অর্থ এই যে,—বাহ্য বিষয় সকলের ভাবব্যঞ্জক সর্ব্বপ্রকার স্থায়ী অনুভূতি সম্ভাব্য হইতে আমার আত্মভাব-ব্যঞ্জক স্থায়ী অনুভূতি সম্ভাব্যের পার্থক্য বিশেষ বিশেষ লক্ষণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। প্রথমত

—যে সমস্ত অনুভূতি সম্ভাব্য সমাহৃত হইয়া আমার চেতনাবান সত্ত্বা সংগঠিত হইয়াছে, প্রথমোক্ত বিষয় সকলের ভাবের প্রত্যেকে তাহার অতি ক্ষুদ্র ও নিতান্ত নির্দ্দিষ্ট অংশ হয়। এবং কোন কোন বিশেষ অবস্থাধীনে যে সকল অনুভূতির উদয় সম্ভাবনা প্রত্যাশা করা সঙ্গত বলিয়া আমি ভূয়োদর্শন দ্বারা জানিতে পারিয়াছি, প্রথমোক্ত বাহ্য বিষয়ের ভাব সকলের প্রত্যেক তাহার এক একটী সংঘ (group)। এই সকল সম্ভবনীয় অনুভূতিসংঘ ব্যতীতও অনেক অনিশ্চিত ও অনির্দ্দিষ্ট অনুভূতি সম্ভাব্য থাকিতে পারে যাহাদিগকে আমি এই জন্য সম্ভাব্য বলিয়া মনে করি যে, তাহাদের অসম্ভাব্য আমার উপলব্ধি হয় না। কিন্তু আমার আত্মভাব ইহার ঠিক বিপরীত। যত প্রকার নির্দ্দিষ্ট কি অনির্দ্দিষ্ট অনুভূতি সম্ভাব্য থাকিতে পারে, তত্তাবৎ প্রত্যক্ষগোচর হইয়া নির্ণীত হউক কি নাই হউক, তাহাদিগকে আমার বাস্তব ও সচেতন বিভাব সমাহৃতির অন্তর্নিবিষ্ট মনে করা যাইতে পারিলে তৎসমূহই আমার আত্মভাবের অন্তর্ভুক্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ যে সমস্ত স্থায়ী সম্ভাব্যকে আমি বাহ্য বস্তু বলিয়া অভিহিত করি, তাহারা কেবল অনুভূতিরই স্থায়ী সম্ভাব্য। কিন্তু যে বোধ সমাহারকে আমি "অহম্" বলিয়া অভিহিত করি তাহা উক্ত সমস্ত সম্ভাব্য সহকৃত, তত্তাবৎ দ্বারা উদ্বোধিত, চিন্তা আবেগ ও ইচ্ছা এবং ইহাদের স্থায়ী সম্ভাব্যকে ধারণ করে। এতৎ ব্যতীত আমাদের প্রতিবোধে, মনের এই সমস্ত বিভাবকে বাহ্যেন্দ্রিয়-বোধিত অনুভূতি সকল হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় বলিয়া বোধ হয়। আবার এতৎ উভয়ের মধ্যে আরো এই এক প্রভেদ আছে যে, মনের বিভাব সকল, বাহ্যেন্দ্রিয়-বোধিত অনুভূতি সকলের ন্যায়, সংহত ভাবে উদয় হয় না। তাহাদের উপাদান সকল একত্র সন্নিবেশিত বা সন্নিবেশিতব্য হইলেও পরস্পর পৃথক। শেষ কিন্তু সর্ব্বপ্রধান পার্থক্য এই যে,—যে সকল অনুভূতি সম্ভাব্যকে বাহ্যবস্তু বলিয়া অভিহিত করা হয়, তাহারা আমার পক্ষেও যেমন অন্য প্রাণির পক্ষেও তদ্রূপ অনুভূতি সম্ভাব্য; কিন্তু আমার নিজের জীবন যে অনুবোধ সমাহারে গঠিত, তাহা আমাতেই সন্নিবদ্ধ, সচেতন অন্য কোন প্রাণীর তাহাতে আমার ন্যায় সংশ্রব নাই।

সম্ভাব্যবাদ সম্বন্ধে মিলের যাহা বক্তব্য তাহা আমরা এতক্ষণ শ্রবণ করিলাম। এই সমস্ত সম্ভাব্যবাদ দ্বারা তিনি মানব প্রতিবোধের স্বাভাবিক ও বিশুদ্ধ বিজ্ঞপ্তির প্রামাণ্য অস্বীকার না করিয়া প্রাকৃতিক লোকের সরল ও সহজ বিশ্বাসের সহিত দার্শনিক তত্ত্বের সমন্বয় বিধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দার্শনিকদিগকে দুই প্রধান দলে বিভক্ত করা যায়। এক দলের মত এই যে, আমাদের আত্মা ও আত্মেতর সত্তার জ্ঞান, প্রতিবোধের বিশুদ্ধ বিজ্ঞপ্তি অতএব অবশ্য বিশ্বসনীয়। অন্য দলের মত এই যে প্রতিবোধের বিশুদ্ধ বিজ্ঞপ্তি সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বটে, কিন্তু প্রতিবোধ আত্ম ভিন্ন অন্য বিষয়ের সংবাদ দিতে পারে না। অতএব ইহাঁরা বলেন বাহ্য জগতের ভাব বর্ত্তমান প্রতিবোধ মধ্যে প্রাপ্ত হইলেও তাহা মনেরই বিকার, বাহ্য জগতের বাস্তব ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই; কারণ বাহ্য জগতের অস্তিত্বের কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহাঁদিগকে সংশয়বাদী বলা যায়। এবং মিল এই দলভুক্ত। বিশেষের মধ্যে অনান্য সংশয়বাদী দার্শনিকেরা ভৌতিক ও অভৌতিক জগতের অস্তিত্ব যুক্তি দ্বারা প্রমাণ হয় না বলিয়া তৎপ্রতি

বিশ্বাসকে একেবারে ভ্রম ও কুসংস্কার জ্ঞানে পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দেন; কিন্তু তাঁহারা, তাহাদের ভাব (idea) কি প্রকারে আমাদের প্রতিবোধ মধ্যে প্রবেশ করিল, ইহা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করেন নাই। মিল কিন্তু একটু অগ্রসর হইয়া এই সমস্যা পূরণার্থ সাহসী হইয়াছেন। তাঁহার মতে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাতে পরিণত প্রতি-বোধ মধ্যে বাহ্য জগতের ভাব উপলভ্য হয় বটে, কিন্তু তাহা কি প্রকারে তথায় লব্ধপ্রবেশ হইল, এক্ষণে ইহা নিশ্চিত রূপে নির্ণয় করা অসাধ্য। তবে ইহা নি-শ্চয় যে, এক্ষণে আমাদের মনোমধ্যে উক্ত ভাব সমাগমের কোন কৃত্রিম ক্রম যদি নি-র্দ্দেশ করা যায় তাহা হইলে তাহাকে আর স্বাভাবিক ভাব বলিয়া অনুমান করা সঙ্গত হইবে না; সুতরাং প্রতিবোধের বিশুদ্ধ বিজ্ঞপ্তি বলিয়া উহা আর অবশ্য-বিশ্বসনীয় হইবে না।

মিলের বিচার-পদ্ধতির প্রবেশ-মুখেই এই একটী মহান্ দোষ ঘটিয়াছে যে, তিনি বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক দেখেন নাই, জড়-সত্তা সম্বন্ধীয় জ্ঞানকে আমরা যে স্বাভাবিক বলিয়া বিশ্বাস করি, সে বিশ্বাস কিছু অনু-মান-মূলক নহে যে, তাহার কোন রূপ কৃত্রিম আগম-ক্রম নির্দ্ধারিত হইলেই, তা-হাকে আর আমরা স্বাভাবিক বলিয়া বিশ্বাস করিব না। প্রকৃতার্থতঃ আমরা ইহাকে স্বাভাবিক বলিয়া অনুমান করি না, স্বাভা-বিক বলিয়া বোধ করি। এই জন্য করি যে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-বোধ-ক্রিয়াতে আমাদের মন ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া, আত্মেতর সত্তার সাক্ষাৎ স্পর্শ অনুভব করে। অতএব মনে বাহ্য জগতের ভাব সমাগমের অন্যবিধ সহস্র প্রকার কৃত্রিম উপায় থাকিলেও, তাহার আদিম স্বাভাবিকতাতে আমাদের বিশ্বাস অটল; এবং আমাদের বাহ্য বিষয় সম্বন্ধীয় জ্ঞান তজ্জন্যই একেবারে অপরিত্যজ্য। অন্যবিধ কোন কোন জ্ঞান শিক্ষা ও অভ্যাস দ্বারা প্রথমতঃ দুস্ত্যজ্যবৎ প্রতীত হয় বটে, কিন্তু তাহাদের অসারতা প্রদর্শিত হইলে, তাহাতে অবিশ্বাস করা আমাদের অসাধ্য হয় না। কিন্তু এ জ্ঞান সে রূপ নহে। মানব মন হইতে কেহ কখন বাহ্য বিষয়ে বিশ্বাসকে অপসারিত করিতে পারেন নাই, পারি-বেনও না। বুদ্ধির উপদেশ অবহেলা করিয়া, এবং এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়াও লোকে ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। স্বয়ং মিল সাহেবই ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত-স্থল। আ-মরা উপরে দেখিয়াছি, এবং পুনরালোচনায় আবার দেখিব, তিনি যে বিচার-ক্রম অব-লম্বন করিয়া বাহ্য বিষয় অপলাপনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার মূলেই তিনি অজ্ঞাত-সারে সেই বাহ্য বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বাহ্য বস্তুতে বিশ্বাস স্বাভাবিক না হইলে, অনুমান-মূলক হইলে, এরূপ কখনই হইত না। এবং এই বিশ্বাসে, স্বাভাবিক বিশ্বাসের সমূহ লক্ষণ সমাবিষ্ট থাকাতেই, তাহা প্রতিবোধ মধ্যে উক্ত ভাবে উদয় হয়। অতএব আমাদের বাহ্য বিষয়ে বিশ্বাসের স্বাভাবিকতা ও প্রামাণ্য অসিদ্ধ্যর্থে মিল সাহেব আমাদের মনোমধ্যে তৎভাবের কৃত্রিম আগম-ক্রম নির্দ্ধারণের এত যে প্রয়াস করিয়াছেন, সকলই পণ্ড হইয়াছে। তিনি এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হই-য়াছেন স্বীকার করিতে হইলেও, তাঁহার মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই, অবশ্যই বলিতে হইবে। কারণ কৃত্রিম উপায়ে বাহ্য জগতের ভাব উপার্জ্জন করা আমাদের সাধ্য হই-লেও, আমাদের তৎ বিষয়ক জ্ঞানের স্বাভা-

বিকতা অপ্রমাণিত হইবে না। কেহ কৃত্রিম উপায়ে হংসডিম্ব প্রস্তুত করিয়া আমাদের সম্মুখে ধারণ করিলেই, আমরা বিশ্বাস করিব না যে, হংসীর ডিম্ব প্রসব করিবার স্বাভাবিক শক্তি নাই।

অতঃপর মিল আর একটী কথা বলেন, সে বিষয়েও তাঁহার সহিত আমাদের মতের বিরোধ। তিনি বলেন বাহ্য জগতের ভাবের উপর আমাদের আত্মভাব সম্পূর্ণ নির্ভর করে। প্রথমে বাহ্য বিষয়ের ভাব আমাদের মনে না জন্মিলে, আত্মভাব কখনই সম্ভব হয় না। এবং বাহ্যভাব আগন্তুক হইলে, আমাদের আত্মভাবও কাজেই আগন্তুক হইবে। তাহা হইলে আমাদের আত্মজ্ঞানের প্রামাণ্য অবিসম্বাদিত নহে।

তাঁহার এ মতও সাধু মত নহে। আমরা দেখিয়াছি বাহ্য জগতের ভাব আমাদের মনে সংরচিত হইবার অপেক্ষা না করিয়াও, আমাদের মনে আত্ম-ভাবের উদয় হইতে পারে, প্রত্যুত হইয়া থাকে। প্রতিবোধের দ্বিত্ববাহিতার অনুগত, কিন্তু বাহ্য জগতের ভাব নিরপেক্ষ হইয়া, চৈতন্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মনে আত্মভাবের সঞ্চার হয়। বস্তুতঃ আমরা চেতনবান হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকি, স্বীকার করিলে, কাজেই স্বীকার করিতে হয়, আমরা জন্মাবধি আত্মজ্ঞানসম্পন্ন। কারণ আত্মবোধাত্মক বুদ্ধির নামই চৈতন্য। আর আমাদের আত্মবোধ উদ্‌বোধিত হইবার জন্য দ্বিতীয় বিষয়ের অভাব হয় না। আমাদের অনুভূতি সকলের দ্বারাই প্রতিবোধের দ্বিত্বতা সম্পন্ন হইয়া থাকে

ক্রমশঃ

বুদ্ধদেব চরিত

আমরা ললিত বিস্তর নামক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বুদ্ধদেবের চরিত্র বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম যাহাই হউক, তৎসম্বন্ধে আমাদের বলিবার বা বিচার করিবার কিছুই নাই। শুদ্ধ বুদ্ধদেবের ন্যায় এক জন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের জীবনসংক্রান্ত ঘটনার, দৃঢ় প্রতিজ্ঞতার ও অনুরাগ বশবর্ত্তিতার বিষয় সকল জানিতে পারিলে পাঠকগণের যদি কিছুও উপকার হয় ইহাই আমাদের মনের অভিলাষ। এবং সেই জন্যই আমরা এই পুস্তকের প্রারম্ভ হইতে চতুর্দ্দশ অধ্যায় পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া, পঞ্চদশ অধ্যায়ে বুদ্ধদেবের বৈরাগ্যের উৎপত্তি ও গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পরিব্রাজকতার প্রারম্ভ হইতে লিখিতে আরম্ভ করিলাম। পরিত্যক্ত কয়েক অধ্যায়ে রামায়ণের ধনুর্ভঙ্গের ন্যায় বৃথা আড়ম্বরপূর্ণ কতকগুলি কথা আছে মাত্র। সুতরাং ঐ সকল অংশ পাঠকবর্গের বিরক্তিকর হইবে বোধেই পরিত্যাগ করিয়াছি, তবে এক্ষণে তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়াই আমরা প্রকৃত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব।

বুদ্ধদেব কপিলবস্তু নামক মহানগরীতে গৌতম গোত্রীয় শাক্যবংশে রাজা শুদ্ধোদনের ঔরসে ও মায়াদেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতৃদত্ত নাম সর্ব্বার্থসিদ্ধ। এবং ইনি রাজমর্য্যাদা অনুসারে বহু সংখ্যক দার গ্রহণ করেন। ইহাঁর প্রধানা স্ত্রীর নাম গোপা। একদা ইনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হইলে গ্রন্থকার বলিতেছেন।

হে ভিক্ষুগণ, অনন্তর, রঞ্জিতমানস

বোধিসত্ত্ব * স্বীয় সঙ্কল্পে কৃতনিশ্চয় হইয়া লীলাময়ী পর্য্যঙ্ক-শয্যা হইতে ভূতলে অবতরণ করিলেন। এবং সঙ্গীতি-প্রাসাদে পূর্ব্বাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া দক্ষিণ হস্তে রত্নজালিকা সকল বিমোচন করিলেন। তদনন্তর প্রাসাদের উপরি ভাগে গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বুদ্ধগণকে নমস্কার পূর্ব্বক গগনতলে দৃষ্টিপাত করিলেন। সেখানে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন যে, শত-সহস্র-দেব-পরিবৃত সহস্রাক্ষ দেবাধিপতি ইন্দ্র, এই গন্ধমাল্য-চর্চ্চিত চীবরধারী ধ্বজ-পতাকা-কিরীট-মণ্ডিত, রত্ন-হার-শোভিত অবনত-কায় বোধিসত্ত্বকে নমস্কার করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। আরও, যক্ষ রাক্ষস গন্ধর্ব্ব ও ভুজগগণে পরিবৃত, মণি-মুকুট-শোভী লোকপালগণ অসি, ধনু, শর, শক্তি, তোমর ত্রিশূল হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া বোধিসত্ত্বকে নমস্কার করিতেছেন। তৎকালে দেবপুত্র চন্দ্র সূর্য্যকেও বাম দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিলেন। অন্য দিকে সুভাস্পদ পুষ্যানক্ষত্র নক্ষত্রলোক আলোকিত করিয়া সমুদিত। তিনি এই সময়ে অর্দ্ধরাত্রের গম্ভীর ভাব নিরীক্ষণ করিয়া ছন্দককে আহ্বান করিয়া কহিলেন "ছন্দক, আর বিলম্ব করিও না। আমার অলঙ্কৃত অশ্ব আনয়ন কর। আমার সর্ব্বসিদ্ধির এবং মঙ্গলপ্রদ সময় উপস্থিত; অদ্য নিশ্চয়ই আমার কামনা পূর্ণ হইবে।"

ইহা শ্রবণ করিয়া উদ্বিগ্নচিত্ত ছন্দক বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হে বিকসিত-ভ্রূ, কমল-দল-শুভ-লোচন, নৃপসিংহ, শরদিন্দুপূর্ণ, নব-নলিন-কোমল, বিবুদ্ধ-পদ্ম-বদন, বিদ্যুৎপ্রভোজ্জ্বলিত-তেজ, লীল-মত্ত গজগামিন্ গো-বৃষ-মৃগেন্দ্র-হংসগামী কোথায় গমন করিবে?

বোধিসত্ত্ব কহিলেন, ছন্দক, যাহার অর্থী হইয়া আমি পূর্ব্বেই কর চরণ নেত্র পরিত্যাগ করিয়াছি; উত্তমাঙ্গী প্রিয়ভার্য্যা সকল এবং রাজ্য ধনও কনকরঞ্জিত বসন সকলের তৃষ্ণা শীতল করিয়াছি; অনিল-বেগ বলবিক্রমবিশিষ্ট রত্নপূর্ণ হয়হস্তীর প্রলোভন শান্ত করিয়াছি এবং বলবীর্য্য পরিত্যাগ করিয়া কোটি নিযুত কল্প পর্য্যন্ত ক্ষমা ও শীলতা সহ ধ্যান প্রজ্ঞানে রত হইয়াছি সেই এই স্পষ্ট বোধিশিবশান্তি-ময় জরামরণধর্ম্মশীল দেহ বিমোচনের সময় আমার অদ্য উপস্থিত হইয়াছে। ছন্দক কহিলেন, আর্য্যপুত্র! আমি শ্রুত হইয়াছি যে আপনার জন্ম মাত্রেই জ্যোতির্ব্বিদ ব্রাহ্মণেরা আপনার দর্শন লাভ কামনায় রাজা শুদ্ধোদন সমক্ষে উপনীত হইয়া কহিয়াছিলেন যে, "দেব, আপনার রাজকুলের বৃদ্ধি সন্দর্শন করিতেছি।" রাজা তাহাদের মুখে এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া কারণ জিজ্ঞাসু হইলে তাঁহারা উত্তর করিলেন, "এই যে পুণ্যতেজ শতপুণ্য-লক্ষণ-জাত কুমার আপনার আত্মজ, ইনি চক্রবর্ত্তী চতুর্দ্বীপেশ্বর হইবেন। অথবা যদি লোকদুঃখ অবলোকন করিয়া অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়েন, তবে জরা-মরণ-জ্ঞান-বিমুক্ত পদ প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মজলাবিসেচন দ্বারা এই প্রজা সমূহকে পরিতৃপ্ত করিবেন।" "এক্ষণে আর্য্যপুত্র, আমার ইপ্সিত বচন শ্রবণ করুন

বোধিসত্ত্ব কহিলেন "কি প্রকার।"

ছন্দক কহিলেন, দেব, যাহার জন্য লোকেরা অনেকবিধ ব্রততপশ্চরণ করিয়া অজিন জটা-মুকুট কৌপীন বল্কল ধারণ করে, দীর্ঘনখ কেশ শ্মশ্রু রক্ষা করে এবং

* বুদ্ধ হইবার পূর্ব্ব অবস্থাকে বোধিসত্ত্ব কহে। বোধিসত্ত্ব অনেক আছেন তন্মধ্যে কেবল এই বোধিসত্ত্বই বুদ্ধ হইতে পারিয়াছিলেন।

নিজ দেহে বহু প্রকারে তাপ পরিতাপ সহ্য করিয়া জীর্ণ হয়, সে কিসের অভিলাষ? না আমরা যেন মনুষ্য এবং দেবতাদিগের সম্পত্তি লাভ করি।' কিন্তু হে আর্য্যপুত্র, সেই তাপসবাঞ্ছিত সমস্ত সম্পত্তিই তো আপনার দ্বারা লব্ধ হইয়াছে। এই বহু-সমৃদ্ধিশালী বহুজনপূর্ণ বিশাল রাজ্য। ঐ নানাবিধ ফলপুষ্পপরিশোভিত নানা-পক্ষি-নিকুঞ্জিত মনোহর উদ্যান। তথায় পদ্ম-কুমুদ-মণ্ডিত সুনীল তড়াগ তরঙ্গে হংস ক্রৌঞ্চকুল আনন্দে বিচরণ করিতেছে। তীরে পুষ্পিত সহকার, অশোক, চম্পক, বকুল, কেশরাদি নানাদ্রুমরাজি মধুগন্ধে চারিদিক আমোদিত করিতেছে। শাখার পত্রাভ্যন্তরে মধুনিনাদী কোকিলগণ কুহুরবে কর্ণ শীতল করিতেছে। কোথাও সুপুচ্ছ ময়ূরবৃন্দ নেত্র-বিমোহন নৃত্যে উন্মত্ত। ঐ সমস্ত রত্নসমলঙ্কৃতা বৃক্ষবাটিকা, তাহার চতুর্দ্দিকে রঞ্জিত রত্নজালে সমাচ্ছন্ন বজ্র-বেদিকা-সকল পরিবৃত রহিয়াছে। আহা! এই উদ্যান ঋতুকাল-পরিভোগ-সম্পন্ন। যেন এখানে গ্রীষ্ম বর্ষা, শরৎ হেমন্ত একত্রে সম্মিলিত রহিয়াছে। আর ঐ শরদভ্রনিভ কৈলাস-পর্ব্বত-সম মহাপ্রাসাদ সকল উচ্চশির হইয়া দণ্ডায়মান। এ উদ্যান ধর্ম্মক্ষেত্র বৈজয়ন্ত সদৃশ শোক দুঃখ-বিবর্জ্জিত। আর হে আর্য্যপুত্র, এই সুঘোষ-তুনব-পণব-মৃদঙ্গ-শঙ্খ-বেণু-বাদন-পূর্ণা নৃত্যগীতিময়ী মধুর-হাস্য-কোলাহল-পূরিতা রমণীয় আর্য্য-পুরী। আর, আপনিও যুবা কোমলশরীর কৃষ্ণকেশবিশিষ্ট এবং অকাম-ক্রীড়িত। এখনও যৌবনকাল অতিক্রম করিতে পারেন নাই। অতএব এক্ষণে কিছুকাল ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় এই সমস্ত সুখৈশ্বর্য্য সম্ভোগ করুন। পরে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমরা উভয়ে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইব।

অমর ভুবনে যথা ত্রিদশ ঈশ্বর
ভুঞ্জে রতি সুখৈশ্বর্য্য প্রমদা মিলনে
কঠোর ব্রতের তরে, হইলে প্রাচীন,
উভয়ে একত্রে মোরা পশিব কাননে

বোধিসত্ত্ব কহিলেন, অহো ছন্দক! তোমার বর্ণিত সুখ-সম্ভোগ্য বিষয় সম্পত্তি সকলই অনিত্য এবং বিপরিণামধর্ম্মী। উহা গিরি-নদী-বেগতুল্য অচিরস্থায়ী, শোক-পরি-তাপ-নিলয়, রিক্ত মুষ্টির ন্যায় অসার এবং কদলীবৃক্ষবৎ দুর্ব্বল। বিষয়গত যে সুখ তাহা শরদভ্র এবং বিদ্যুতবৎ ক্ষণজাত এবং ক্ষণবিধ্বংসী। এই মায়া-মরীচিকা-সদৃশ বিষয়-সুখ যে দণ্ডে মনুষ্য-হৃদয়ে তৃপ্তি সঞ্চার করে আবার তদ্দণ্ডেই জলবুদ্বুদের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া রূপান্তর পরিগ্রহ পূর্ব্বক বিষম চিত্ত-বিপর্য্যয় উত্থাপন করে। হে ছন্দক, বিষয় সম্পদ সকল স্বপ্ন-সদৃশ অমূলক দৃষ্টি-বিভ্রম-মাত্র এবং সর্পশিরবৎ দুস্পৃশ্য এবং মহা সমুদ্রের ন্যায় দুঃখ-পূর্ণ। প্রাজ্ঞেরা উহাকে সভয় এবং সদোষ ভাবিয়া লোহমলবৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন। বিদ্বান সম্প্রদায় গর্হিত ভাবিয়া, আর্য্যেরা ঘৃণিত মনে করিয়া বর্জন করিয়াছেন। বিষয় বুধমণ্ডলী কর্ত্তৃক বিবর্জ্জিত হইয়া শুদ্ধ বাল-বুদ্ধি মূঢ়গণ কর্ত্তৃকই গৃহীত ও সেবিত

বর্জ্জিত পণ্ডিত হতে, সর্পশির যথা,
মূত্র-জাত মেঘবৎ অশুচি সদত
সুখের নাশক এই বিষয়ে, ছন্দক,
জানিয়া, নিশ্চয় বলি, নাহি হব রত

বোধিসত্ত্ব-মুখ-বিনিঃসৃত বৈরাগ্যজাত এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া হতাশ-চিত্ত শরবিদ্ধের ন্যায় বাষ্পাকুল নয়নে, ছন্দক বোধিসত্ত্বকে এই রূপে বলিতে লাগিলেন।

হে দেব, যাহার অর্থী হইয়া লোকে অতিতীব্র অনেকবিধ ব্রত ধারণ করে,

অজিন চীবর পরিধান করে, দীর্ঘ জটা নখ শ্মশ্রু রক্ষা করে, শাক শ্যামা গন্দুল মাত্র ভক্ষণ করিয়া শুষ্কাঙ্গ হয় এবং অবশেষে গোব্রত পর্য্যন্ত অবলম্বন করে, সে কামনা তাহাদের এই যে, তাহারা এই জগতী মধ্যে শ্রেষ্ঠ লোকপাল, ইন্দ্র, বরুণ বা যাম্য পদ প্রাপ্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে। ধ্যান-পর হইয়াও লোকে ব্রহ্মলোকে সুখের আ-কাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। কিন্তু দেখুন, দেবা-ধিপতি ইন্দ্রদেবের স্বর্গ-রাজ্য-সদৃশ আপ-নার এই বরিষ্ঠ নবরাজ্য, এই গিরি-সদৃশ উচ্চ অট্টালিকা, বৈজয়ন্তসম ঐ আরাম উ দ্যান, ঐ সুখাকর স্ত্রী-আগার সমূহ তান-লয়-সংযুক্ত গীতনৃত্যে পূর্ণ। অতএব হে সুরক্ত, এই সমস্ত দেব-ইপ্সিত ভোগ্য বস্তু এইখানে থাকিয়া পরিভোগ করুন, গৃহ পরিত্যাগ করিবেন না।

বোধিসত্ত্ব কহিলেন, ছন্দক, পূর্ব্ব জন্মে কাম-মোহ-মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত সন্ধনাবরুন্ধন তাড়না তর্জ্জনাদি শত শত দুঃখ ক্লেশ সহ্য করিয়াও নির্ব্বিঘ্ন হইতে পারি নাই তাহা শ্রবণ কর। পূর্ব্বে আমি সংস্কৃত-মানস হইয়াও প্রমোদ-বশে মোহা-কুল হইয়া দৃষ্টি-জালাবৃত অন্ধভূত হইয়া-ছিলাম। অতএব এই যে প্রমোদ ও দৃষ্টিজালাদি বন্ধন সকল ইহারা আত্ম-সংজ্ঞা-নাশক বেদনা-মূল-বিশিষ্ট। এই অজ্ঞান-ধর্ম্ম-জাত বিষয়ভোগশীলতা চপল-জলদ-জাল-সম্ভূত-বিদ্যুৎ-প্রভা-সদৃশ অচির-স্থায়ী, তুষারবিন্দুসম তুচ্ছ এবং অসার। এই সমস্তই অনাত্ম শূন্য-স্বভাব মাত্র। অতএব হে ছন্দক, বিষয়াকর্ষণে আমার মন কিছুতেই আকর্ষিত নহে। তুমি এক্ষণে আমার সমলঙ্কৃত অশ্ব আনয়ন কর। আমি পূর্ব্বেই চিন্তা করিয়া স্থির করিয়াছি যে পূর্ণ মঙ্গলের নিমিত্ত সকল পৃথিবীর সকল ধর্ম্মকে পরাভব করিয়া আমি সর্ব্বধর্ম্মেশ্বর ধর্ম্মরাজ মুনি হইব।

ছন্দক কহিলেন,

হে শাক্যপুঙ্গব, মরি, অম্বুজ লোচনা
এই যে রমণি দল নিদ্রায় কাতর
বদনে বিদ্যুৎ যার স্ফুরিত ললিত
স্পরশিত শ্রুতিমূল নেত্র মনোহর,
হের নাকি? হের না কি সুঘোষ পণব
চকোর নাদিত মত মৃদঙ্গ মধুর
মোহন মুরলী বেণু যায় গড়া গড়ি
কিন্নরী ভবন যথা তব রাজপুর?
কোথায় যাইতে চাও না করি বিহার?
এই সব গন্ধ মাল্য রচিত চম্পকে
থাকে থাকে গাঁথা তায় কুমুদ কুঙ্কুম
শোভায় সৌরভে যার হৃদয় পুলকে।
রসনার তৃপ্তিকর সুবর্ণের থালে
পূরিত ব্যঞ্জন অন্ন যতনে সাধিত
শর্করার জাত নানা সুগন্ধ পানীয়
কেমনে উপেক্ষ যাহা দেবতা বাঞ্ছিত।
সুরঞ্জিত কাশীজাত বস্ত্র মনোহর
উষ্ণ অনুলেপ এই শীতে সুখপ্রদ
উষ্মাকালে এই সব অগুরু চন্দন,
কামনার দ্রব্য সব ভুঞ্জ রাজসুত।
যৌবনের মূর্ত্তিময়ী কান্তি মনোহর
করোনা করোনা দেব বৃথা বিসর্জ্জন
গভীর দুঃখের নীরে; আসুক বার্দ্ধক্য
করিও সন্ন্যাস কিবা যা আছে মনন।

বোধিসত্ত্ব কহিলেন,

কহিলে যে সব তুমি আমারে ছন্দক
রূপ রস সব সুখ দ্রব্য মনোহর
কত কোটি কল্প হতে ভুঞ্জিতেছি তাহা
কিন্তু কোই তৃপ্তি তায় ঘটিল আমার!
জনমিয়ে রাজপুত্র কত কত বার
চারি দ্বীপে রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছি
ভুঞ্জিয়াছি ধন রত্নে রমণী বেষ্টিত
দেবের দুর্লভ পদ কত লভিয়াছি।

সুরপতি দাস হয়ে সেবিয়াছে মোরে
কামের কামনা যাতে লভিয়াছি রূপ
কিন্তু কোই তৃপ্তি তায় ? কেমনে আজিগে
হীনতর ভোগ আশে হইব লোলুপ।
করি পরিহার হেন জগতে ছন্দক
আবরিত মোহময় তিমিরে গভীর
শোকের অনলে যেই পুড়িতেছে সদা
জনম মরণ দুখে নিয়ত অস্থির।
যত ধর্ম্ম আছে ইথে সবার উপর
দয়া, দান, ক্ষান্তি, ক্ষমা, এত উপাদানে
ধর্ম্ম রূপ নৌকা এক রচিব সুন্দর
ভাসাব সংসার রূপ তরঙ্গ তুফানে।
যাইব, যাইব লয়ে জগৎ উদ্ধারি
স্বয়ং নাবিক হয়ে ভবনদী পারে
স্বয়ং তরিয়া আর তরিয়া জগৎ
অজর অমর হয়ে রব চরাচরে।

তখন ছন্দক অধিকতর রোদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, দেব, এই ব্যবসায়ই কি নিশ্চয় করিলেন ?

বোধিসত্ব কহিলেন, ছন্দক, জীবদিগের মুক্তির এবং হিতের নিমিত্ত উদ্যত আমার যে এই প্রতিজ্ঞা ইহা মেরুরাজের ন্যায় দৃঢ়, দুশ্চল এবং অব্যয়।

ছন্দক কহিলেন, হে আর্য্যপুত্র, আপনার এ প্রতিজ্ঞা কি রূপ দৃঢ় ?

বোধিসত্ব কহিলেন।

"পড়ুক বিদ্যুৎ শিলাবৃষ্টি সহ
বিঁধুক পরসু বজ্র শক্তি শর,
রহিব না গৃহে পড়ুক মস্তকে
ধাতু-গর্ভ গিরি জ্বলন্ত শিখর।"

কিলি কিলি অগণন, অম্বরে অমরগণ,
রাশি রাশি ফুল বৃষ্টি ভূতলেতে করিল।
"জয় হে পরম মতে, অভয় দিলে-জগতে
একস্বরে বোধিসত্বে সবে সম্বোধিল।
পুরুষ পবিত্র যেই, তাহার হৃদয় এই
বিষময় বিষয়েতে কভু রত হয় না।
আকাশে তারকা কত, সরে পদ্ম শত শত,
কিন্তু কেহ নভে কিম্বা জলে লিপ্ত রয় না।

অতঃপর বোধিসত্ব দেখিলেন যে, রাত্রি পূর্ণ নিশীথ হইয়াছে। উর্দ্ধে গগনমার্গে নক্ষত্রনাথ পুষ্যা নক্ষত্র সহ সমুদিত হইয়া দিক্ চতুষ্টয় শুভ্র আলোকে আচ্ছাদিত করিয়াছে। নগরনিবাসী মানবগণ নিদ্রায় অচেতন হইয়া জড়ের ন্যায় শয্যায় পতিত রহিয়াছে। ধরা নির্ব্বাক্ নিঃশব্দ। তখন তিনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণের ইহাই উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিয়া ছন্দককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ছন্দক, আমার জন্য আর এক্ষণে খেদ করিও না। যাও আমার অশ্ব আনয়ন কর, আর বিলম্ব করিও না।"

ক্রমশঃ

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য কিম্বা পুস্তকাদি ক্রয় জন্য হুণ্ডি, মনিঅর্ডর ইত্যাদি পাঠাইবেন তাঁহারা আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার বিশ্বাস মহাশয়ের নামে পাঠাইবেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়দিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে উক্ত পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক মূল্য ৪৷৷০ টাকা, ডাক মাশুল ।৵০ আনা। ছয় মাসের মধ্যে এক কালে অগ্রিম মূল্য না দিলে পশ্চাদ্দেয় হিসাবে ৪৷৷০ গৃহীত হইবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা। শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু দ্বারা সম্পাদিত। আদি ব্রাহ্মসমাজে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ৷৷০ আনা ডাক মাশুল ৵০ আনা।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক রবিবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের সপ্তবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ তিন ঘণ্টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবেক।

উল্লিখিত উৎসব উপলক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার উদ্দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম সংক্রান্ত কতকগুলি পুস্তক অর্দ্ধমূল্যে বিক্রীত হইবে।

শ্রীশ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

Registered NO 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

দশম কল্প

দ্বিতীয় ভাগ

৪৪৭ সংখ্যা

কার্ত্তিক ব্রাহ্মসম্বৎ ৫১

শক ১৮০২

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ধর্ম্মপুর ব্রাহ্মসমাজ।

অষ্টম সাম্বৎসরিক উৎসব।

৭ই ভাদ্র রবিবার ১২৮৭ সাল।

আজ আমাদিগের কি আহ্লাদের দিন, আজ আমরা যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই দেখি যেন আনন্দ-প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে। এই উদ্যানস্থ তরুলতা সকল পুষ্পিত ও নয়নরঞ্জন পল্লব ফলে সুশোভিত হইয়া যেন সেই মহিমার্ণব মহেশ্বরের মহিমা ব্যক্ত করিতেছে; সূর্য্যরশ্মি শিশিরবিন্দুতে ও নবপল্লবে পতিত হইয়া যেন তাঁহারই শোভার প্রতিবিম্ব প্রকাশ করিতেছে; এই প্রাভাতিক সুশীতল সমীরণ মন্দমন্দ সঞ্চরিত হইয়া যেন সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গল ভাবের পরিচয় প্রদান করিতেছে; বিহঙ্গমগণ কলরব করিয়া যেন তাঁহারই মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। এইরূপ যে পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায় তাহাতেই পরম পিতা পরমেশ্বরের অসীম কৌশল, অনন্ত শক্তি ও অপার করুণার সহস্র সহস্র নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়া অন্তঃকরণ পুলকিত ও আত্মা চরিতার্থ হয়।

অদ্য আমরা এখানে [illegible] ঔৎসুক্য সহকারে সমাগত হইয়াছি, অবশ্যই ইহার কোন উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্য অতি মহান্ ও উন্নত। সেই উদ্দেশ্যের সহিত বৈষয়িক বা তামসিক ব্যাপারের কোন সংস্রব নাই, বা কোন প্রকার বাহ্যাড়ম্বরের সম্পর্ক নাই। পবিত্র হৃদয়ে একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা, তাঁহার অপার মহিমা ও পরম মঙ্গল স্বরূপ চিন্তন এবং তাঁহার সহিত সহবাস উপলব্ধি করিয়া ভূমানন্দ লাভ করাই আমাদিগের এস্থানে আগমনের, কেবল এ-স্থলে আগমনের কেন, আমাদিগের জীবনেরও একমাত্র উদ্দেশ্য।

সমুদায় আত্মার সহিত সেই সত্যস্বরূপ বিশ্বস্রষ্টা জগৎপাতা অনন্তস্বরূপ পূর্ণমঙ্গল প্রেমময় পরমেশ্বরকে প্রীতিকরা ও কায়মনোবাক্যে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। ঈশ্বর আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, পালন করিতেছেন, কেবল এই জানিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে তাঁহার উপাসনা সংসাধিত হয় না, পবিত্র হইয়া তাঁহাতে মনঃসমাধান ও তাঁহার সহিত আত্মার সম্মিলন অনুভব করিয়া নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করা এবং চরিত্র বিশুদ্ধ করিয়া তাঁহার

ইচ্ছার সহিত আমাদের ইচ্ছার যোগ দেওয়া উপাসনার প্রধান অঙ্গ। আমরা জ্ঞানে উন্নত ধর্ম্ম-বুদ্ধির সাহায্যে যে সকল কার্য্যে সেই মঙ্গলময় পরমপিতার অভিপ্রেত বুঝিতে পারি, কায়মনোবাক্যে তৎসমুদায় সম্পাদন করাই তাঁহার প্রিয়কার্য্য। এই প্রিয়কার্য্য সাধনই উপাসনার দ্বিতীয় অঙ্গ। জ্ঞানী তত্ত্বপরায়ণ ব্যক্তিরা এই উভয় অঙ্গই যথাবিধি পালন করিয়া জীবন সার্থক করেন। পরমপিতার উপাসনা করিতে গন্ধ পুষ্প বা অন্যান্য দ্রব্যাদির আবশ্যকতা হয় না, কেবল ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের প্রয়োজন হইয়া থাকে। তাঁহার উপাসনা করিতে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া কোন সামগ্রী আহরণ করিতে হয় না বা কোন বিশেষ স্থানে উপবিষ্ট হইতে হয় না অথবা সময় বিশেষেরও অপেক্ষা করিতে হয় না। যে স্থানে বা যে সময়ে হউক পবিত্র হৃদয় অবিচলিত ভক্তি ও দৃঢ়তর বিশ্বাসের সহিত তাঁহার মনন ও তাঁহাতে চিত্ত সমাধান এবং বিমল ধর্ম্মবুদ্ধিতে তাঁহার অনুমোদিত কার্য্য সাধন করিলেই তাঁহার উপাসনা করা হয়।

সেই মহিমার্ণব মঙ্গল স্বরূপের মঙ্গল ভাব সর্ব্বত্রই দেদীপ্যমান রহিয়াছে। কি অতলস্পর্শ সাগরগর্ভ, কি বিস্তীর্ণ নিবিড় অরণ্য, কি জনমানববিহীন তৃণশূন্য বালুকাময় মরুভূমি, কি পরম রমণীয় প্রাসাদরাজী, কি সুশোভিত বহুজনাকীর্ণ কোলাহলপূর্ণ নগরী, কি অত্যুন্নতশিখরশালী প্রস্রবণ-মণ্ডিত পর্ব্বতশ্রেণী, কি অসংখ্য-গ্রহনক্ষত্র-বিরাজিত অনন্ত নভোমণ্ডল সর্ব্বত্রই সেই মঙ্গলময়ের অপূর্ব্ব মঙ্গল ভাব জ্বলদক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। তিনি এই অখিল বিশ্বের অণুমাত্রও নিরর্থক সৃষ্টি করেন নাই। তিনি পৃথিবী অপেক্ষা চতুর্দ্দশ লক্ষগুণে বৃহৎ সূর্য্যমণ্ডল সৃষ্টি করিয়া তাহাতে যে তাপরাশি ও আলোকমালা প্রদান করিয়াছেন তাহা চিন্তা করিয়া আপাততঃ বোধ হয় যেন পৃথিবী দগ্ধ হইয়া যাইবে কিন্তু তাহাও আমাদিগের অনন্ত মঙ্গলের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। উহা না থাকিলে ধরাতলে তরুগুল্ম ও শস্যাদি কিছুই উৎপন্ন হইত না সুতরাং জীবপ্রবাহ একেবারে উৎসন্ন হইয়া যাইত! তিনি এই ভূপৃষ্ঠের বিপুল জলাধার বহুবিস্তীর্ণ সাগর সৃষ্টি করিয়াছেন তদ্বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে তদ্দ্বারা যে কতই উপকার সাধিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারা যায় না। ঐ জলধি হইতে অহরহঃ বাষ্পরাশি উত্থিত হইয়া এবং বৃষ্টি রূপে বর্ষিত হইয়া আমাদিগের জীবনোপায় শস্য সমুৎপাদন করিতেছে এবং সুধাসম সুস্বাদু সলিল দান করিয়া আমাদিগের তৃষিত জীবন রক্ষা করিতেছে। তিনি আমাদিগের দেহ সৃষ্টি করিয়া তাহার অভ্যন্তরে কত প্রকার অদ্ভুত অচিন্তনীয় যন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে। তাহার প্রত্যেক যন্ত্রেই মঙ্গলময়ের অশেষ মঙ্গলভাব স্পষ্ট উপলব্ধি হইতে থাকে। ভুক্ত দ্রব্য পাকস্থলীতে পতিত হইয়া অত্যাশ্চর্য্য কৌশল সহকারে পরিপাক হইতেছে। সেই পরিপক্ক দ্রব্য হইতে শোণিত উৎপন্ন হইয়া আমাদের দেহ পুষ্ট ও বলিষ্ঠ এবং জীবন রক্ষা করিতেছে আমাদিগের মস্তিষ্ক কি অদ্ভুত যন্ত্র। সেই মস্তিষ্ক হইতে দর্শনাদি ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান উৎপন্ন হইতেছে। আবার শরীরস্থ দূষিত শোণিত সকল শিরা দ্বারা হৃৎপিণ্ডে নীত ও অদ্ভুত কৌশল সহকারে সংশোধিত হইয়া পুনরায় ধমনী দ্বারা শরীরের সর্ব্বস্থানে সঞ্চালিত হই-

তেছে। ইহাতে সেই মঙ্গলময়ের কি অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্ব মঙ্গল ভাব প্রকাশ পাইতেছে। যে মৃত্যুর দর্শন ও চিন্তন অতি ভয়ানক, যাহা ভাবিতে গেলে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়, সেই সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ মৃত্যুও আমাদিগের মঙ্গলের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। যখন জরা-জীর্ণ ক্ষীণকলেবর বিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তি অশেষবিধ মর্ম্মভেদী দুঃসহ যন্ত্রণার হস্তে পতিত হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে থাকে, নানাবিধ মহৌষধও ব্যর্থ হইয়া যায় এবং আর্ত্তনাদ সহকারে অজস্র অশ্রু বিসর্জন করিতে থাকে তখন কে আসিয়া তাহার সেই অপ্রতিবিধেয় দুঃখরাশি নিবারণ করে, তখন মৃত্যুই তাহার এক মাত্র শরণ এবং মৃত্যুই তাহার এক মাত্র মঙ্গলবিধাতা। মৃত্যু ইহ লোকের দুঃখ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়া আমাদিগকে পরলোকের অনন্ত সুখ ঐশ্বর্য্যে লইয়া যায়। এই রূপ সৃষ্ট বস্তু মাত্রেই আমাদিগের বহুবিধ মঙ্গল সাধন করিয়া সেই বিশ্বস্রষ্টার অপার মঙ্গলভাবের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

আমাদিগের শরীরে যেমন আত্মা আছে, ইহা যেমন আমাদের প্রত্যেকের বিশ্বাস, সেই রূপ আত্মার সঙ্গে পরমাত্মা অবস্থিতি করেন এটীও জ্ঞানিগণের অন্তঃকরণে স্থিরতর বিশ্বাস। এই আত্মার সহিত পরমাত্মার নিত্য সম্বন্ধ। জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই একত্র রহিয়াছেন। পরমাত্মা আশ্রয়, জীবাত্মা আশ্রিত; আশ্রয়-ভাবে পরমাত্মার সহিত আমাদের আত্মার কেমন নৈকট্য সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া দেখ। কেহ কেহ এরূপ বলিতে পারেন, পরমাত্মার সহিত আত্মার সহবাস কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? মনুষ্য মনুষ্যেরই সঙ্গী হইতে পারে, কিন্তু কোথায় সেই ভূমা অনাদি অনন্ত পরম পুরুষ পরমাত্মা আর কোথায় আমরা অতি নিকৃষ্ট ক্ষুদ্র প্রাণী, এই উভয়ের অন্তর অত্যন্ত অধিক, ইহাঁদের একত্র সহবাস অতীব বিস্ময়কর। ইহার উত্তরে এই কথা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে যে আত্মা যেমন শরীরের মধ্যেই বাস করেন তেমনি আত্মার প্রাণস্বরূপ পরমাত্মা আত্মাতেই অবস্থিতি করেন। ইহার মধ্যে আকাশের ব্যবধান নাই। অতএব অন্তরতমের সহিত কেননা একত্র থাকা যাইবে? পূর্ব্বকালীন মহর্ষিগণ তাঁহার সহবাস লাভ করিয়া তাঁহাকে 'করতলস্থিত আমলকবৎ' বলিয়া গিয়াছেন। আমলক ফলকে যেমন আমরা কর দ্বারা স্পর্শ করি, পরমাত্মাকেও সেই রূপ আত্মা দ্বারা স্পর্শ করিয়া থাকি। তিনি আমাদের এত নিকটে আছেন যে আত্মা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া জানিতেছে, তাঁহার সহিত সংস্পৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে। যখন তিনি আমাদের এত নিকটে আছেন, তখন তাঁহার সহিত সহবাস কেন না হইবে? সহবাস আর কাহাকে বলে? আমরা পবিত্র ও মুক্ত হৃদয়ে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তিনি তাহা শুনিতেছেন, তিনি আমাদিগকে জ্ঞান উপদেশ দিতেছেন, আমরা তাঁহার অমৃত বাক্য শ্রবণ করিতেছি, তিনি যাহা আদেশ করিতেছেন আমরা তাহা পালন করিতেছি, এ অপেক্ষা সহবাস আর কি হইবে? তাঁহার উপদেশ-বাক্যের শব্দ নাই অথচ তাহা আমরা গ্রহণ করিতেছি; তাঁহার সহবাসে বাহ্য চক্ষু কর্ণাদি স্থূল ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন করে না। তিনি নিজে যেমন অচক্ষু অকর্ণ অথচ সকল দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন, আমরাও সেই রূপ এ চক্ষু ব্যতীতও তাঁহাকে দেখিতেছি ও এ কর্ণ ব্যতীতও তাঁহার উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিতেছি। যখন

এই প্রকারে তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখিতেছি তাঁহার বাক্য শুনিতেছি, আত্মা দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছি, তখন সহবাস শব্দ ভিন্ন আর কোন্ কথা দ্বারা আমাদের ভাব স্পষ্ট জানান যাইতে পারে? তিনি রস স্বরূপ; তাঁহাকে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হন। যেমন চক্ষু ব্যতীত জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে দেখিতেছি, স্পর্শেন্দ্রিয় ব্যতীত আত্মা-দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছি; সেইরূপ তাঁহার অমৃত আনন্দরস জিহ্বা ব্যতীতও আস্বাদন করিতেছি। তাঁহার পবিত্র আনন্দ যখন আমাদের আত্মাতে উদয় হয় তখন আমরা তাঁহার সহবাসের পূর্ণ ফল ভোগ করিয়া চরিতার্থ হইতে থাকি। তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্য আবশ্যক করে না। তাঁহার সহিত এমন নিকট সম্বন্ধ যে জীবাত্মাতে ও তাঁহাতে আকাশেরও ব্যবধান নাই, কেননা তাঁহারা উভয়ে আকাশের অতীত। আমরা অন্তরে যে তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখিতে পাইতেছি, এই আমাদিগের মহান্ অধিকার। এখানে আমরা যাহা কিছু উপভোগ করিতেছি, সকলই তাঁহার প্রসাদাৎ। তিনি স্বয়ং আপনাকে আমাদের আত্মাতে প্রকাশ করিয়া যেমন প্রীতি ও করুণা প্রকাশ করিতেছেন এমন আর কিছুতেই করেন নাই। আমরা তাঁহারই সহবাসে জীবিত রহিয়াছি ও দিন দিন উন্নত জীবন প্রাপ্ত হইয়া অপার আনন্দ লাভে জীবন সার্থক করিতেছি।

অদ্য ধর্ম্মপুর ব্রাহ্মসমাজ সেই করুণাময় পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রসাদে নবম বৎসরে পদার্পণ করিল। তদুপলক্ষে আজ আমরা এই মহোৎসবে এই পবিত্র স্থানে সমাগত হইয়াছি। হে দয়াময়! আমরা তোমারই কৃপায় যেন বর্ষে বর্ষে এই উৎসবের অমৃতময় ফল ভোগ করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিতে পারি। তুমি তোমার সত্য ধর্ম্ম এই বিশ্বজনীন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া এই দেশের মুখ উজ্জ্বল কর, কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি পণ্ডিত কি মূর্খ, কি ধনী কি নির্ধন, কি মহৎ কি নীচ সকলেরই মনে এই সনাতন ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বীজ বপন কর। যেন অচির কাল মধ্যে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া অমৃতময়, আনন্দময় ও মঙ্গলময় ফল প্রসব করে। এই দেশবাসীলোকদিগের অন্তঃকরণ হইতে মোহান্ধকার, বিদ্বেষ-বুদ্ধি ও কুসংস্কার সকল বিদূরিত কর এবং এই সত্য ধর্ম্ম গ্রহণে তাহাদিগকে সমুৎসুক করিয়া তোমার অপার মহিমা প্রচার কর।

হা নাথ! হা দীনবন্ধু! আর কত দিন এই হতভাগ্য ভারতভূমি অজ্ঞানান্ধকূপে নিমগ্ন থাকিবে, আর কত দিন ইহা পাপ তাপ ও যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইবে। এক্ষণে তোমার সত্য ধর্ম্মের মহিমা প্রচার করিয়া ভারতবাসীদিগের চিত্তক্ষেত্র হইতে পাপ তাপ সকল দূর কর এবং সত্য ধর্ম্মের নির্ম্মল আলোকে অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন হৃদয় উদ্ভাসিত কর। ইহাই আমাদিগের অভিলাষ ও ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

হে ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ! আজ আমাদিগের সাম্বৎসরিক মহোৎসবের দিন, আজ আমাদের অপার আনন্দের দিন। আমরা সেই দয়াময় পরম পিতার অধম সন্তান। আমাদিগের অন্য কোন সহায় নাই, সম্পত্তি নাই, কেবল তাঁহারই করুণা আমাদিগের এক মাত্র সহায় ও সম্পত্তি। আমরা চিরপিপাসিত শুষ্কপ্রায় জীবনকে তাঁহার প্রেমামৃত পান দ্বারা পরিতৃপ্ত করিব বলিয়া তাঁহারই দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আইস আমরা সংসার-চিন্তা, মলিন বাসনা দূর করিয়া একাগ্র মনে ভক্তি সহকারে সেই

করিয়া পরম কারুনিক পরম পিতার পূজা করিতে প্রবৃত্ত হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বুদ্ধদেব চরিত।

৪৪৬ সংখ্যক পত্রিকার ২২০ পৃষ্ঠার পর।

বোধিসত্ত্বের এই বচন শ্রবণ করিয়া অন্তরীক্ষ-গত লোকপালগণ তৎক্ষণাৎ স্বস্ব গৃহে গমন করিলেন এবং নিজ নিজ ব্যূহ সমভিব্যাহারে বোধিসত্ত্বের পূজার নিমিত্ত ত্বরায় প্রত্যাগমন করিয়া কপিলবস্তু মহানগরে উপস্থিত হইলেন। গন্ধর্ব্বপতি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র নানা বাদ্য যন্ত্র সহ বহুকোটি গন্ধর্ব্বে পরিবৃত হইয়া পূর্ব্ব দিক্ হইতে আগমন করিলেন এবং কপিলবস্তু মহানগরীকে প্রদক্ষিণ করিয়া বোধিসত্ত্বকে নমস্কার পূর্ব্বক পূর্ব্বদিকেই দণ্ডায়মান হইলেন। এবম্প্রকারে দক্ষিণ দিক হইতে রক্ষরাজ বিরূঢ়ক অসংখ্য রাক্ষসপরিবৃত হইয়া নানা মণিমুক্তা রত্নদাম, বিবিধ গন্ধোদকপূর্ণ ঘটসহ আগমন করিয়া কপিলবস্তু মহানগরী প্রদক্ষিণ করিলেন। তদনন্তর বোধিসত্ত্বকে নমস্কার পূর্ব্বক দক্ষিণ দিকেই দণ্ডায়মান হইলেন। পশ্চিম দিক হইতে মহারাজ বিরূপাক্ষ আগমন করিলেন। ইঁহার সঙ্গে বহুকোটি নাগ, নানা রত্ন, গন্ধচূর্ণ ও সুগন্ধি পুষ্প। এই পুষ্পের গন্ধ মৃদু বাতে প্রবাহিত হইয়া চারি দিক্ আমোদিত করিতেছে। তিনি আগমন করিয়া কপিলবস্তু মহানগরীকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং বোধিসত্ত্বকে নমস্কার পূর্ব্বক পশ্চিম দিকে দণ্ডায়মান হইলেন। উত্তর দিক্ হইতে মহারাজ কুবের নানা মণিরত্ন শোভিত উল্কা ও দীপাদি সহ ধনু, অসি, শর, শক্তি, তোমর, ত্রিশূল, ভিন্দিপাল প্রভৃতি নানাস্ত্র ও কবচাদি দ্বারা সজ্জিত হইয়া আগমন করিলেন এবং কপিলবস্তু মহানগরীকে নমস্কার করিয়া উত্তর দিকেই দণ্ডায়মান হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও চীবর ছত্র ধ্বজপতাকা আভরণ ও গন্ধ মাল্য সহ ত্রয়স্ত্রিংশ সংখ্য দেবতা সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইলেন এবং কপিলবস্তু মহানগরীকে প্রদক্ষিণ করিয়া বোধিসত্ত্বকে নমস্কার পূর্ব্বক স্বগণসহ অন্তরীক্ষে অবস্থান করিলেন।

অনন্তর হে ভিক্ষুগণ, দরগলিতাশ্রু ছন্দক বোধিসত্ত্বের বচন শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দেব, আপনি কালজ্ঞ, কিন্তু ইহা যাত্রার উপযুক্ত কাল নহে; ইহাতে আপনি কি আজ্ঞা করেন?

বোধিসত্ত্ব কহিলেন, ছন্দক, ইহাই সেই উপযুক্ত কাল। ছন্দক কহিলেন, কোন্ অভিপ্রায় সিদ্ধির উপযুক্ত কাল? বোধিসত্ত্ব কহিলেন, হে ছন্দক, আমার প্রার্থিত এবং জগৎ উদ্ধারের জন্য অজর অমর পদ প্রাপ্তির উপযুক্ত যে কাল তাহা এই উপস্থিত। ওদিকে—

মঙ্গল আরতি করে দেবগণ
ইন্দ্র বায়ু যম বরুণ তপন,
বোধিসত্ত্ব আজি তেজিবে ভবন
এই বার কাটি পড়িছে গগন।
প্রশান্ত মানস চারু কলেবর
আর আর যত এসেছে অমর
চারি দিক হতে চারি দিক পাল
আসিয়া সকলে হয়েছে মিশাল।
কে পারে গণিতে কত অনুচর
যক্ষ নাগ রক্ষ কতই কিন্নর
সবে কুতূহলে রত্ন মালা করে
কেহ জ্বলমান উল্কা বজ্র ধরে
ত্রিলোক পূজিত জিন নরবরে
আনন্দে আজিগো সবে পূজা করে।

আসিয়াছে পরনির্ম্মিত* নির্ম্মিত*
গুহ্য অধিপতি* জৈন দেব যত।
ঘেরি যত তারা, তারা পুষ্যরাজে
উদিত আকাশে আলোকের সাজে।
এক দৃষ্টি সবে, সবে এক মন
জীবে ত্রাণ দিতে তেজিবে ভবন
বুদ্ধদেব, দেব নরেশ্বর,
তাই কৃতাঞ্জলি দেখ রক্ষ নর
তাই মাল্য ফুল তাই স্তব গান
পূজিতে চরণে করিছে প্রদান।
হেথা মর্ত্ত্যপরে, দেখ রাজ পুরে
যতেক রমণী ঘুমে অচেতন
যতেক প্রহরী, দ্বারে ছিল দ্বারী
সবে ধরাশায়ী বিবশ মন।
তুরগ বারণ, সারী শুকগণ
ক্রৌঞ্চ শিখী যত শিখিনী আর
ঐ আঁখি মুদে, পতিত বিষাদে
নিজ নিজ রূপ দেখে না তার
চয় হস্তী পরে, ভীম বজ্র ধরে
ত্রিশূল তোমর খড়্গ শর,
ভীম দরশন, শাক্য সুতগণ
এবে কৈ আর রাখিছে দ্বার।
স্থির বিভাবরী, স্থির রাজপুরী
স্থির পৃথ্বী পতি পত্নী সমুদয়
অবাক্ সকলে, সুষুপ্তির কোলে
নগরের এবে প্রজা নিচয়।
কলবিঙ্ক ঘোষ কণ্ঠ, সুমানস
বোধিসত্ব পুন কহিল ধীরে
ছন্দকের প্রতি, করি অনুমতি
মনোজ্ঞ বচনে মধুর স্বরে।
"চাহ যদি প্রিয়, মঙ্গল আমার,
মঙ্গল দায়ক এ বিভাবরী
দিওনা আমার, গমনের বাধা
আন অশ্বরাজ করো না দেরি।'

এই কথা শুনে, সজল নয়নে
বলিল ছন্দক স্বামীরে ডাকি
"ধর্ম্ম আচরণে, কাল মর্ম্ম জেনে
কেমনে অকালে যাইবে, একি।
তোমার লাগিয়ে, অর্গলে আঁটিয়ে
রেখেছে এ রাজ ভবন দ্বার
কেমনে খুলিয়ে, দিবগো" বলিয়ে
দেখিল মুকত সকল দ্বার।
দ্বিগুণ কাঁদিয়া, উঠিল বলিয়া
"ধিক্ কোন দেব সহায় আজ।
হায় কি করিব, কোথায় যাইব
কেমনে আটকি রাখি জিনরাজ
কোথা অগণনা, চতুরঙ্গ সেনা
কোথা রাজা কোথা নগর জন,
কেহ তো জানে না, কেহ তো দেখে না
এবে শূন্য হলো রাজ-ভবন।"
এমন সময়, দেব সমুদয়
আকাশ হইতে করিল বাণী
'বৃথা আর শোক, করোনা ছন্দক
দেহ কণ্ঠ রাজ তুরগে আনি।
এই দেখ হেতা, যতেক দেবতা
অসুর কিন্নর, বিমল নভে
এই বায়ুযম, বরুণ তপন
বহু বোধিসত্ব এসেছে এবে।
এই ধীর মতি, শক্র সচী পতি
জিনে সবে আজি পূজিবে, মিলি
বাজে তাই ভেরী, মৃদঙ্গ ঝাঝরী
তায় বাধা কভু দিওনা, বলি।
শুনি দেব বাণী, ছন্দক তখনি
গেল আনিবারে আনিল দ্রুত
জলদ বরণ, পরম শোভন
খুর চারিখান সুবর্ণ যুত
পুচ্ছ মনোহর, সুচারু কেশর
সর্ব্ব সুলক্ষণ সুজাত হয়,
কম্পিত মেদিনী, হ্রেষারবে তার
সেজেছে সুন্দর সাজ মণিময়।

---

* বৌদ্ধ শাস্ত্র মতে দেবতা বিশেষ।

"করেছ যে মন, হউক পূরণ"
বলিল ছন্দক আশীস যত
"যে কিছু ব্যাঘাত, না রহুক সাথ
কুশলে সাধন হউক ব্রত।"
শোকের আসারে, ডুবিল ছন্দক
তুরঙ্গম পরে উঠিল ধীর
ষড় রিপু ঘাতে, ব্যথিতা ধরণী
হরষে ফেলিল নয়ন নীর।
মাল্য আভরণ, করিয়া অর্পণ
তুরগের শিরে ব্রহ্মা সচীনাথ
উভয়ে মিলিয়া, ঘোটক ধরিয়া
বোধিরে দেখায়ে চলিল পথ।
হর্ষে দেবগণ, পুষ্প বরিষণ
প্রদক্ষিণ পূজা করিয়া তবে
যক্ষ রক্ষ নর, অসুর কিন্নর
পুর বর পানে চলিল সবে।
ত্যজি রাজ্য ধন দেব যেতেছেন বনে,
এমন সময়ে হায়
পুত্র হারা মাতৃ প্রায়
মলিন সুদীন বেশে করি আগমন
রাজ লক্ষ্মী, মনোদুখে,
কোমল, কমল মুখে,
কহিলেন বোধিসত্বে করি সম্বোধন।
"রাজার ভবন রাজি
পূরিল তিমিরে আজি
অচন্দ্র অম্বর যথা—শোভে না নগর;
ত্যজিলে যদ্যপি তুমি
কেমনে রহিব আমি
তোমা হীন হয়ে পুরী নহে প্রীতি কর।
আর না শুনিব হেন
মধুর সঙ্গীতে পুন
বিহঙ্গের বেণু-নাদ প্রতি ঘরে ঘরে,
কিম্বা মধুময় তানে
তব যশ গুণ গানে
শুনিব না কভু আর জাগাতে তোমারে।
নাহি সুর সিদ্ধ কিবা
নিরখিব রাত্র দিবা
পূজিতে সুগন্ধিফুলে তোমার চরণ
নাসিকার তৃপ্তি কর
আণিব না গন্ধ আর
ত্যজিয়ে ভবন যদি করিলে গমন।
হায়রে বিশুষ্ক মাল্য যথা উপেক্ষিত,
কিম্বা নাট্যালয়ে হায়
সাঙ্গ হলে অভিনয়
আনন্দের বিনিময়ে অবসাদ ভরা
হরষের উগ্রগতি
ভবনে সুমন্দ অতি
শুক অটবির প্রায় নিরানন্দে মরা।
রাজ চক্রবর্ত্তী হবে
বলেছিল এই সবে
কিন্তু সেই ঋষি বাক্য হইল বিফল
তব নিষ্ক্রমে নির্ম্মূল
শাক্য আশা শাক্যকুল
শাক্যের সমস্ত বল হইল নিশ্চল।
কর কৃপা অনুমতি
লইলাম তব গতি
শূন্য ঘর পানে ফিরে চাও একবার"
এই কটি কথা কয়ে
গেল তিরোহিত হয়ে
তেয়াগিয়ে রাজ লক্ষ্মী রাজার আগার।
শূন্য গৃহ পানে ফিরে চাহি মতি মান
পূর্ণ ঔদাস্যের ভরে
কহিল মধুর স্বরে
মৃত্যুর অতীত পদ অজর অমর
যত দিন নাহি পাব
ফিরে কভু নাহি চাব
কপিল বসতি পানে আর পুনর্ব্বার।

এই স্থানে রাজপুর লক্ষ্মী বিদায় গ্রহণ করিলে গগনচর অপ্সরোগণ পথিমধ্যে বোধিসত্বের দর্শন লাভ করিয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিল।

জয় হে জগৎ প্রাণ জগৎ প্রধান

দর্শকের পুণ্য ভূমি দীনে দয়াবান।
দান দম সম যম কোটি কল্প হতে
করিলে চারণ সুধু জগতের হিতে
নাহি ক্রোধ নাহি রোষ নাহি ভোগে চিত
পরিশুদ্ধ শীল তুমি ধরেছ সুব্রত।
জয় হে ভবতারণ অগতির গতি
দেবের দেবতা তুমি জিন মহামতি।
ভয়েতে আকুল জনে পরম শরণ
পীড়িতের বৈদ্য তুমি অন্ধের নয়ন।
অজিতের জয় তুমি জিত জনে অরি
দুঃখ সংঘাতক, ভীত ভয় দূর কারী।
ধ্যানের ধারণে গিরি সমান অটল
ধরণী অধিক ধর ক্ষান্তি ক্ষমা বল।
জয় জয় জিন দেব স্বয়ম্ভু ঈশ্বর
লয়েছ জনম হায় অজর অমর।
প্রণমি তোমায় মোরা প্রণমি তোমায়
লভি যেন মোক্ষ পদ তোমার কৃপায়।

হে ভিক্ষুগণ, অনন্তর বোধিসত্ব শাক্য রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে মল্ল ও কোড্য রাজ্য অতিক্রম করিলেন। তাঁহার ছয় যোজন পথ পরিভ্রমণের পর রাত্রি প্রভাত হইল। তখন তিনি কণ্ঠক নামক অশ্ব হইতে ভূতলে অবতরণ করিয়া দেব, যক্ষ, অসুর গন্ধর্ব্ব নাগ কিন্নর প্রভৃতি সকলকে বিদায় দিলেন এবং মনে করিলেন যে এই সমস্ত আভরণ ও অশ্বকে ছন্দকের হস্তে প্রদান করিয়া তাহাকেও বিদায় দান করি। এই ভাবিয়া ছন্দককে আহ্বান করিয়া কহিলেন যে, হে ছন্দক, এই অশ্ব এবং এই আভরণ সকল গ্রহণ করিয়া এই স্থান হইতে তুমি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর।

যে স্থান হইতে ছন্দক নিবৃত্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন সেই স্থানেতেই একটি চৈত্য স্থাপিত হইল। অদ্যাবধি সেই চৈত্য "ছন্দক নিবৃত্ত" নামে কথিত হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ।

পরিধেয়।

বিকক্ষোঽনুত্তরীয়শ্চ নগ্নাশ্চাবস্ত্র এবচ।
শ্রৌতং স্মার্ত্তং তথা কর্ম্ম ন নগ্নশ্চিন্তয়েদপি॥

ভৃগু।

স্নান দ্বারা যেরূপ শরীর শুচি হয়, তেমনি ধৌত-প্রক্ষালিত শুভ্র বসনাদি পরিধান করিলে মন প্রশস্ত হইয়া থাকে। স্নানান্তে অশুচি বা সমল বস্ত্র পরিধান করিলে স্নান-জনিত চিত্ত-প্রশস্ততা তিরোহিত হইয়া যায় সুতরাং মন গ্লানিযুক্ত হয়। মলিন বস্ত্র যে কেবল চিত্তগ্লানিকর তাহা নহে, তদ্দ্বারা শরীরে কণ্ডূ ও কৃমি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই জন্য ভাবপ্রকাশে এই কল্যাণকর উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, যথা,

"কদাপি ন জনৈঃ সদ্ভির্ধার্য্যং মলিনমম্বরং।
তত্তু কণ্ডূকৃমিকরং গ্লান্যলক্ষ্মীকরং পরং॥"

স্নান করিয়া অনাবৃত শরীরে অবস্থান করিলে শীতল বা উষ্ণ সমীরণ সংস্পর্শে দৈহিক উত্তাপের তারতম্য হইয়া থাকে, তন্নিবন্ধন অকস্মাৎ বেদনা প্রভৃতি উপস্থিত হইতে পারে। একারণ স্নান বা গাত্র-মার্জ্জন পূর্ব্বক শুষ্ক-বস্ত্র পরিধান করিবে ও সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিবে। তাহা হইলে দৈহিক-উত্তাপের হ্রাস-বৃদ্ধি-জনিত রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। সুতরাং মন-স্থৈর্য্য-নাশের কারণ-সকল নিরাকৃত হইয়া যাইবে। কদাচ স্নানান্তে অনাবৃত শরীরে থাকিবে না, অথবা মলিন ও দুর্গন্ধযুক্ত বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া রোগোৎপাদন বা চিত্ত-বিক্ষেপ উপস্থিত করিবে না। বস্ত্রাবৃত শরীরে ঈশ্বর-চিন্তায় আসীন হইলে, মশক-মক্ষিকা প্রভৃতির উপদ্রব হইতেও সুরক্ষিত হওয়া যায়। এই জন্যই আর্য্য-ঋষিগণ বিবস্ত্র বা এক বস্ত্রে উপাসনা ও সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন এবং ধ্যান-ধারণা ও পূজার্চ্চনা-কালে বস্ত্রাবৃত-

শরীরে অর্থাৎ উত্তরীয় বস্ত্রে অঙ্গাচ্ছাদন করিতে বিধি দিয়াছেন।

বিশুদ্ধ পট্টবস্ত্রাদিই শারীরিক উত্তাপ-রক্ষার এবং সন্তাপ-বৃদ্ধি-নিবারণের প্রধান উপায়। এই কারণেই যোগী-প্রধান ভারত-বর্ষে সাধন-সমাধান সময়ে বিজ্ঞান-শাস্ত্র-অনুমোদিত পট্টবস্ত্রাদি পরিধানের পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। তাহা পরিধান করিলে যেমন আপনাকে শুচি ও পবিত্র বোধ হয়, তেমনি আবার তদ্দারা চিত্তের একাগ্রতা সংসাধিত হইয়া থাকে। অবস্থা-ভেদে তাহা অনেকেরই পক্ষে দুর্লভ হইবার সম্ভাবনা কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার, চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনের, এবং পবিত্র পরিশুদ্ধ ভাব সমুৎপাদনের মূল নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অবস্থানুসারে ধৌত প্রক্ষালিত শুভ্র কার্পাস-বস্ত্র এবং পবিত্র পট্টবস্ত্রাদি পরিধান পূর্ব্বক বিনীত বেশে সকলেই পবিত্র-স্বরূপ পরমেশ্বরের ধ্যান-ধারণায় নিযুক্ত হইতে পারেন। পবিত্র পরিধেয় চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন-পক্ষে বিশেষ ফলোপধায়ক। রজক-ধৌত বস্ত্রও প্রক্ষালন পূর্ব্বক পরিশুদ্ধ করিয়া সন্ধ্যা-উপাসনা-কালে পরিধান করিবার যে ব্যবস্থা আর্য্যসমাজে প্রচলিত আছে, তাহার অভ্যন্তরেও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের বলবৎ সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। উদ্ভিদ্-বিকার শরীরের পক্ষে দারুণ অনিষ্টকর। রজক-ধৌত বস্ত্রে অম্ল-মণ্ড প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা জল-ধৌত না করিয়া পরিধান করিলে সাধন সময়ে ঘর্ম্মাদি দ্বারা আর্দ্র হইয়া শরীরে শোষিত হইয়া যায়, তন্নিবন্ধন রোগোৎপত্তি হইতে পারে। এই কারণেই সামান্যতঃ তাহা অপবিত্র বলিয়া সাধক সমাজে পরি-গৃহীত বা পরিহিত হয় না।

আর্য্যসমাজে সন্ধ্যাবন্দনা ও পূজার্চ্চনা কালে সামান্যতঃ সাধক উপাসকগণ দ্বিবিধ-বস্ত্রই পরিধান করিয়া থাকেন। যথা কার্পাস ও কৌষেয় বস্ত্র। আর্য্য ঋষিদিগের স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের উপর এমনই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল যে কোন্ কালে শরীরে কোন ধাতু প্রবল হয় এবং কিরূপ ভোজ্য পানীয় ব্যবহার ও কি প্রকার বস্ত্র পরিধান করিলে সেই ধাতুবেগ প্রশমিত হইয়া শরীরের সুস্থতা ও মনের স্থৈর্য্য রক্ষা পাইতে পারে তাহা সবিশেষ অবগত হইয়া বস্ত্র পরিধান বিষয়ে নিম্ন লিখিত বিজ্ঞান-সিদ্ধ উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। শীতকালে শরীরের উত্তাপ বর্দ্ধন ও সংরক্ষণ জন্য কৌষেয় বস্ত্র, চিত্র বস্ত্র ও রক্ত বস্ত্র পরিধান করা কর্ত্তব্য। কেন না তদ্দারা সূর্য্যতেজ আকৃষ্ট হইয়া শরীরের উত্তাপবর্দ্ধন করে এবং কৌষেয় বস্ত্রাদি দৈহিক সন্তাপ বহির্গত হইতে দেয় না। শুভ্র বস্ত্র তেজ বিকীর্ণ করে, রঞ্জিত বস্ত্র তেজ শোষণ করিয়া থাকে, তদতিরিক্ত শীতকালে মানুষ্যের বাত ও শ্লেষ্মা বৃদ্ধি পায়। প্রাগুক্ত কৌষেয় ও রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিলে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। সেই জন্য এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে যে

> "কৌষেয়ং চিত্রবস্ত্রঞ্চ রক্তবস্ত্রং তথৈবচ।
> বাতশ্লেষ্মহরং তত্তু শীতকালে বিধারয়েৎ॥"

কষায় বস্ত্র মেধা, স্নিগ্ধকর ও পিত্তঘ্ন হইলেও উষ্ণকালে ধারণ করা তাদৃশ প্রশস্ত নহে। গ্রীষ্ম-বর্ষাকালের পক্ষে শুভ্র কার্পাস বস্ত্রই বিশেষ কল্যাণকর। কেননা তদ্দারা শীতাতপ নিবারিত হয় এবং তাহা নিতান্ত উষ্ণ বা একান্ত শীতলও নহে।

> "মেধ্যং সুশীতং পিত্তঘ্নং কষায়ং বস্ত্রমুচ্যতে।
> তদ্ধারয়েদুষ্ণকালে তচ্চাপি লঘু শস্যতে॥
> শুক্লন্তু শুভদং বস্ত্রং শীতাতপনিবারণং।
> ন চোষ্ণং ন চ বা শীতং তত্তু বর্ষাসু ধারয়েৎ॥"
>
> ভাবপ্রকাশ।

সংস্কারত্যাগী উদাসীন পরিব্রাজক সাধু-

গণ সাধন-সময়ে যে সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম ও মৃত্তিকা লেপন করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা গৃহীর বস্ত্রাবৃত হওনেরই অবিতথ ফল সংসাধিত হইয়া থাকে। ভস্ম ও মৃত্তিকা লেপন দ্বারা শারীরিক উত্তাপের হ্রাস হইতে পারে না এবং বাহিরের শীতল ও উত্তপ্ত বায়ু দৈহিক-সন্তাপের তারতম্য সাধনে সমর্থ হয় না। মশক-মক্ষিকা, কীট পিপীলিকা প্রভৃতিও চিত্তের বিক্ষেপ উৎপাদনে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ ক্ষার মৃত্তিকা প্রভৃতি চর্ম্ম-রোগ নিবারণের একটী মহৌষধ এবং দৈহিক পুষ্টি সাধনের একটী প্রধান উপাদান। সেই জন্য যোগীপ্রধান হিত-চিকীর্ষু আর্য্য-ঋষিগণ স্বাস্থ্য-রক্ষার এবং মনঃ-স্থৈর্য্য সাধনের মূল নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ধনী-দরিদ্র, গৃহী-উদাসীন প্রভৃতির অবস্থা ভেদে ও আশ্রম ভেদে দৈহিক সন্তাপাদি রক্ষার ও যোগ-বিঘ্ন-নিবারণের নানারূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

স্নানান্তে যে চন্দন-লেপনের পদ্ধতি সাধক-সমাজ মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়, তদ্দ্বারাও মহোপকার সংসাধিত হইয়া থাকে। চন্দন অতিশয় সুগন্ধি দ্রব্য। তাহা স্নিগ্ধকর এবং চিত্তপ্রফুল্লকর। স্নান দ্বারা শুচি হইয়া চন্দন ব্যবহার করিলে তাহার সৌগন্ধে চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠে। বিশুদ্ধ শরীরে সুপ্রসন্ন হৃদয়ে ধ্যান-ধারণায় প্রবৃত্ত হইতে গেলে, অতি সহজেই পরমার্থ-তত্ত্বে চিত্ত সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে।

দীর্ঘকাল গভীর চিন্তায়, প্রগাঢ় ধ্যানে নিমগ্ন কিংবা স্তব-স্তুতি পাঠে অথবা সমধিক অধ্যয়নে নিযুক্ত হইলে পিত্তবৃদ্ধি হয়, মস্তিষ্ক উষ্ণ হয় এবং ভ্রান্তি উপস্থিত হইয়া থাকে। তৃষ্ণা বৃদ্ধি, বমন-ইচ্ছা ও শারীরিক সন্তাপের আতিশয্য হইয়া থাকে। এবং শরীর ক্লান্ত ও অগ্নিমান্দ্য-জনিত অজীর্ণ ও অপাক-হেতু উদরে কৃমি উৎপন্ন হয়। প্রাচিন্তাদি নিবন্ধন সর্ব্বদাই রক্ত উষ্ণ ও ঊর্দ্ধগামী হওয়াতে শিরঃপীড়া এবং বক্ত্র-রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। চন্দন, প্রাগুক্ত সমুদয় রোগের মহৌষধ।

"পিত্তভ্রান্তিবমিজ্বরক্রিমিতৃষ্ণাসন্তাপশান্তিকারিত্বং। বৃষ্যত্বং। বক্ত্ররোগনাশিত্বং। শরীরকান্তিকারিত্বং অতি সৌরভাদত্বঞ্চ।" রাজনির্ঘণ্ট।

"শ্রমশীর্ষরোগবিষশ্লেষ্মাস্রদাহনাশিত্বঞ্চ।"

ভাব প্রকাশ।

আর্য্য সমাজে যোগীগণ যে সমস্ত দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকেন তৎসমূহেই যে স্বাস্থ্য-বর্দ্ধক ও রোগ-নাশক শক্তি বিশিষ্ট-রূপে বর্ত্তমান আছে, উল্লিখিত প্রমাণ-পুঞ্জ পাঠ করিলে তাহা সহজে সকলেরই স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। এবং সাধকগণও পরীক্ষা দ্বারা ইহার প্রত্যক্ষ ফল উপলব্ধি করিতে পারেন।

আসন।

পুণ্যতোয় নদ-নদী সরোবর প্রভৃতির বিশুদ্ধ সলিলে স্নান এবং শুদ্ধ, শুভ্র কার্পাস বা পট্টবস্ত্রাদি পরিধান দ্বারা যেমন শরীরের সচ্ছন্দতা, মনের একাগ্রতা উপস্থিত হইয়া থাকে, তেমনি আসনের গুণেও সাধক দীর্ঘ কাল একাগ্রচিত্তে ব্রহ্ম-চিন্তায় সমাসীন হইয়া থাকিতে পারেন। কাষ্ঠাসন প্রভৃতি সুদৃঢ় ও কঠিন এবং তদুপরি দীর্ঘ কাল উপবেশন করিলে কষ্ট-বোধ হয়, সুতরাং চিত্ত-চঞ্চল হইয়া উঠে। অঙ্গ-বিশেষ পেষিত হওয়াতে রক্ত-স্রোত অবরুদ্ধ হয়, তন্নিবন্ধন বিষমতর দৈহিক কষ্ট উপস্থিত হইয়া থাকে, সুতরাং মনঃস্থৈর্য্য নষ্ট হইয়া যায়, এই কারণেই উপাসনা-পক্ষে কাষ্ঠাসন অপ্রশস্ত বলিয়া "দৌর্ভাগ্যং দারুজাসনে" (তন্ত্রসার) ইত্যাকার অনুশাসন বাক্য দ্বারা

তাহা আর্য্য-সাধক-সমাজে পরিত্যাগ করিবার বিধি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

আসন-পর্য্যায়ে ঋষিগণ কৃষ্ণাজিনকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট আসনরূপে সর্ব্ব প্রথমে গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুত ইহার তুল্য সুদৃশ্য স্থূল এবং চিত্তপ্রফুল্লকর স্বভাবজাত উৎকৃষ্ট আসন আর প্রায়ই পরিদৃষ্ট হয় না। ইহাতে উপবেশন করা দূরে থাকুক, দেখিবা মাত্রই হৃদয়ে একটী অতুলন স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয়। উপবেশন করিলে তো তাপ তাড়িতের আনুকূল্য নিবন্ধন চিত্ত শান্ত সমাহিত হইয়া সাধকের জ্ঞান-প্রেম-শিখা অবাতকম্পিত দীপের ন্যায় ঈশ্বরের অভিমুখে উত্থিত করিয়া দেয়। কৃষ্ণাজিন নামে যে সকল মৃগচর্ম্ম সচরাচর বিক্রীত হইয়া থাকে, প্রকৃত কৃষ্ণাজিনের তুলনায় তাহা কিছুই নহে, নিতান্ত অপদার্থ মাত্র।

ব্যাঘ্র চর্ম্ম আসনের দ্বিতীয় পর্য্যায়ে গৃহীত হইয়াছে। ইহা উৎকৃষ্ট জাতীয় হইলেই

"কৃষ্ণাজিনে জ্ঞানসিদ্ধিঃ শ্রীমোক্ষৌ ব্যাঘ্রচর্ম্মণি"

তন্ত্রসার

সাধক, সাধন সমাধান বিষয়ে বস্তুতই এই ফলশ্রুতির প্রত্যক্ষ পুরস্কার লাভ করিতে পারেন।

ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় রোমজ আসন প্রাগুক্ত প্রাকৃতিক আসনের আদর্শেই নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এতদ্দেশীয় রোমজ আসন কোমল, স্থূল এবং তদুপরি উপবেশন করিলে বিশেষ স্বচ্ছন্দতা অনুভূত হয়। শারীরিক উত্তাপ সুরক্ষিত হইয়া থাকে। দীর্ঘকাল উপবেশনেও কোন কষ্ট বোধ হয় না, অথচ চিত্ত-একাগ্রতা-সাধন বিষয়ে বিশেষ অনুকূল। অতএব কৃষ্ণাজিন ও ব্যাঘ্রচর্ম্ম অভাবে সর্ব্বতোভাবে এই বিজ্ঞানসিদ্ধ রোমজ আসন ব্যবহার করা সাধকের পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প। কাষ্ঠাসনে উপবেশন দ্বারা যেরূপ কষ্ট ক্লেশ উপস্থিত হয়, ইহাতে আসীন হইলে তাদৃশ কোন যন্ত্রণা ভোগেরই সম্ভাবনা থাকে না, প্রত্যুত প্রভূত সচ্ছন্দতাই অনুভূত হইয়া থাকে। শরীর সুস্থ এবং মন সুস্থির হওয়াতে সাধক নিরুদ্বেগে দীর্ঘকাল ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলন এবং পরব্রহ্মে আত্মার সমাধি সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন

এখন অনেক উপাসনাস্থলে এতদ্দেশীয় রোমজ আসনের পরিবর্ত্তে সুদৃশ্য কারপেট আসন ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। সভ্যতর জনপদে তাহা গৃহের তল-শয্যা বা সোপান-আবরণ জন্যই ব্যবহার হইয়া থাকে। তৎতৎ কার্য্য সাধন পক্ষে তাহা অতি উৎকৃষ্ট উপাদান। তাহা যেমন কঠিন, তেমনি দৃঢ় এবং সুদৃশ্য ও দীর্ঘকালস্থায়ী. কিন্তু উপাসনা পক্ষে কোন রূপেই শ্রেয়স্কর নহে। তাহা যেরূপ কঠিন ও উগ্র উপকরণে নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহাতে কোন সাধকই দীর্ঘ কাল সচ্ছন্দরূপে উপবিষ্ট থাকিয়া ঈশ্বরের ধ্যান ধারণায় চিত্ত সন্নিবেশ করিতে সমর্থ হয়েন না। কাষ্ঠাসনের ন্যায় অত্যল্প কাল মধ্যেই চিত্ত বিক্ষেপ উপস্থিত করিয়া থাকে। অতএব উপাসনা-কালে তাদৃশ আসনে উপবেশন করা কর্ত্তব্য নহে।

সুপরিষ্কৃত মর্ম্মর প্রস্তরাদি দেখিতে অতি সুন্দর ও পবিত্র কিন্তু তাহা কাষ্ঠাসন অপেক্ষাও অধিকতর কঠিন। তাহাতে উপবেশন করিলে বিষমতর কষ্ট হইবার সম্ভাবনা অর্থাৎ রক্ত চলাচল অবরুদ্ধ হইয়া অসহ্য ক্লেশ উৎপাদন করত শরীরের সচ্ছন্দতা এবং মনঃস্থৈর্য্য বিনষ্ট হইয়া যায় তজ্জন্য "পাষাণে ব্যাধি পীড়িতঃ" (তন্ত্রসার) এই কল্যাণকর উপদেশ দ্বারা সাধককে তদ্ ব্যবহারে নিবৃত্ত হইতে সঙ্কেত করিয়া গিয়াছেন। আর্য্য ঋষিদিগের স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান বিষয়ে যে কি অসামান্য

পরীক্ষাসিদ্ধ নৈপুণ্য ছিল, এই সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়েই তাহা জাজ্বল্যতররূপেই প্রতিপন্ন হইতেছে। শরীরের স্থৈর্য্যসাধন এবং চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন বিষয়ে তাঁহারা যে সকল তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনুশীলন করিতে গেলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

কোন-প্রকার বৃক্ষ-পল্লবাদিতে উপবেশন করিলে তৎসমূহের কঠিনতা বন্ধুরতা, ও তাপবিকীরণতা প্রভৃতি নানা কারণে সাধকের মনঃস্থৈর্য্য বিনষ্ট হয়, সুতরাং চিত্তবিভ্রম হইয়া থাকে। নিরাসনে, ভূপৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইতে গেলে শারীরিক তাপ-তাড়িতের বৈষম্য সংঘটিত হইয়া কষ্টোৎপাদন করে, সেই জন্য তাঁহারা স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ও তাড়িত-বিজ্ঞানের প্রতি নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন যে

"তৃণাসনে যশোহানিঃ পল্লবে চিত্তবিভ্রমঃ।
ধরণ্যাং দুঃখসংভূতি দৌর্ভাগ্যং দারুজাসনে॥"

তন্ত্রসার।

যাহাতে রোগ নাশক শক্তি বহু পরিমাণে বর্ত্তমান, অথচ সুদৃশ্য ও সুলভ এবং ভারত বর্ষের সর্ব্বত্রই সুপ্রাপ্য, তাদৃশ পদার্থে আসন প্রস্তুত করিয়া তদুপরি উপবেশন করত সন্ধ্যা বন্দনাদির ফলাধিক্যই কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। যথা

"কুশাসনে মন্ত্রসিদ্ধির্ণাত্র কার্য্যা বিচারণা"

তন্ত্রসার

বস্তুতঃ স্থূল কুশাসন গৃহস্থের পক্ষে দিব্য আসন। তাহাতে উপবেশন করিলে কোন প্রকার কষ্ট বোধ হয় না। অথচ তাহার মূল্য অতি অল্প। অনায়াসে সকল অবস্থার লোক দ্বারাই তাহা সংগৃহীত হইতে পারে।

যাহাতে শরীরের স্থৈর্য্যসাধন ও মনের একাগ্রতা সম্পাদন এবং উৎকট রোগাদি নিবারণ হয়, যোগ সাধনের অঙ্গীভূত সমুদায় পদার্থে সেই সকল উপাদান ও উপকরণই বর্ত্তমান আছে। যোগগ্রন্থে যেমন কুশাসন ব্যবহারের ফলশ্রুতি দৃষ্ট হয়, আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে তাহার আবার তেমনি বিজ্ঞান-প্রমাণিত পরীক্ষাসিদ্ধ গুণ প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

"কুশোদর্ভস্তথা বর্হিঃ সূচাগ্রো যজ্ঞভূষণঃ
ততোঽন্যো দীর্ঘপত্রঃস্যাৎ ক্ষুরপত্রস্তথৈবচ।
দর্ভদ্বয়ং ত্রিদোষঘ্নং মধুরং তুবরং হিমম্
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীতৃষ্ণাবস্তিরুজং প্রদরাস্রজিৎ॥"

ভাবপ্রকাশ।

কুশ দ্বিবিধ। কুশ, দর্ভ, বর্হি, সূচ্যগ্রী, যজ্ঞভূষণ; একজাতীয় কুশ এই সকল নামে অভিহিত হয়, অন্য প্রকারের নাম দীর্ঘপত্র ক্ষুরপত্র। এই দ্বিবিধ কুশই বায়ু পিত্ত কফ নাশক; মধুর কষায় এবং স্নিগ্ধকর। দীর্ঘ কাল উপবেশন করিয়া, ইন্দ্রিয়সংযমন পূর্ব্বক মহত্তর উচ্চতর পদার্থ চিন্তনে নিযুক্ত থাকিলে যে সকল উৎকট পীড়া উপস্থিত হইতে পারে, কুশ তাহারই অব্যর্থ ঔষধ। ইহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র অশ্মরী, তৃষ্ণা, বস্তিরোগ এবং প্রদর পীড়া আরোগ্য হয়।

যুধিষ্ঠিরের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

হস্তিনাপুরস্থ(১) পৌরববংশে কুরু নামে জনৈক ধর্ম্মজ্ঞ সুবিখ্যাত নৃপতি ছিলেন। তাঁহার নামে তৎপ্রদেশস্থিত কুরুজাঙ্গল এবং কুরুক্ষেত্র(২) এই স্থানদ্বয়ের নামকরণ হইয়া-

১ হস্তিনাপুর কৌরবদিগের রাজধানী, বর্ত্তমান বিজনোর নগরের দক্ষিণ পশ্চিম এবং মিরট নগরের উত্তর পূর্ব্বে গঙ্গার দক্ষিণ তটে স্থিত ছিল। সুহোত্রতনয় হস্তীনামক নৃপতি ইহা স্থাপন করিয়াছিলেন।

২ বর্ত্তমান স্থানেশ্বর সন্নিহিত। কুরুক্ষেত্র বর্ত্তমান দিল্লীর প্রায় পঞ্চাশৎ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম। মহারাজ কুরু এইস্থানে তপস্যা করিতেন। ইহার আর একনাম ধর্ম্মক্ষেত্র। এখানে সমন্ত পঞ্চক নামে একটি সরোবর আছে; তাহার অন্যনাম ব্রহ্মসর, বায়ুসর, পবনসর ও রামহ্রদ। নৈমিষারণ্য কুরুক্ষেত্রের পার্শ্বস্থিত।

ছিল। তাঁহার রাজ্যাবধি পৌরববংশ কুরুবংশ নামে আখ্যাত হইয়াছে। এই কুরুবংশে বিচিত্রবীর্য্য নামধারী এক জন প্রথিতনামা নরপতি ছিলেন। তাঁহার দুই ক্ষেত্রজ পুত্র ছিলেন, তাঁহাদিগের নাম ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন বলিয়া জ্যেষ্ঠতা সত্ত্বেও রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহার কনিষ্ঠ পাণ্ডুই রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। যদুশ্রেষ্ঠ বসুদেবপিতা শূরদেবের কুন্তি নামে এক রূপ লাবণ্যবতী কন্যা ছিল। পাণ্ডু নৃপতি এই শূরকন্যা কুন্তীর পাণিগ্রহণ করেন। যদুকুলশিরোমণি বাসুদেব কৃষ্ণ কুন্তীর ভ্রাতষ্পুত্র ছিলেন বলিলে কুন্তীর পরিচয় অনেকের সুবোধ হইবে। কুন্তীর প্রকৃত নাম পৃথা; কিন্তু তাঁহার পিতা শূরদেব তাঁহাকে অনপত্য নিজসখা কুন্তিভোজ মহীপতিকে প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম কুন্তী হইয়াছিল। কুন্তীকে বিবাহ করিবার কিছু দিন পরে পাণ্ডুরাজা মদ্ররাজভগিনী মাদ্রানামে একটি কন্যার পাণিপীড়ন করেন। পাণ্ডু ভার্য্যাদ্বয়ের সহিত বহুদিন সুখোপভোগ করিয়া স্বীয় জিগীষা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। তিনি মগধ, মিথিলা, কাশী, সুহ্ম, পুণ্ড্র (৩) প্রভৃতি বহুবিধ জনপদ জয় করিয়া স্বরাজ্যভুক্ত করিলেন। তদনন্তর হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিয়া রাজ্যসুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে তিনি হস্তিনাপুরস্থিত প্রাসাদনিলয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক হিমালয়ের পৃষ্ঠদেশে বাসস্থান নিবেশিত করিয়া মৃগয়াচরণে কালযাপন করিতে লাগিলেন কিন্তু পুত্র-মুখ-নিরীক্ষণে সুখী হইতে পারিলেন না। অনন্তর পাণ্ডুদেব নিজপত্নী কুন্তী ও মাদ্রিকে পুত্রার্থে দেবগণের আরাধনা করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে কুন্তী ধর্ম্মদেবের অনুগ্রহে যুধিষ্ঠির, বায়ুদেবের অনুগ্রহে ভীমসেন এবং ইন্দ্রদেবের অনুগ্রহে অর্জ্জুন নামে ক্রমশঃ তিন পুত্র প্রসব করিলেন। এবং মাদ্রী অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রসাদে নকুল ও সহদেব নামে দুই যমজ পুত্র প্রসব করিলেন। কুন্তীর দ্বিতীয় সুত ভীমসেন এবং ধৃতরাষ্ট্র-পত্নী গান্ধারীর প্রথম পুত্র দুর্য্যোধন একদিনে জন্মগ্রহণ করেন। কলিযুগের ৬৫৩ অব্দ অতীত হইলে কার্ত্তিক মাসের প্রথমে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রযুক্ত আশ্বিন শুক্লপঞ্চমী তিথির অষ্টম মুহূর্ত্তে বেলা দুই প্রহরের সময় যুধিষ্ঠির ভূমিষ্ঠ হয়েন। এক্ষণে কলিযুগের ৪৯৮১ অব্দ চলিতেছে। যুধিষ্ঠিরের কালনির্ণয় এই জীবনীর শেষভাগে বিবৃত করিব। যুধিষ্ঠির ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র দৈববাণী হইল যে "এই নরশ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য, বিক্রমশালী এবং সত্যবাদী নৃপতি হইয়া যুধিষ্ঠির নামে ত্রিলোকে বিখ্যাত হইবেন। ইঁহার যশঃ এবং তেজঃ সর্ব্বত্র প্রথিত হইবে।" তদনন্তর ক্রমশঃ আর চারি পুত্রের জন্ম হইল। পাণ্ডু নৃপতি পঞ্চ পুত্র লাভে অতিশয় হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়া দৈববাণী অনুসারে পুত্রদিগের নামকরণ করিলেন। হিমালয়স্থিত ঋষিগণ পাণ্ডু নৃপতির দেবদত্ত, মহাবল, শুভলক্ষণ-সম্পন্ন, প্রিয়দর্শন, কুরুবংশবিবর্দ্ধন পঞ্চ পুত্র দর্শন করিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। পুত্রগণের শৈশবাবস্থাতেই পাণ্ডুর স্বর্গলাভ হইল। মাদ্রী তাঁহার সহগমন করিলেন। কুন্তী পুত্রগণের প্রতিপালনে যত্নবতী হইলেন। তদনন্তর হিমালয়স্থিত তা-

৩ মগধ, মিথিলা ও কাশী রামচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনীর টীপ্পনীতে উক্ত হইয়াছে। সুহ্ম ত্রিপুরা এবং আরাকান প্রদেশ। পুণ্ড্রদেশ বর্ত্তমান পাবনা ইহার দক্ষিণে গঙ্গা, পশ্চিমে মহানন্দী এবং পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তা। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ইহার নামান্তর।

পসগণ পাণ্ডুপুত্র এবং কুন্তীকে সমভিব্যাহারে লইয়া হস্তিনাপুরে আগমন করিলেন এবং রাজবাটীতে প্রবেশ পূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে সকল বৃত্তান্ত যথাযথ নিবেদন করিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র বহুমানপুরঃসর তাপসগণকে বিদায় দিয়া পাণ্ডুপুত্র যুধি প্রভৃতিকে স্বপুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ বেদোক্ত সংস্কার সকল প্রাপ্ত হইয়া নানাবিধ সুখভোগ পূর্ব্বক অনুদিন দুর্যোধনাদির সহিত বাল্যক্রীড়া করিতে লাগিলেন। দুর্যোধনেরা শত ভ্রাতা এবং যুধিষ্ঠিরেরা পঞ্চভ্রাতা পরস্পর মিলিত হইয়া নানাবিধ ক্রীড়া দ্বারা আমোদ করিতেন। দুর্যোধনাদি ভ্রাতৃগণ কৌরব নামে এবং যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ পাণ্ডব নামে আখ্যাত হইলেন। দুর্যোধন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ সর্ব্বদা পাণ্ডবদিগের অনিষ্ট সাধন করিতে চেষ্টা করিত; কিন্তু পাণ্ডুপুত্রেরা সর্ব্বক্ষণ সাবধান থাকিতেন বলিয়া কোন অনিষ্ট করিতে পারিত না। পাণ্ডুপুত্রদিগের এক পিতৃব্য বিদুর অনুক্ষণ তাহাদিগের মঙ্গলকামনা করিতেন এবং যুধিষ্ঠিরাদিও সর্ব্বদা তাঁহার উপদেশানুসারে কার্য্য করিতেন। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষার নিমিত্ত গৌতমগোত্রোৎপন্ন শারদ্বত কৃপাচার্য্যের অধীনে রাখিয়াছিলেন। পাণ্ডুপুত্রগণ চতুর্ব্বিধ ধনুর্ব্বেদ এবং অন্যান্য শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকটে অশেষবিধ অস্ত্র শিক্ষা করিলেন। তদনন্তর সম্বৎসরাবসানে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। যুধিষ্ঠির পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ পুত্র, সুতরাং রাজ্যের উত্তরাধিকারী। যুধিষ্ঠির যৌবরাজ্যে স্থাপিত হইয়া প্রজা শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি যেরূপ ধৃতি, সহিষ্ণুতা স্থিরতা ঋজুতা এবং অনুকম্পার সহিত রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন তাহাতে প্রজাগণ সকলেই সন্তুষ্ট হইল। অনতিদীর্ঘকাল মধ্যেই যুধিষ্ঠির স্বকীয় বিনয় সদাচার, শৌর্য্য বীর্য্যাদি প্রকাশ এবং প্রজাদিগের অনুরঞ্জন দ্বারা স্বপিতা পাণ্ডুরাজার কীর্ত্তি অন্তর্হিত করিলেন। প্রকৃতিরঞ্জন দ্বারা তাঁহার যুবরাজ নাম সার্থক হইল। তিনি প্রজাদিগের অভাবমোচন, অত্যাচার নিবারণ, শিক্ষাদান এবং সংরক্ষণ দ্বারা কিরূপে প্রজারঞ্জন করিতে হয় তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ সকলকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের শাসনে সন্তুষ্ট পুরবাসিগণ এইরূপ জল্পনা করিতে লাগিল "যে বুদ্ধিমান রাজা ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধতা হেতু রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন নাই, অতএব তিনি এক্ষণে নৃপতি হইতে পারেন না! শান্তনুতনয় ভীষ্মদেব পূর্ব্বে রাজ্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তিনি কখন অধুনা রাজ্য গ্রহণ করিবেন না। অতএব আমরা তরুণবয়স্ক সমরকুশল ধর্ম্মজ্ঞ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় এবং অনুকম্পাশীল পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে রাজা বলিয়া অভিষেক করিব। যুধিষ্ঠিরই ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিকে যথাবিহিত সম্মানের সহিত বিবিধ ভোগ বিশিষ্ট করিবেন।" পৌরগণ যুধিষ্ঠিরের প্রতি স্বানুরাগ এইরূপে প্রকটন করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ

দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫০।

২০ আশ্বিন। অদ্য এই স্থানে অতি প্রত্যুষে পৌঁছি। বৈকালে এই স্থানের অনেকগুলি ভদ্র ব্যক্তি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। দেবগৃহ পর্ব্বত ও বনাকীর্ণ স্থান কিন্তু এখানে কতকগুলি ভদ্র লোক বিষয় কর্ম্মানুরোধে বাস করেন এবং তীর্থযাত্রা উপলক্ষে অথবা জলবায়ু পরিবর্ত্তন জন্য ও অনেক ভদ্রলোকের সমাগম হয়।

২১ আশ্বিন। অদ্য হ, বাবু প্রাতঃকালে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আইলেন, সেই সময় তত্ত্ব-বোধ-

নায় অস্থির ছিলাম। উক্ত বাবুকে বলিলাম "Even a philosopher can not bear toothache, far less myself" "জ্ঞানী ব্যক্তি দন্তবেদনা সহ্য করিতে পারেন না, আমি কোথায় আছি?" অদ্য ব্যাপ্টিস্ট খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় Westminster Review নামক সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ পাঠ করি। যাবজ্জীবন মানসিক পরিশ্রম জন্য শরীর ও মন উভয়ই অতিশয় অপটু হইয়া পড়িয়াছে তথাপি প্রত্যহ কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন না করিয়া ও কিঞ্চিৎ না লিখিয়া থাকা যায় না। কোন ব্যক্তি কয়লার ব্যবসায় করিয়া প্রচুর ধনোপার্জ্জন পূর্ব্বক পরিশেষে কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়াছিল; অবসৃত হইয়াও প্রত্যহ দাঁড়ি পাল্লা লইয়া কয়লা ওজন করিত; বলিত এরূপ না করিলে আমি ভাল থাকি না। অভ্যাসের এমনি চমৎকার গুণ।

২২ আশ্বিন। অদ্য বয়েসি সাহেব প্রণীত 'Sermon' এবং "Mystery of Pain Death and Sin" পাঠ করি। "Family Love Versus the Love of Christ" শিরস্ক সর্ম্মনে বয়েসি সাহেব এই কথা বলেন যে বর্ত্তমান সময়ে বাণিজ্যের দুরবস্থা জন্য তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের আয় ক্রমে হ্রাস হইতেছে তথাপি পরোপকারজনক কার্য্যের সাহায্যার্থ যথাসাধ্য সমাজ হইতে আনুকূল্য করা উচিত। এই কথা জন্য বয়েসি সাহেবকে মনে মনে সহস্র সাধুবাদ করিলাম।

২৩ আশ্বিন। অদ্য ইংরাজী ১৮৭১ শালের অকটবর মাসের "ওয়েস্টমিনস্টার রিবিউয়ে" প্রকাশিত ফারাডে নামক বিখ্যাত রাসায়নিকের জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করি।

২৪ আশ্বিন। অদ্য সন্ধ্যার পর শ্যা, বাবুর বাসায় একটি হিন্দুস্থানী "কথকের" গান শুনি। এই ব্যক্তি একজন বৈদ্যনাথের যাত্রী। তিনি অন্যান্য গানের মধ্যে কতকগুলি পারসী গান গাইলেন। এই সকল পারসী গীতের মধ্যে "সমসতাবরেজ" নামক বিখ্যাত সুফী ব্রহ্মজ্ঞানী কবির রচিত দুইটি ধর্ম্মসঙ্গীত ছিল। তাহার অর্থ অতি প্রগাঢ়।

২৫ আশ্বিন। অ বাবু তাঁহার স্বদেশ হুগলী যাইবার সময় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। কিন্তু তাঁহার অদ্য বাটী যাওয়া হইল না, তাঁহার অত্রত্য বন্ধুরা আমার বাসাতে আসিয়া গুরু মহাশয়ের পলাতক বালকের ন্যায় তাঁহাকে পাকড়িয়া লইয়া যান এবং আর একদিন আটকিয়া রাখেন।

২৭ আশ্বিন। "অদ্য Brother Help or Deeds of Benevolence" নামক পুস্তক পাঠ করি। এই পুস্তকে বর্ণিত সহস্র সহস্র বিঘ্ন বাধা অতিক্রম পূর্ব্বক এক একটি পরোপকারজনক কার্য্যের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে রোমাঞ্চ হয়। ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যসাধন কি সুন্দর জিনিস!

(উপরে যাহা প্রকাশিত হইল তাহা প্রথমে ইংরাজীতে লিখিত হইয়াছিল।)

৩১ আশ্বিন। অদ্য হইতে দেশীয় ভাষায় প্রাত্যহিক বিবরণ লিখিতে আরম্ভ করি। এতদিন ইংরাজীতে লিখিয়া আসিতেছিলাম, তাহা অন্যায়। নিজের উপদেশের বিপরীত কার্য্য করা উচিত নহে। অদ্য প্রাতে ষ্টেশনের রাস্তায় ধাড়ওয়া নদীতীর পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম। সেই খানে একটি প্রস্তরের উপর রুমাল পাতিয়া বসিলাম। সম্মুখে ধাড়োয়া ঝির্ ঝির করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অতি মনোহর। ঈশ্বরচিন্তায় মন নিমগ্ন করিলাম।

২ কার্ত্তিক। অদ্য প্রাতে—বাবু দিগের সহিত সাক্ষ্যাৎ করিতে গিয়াছিলাম। "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' পুস্তকের বিষয় অনেক কথা হইল। সকলেই স্বীকার করিলেন যে পরব্রহ্মের উপাসনাই হিন্দু ধর্ম্মের সার। আমি দেখিতেছি ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের সমুন্নত আকার বলিয়া যেমন প্রচারিত হইতে পারে, এমন অন্য কিছুতেই সেরূপ হয় না। উহাকে হিন্দু ধর্ম্মের সমুন্নত আকার বলিলে সত্যের কিছুমাত্র অপলাপ করা হয় না। বস্তুতই উহা হিন্দুধর্ম্মের সমুন্নত আকার।

৫ কার্ত্তিক। অদ্য বৈকালে দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত পাল্কী করিয়া দাতা জঙ্গল দেখিতে যাই। জঙ্গল দেখিয়া বোধ হইল যেন তাহা একটি বৃহৎ উদ্যান। বনের ভিতর রাস্তা ও বৃক্ষতল সকল এমনি পরিষ্কার বোধ হইল যেন সেই উদ্যানের মালী আছে, সে কোথায় লুক্কায়িত আছে, ইচ্ছা হইল তাহাকে একবার চেঁচাইয়া ডাকি। বনটি স্থানে স্থানে অতি নিবিড়, দেখিয়া ভয় উপস্থিত হয়; একবার রাস্তা হারাইবার উপক্রম হইয়াছিল। আমরা সর্ব্বশুদ্ধ ১২জন লোক ছিলাম।

৭ কার্ত্তিক। অদ্য প্রাতে খ, বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে অনেক কথা হইল। তিনি বৃদ্ধাবস্থায় নির্জ্জন বাসের শ্রেয়স্করতা বিষয়ে অনেক বলিলেন। অদ্য আফ্রিকা পর্য্যটক ষ্টানলী সাহেবের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করি।

১১ কার্ত্তিক। অদ্য আমার পুরাতন পরিণতবয়স্ক বন্ধু ঈ, মহাশয় কলিকাতা হইতে আসিয়া আমার এখানে অতিথি হয়েন। ষ্টেসনে প্রত্যাগমন সময়ে তাঁহাকে ধাড়োয়া নদীতীর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিই। সেই খানে আমরা উভয়ে প্রস্তরের উপর উপবিষ্ট হইয়া সূর্য্যাস্ত দেখিতে লাগিলাম। ঐ সময়ে তাঁহাকে বলিলাম যে যদি আকাশবাণী হয় যে এই যে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে ইহা আর উদিত হইবে না তাহা হইলে পৃথিবী শুদ্ধ লোক কি আগ্রহের সহিত তাহার শেষ দেখা একবার দেখিয়া লয়! ঈ, মহাশয় কলিকাতায় যৌবন কালে আমার নিকট মিল্‌টন পড়িয়াছিলেন। ঈ, বাবু গোপনে পরোপকার করিতে যেমন পটু এমন অল্প লোক দৃষ্ট হয়। তাঁহার সাধু দৃষ্টান্ত অনুসরণ যোগ্য।

১৩ কার্ত্তিক। অদ্য প্রাতে দূর হইতে বেনুরব শুনিয়া নিজের রোগ শোক বিস্মরণ পূর্ব্বক বোধ হইল যেন সুদৃশ্য দেবগৃহে আমার অবস্থিতির সুখ ভদ্রাবা সম্পূর্ণ হইল। তাহা শুনিয়া এই গান আপনা আপনি আমার মন হইতে নিঃসৃত হইল "কতই করুণা হতেছে বর্ষণ তোমার!" অদ্য প্রাতে কলিকাতা হইতে কা, বাবু এই খানে আইসেন। তিনি এখানে জল বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য কিছুদিন অবস্থিতি করিবেন। কা, বাবু এক জন পুরাতন শ্রদ্ধাবান হৃদয়বান পরমোৎসাহী ব্রাহ্ম। অদ্য বয়েসি সাহেব প্রণীত Mystery of Death, Pain and Sin" পাঠ করি। স্থানে স্থানে নূতন ভাব দেখিলাম।

১৪ কার্ত্তিক। অদ্য প্রাতে কা, বাবুর বাসায় যাই, সেখানে তাঁহার সহিত ধর্ম্ম ও অন্যান্য বিষয়ে কথোপকথন করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করি।

১৬ কার্ত্তিক। অদ্য আমার আলয়ে সাপ্তাহিক ব্রহ্মোপাসনা হয়। কা, বাবু উপাসনা করেন ও তাঁহার পুত্র গান করেন।

১৮ কার্ত্তিক। অদ্য প্রাতে কা, বাবুর সঙ্গে ধাড়োয়া নদী তীরে যাই। এই সময়ে নদীতে অতি অল্পই জল থাকে। ঝির্ ঝির্, ঝির্ ঝির্, ঝির্ ঝির্, ক্রমাগত যাইতেছে। কি অপূর্ব্ব দর্শন! আমি কা, বাবুকে বলিলাম। "Now lift up your thoughts to the Eternal!" "এক্ষণে সেই নিত্য পুরুষের প্রতি আপনার মনকে উঠান!" তখনই তিনি মনের উচ্ছ্বাস বাহির করিলেন—একটি অপূর্ব্ব প্রার্থনা করিলেন। তিনি আমার অগ্রেই মনকে উঠাইয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় পরলোকগত হেড পাণ্ডার পুত্র শ্রীযুক্ত গিরিজানন্দ দত্তঝা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। "ঝা" মৈথিলী ব্রাহ্মণের পদবী। উহা "ওঝা" শব্দের সংক্ষিপ্ত আকার। এখানকার পাণ্ডারা মৈথিলী ব্রাহ্মণ। গিরিজানন্দ বাবু ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী।

১৯ কার্ত্তিক। অদ্য প্রাতে কা বাবুর সঙ্গে ধাড়োয়া নদী তীরে যাওয়া যায়। তৎপরে তাঁহার সঙ্গে যা, বাবুর বাটীতে যাওয়া হয়। তথায় উষাপান, মধুপান প্রভৃতি প্রক্রিয়ার উপকারিত্ব বিষয়ে কথা হয়। মধুর মধ্যে বিশেষ বিশেষ পুষ্পের মধু আরও উপকারী। Sir John Sinclair তাঁহার "Code of Health and Longevity" নামক পুস্তকে মধুপানে স্বাস্থ্য রক্ষা ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয় বলিয়াছেন। আমাদিগের আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে "মধুশীতং মৃদু স্বাদু ত্রিদোষঘ্নং ব্রণাপহং কষায়ানুরসং রুক্ষং চক্ষুষ্যং শ্বাসকাশনুৎ"। "মধু শীতল, কোমল, স্বাদু ত্রিদোষঘ্ন, ব্রণনাশক, কষায়-রস রুক্ষ, চক্ষের হিতকারী, শ্বাসকাশ নষ্ট করে।" ত্রিদোষঘ্ন অতি মহৎ গুণ বলিতে হইবে। "শীতল" শব্দে শীত বীর্য্য বুঝায় না। স্বাদে শীতল বুঝায়। অদ্য "এডিনবরা রিবিউ" নামক সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত Miss Edgeworthএর জীবন বৃত্তান্ত পাঠ সমাপন করা যায়।

২০ কার্ত্তিক। অদ্য প্রাতে ও বৈকালে বেড়াইবার সময় কা, বাবু ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্ব ঘটনার বিষয় অনেক কথা বলেন।

২৫ কার্ত্তিক। অদ্য প্রাতে কা বাবু, আমি ও কা বাবুর পুত্র আমরা "ভোলা আড়া" নামক উদ্যানে অথবা কাননে (তাহাকে কি বলিব তাহা বুঝিতে পারি না) বৃক্ষতলে, উপবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিলাম। "অচল ঘন গহন গুণ গাও তাঁহারি" এবং "গাও তাঁরে গাও সদা" ইত্যাদি। সুস্নিগ্ধ প্রাতঃকাল; শীতল সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত; ঈশ্বর হৃদয়ে বিরাজিত; অতি অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করা গেল।

২৬ কার্ত্তিক। অদ্য প্রাতে কা, বাবু ও আমি ও যো, আমরা বাজারে যাইলাম। কা, বাবু দোকানদারদিগের সঙ্গে সাহেবআনা ধরনে হিন্দীতে কথা কহিতে লাগিলেন, তাহাতে আমি অতিশয় আমোদিত হইলাম। দোকানদারেরা জড়সড়; কা, বাবু এই প্রক্রিয়া নিবন্ধন দ্রব্যাদি অপেক্ষাকৃত শস্তা পাইলেন।

২৭ কার্ত্তিক। অদ্য প্রাতে—সাহেবের বাটীর নিকট আমি ও কা, বাবু উভয়ে বেড়াইলাম। বৈকালে বেড়াইবার সময় কা, বাবুকে বড় অপ্রসন্ন দেখিলাম, কারণ, তাঁহার ভৃত্য স্কুলের কূপের সুমিষ্ট জল আনে নাই, অন্য কূপের জল আনিয়া মিথ্যা করিয়া স্কুলের কূপের জল আনিয়াছি বলিয়াছিল। তাহার মিথ্যাচরণে বিরক্তি জন্য তাঁহার মেজাজটা বড়ই খারাব দেখিলাম। অধিক কথা হইল না। অদ্য রয়েসি সাহেব বিরচিত লংহাম হলের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৭ সংখ্যক উপদেশ পাঠ করি। তিনি এই উপদেশে বলিয়াছেন যে বিশ্বাস ও কোন তত্ত্বে সম্মতি এই দুই ভিন্ন পদার্থ। বিশ্বাস সম্মতি অপেক্ষা গাঢ়।

২৮ কার্ত্তিক। অদ্য আমি সপরিবারে নন্দন পর্ব্বত দেখিতে যাই। নন্দন পর্ব্বত ক্ষুদ্র তথাপি নিম্নের বায়ু ও পর্ব্বতের উপরের বায়ু এই দুয়ের মধ্যে স্পষ্ট প্রভেদ বোধ হইল। উপরের বায়ু সেবন করিয়া অতিশয় স্ফূর্ত্তি লাভ করিলাম। ঐ বায়ু কি পবিত্র! কি লঘু! কি স্নিগ্ধ! পর্ব্বতের উপরে একটি ভগ্ন দেবমন্দির দেখিলাম। লোকে বলে তথায় এক জন "সাধু" বাস করেন। কিন্তু সাধুকে দেখিতে পাইলাম না। নন্দন পর্ব্বত বেশী দূর নহে তথাপি প্রত্যাগমন সময়ে দুর্ব্বলতা জন্য অতিশয় কষ্ট বোধ হইল।

৩০ কার্ত্তিক। বৈকালে বেড়াইবার সময় কা, বাবুর সঙ্গে—বাবুর যোগপরায়ণতার কথা হয়। "কা, বাবু বলিলেন আমরা যে ঈশ্বরে মন অনেকক্ষণ ধরিয়া সন্নিবিষ্ট করিতে পারি না তাহার নিগূঢ় কারণ আমাদিগের মস্তকের পীড়া, অর্থাৎ মস্তিষ্কের ক্ষীণতা নিবন্ধন শিরোভ্রমণ ও উক্ত ক্ষীণতা জনিত মনের অকারণ কিন্তু দুর্দমনীয় উদ্বেগ ও চাঞ্চল্য।—বাবুর তাহা নাই। আমি বলিলাম—বাবু মস্তকের পীড়া কি তাহা তিনি মনেতেও কল্পনা করিতে পারেন না; তিনিই সুখী। বৈকালে বেড়াইবার অগ্রে আমি সপরিবারে উপাসনা করি। কা, বাবু পুত্রের পীড়া প্রযুক্ত উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

৩ অগ্রহায়ণ। অদ্য প্রাতে কোন ভদ্রব্যক্তির নিকট যাই। তাঁহার সহিত উদ্বাহ-প্রথা ও অন্যান্য বিষয়ে অনেক কথা হইল। লোকটি সংশয়বাদী, কিন্তু পরে জ্ঞাত হইলাম তিনি অতি সদাশয়, উদার ও সচ্চরিত্র। সংশয়বাদী হইলেই যে লোক মন্দ হয় তাহা নহে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে "Men are better than their creeds or opinions" "ব্যক্তিরা তাহাদিগের মত অপেক্ষা ভাল।"

৫ অগ্রহায়ণ। অদ্য মধ্যাহ্ন সময়ে আহারাদি করিয়া বৈদ্যনাথের মন্দির দেখিতে যাই। বর্ত্তমান হেড পাণ্ডার খুড়া গিরিজানন্দ বাবু আমাকে লইয়া গিয়া মন্দির দেখান। গিরিজানন্দ বাবু সভ্য ও কৃতবিদ্য ব্যক্তি। মন্দিরের সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবামাত্র মনে একটি গম্ভীর ভাবের উদয় হইল। এই প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে অনেক দেব দেবীর মন্দির আছে, কিন্তু বৈদ্যনাথের মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। উহার চূড়া অতি

উচ্চ। যে প্রকোষ্ঠে বৈদ্যনাথ আছেন তাহার দ্বারের উপরিস্থিত দেবনাগর অক্ষরের চিত্রফলক পাঠ করিয়া অবগত হওয়া গেল যে প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে গিধোড়ের রাজা পুরাণমল্লের দ্বারা ঐ মন্দির বিনির্ম্মিত হয়। এখন যে স্থানে বৈদ্যনাথ আছেন তিনি এ স্থানে পূর্ব্বে ছিলেন না; অন্য এক স্থান হইতে এই থানে তাঁহাকে আনা হয়। এই মন্দিরের চতুর্দ্দিকে অসংখ্য দেবদেবীর মন্দির আছে বলিয়া এই উপনগরের নাম দেবগৃহ। মন্দিরের এক প্রকোষ্ঠে বসিয়া হেডপাণ্ডার কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে শাস্ত্রীয় আলাপ হইল। উপনিষদ ও ভগবদ্গীতার কতকগুলি শ্লোকের অর্থ লইয়া আলাপ হইল।

৫ অগ্রহায়ণ। অদ্য প্রাতে কা, বাবু ও আমি আমরা উভয়ে নন্দন পর্ব্বতে যাই এবং তাহার শৃঙ্গে উপবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মসঙ্গীত গান করি।

৭ অগ্রহায়ণ। দুই প্রহর তিন ঘটিকার সময়ে আমার আলয়ে সাপ্তাহিক ব্রহ্মোপাসনা হয়।

১১ অগ্রহায়ণ। সন্ধ্যার সময় চন্দ্রালোকে ক্ষণেক বেড়াই। সুন্দর চন্দ্রালোকে বেড়াইবার সময় ঈশ্বরকে কি সুন্দর বলিয়া বোধ হয়! "সুগভীর নিশীথে চন্দ্র সুন্দর মধুর, শোভয়ে যাঁর শোভায়, কেমন তিনি মনোহরণ।"

১২ অগ্রহায়ণ। বৈকালে শা, বাবু ও খ, বাবু আমার সঙ্গে দেখা করিতে আইসেন। উভয়ের সহিত নানা বিষয়ে বিশেষতঃ ডারউইনের (Darwin) মতের বিষয়ে কথোপকথন হয়। এতৎ সম্বন্ধে অন্যান্য কথার মধ্যে আমি বলিলাম যে ডারউইন্ সাহেবের পিতৃপুরুষ বানর হইতে পারে, আমরা প্রকৃত আর্য্য জাতি, আমাদিগের পিতৃপুরুষ বানর হইবে কেন?

১৪ অগ্রহায়ণ। অদ্য কা, বাবু দেবগৃহ শীঘ্র পরিত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া অত্যন্ত আক্ষেপ করেন।

১৮ অগ্রহায়ণ। অদ্য প্রাতে কা, বাবু, তাঁহার পুত্র, ও আমি ধাড়োয়া নদী তীরে উপবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মসঙ্গীত গাই। প্রত্যাগমন সময়ে ধর্ম্ম বিষয়ে অনেক কথা হইল তাহাতে কা, বাবু অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আমি বলিলাম যে শারীরিক আহার সম্বন্ধে দুর্ভিক্ষ হইতে পারে কিন্তু আধ্যাত্মিক আহার সম্বন্ধে তাহা কখনই হইতে পারে না। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হয়।

১৯ অগ্রহায়ণ। অদ্য প্রাতে আমার পরলোকগত পিতাঠাকুরের স্মরণার্থ উপাসনা হয়। উপাসনা সময়ে এই স্থানের অনেকগুলি ভদ্রলোক উপস্থিত থাকেন। আমি উপাসনা ও প্রার্থনা করি, কা, বাবু একটি প্রার্থনা করেন, তাঁহার পুত্র গান করেন। আমি আমার প্রতি পিতাঠাকুরের করুণরসোদ্দীপক স্নেহের কতকগুলি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া তাঁহার আত্মাকে সম্বোধন পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলাম। উপাসনার পর সকলে জলযোগ করিলেন।

২০ অগ্রহায়ণ। অদ্য হইতে প্রাতঃকালে খালি পেটে তেতো জিনিষ খাইতে আরম্ভ করি;

"আঁতে তেতো দাঁতে নুণ,
পেট ভরবে তিন কোণ্,
এ বেলা ও বেলা শোচে যায়,
তার কড়ি কি বদ্দি খায়?"

২১ অগ্রহায়ণ। অদ্য প্রাতে কা, বাবু ও আমি আমরা উভয়ে ধাড়োয়ার দিকে গমন করি। রাস্তায় কা, বাবু চতুর্দ্দিকস্থ সৌন্দর্য্যপূর্ণ বিশেষ বিশেষ দৃশ্য সুরুচির সহিত অতি বাগ্মিতা পূর্ব্বক বর্ণনা ও তাহার প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। বৈকালে ভ্রমণের সময় আমরা "শ্রীযুতের" সম্মুখে পড়ি। "শ্রীযুত" কোন মনুষ্য নহেন; তিনি একটি চতুষ্পদ। বৈদ্যনাথের প্রকাণ্ড ষাঁড়ের নাম আমি "শ্রীযুত" রাখিয়াছি।

ক্রমশঃ

পত্র।

GRAND HOTEL ROYAL, BONN, July 15, 1880

DEAR FRIEND,

I have written to you from St. Petersburg and Koln. I hope you have duly received all my letters.

I have been already twice to see Professor Aufrecht who lives here. He lives a few paces from my hotel. He knew me he said by name when in Leipzig and asked me further if I had some relationship with another Chattopadhyaya who had studied Sanskrit with him in Edinburgh 7 or 8 years ago. By this he evidently meant my friend and in some way also my relation, Dr. Aghore Nath Chattopadhyaya, now Director of Public Instruction, I have been told, in the Nizam's Dominion, Hyderabad. Professor Aufrecht, as you are well aware, is one of the first class orientalists of Europe. He has published several valuable texts of great importance to Sanskrit Philology, his *Romanised* text of the *Rigveda* being one of the most useful of them all. Our conversation naturally turned on Hindu Antiquities and Sanskrit Manuscripts. He complained of the paucity of materia with which the Sanskritists of Europe, especially of Germany, have to do their work. He showed me a few catalogues of Sanskrit Manuscripts prepared by Weber, Burnell and himself and remarked that these were all that they had at their disposal. When I alluded to the Catalogues of Sanskrit Manuscripts published by our worthy countryman, Dr. Rajendra Lal Mitra, he candidly acknow-

ledged their importance for philological science, but added that he would be glad to possess a few of them himself instead of mere copies on which he could not so perfectly rely for the exactitude which every science and, above all, Sanskrit Philology so unconditionally demands. Thereupon he showed me the copy of a Sanskrit Manuscript in Bengali character he has received from Dr. Rajendra Lal and added that he and his German coadjutors are sincerely grateful to the distinguished Calcutta *Savant* for similar valuable helps which the latter has frequently rendered them. But could he get only some genuine *Manuscripts* instead of their copies? For instance if he could get the Manuscript—No. 1180 in the Catalogue of Dr. Rajendra Lala,—only for six weeks, he would be glad to send it back to its owner after that time, for the Manuscript in question, he assured me, would likely contain much valuable data on the history of Sanskrit Literature—a subject still so dim and obscure on many points! This Manuscript is in Santipore as indicated in the Catalogue. When I heard him speak in this way, I felt as if one of my chief duties after going back to India would be to provide these great orientalists (whom we owe so deeply for what scientific data we have as yet obtained about the past of our country) with manuscripts from all the different parts of India *on all* the different branches of our Literature, for is it not very sad and a great loss to Sanskrit Philology that men like Weber, Aufrecht, Roth, Boethling and Stenzler should stop, so to say in their extremely valuable researches simply for want of the necessary materials? These researches they make for the simple interest of science—for the love they bear to the subject as a subject. As Germans, they have not even the remotest political, commercial or financial, interests of their country in view as Englishmen or Russians might have for theirs. They wish to serve the cause of science for her own sweet sake and what they want is the least that they could desire, namely, adequate materials to carry on their labour of love. Without any ulterior motives or interests to defend or promote, pursuing their researches only for the simple love of truth, these German *savants* are likely to do more useful work for our past history than others and so they have also unquestionably done; for are not some of the greatest names in the domain of Sanskrit Philology Germans: the Schlegels, Humboldt, Bopp, Lassen and other illustrious men? No doubt one of the chief causes of this interest they have for us is the deep sympathy—the striking community of thought and feeling that exists between the Germans of the Rhein, and the *Sarmanas* of the Ganga. It is now about 3 years ago that I left Germany for France. In the mean time I have had occasions to see and study two more of the principal branches of the Indo-Germanic or the Aryan Race, and although both France and Russia bear certain points of fraternal resemblance with us, yet with none have I as a Hindu felt so deep, inalienable sympathy, such intimate *rapports* of consanguinity as with the Germans. They too are born Philologists, born Philosophers and Metaphysicians if you will and born *Savants* as we are. They have the same calm serious cast of mind which is so characteristic of us. Their *Gemuth*, which might probably be translated by *feeling*, is equally deep and genuine. They hate all bustle and outward show said to be a characteristic of the French people as we do. They have the same tender, imaginative and chivalrous regard for the other sex as we have. The love-lyrics of our Chand Bardai and Bhanu Sing would find astonishing echoes in those of their Walter Von Der Vagelweide or of Heine, our annals of Rajasthan would find many striking parallels of heroism and manliness in their Niebelungen. More tender, devoted wives, better mothers it would be hard to find in any other parts of Europe. The German women are as noted for their household capacities as the Hindus ("স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু" মনুঃ) and so the French and the Russians, who are notoriously deficient in this respect, laugh at them a little and call the German wives as *bonnes cuisines* or good cooks and nothing better! To turn to the domain of pure Thought, the Germans have the same interest for the questions of *sat* and *asat* (Sein a Nicht-sein,) the same passionate search after the Infinite, the Ineffable, after the Just and the True as we have, and it is of rare interest to notice the parallel phases of thought and feeling which both nations have passed through in the course of their religi-

ous, moral and philosophical development. They have also had their distinct periods of Scepticism, Materialism and Pessimism, almost all ending by however different roads into some sort of Idealism or Pantheism as we. They have the same imaginative love of Nature—the same feeling of a certain mysterious inalienable affinity with, and a childlike trust in, her which, in spite of all crying contradictions in Nature, it is possible neither to explain nor to shake off. Take the representative men of both countries and you find Goethe and Kalidas across the distance of probably twenty centuries both of them as great passionate lovers of Nature which plays such a prominent part in all their immortal creations. When in the further progress of our Indian studies, we shall know more of the incidents of the life of our great Poet, it will probably be seen that the poet of Sakuntala, although living in a very different country, lived more or less a life such as the Poet of Faust led—both were great naturalists, and great poets both served as courtiers in courts whose kings were not only their protectors, but also steady intimate friends and, above all, both sang the sweetest tunes of joy or melancholy when the "occasion" called for it.

"——Wie der Vogel Singt
Der auf dem zweige wohnet
Das Lied, das aus der Kehle dringt,
Ist Lohn der reichlich lohnet!"

It is impossible to give the full import of the above four lines of Goethe in translation. yet the following might give some idea of it

" ——As the bird sings,
That lives on the tree,
The song that quills out of the throat
Is the reward – that richly rewards."

I must confess that it is a very prosaic, though a literal, translation. These affinities—these points of fraternal resemblance, it appears to me, are some of the chief causes of the interest which the Germans take in us,—an interest so noble and so generous that we, Hindus, should do our best to keep it alive by proving ourselves worthy of it. We should all combine to procure the German Orientalists as much of Manuscripts and Original Sources of research as possible. Let ardent patriotic Hindu youths from different parts of India set their hearts on this noble and useful work, join their youthful zeal and energy to the ceaseless exertions of our eminent countryman, Dr. Rajendra Lal Mitra and we shall earn not only the gratitude of these German *Savants* and of the whole scientific world but what is more important we shall, in the course of a few years, have much clearer, juster ideas on the past history of our country than is at present possible with the inadequate uncertain data at our disposal. I have deemed it necessary to suggest this subject to you who take such an unusual interest in Indian antiquities and I hope some practical steps might be promptly taken in this direction. I remember that when as a boy of 9 or 10 I used to go to the "tole" of our learned neighbour *Nyaya-bhusana Mahasaya* to get by heart the Kalapasutram, I frequently saw in his house whole heaps of palm leaf manuscripts negligently preserved and this I have seen in the houses of other Pandits in different parts of Bengal, What Tod says of the vast heaps of manuscripts preserved in the desert-temples of Rajasthan (see the Introduction to Todd's Rajasthan which contains some very just observations on the chronology and the historical literature of the Hindus,) is almost equally true (although certainly not to the same extent) of the Maths tand Mandirs of Bengal where manuscripts are sometimes seen hanging down from the roofs which none but the *Mohanta*, the *Thakur* or the *Purohita* dares approach or touch. It seems to me that much valuable materials might be had to elucidate obscure points in the History of Sanskrit literature if these *tole* manuscripts (not to say anything of those that are so jealously preserved in the Temples) might be procured for the use of critical investigation. We might probably get them at no very high prices and I further propose that after thus trying them, we should be prepared to make presents of them to some of the chief Universities of Germany, that is to say to those where the great Sanskritists I have named deliver their lectures, for instance, Berlin (Weber), Bonn (Aufrecht), Tubingen (Roth), Jena (B'oethling), and Breslau (Stenzler). We might also send to Kiel where

Pischell resides, and to this eminent young *Savant* we owe not only a good critical edition of the Sakuntala (the Bengali recension for the first time in Europe) but also some valuable works on the *Prakrita*. I say that we should make presents for, in the first place, it is necessary that we should, in some way, shew these great men that we knew how to appreciate gratefully the valuable work they have done for our country and then it would be hard to expect German professors of Oriental philology to pay for such things. In general the German professors who probably do the most laborious work for Science in Europe, are the most ill paid of all. Even the Russian Professors of the Oriental Faculty, who know so little of what they teach or talk about, are better paid, not to say anything of the French or the English. While the German Professors, of Medicine, Jurisprudence, Theology and the Physical Sciences make up this lack of their pay by the contributions of their generally large number of auditors, those of Philology, especially of Oriental and still more probably of Sanskrit Philology, have comparatively very few auditors and so are doomed to poor living and hard work and naturally finding it difficult to lay out much for manuscripts and the like, so essential to their investigations. If men like Weber or Aufrecht had adequate means, how gladly would they not have undertaken voyages into India as Curtius and Mommsen into Greece and Italy and the results of such voyages it is easy, to conceive. Such voyages might inaugurate quite new epochs in the History of Indian Antiquities. Living amongst the people itself, seeing the sites on which the language and the literature gradually developed themselves which have occupied the greater part of their lives—acquainting themselves more intimately with the rites and the ceremonies the manners and customs of the actual Hindus who are the descendents, though very degenerate descendants, of the great Aryans who conquered "the Land of the Five Streams," is it not possible that they might land into conclusions about the past History of our country far juster—far more approaching to truth than they have hitherto been able to do simply with the help of a few hundreds of very ill-preserved manuscripts and of equally ill-decipherable inscriptions? The present helps us to explain the Past as the Past the Present. If then we have any genuine interest for the past of our country, if we would really have clear definite ideas of what our great ancestors once actually were so that we might also as proudly point out towards them in our days of degradation and dependence (for worse days are yet to come,) as the Greeks and the Italians did in the beginning of this century, we should be prepared to bear the cost as well as the trouble of all that I have indicated. We should call on all the chief Rajahs and Maharajahs, on all rich merchants and capitalists to contribute to this great end which has even far greater importance for the future development of our Nation as a Nation than the occasional munificent charities for which our Hindu princes and rich men are so eminent. We cannot expect Government to do every thing for us. Government pays for the Asiatic Society of Bengal, for Dr. Rajendra Lal for the publication of his works and those of his co-adjutors. It is for us, for private Hindu exertions, to supplement the efforts of Government in a cause which is ours in every sense of the word. How, this is to be done. I leave you to arrange. I have indicated the necessity of the case. I leave it to you and our other friends to speculate on the practical steps that might be taken to compass this end in all its various phases and ramifications.

* * *

Hoping this will find you all right,
I am in respectful affection,
N. K. CHATTOPADHAYAYA.

আমরা নিশিকান্ত বাবুর প্রস্তাব হৃদয়ের সহিত অনুমোদন করি, কিন্তু কেবল আমাদিগের মহোপকারসাধক জর্ম্মান মহোদয়দিগকে সাহায্য করিয়া আমাদিগের ক্ষান্ত থাকা উচিত হয় না। উল্লিখিত হস্তলিখিত গ্রন্থ সকল অবলম্বন পূর্ব্বক স্বাধীন গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া নূতন আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা বিজ্ঞানের উপকার সাধন করা কর্ত্তব্য। নিশিকান্ত বাবু শান্তিপুরের হস্তলিখিত গ্রন্থ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমরা ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় দ্বারা জ্ঞাত হইলাম যে যে ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত গ্রন্থের অধিকারী তিনি ঐরূপ সহস্র গ্রন্থেরও অধিকারী। তিনি ঐ গ্রন্থ গুলি স্বপুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন, এক দিনের জন্য ছাড়িতে চাহেন না। এই জন্য সে সকল গ্রন্থ পাওয়া সুকঠিন। তাহাদের প্রতিলিপি মাত্র পাওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক রবিবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের সপ্তবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ তিন ঘণ্টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবেক।

শ্রীশ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

Registerd NO 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

দশম কল্প

দ্বিতীয় ভাগ

৪৪৮ সংখ্যা	অগ্রহায়ণ ব্রাহ্মসম্বৎ ৫১	শক ১৮০২

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকে দ্বাবিংশঃ খণ্ডঃ॥

বিনর্দ্দি সাম্নোবৃণে পশব্যমিতি অগ্নেরুদ্গীথোঽনিরুক্তঃ প্রজাপতের্নিরুক্তঃ সোমস্য মৃদুশ্লক্ষ্ণং বায়োঃ শ্লক্ষ্ণং বলবদিন্দ্রস্য ক্রৌঞ্চং বৃহস্পতেরপধ্বান্তং বরুণস্য। তান্ সর্ব্বানেবোপসেবেত বারুণন্ত্বেব বর্জ্জয়েৎ। ১

বিনর্দ্দি বিশিষ্টোনর্দ্দঃ স্বরবিশেষঃ ঋষভকূজিতসমোঽস্যাস্তীতি বিনর্দ্দি গানমিতি। তচ্চ 'সাম্নঃ' সম্বন্ধি। পশুভ্যোহিতং 'পশব্যং' তদহমেনং বিশিষ্টং 'বৃণে' প্রার্থয়ে। 'অগ্নেঃ' অগ্নিদেবত্যং চ 'উদ্গীথঃ' উদ্গানং। 'অনিরুক্তঃ' অমুক সমইতি অবিশেষিতঃ 'প্রজাপতেঃ' প্রজাপতিদেবত্যঃ স গানবিশেষঃ। অনিরুক্তাৎ প্রজাপতেঃ 'নিরুক্তঃ' স্পষ্টঃ 'সোমস্য' সোমদেবত্যঃ সউদ্গীথ ইত্যর্থঃ। 'মৃদুশ্লক্ষ্ণং' গানং 'বায়োঃ' বায়ুদেবত্যং। 'শ্লক্ষ্ণং বলবৎ' প্রযত্নাধিক্যোপেতং 'ইন্দ্রস্য' ঐন্দ্রং তদ্গানং। 'ক্রৌঞ্চং' ক্রৌঞ্চপক্ষিনিনাদসমং 'বৃহস্পতেঃ' বার্হস্পত্যং। 'অপধ্বান্তং' ভিন্নকাংস্যস্বরসমং বরুণস্য এতদ্গানং। 'তান সর্ব্বান্ এব উপসেবেত' 'বারুণং তু এব' একং 'বর্জয়েৎ'॥ ১

পশুগণের হিতকারী সামের বিনর্দ্দি নামক স্বরের প্রার্থনা করি। অগ্নির গান উদ্গীথ। প্রজাপতির অনিরুক্ত। সোমের নিরুক্ত। বায়ুর মৃদু শ্লক্ষ্ণ। ইন্দ্রের বলবৎ শ্লক্ষ্ণ। বৃহস্পতির ক্রৌঞ্চ এবং বরুণের অপধ্বান্ত। এই সকল গানেরই উপাসনা করিবেক কিন্তু বারুণি গানকে পরিবর্জ্জন করিবেক। ১

অমৃতত্বং দেবেভ্য আগায়ানীত্যাগায়েৎ। স্বধাং পিতৃভ্যআশাং মনুষ্যেভ্যস্তৃণোদকং পশুভ্যঃ স্বর্গং লোকং যজমানায়ান্নমাত্মনআগায়ানীত্যেতানি মনসা ধ্যায়ন্নপ্রমত্তঃ স্তুবীত। ২

'অমৃতত্বং দেবেভ্যঃ' 'আগায়ানি' সাধয়ানি 'ইতি' 'আগায়েৎ সাধয়েৎ। 'স্বধাঃ পিতৃভ্যঃ' আগায়ানি 'আশাং, মনুষ্যেভ্যঃ' আশাং প্রার্থনাং প্রার্থিতমিত্যেতৎ। 'তৃণোদকং পশুভ্যঃ' 'স্বর্গং লোকং যজমানায়' 'অন্নং' 'আত্মনে' মহ্যং 'আগায়ানি ইতি' 'এতানি' 'মনসা' চিন্তয়ন্ 'ধ্যায়ন্' 'অপ্রমত্তঃ' স্বরোষ্মব্যঞ্জনাদিভ্যঃ 'স্তুবীত'॥ ২

আমরা দেবতাদিগের নিমিত্ত অমৃতত্ব প্রার্থনা করি বলিয়া উপাসনা করিবেক। পিতৃলোকের জন্য স্বধা, মনুষ্যের জন্য আশা, পশুদিগের জন্য তৃণজল, যজমানের জন্য স্বর্গলোক, এবং আপনার জন্য অন্ন প্রার্থনা করিয়া গান করি। এই রূপে এই সকল মনেতে চিন্তা করিয়া স্বরব্যঞ্জনাদি উচ্চারণে অপ্রমত্ত হইয়া স্তব করিবেক। ২

সর্ব্বে স্বরা ইন্দ্রস্যাত্মানঃ সর্ব্বউষ্মাণঃ প্রজাপতেরাত্মানঃ সর্ব্বে স্পর্শা মৃত্যোরাত্মানস্তং যদি স্বরেষূপালভেতেন্দ্রং শরণং প্রপন্নোঽভূবং সত্বা প্রতিবক্ষ্যতীত্যেনং ব্রূয়াৎ। ৩

'সর্ব্বে স্বরাঃ' অকারাদয়ঃ 'ইন্দ্রস্য' 'আত্মানঃ' দেহাবয়বস্থানীয়াঃ 'সর্ব্বে উষ্মাণঃ' শষসহাদয়ঃ 'প্রজাপতেঃ আত্মানঃ' 'সর্ব্বে স্পর্শাঃ' কাদয়োব্যঞ্জনানি 'মৃত্যোঃ আত্মানঃ'। 'তং' এবম্বিদং উদ্গাতারং 'যদি' কশ্চিৎ স্বরেষু উপালভেৎ' অস্বরস্ত্বয়া উপালভেৎ সঃ 'এনং ব্রূয়াৎ' অহং 'ইন্দ্রং' প্রাণমীশ্বরং 'শরণং' আশ্রয়ং 'প্রপন্নঃ অভূবং' 'সঃ' ইন্দ্রোযৎ তব বক্তব্যং 'ত্বা' ত্বাং 'প্রতি বক্ষ্যতি ইতি'॥ ৩

অ আ ইত্যাদি স্বর-সকল প্রাণের অবয়ব। শ ষ স হ এই উষ্ম বর্ণ সকল প্রজাপতির অবয়ব। আর ক আদি স্পর্শ বর্ণ সকল মৃত্যুর অবয়ব। যদি কেহ স্বরের উচ্চারণে ভ্রান্তি জন্য উদ্গাতাকে অনুযোগ করে তবে সে তাঁহাকে বলিবে আমি ইন্দ্রের শরণাপন্ন হই তিনি তোমাকে বলিয়া দিবেন।৩

অথ যদ্যেনমূষ্মসূপালভেত প্রজাপতিং শরণং প্রপন্নোঽভূবং সত্বা প্রতিপেক্ষতীত্যেনং ব্রূয়াদথ যদ্যেনং স্পর্শেষূপালভেত মৃত্যুং শরণং প্রপন্নোঽভূবং সত্বা প্রতিধক্ষ্যতীত্যেনং ব্রূয়াৎ। ৪

'অথ যদি এনং উষ্মসু উপালভেত' 'প্রজাপতিং শরণং প্রপন্নঃ অভূবং' 'সঃ ত্বা প্রতি' 'পেক্ষ্যতি' সঞ্চূর্ণয়িষ্যতি 'ইতি' 'এনং' উদ্গাতারং ব্রূয়াৎ'। 'অথ যদি এনং স্পর্শেষু উপালভেত মৃত্যুং শরণং প্রপন্নঃ অভূবং' সঃ মৃত্যুঃ 'ত্বা প্রতি ধক্ষ্যতি' ভস্মীকরিষ্যতি 'ইতি' 'এনং' উদ্গাতারং ব্রূয়াৎ'॥ ৪

অনন্তর যদি কেহ উষ্ম বর্ণের উচ্চারণে ভ্রান্তি জন্য উদ্গাতাকে অনুযোগ করে তবে সে তাঁহাকে বলিবে আমি প্রজাপতির আশ্রয় গ্রহণ করি, তিনি তোমাকে চূর্ন করিবেন। আর যদি ইহাঁকে ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণে ভ্রান্তির জন্য অনুযোগ করে তবে সে তাঁহাকে বলিবে আমি মৃত্যুর শরণাপন্ন হই তিনি তোমাকে ভস্মীভূত করিবেন।৪

সর্ব্বে স্বরাঘোষবন্তোবক্তব্যাইন্দ্রে বলং দদানীতি সর্ব্বউষ্মাণোঽগ্রস্তানিরস্তা বিবৃতাবক্তব্যাঃ প্রজাপতেরাত্মানং পরিদদানীতি সর্ব্বে স্পর্শালেশেনাভিনিহিতাবক্তব্যামৃত্যোরাত্মানং পরিহরানীতি। ৫

সর্ব্বে স্বরাঃ ঘোষবন্তঃ বলবন্তঃ বক্তব্যাঃ'। অহং 'ইন্দ্রে বলং' 'দদানি' বলং আদদানি ইতি চিন্তয়েৎ। তথা 'সর্ব্বে উষ্মাণঃ' 'অগ্রস্তাঃ' অন্তরপ্রবেশিতাঃ 'অনিরস্তাঃ' অবহিরাক্ষিপ্তাঃ 'বিবৃতাঃ' প্রযত্নোপেতাঃ 'বক্তব্যাঃ' 'প্রজাপতেঃ আত্মানং' 'পরিদদানি' প্রযচ্ছানি 'ইতি'। 'সর্ব্বে স্পর্শাঃ' 'লেশেন' শনকৈঃ 'অভিনিহিতাঃ' অনভিনিক্ষিপ্তাঃ 'বক্তব্যাঃ' 'মৃত্যোঃ আত্মানং' 'পরিহরানি ইতি'॥ ৫

প্রাণ স্বরূপ ইন্দ্রে বল প্রদান করিতেছি ভাবিয়া স্বর সকলকে ঘোষবন্ত এবং বলবন্ত করিয়া ব্যক্ত করিবেক। প্রজাপতির অবয়ব প্রদান করিতেছি ভাবিয়া উষ্মবর্ণ সকলকে অভ্যন্তরে রাখিয়া নিরস্ত না করিয়া বিবৃত করিয়া ব্যক্ত করিবেক। মৃত্যু হইতে আত্মাকে পরিহার করিতেছি ভাবিয়া মৃদু ভাবে স্পর্শ সকল ব্যক্ত করিবেক। ৫

ত্রয়োবিংশঃ খণ্ডঃ।

ত্রয়োধর্ম্মস্কন্ধাযজ্ঞোঽধ্যয়নং দানমিতি প্রথমস্তপএব দ্বিতীয়োব্রহ্মচার্য্যাচার্য্যকুলেবাসী তৃতীয়োঽত্যন্তমাত্মানমাচার্য্যকুলেঽবসাদন সর্ব্বএতে পুণ্যলোকাভবন্তি ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি। ১

'ত্রয়ঃ' ত্রিসংখ্যাকাঃ ধর্ম্মস্য স্কন্ধাঃ 'ধর্ম্মস্কন্ধাঃ' ধর্ম্মপ্রবিভাগাইত্যর্থঃ। কেতে ইত্যাহ। 'যজ্ঞঃ' অগ্নিহোত্রাদিঃ 'অধ্যয়নং' সনিয়মস্য ঋগাদেরভ্যাসঃ 'দানং' বহির্ব্বেদি যথাশক্তি দ্রব্যসংবিভাগোঽভিক্ষমানেভ্যঃ 'ইতি' এষ 'প্রথমঃ' ধর্ম্মস্কন্ধঃ। 'তপঃ এব' কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি 'দ্বিতীয়ং' ধর্ম্মস্কন্ধঃ। 'ব্রহ্মচারী' আচার্য্যকুলে বস্তুং শীলমস্যেতি 'আচার্য্যকুলেবাসী' 'অত্যন্তং' যাবজ্জীবং 'আত্মানং' নিয়মৈঃ 'আচার্য্যকুলে' 'অবসাদন্' অবসাদয়ন্ ক্ষপয়ন্ দেহং 'তৃতীয়ঃ' ধর্ম্মস্কন্ধঃ। 'সর্ব্বঃ এতে' ত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণোযথোক্তৈঃ ধর্ম্মৈঃ 'পুণ্যলোকাঃ ভবন্তি' 'ব্রহ্মসংস্থঃ' ব্রহ্মণি সম্যগবস্থিতঃ সঃ 'অমৃতত্বং এতি'॥ ১

ধর্ম্মের তিনটি বিভাগ। যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, ইহারা প্রথম বিভাগ। তপ দ্বিতীয় বিভাগ। এবং ব্রহ্মচারী হইয়া আচার্য্য-কুলে বাস ও চির-জীবন আচার্য্য-কুলে বাস করিয়া জীবন ক্ষয় করা তৃতীয় বিভাগ। এই প্রকার ধর্ম্মাচারী সকলের পুণ্য লোক লাভ হয়। কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মসংস্থ হন তাঁহাদের অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয়। ১

প্রজাপতির্লোকানভ্যতপৎতেভ্যোঽভিতপ্তেভ্যস্ত্রয়ী বিদ্যাসম্প্রাস্রবত্তামভ্যতপত্তস্যা অভিতপ্তায়া এতান্যক্ষরাণি সম্প্রাস্রবন্ত ভূর্ভুবঃ স্বরিতি। ২

'প্রজাপতিঃ' 'লোকান্' উদ্দিশ্য তেষু সারজিঘৃক্ষয়া 'অভ্যতপৎ' অভিতাপং ধ্যানং কৃতবান, 'তেভ্যঃ অভিতপ্তেভ্যঃ' সারভূতা 'ত্রয়ী বিদ্যা সম্প্রাস্রবৎ' প্রজাপতের্মনসি প্রত্যভাৎ ইত্যর্থঃ। 'তাং' ত্রয়ী বিদ্যাং 'অভ্যতপৎ' 'তস্যা অভিতপ্তায়া' 'এতানি অক্ষরাণি সম্প্রাস্রবন্তঃ' 'ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ইতি' ব্যাহৃতয়ঃ॥ ২

প্রজাপতি লোক সকলকে আলোচনা করিলেন। সেই আলোচিত লোক সকল হইতে ত্রয়ীবিদ্যা প্রসূত হইল। পুনরায় সেই ত্রয়ী বিদ্যাকে আলোচনা করিলেন সেই আলোচিত ত্রয়ী বিদ্যা হইতে ভূঃ ভুবঃ এবং স্বঃ এই অক্ষর সকল প্রসূত হইল। ২

তান্যভ্যতপত্তেভ্যোঽভিতপ্তেভ্য ওঁকারঃ সম্প্রাস্রবত্তদ্যথা শঙ্কুনা সর্ব্বাণি পর্ণানি সন্তৃণ্ণান্যেবমোঙ্কারেণ সর্ব্বাবাক্ সন্তৃণ্ণা ওঁকার এবেদং সর্ব্বমোঙ্কার এবেদং সর্ব্বং। ৩

'তান' অক্ষরাণি 'অভ্যতপৎ' 'তেভ্যঃ অভিতপ্তেভ্যঃ' সারভূতং 'ওঙ্কারঃ সম্প্রাস্রবৎ' তদ্ব্রহ্ম। কীদৃশং কিং রূপং ইত্যাহ। তদ্যথা। 'শঙ্কুনা' পর্ণনালেন 'সর্ব্বাণি পর্ণানি' পত্রাবয়বজাতানি 'সন্তৃণ্ণানি' নিবদ্ধানি ব্যাপ্তানীত্যর্থঃ। 'এবং ওঙ্কারেণ' ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ প্রতীকভূতেন 'সর্ব্বাঃবাক্' শব্দজাতং 'সন্তৃণ্ণা'। 'ওঙ্কারঃ এব ইদং সর্ব্বং' 'ওঙ্কারঃ ইদং সর্ব্বং॥ ৩

তাহাদিগকে আলোচনা করিলেন। সেই আলোচিত ভূর্ভুব স্বঃ হইতে ওঙ্কার সম্প্রসূত হইল। যেমন পত্রের শিরার দ্বারা সমস্ত পত্র ব্যাপ্ত থাকে, সেইরূপ ওঙ্কারের দ্বারা সকল বাক্য সম্ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ৩

চতুর্বিংশঃ খণ্ডঃ।

ব্রহ্মবাদিনোবদন্তি যদ্বসূনাং প্রাতঃসবনং রুদ্রানাং মাধ্যন্দিনং সবনং আদিত্যানাঞ্চ বিশ্বেষাঞ্চ দেবানাং তৃতীয়সবনং। ১

'ব্রহ্মবাদিনঃ বদন্তি' 'যৎ প্রাতঃসবনং' প্রসিদ্ধং তৎ 'বসূনাং' তৈশ্চ প্রাতঃসবনসম্বদ্ধোঽয়ং লোকোবশীকৃতঃ সবনেশানৈঃ। তথা 'রুদ্রানাং মাধ্যন্দিনং সবনং' রুদ্রমাধ্যন্দিনেশানৈরন্তরিক্ষ লোকোবশীকৃতঃ। 'আদিত্যানাং চ বিশ্বেষাং চ দেবানাং তৃতীয়সবনং' আদিত্যৈশ্চ বিশ্বৈর্দেবৈশ্চ তৃতীয়সবনেশানৈস্তৃতীয়োলোকোবশীকৃতঃ॥ ১

ব্রহ্মবাদিরা বলেন। যাহা প্রাতঃসবন তাহা বসুদিগের অধিকৃত। মাধ্যন্দিন সবন রুদ্রদিগের এবং তৃতীয় সবন আদিত্যদিগের এবং বিশ্বেদেবতাদিগের অধিকৃত। ১

ক্ব তর্হি যজমানস্য লোকইতি সযস্তং ন বিদ্যাৎ কথং কুর্য্যাদথ বিদ্বান্ কুর্য্যাৎ। ২

'ক্ব তর্হি যজমানস্য লোকঃ ইতি' ন কশ্চিল্লোকোঽস্তীত্যভিপ্রায়ঃ যদর্থং যজতে। 'সঃ যঃ' যজমানঃ 'তং' লোকস্বীকরণোপায়ং সামহোমমন্ত্রোপস্থানলক্ষণং 'ন বিদ্যাৎ' ন বিজানীয়াৎ। সোঽজ্ঞঃ 'কথং কুর্য্যাৎ' যজ্ঞং ন কথঞ্চন তস্য কর্ত্তৃত্বমুপপদ্যত ইত্যর্থঃ। 'অথ' এতদ্বক্ষ্যমাণঃ সামাদ্যুপায়ং 'বিদ্বান্ কুর্য্যাৎ' ॥ ২

যে হোম মন্ত্রের অর্থ না জানে সে কি প্রকারে যজ্ঞ করিবেক তাহার লোকই বা কোথায়? অতএব যে যজমান যজ্ঞ করিবেক, সে মন্ত্রের অর্থ জানিয়াই করিবেক। ২

পুরা প্রাতরনুবাকস্যোপাকরণাজ্জঘনেন গার্হপত্যস্যোদঙ্মুখউপবিশ্য স বাসবং সামাভিগায়তি। ৩

কিং তৎ বেদাপিত্যাহ। 'পুরা' পূর্ব্বং 'প্রাতরনুবাকস্য' শস্ত্রস্য 'উপাকরণাৎ' প্রারম্ভাৎ 'জঘনেন' এতৎ ব্যাচষ্টে 'গার্হপত্যস্য উদঙ্মুখঃ উপবিশ্য' গার্হপত্যস্য পৃষ্ঠতউদগ্ভাগে স্থিত্বা 'সঃ' 'বাসবং' বসুদৈবত্যং 'সাম অভিগায়তি'॥ ৩

প্রাতরনুবাক্ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে গার্হপত্য অগ্নির পশ্চাতে উত্তর মুখে উপবিষ্ট হইয়া বসুদেবতাদিগের সাম গান করিবেক। ৩

লোকদ্বারমপাবার্ণু ২৩৩ পশ্যেম ত্বা বয়ং রা ৩৩৩৩হু৩-হুং ৩ আ ২৩৩ জ্যা ৩ যো ৩ আ ১২৪৫ ইতি। ৪

'লোকদ্বারং' অস্য পৃথিবী লোকস্য প্রাপ্তয়ে দ্বারং 'অপাবার্ণু' অপাবৃণু। হে অগ্নে তেন দ্বারেণ 'পশ্যেম' 'ত্বা' ত্বাং 'বয়ং' 'রাজ্যায় ইতি' ত্বদ্দর্শনেন ত্বদনুজ্ঞয়া পৃথিবীপ্রযুক্তভোগায়॥ ৪

হে অগ্নি! পৃথিবী লোকের দ্বার খুলিয়া দেও। আমরা রাজ্যের নিমিত্ত তোমাকে দর্শন করিব। ৪

অথ জুহোতি নমোগ্নয়ে পৃথিবীক্ষিতে লোকক্ষিতে লোকং মে যজমানায় বিন্দ। এষ বৈ যজমানস্য লোক এতাস্মি। ৫

'অথ' অনন্তরং 'জুহোতি' অনেন মন্ত্রেণ 'নমঃ অগ্নয়ে 'পৃথিবীক্ষিতে' পৃথিবীনিবাসায় 'লোকক্ষিতে' লোকনিবাসায় 'লোকং' 'মে' মহ্যং 'যজমানায়' 'বিন্দ' লভস্ব। 'এষঃ বৈ' মম 'যজমানস্য লোকঃ 'এতা' গন্তা 'অস্মি' ॥ ৫

অতঃপর এই মন্ত্রদ্বারা হোম করিবেক। পৃথিবীতে যিনি আছেন লোকেতে যিনি আছেন সেই অগ্নিকে নমস্কার। আমি যে যজমান আমাকে লোক লাভ করিয়া দেও ইহাই এই যজমানের লোক এই লোকেরই আমি গন্তা। ৫

অত্র যজমানঃ পরস্তাদায়ুষঃ স্বাহাঽপজহি পরিঘমিত্যুক্তোত্তিষ্ঠতি তস্মৈ বসবঃ প্রাতঃ সবনং সম্প্রযচ্ছন্তি। ৬

'অত্র' অস্মিন্ লোকে অহং 'যজমানঃ' 'আয়ুষঃ' 'পরস্তাৎ' ঊর্দ্ধং মৃতঃ সন্। 'স্বাহা' ইতি জুহোতি। 'অপজহি' অপনয় 'পরিঘং' লোকদ্বারার্গলং 'ইতি' এতং মন্ত্রং 'উক্ত্বা উত্তিষ্ঠতি'। এবমেতৈর্বসুভ্যঃ প্রাতঃ সবনসম্বন্ধো লোকো নিষ্ক্রীতঃ স্যাৎ ততঃ 'তস্মৈ' যজমানায় 'বসবঃ' 'প্রাতঃ সবনং সম্প্রযচ্ছন্তি' ॥ ৬

"এই লোকেরই আমি গন্তা—মৃত্যুর পরে উক্ত লোকে আমি যাইব"। "স্বাহা" এই বলিয়া যজমান আহুতি দিবেক। "লোকদ্বারের অর্গল খুলিয়া দেও" এই বলিয়া উত্থান করিবেক। অতঃপর বসুদেবতারা সেই যজমানকে প্রাতঃসবনের ফল প্রদান করেন। ৬

পুরা মাধ্যন্দিনস্য সবনস্যোপাকরণাজ্জঘনেনাগ্নীধ্রীয়স্যোদঙ্মুখউপবিশ্য সরৌদ্রং সামাভিগায়তি। ৭

'পুরা মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য' 'উপাকরণাৎ' প্রারম্ভাৎ 'অগ্নীধ্রীয়স্য' দক্ষিণাগ্নেঃ 'জঘনেন' 'উদঙ্মুখঃ উপবিশ্য' 'সঃ রৌদ্রং সামাভিগায়তি' ॥ ৭

মাধ্যন্দিন সবনের প্রারম্ভের পূর্ব্বে দক্ষিণাগ্নির পশ্চাতে উত্তর মুখে উপবিষ্ট হইয়া রুদ্রের সাম গান করিবেক। ৭

লোকদ্বারমপাবার্ণূ ২৩৩ পশ্যেম ত্বা বয়ং বিরা ৩৩৩৩ হুং আ ৩৩ জা য়ো আ ৩৩৩ ৪৫ ইতি। ৮

'লোক দ্বারং' লোকস্য প্রাপ্তয়ে দ্বারং 'অপাবার্ণূ' অপাবৃণু হে অগ্নে তেন দ্বারেণ 'পশ্যেম' 'ত্বা' ত্বাং 'বয়ং' বৈরাজ্যায় 'ইতি' ॥ ৮

হে অগ্নি লোকদ্বার খুলিয়া দেও, আমরা বৈরাজ্যের নিমিত্ত তোমাকে দর্শন করিব। ৮

অথ জুহোতি। নমোবায়বেঽন্তরিক্ষক্ষিতে লোকক্ষিতে লোকং মে যজমানায়বিন্দ এষবৈ যজমানস্য লোকঃ এতাস্মি ॥ ৯

'অথ জুহোতি'। 'নমঃ বায়বে' 'অন্তরিক্ষক্ষিতে লোকক্ষিতে, অন্তরিক্ষলোকনিবাসায়। লোকং 'মে' মহ্যং 'যজমানায়' বিন্দ' লভস্ব। 'এষঃ বৈ যজমানস্য লোকঃ' 'এতা অস্মি' গন্তাস্মি ॥ ৯

অনন্তর হোম করিবেক। অন্তরিক্ষ লোকে যিনি আছেন সেই বায়ুকে নমস্কার। হে বায়ু, আমি যে যজমান আমার জন্য লোক লাভ করিয়া দেও, ইহাই এই যজমানের লোক, এই লোকেরই আমি গন্তা। ৯

অত্র যজমানঃ পরস্তাদায়ুষঃ স্বাহাঽপজহি পরিঘমিত্যুক্তোত্তিষ্ঠতি তস্মৈ রুদ্রা মাধ্যন্দিনং সবনং সম্প্রযচ্ছন্তি। ১০

'অত্র' অস্মিন্ লোকে অহং 'যজমানঃ' 'আয়ুষঃ পরস্তাৎ' ঊর্দ্ধং মৃতঃ সন্। 'স্বাহা' ইতি জুহোতি। 'অপজহি' অপনয় 'পরিঘং' লোকদ্বারার্গলং 'ইতি' এতং মন্ত্রং 'উক্ত্বা উত্তিষ্ঠতি'। এবমেতৈঃ রুদ্রেভ্যঃ মাধ্যন্দিনং সবনসম্বন্ধো লোকো নিষ্ক্রীতঃ স্যাৎ। ততঃ 'তস্মৈ' যজমানায় 'রুদ্রাঃ মাধ্যন্দিনং সবনং সম্প্রযচ্ছন্তি ॥ ১০

"এই লোকেরই আমি গন্তা—মৃত্যুর পরে উক্ত লোকে যাইব," "স্বাহা" এই বলিয়া যজমান আহুতি দিবেক। "লোক দ্বারের অর্গল খুলিয়া দেও" এই বলিয়া উত্থান করিবেক। অতঃপর [illegible] সেই যজমানকে মাধ্যন্দিন সবন প্রদান করেন। ১০

পুরাতৃতীয় সবনস্যোপাকরণাজ্জঘনেনাহবনীয়স্যোদঙ্মুখ উপবিশ্য সআদিত্যং সবৈশ্বদেবং সামাভিগায়তি। ১১

'পুরা তৃতীয়সবনস্য' 'উপাকরণাৎ' প্রারম্ভাৎ

'অস্বনেন' 'আহবনীয়স্য উদঙ্‌মুখঃ উপবিশ্য' 'সঃ আদিত্যং সঃ বৈশ্বদেবং আদিত্যদৈবত্যং বৈশ্বদেবঞ্চ 'সামাভিগায়তি' ॥ ১১

তৃতীয় সবন প্রারম্ভের পূর্ব্বে আহবনীয় অগ্নির পশ্চাতে উত্তর মুখে উপবিষ্ট হইয়া সে আদিত্য-সাম এবং সে বৈশ্বদেব-সাম গান করিবেক। ১১

লোকদ্বারমপাবার্ণূ ২৩৩ পশ্যেম ত্বা বয়ং স্বরা ৩৩৩৩ হুং আ ২৩৩ জ্যা ৩ যো ৩ আ ৩৪৪ ইতি। ১২

'লোকদ্বারং' লোকস্য প্রাপ্তয়ে দ্বারং 'অপাবার্ণূ,' অপাবৃণু 'বয়ং পশ্যেম' 'ত্বা' ত্বাং 'স্বারাজ্যায় ইতি' ॥ ১২

লোকের দ্বার খুলিয়া দেও। আমরা স্বরাজ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত তোমাকে দর্শন করিব। ১২

আদিত্যমথ বৈশ্বদেবং লোকদ্বারমপা-বার্ণূ ২৩৩ পশ্যেম ত্বা বয়ং স্বরা ৩৩৩৩ হুং ৩ আ ২৩৩ জা ৩ যো ৩ আ ৩ ১১১ ইতি। ১৩

'আদিত্যং' 'অথ' অনন্তরং 'বৈশ্বদেবং' বৈশ্বদেবং সাম গায়তি। 'লোকদ্বারং' 'অপাবার্ণূ' অপাবৃণু 'পশ্যেম ত্বা সাম্রাজ্যায় ইতি' ॥ ১৩

আদিত্য সামগানের পরে বৈশ্বদেব সাম গান করিবেক। লোকদ্বার খুলিয়া দেও, আমরা সাম্রাজ্যের নিমিত্ত তোমাকে দর্শন করিব। ১৩

অথ জুহোতি। নম আদিত্যেভ্যশ্চ বিশ্বেভ্যশ্চ দেবেভ্যোদিবিক্ষিদ্ভ্যোলোকক্ষি-দ্ভ্যোলোকং মে যজমানায় বিন্দত। ১৪

'অথ জুহোতি' 'নমঃ আদিত্যেভ্যঃ চ বিশ্বেভ্যঃ চ দেবেভ্যঃ' 'দিবিক্ষিদ্ভ্যঃ' ইত্যেবমাদিসমানমন্যৎ 'লোকক্ষিদ্ভ্যঃ' লোকনিবাসায় 'লোকং' 'মে' মহ্যং 'যজমানায় বিন্দত' ॥ ১৪

অনন্তর হোম করিবেক। স্বর্গ লোকে যাঁহারা আছেন সেই আদিত্যদিগকে এবং বিশ্বেদেবতা সকলকে নমস্কার করি। আমি যে যজমান আমাকে লোক প্রদান কর। ১৪

এষবৈ যজমানস্য লোকএতাস্ম্যত্র যজমানঃ পরস্তাদায়ুষঃ স্বাহাপহতপরিঘমিত্যুক্ত্বোত্তিষ্ঠতি। ১৫

'এষঃ বৈ যজমানস্য লোকঃ' অহং 'যজমানঃ পরস্তাৎ আয়ুষঃ' 'এতাস্মি অত্র' অত্র গন্তাস্মি 'স্বাহা'। 'অপহত' বহুবচন মাত্র বিশেষঃ 'পরিঘং' 'ইতি উক্ত্বা উত্তিষ্ঠতি' ॥ ১৫

ইহাই এই যজমানের লোক। "আমি যজমান মৃত্যুর পরে এই লোকে গমন করিব।" "স্বাহা" এই বলিয়া যজমান আহুতি দিবে। "লোকদ্বারের অর্গল খুলিয়া দেও" এই বলিয়া উত্থান করিবেক। ১৫

তস্মাআদিত্যাশ্চ বিশ্বে চ দেবাস্তৃতীয় সবনং সম্প্রযচ্ছন্ত্যেষহবৈ যজ্ঞস্য মাত্রাং বেদ য এবং বেদ য এবং বেদ। ১৬

'তস্মৈ' যজমানায় 'আদিত্যাঃ চ বিশ্বে চ দেবতাঃ তৃতীয় সবনং সম্প্রযচ্ছন্তি' 'এষঃ হবৈ' যজমান এবং-বিৎ 'বেদ' 'যজ্ঞস্য মাত্রা' যজ্ঞমাহাত্ম্যং যথোক্তং 'যঃ এবং বেদ যঃ এবং বেদ' ইতি দ্বিরুক্তিরধ্যায়সমাপ্ত্যর্থা ॥ ১৬

সেই যজমানকে সকল আদিত্যেরা এবং বিশ্বেদেবেরা তৃতীয় সবন প্রদান করেন। তিনিই এই যজ্ঞের মাত্রা জানেন, যিনি এই প্রকার জানেন, যিনি এই প্রকার জানেন। ১৬

দ্বিতীয় প্রপাঠক সমাপ্ত।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

উপদেশ।

৫ ই কার্ত্তিক বুধবার। ব্রাহ্মসম্বৎ ৫০।

"জ্ঞানময় জ্যোতিকে যে জানে সেই সত্য জানে।

তাঁরে যেই হৃদে ধ্যায়ে সেই পায় অচল শরণ॥"

এই বিশাল পৃথিবীর চারি দিকে চাহিয়া দেখ, ইহা সংকটে পরিপূর্ণ। চারি দিকে বিপদ—চারি দিকে বিষাদ—চারি দিকে যন্ত্রণা—চারি দিকে মৃত্যু—চারি দিকে ক্রন্দন-ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। এই সংসার মৃত্যুর প্রতিকৃতি। এখানে মনুষ্য এক যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে না হইতেই আর এক যন্ত্রণার অধীন হয়। এমন বিপদ অনেক আছে যাহা মনুষ্য মনে করিলে তাহা হইতে দূরে থাকিতে পারে; কিন্তু সে

সকল বিপদের সংখ্যাও অল্প নহে, যাহা হইতে মনুষ্যের কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই। একে স্বাভাবিক বিপদের জ্বালায় মনুষ্য অস্থির— তাহার উপর মনুষ্য মনুষ্যের প্রতি পিশাচবৎ ব্যবহার করিয়া সেই বিপদের ভারকে দ্বিগুণ করিয়া তুলিয়াছে। হায়! এমন নিদারুণ সংসারে আমাদের বাস। মনুষ্য রোগে আকুল—শোকে কাতর— এবং মর্ম্মান্তিক আঘাতে অস্থির। কেন যে বিধাতা এ পৃথিবী এমন কঠোর শিক্ষাস্থান করিয়াছেন; আমরা কীটানুকীট হইয়া— তাঁহার গভীর অভিপ্রায় কি বুঝিব? আমরা কেবল ইহাই জানি যে আমরা আপন ইচ্ছাতে এ পৃথিবীতে আসি নাই। জগতের প্রাণ জগতের ঈশ্বর আমাদিগকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন এবং কেবল প্রেরণ করেন নাই—তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। তিনি আমাদের আশ্রয়— আর আমরা তাঁহার আশ্রিত। তিনি নিজেই আমাদের সকল দুঃখ দারিদ্রের পরমৌষধ। সৌভাগ্যক্রমে যিনি তাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে শিক্ষা করিয়াছেন— যিনি সেই অক্ষয় কবচে আপনার আত্মাকে আবৃত করিয়াছেন তাঁহার নিকট গুরু বিপদেরও তীব্রতা থাকে না। শিশু যেমন বজ্রের ভীষণ শব্দে ভীত হইয়া তাহার মাতার ক্রোড়ে আপন মস্তক গাঢ় রূপে পুনঃ পুনঃ নিবেশিত করে, তদ্গত-প্রাণ ঈশ্বরের সেবকও তেমনি বিপদের সময়ে সেই অখিল জগতের জননীর আশ্রয় গ্রহণ করেন, তিনি সংসার চিন্তা—সংসারের যাতনাপ্রদ চিন্তার প্রতিকূলে গমন করিয়া সুখপ্রদ ব্রহ্মচিন্তায় নিমগ্ন হন। বিপদ-অন্ধকারে যখন মনকে আচ্ছন্ন করে—সাধক তখন সাহায্যের জন্য কেবল তাঁহারি মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন, তিনি বলেন "কেহ নাহি আর আমার মম তুমি, লয়েছি শরণ তব চরণে, দীননাথ; যদি পাই তব চরণ-ছায়া নাহি ডরি করাল কালে।" তিনি তাঁহার সেই সরল প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া কখনই স্থির থাকিতে পারেন না। তিনি সাধকের বিষণ্ণ অন্ধকার হৃদয়ে বিদ্যুতবৎ প্রকাশ পাইতে থাকেন। সাধক সেই আলোকেই শান্তি লাভ করে।— বিপদ কদর্য্য সর্পের ন্যায় কিন্তু সাধক ঈশ্বর-প্রসাদে সেই সর্পের মস্তকস্থিত মণি লাভ করিয়া আপনার দুঃখ দারিদ্র্য দূর করিতে সক্ষম হন। ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া তিনি যখন এ সংসারে নিরাশ্রয় হন তখন ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার নির্ভর চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইয়া তাঁহাকে কি অভয় দানই না করে; পৃথিবীর ক্ষুদ্র বন্ধু সকল পরিত্যাগ করিলে তাঁহার কি হইবে; বন্ধুর বন্ধু প্রকৃত বন্ধুর সহবাস-সুখ সে অবস্থায় কত গুণে বৃদ্ধি পায়—মনুষ্যের চর্ম্ম-চক্ষু তাহা কি প্রকারে দেখিতে পাইবে। দুর্ভাগ্য-দিবসে সাধকের মন ইহলোকে সঞ্চরণ করে না। তিনি ইহ লোকের সকল চিন্তা ভুলিয়া গিয়া প্রবল বেগে সেই বিশুদ্ধ প্রীতির সাগরে নিমগ্ন হন। আর সকল জ্বালা যন্ত্রণা অপসারিত হয়। তিনি তাঁহার নিকট তৎকালে এখানকার ক্ষণভঙ্গুর বিষয়ের নিমিত্ত প্রার্থনা করেন না—তিনি তাঁহার নিকট কেবল তাঁহাকেই প্রার্থনা করেন। তিনি তাঁহাকে পাইয়া—বিপদ ও বিষাদ ভুলিয়া যান। তিনি তখন মনের আনন্দে গাইতে থাকেন "বিপদ সম্পদ তব পদ লাভে মৃত্যু সে অমৃত সোপান।" সাধকের নিকট বিপদ ঈশ্বররূপ সম্পদ লাভ করিবার সোপান ভিন্ন আর কিছুই নহে, ঘোর দুর্ভাগ্য-দিবসে, দেখা গিয়াছে, যে সাধকের মন স্বর্গীয় গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে, অত্যন্ত অনুরাগের সহিত তিনি ব্রহ্ম-নামামৃত পান করিতেছেন, তাঁ-

হাকে তৎকালে সহসা দেখিলে বোধ হইবে, যেন তিনি এ পৃথিবীর জীব নহেন, দেবপ্রকৃতি মনুষ্যপ্রকৃতিতে অবতীর্ণ হইয়াছে। অতএব বিপদ আমাদের শত্রু নহে, যাহা ঈশ্বরের নিকট হইতে আইসে তাহা কখন অমঙ্গল-দায়ক নহে। বিপদের সদ্ব্যবহার অত্যন্ত মধুময়। আমরা যেন বিপদকালে তাহা বিস্মৃত না হই। সম্পদ বিপদে সমান ভাবে যেন তাঁহাকে হৃদয় দান করিতে অভ্যাস করি। এস আমরা সকলে মিলিয়া একহৃদয়ে বলি, "থেক না থেক না দূরে নাথ;

সম্পদ কালে, ঘোর বিপাকে, পাপ বিকারে চির দিন আমি তোমারি।"

ধনমান চাহি না তোমা হোতে দেও এই অধিকার, নিয়ত নিয়ত যেন থাকি সহচর অনুচর তোমারি॥"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

দর্শন।

দেশকাল স্নানাদি-মিতাহার-গুণে, শরীর তপঃক্লেশ সহ্য করিবার উপযুক্ত হয়। ইন্দ্রিয়-সংযম এবং সাধুসঙ্গ প্রভৃতি দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সমুৎপন্ন হইয়া ঈশ্বরের দর্শন শ্রবণ মনন বিষয়ে ইচ্ছা ও স্পৃহা উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় একাগ্র-হৃদয়ে ব্রহ্ম-দর্শনে যত্নশীল হওয়া সাধকমাত্রেরই যার পর নাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি মনুষ্য বাহ্য বিষয়ের মধ্যেই বিচরণ করে, বাহ্য ব্যাপারই প্রতিনিয়ত দর্শন করে, এবং বিষয়-জল্পনাতেই তাহার জীবন কালের বহু অংশ অতিবাহিত হয়। বাহ্য বিষয়ের প্রতিই তাহার ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও মনোবৃত্তি সকল সর্ব্বাগ্রেই প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে জগৎ-দর্পণে ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি মহিমা দর্শন করাই তাহার পক্ষে অল্পায়াস-সাধ্য। এই জন্য প্রকৃতি-পটে স্রষ্টা পাতা অখিলবিধাতা পরমেশ্বরের সত্তা সর্ব্বাগ্রে প্রতীতি করাই ব্রহ্মবিৎ আচার্য্যদিগের অভিমত। এই জন্যই, যতি ব্রহ্মচারীদিগের পক্ষে তীর্থপর্য্যটন ও দেশভ্রমণের ব্যবস্থা ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। উপনিষৎ উদ্‌ঘাটন কর দেখিতে পাইবে যে জ্ঞানপিপাসু ব্রহ্মজিজ্ঞাসু শিষ্য ব্রহ্মদর্শনের জন্য আকুল হইয়া ব্রহ্মবিৎ আচার্য্যসন্নিধানে উপনীত হওত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে "সভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি" হে ভগবন্! যাঁহাকে লাভ করিলে জ্ঞান তৃপ্ত হয়, প্রেম চরিতার্থ হয়, জীবন সার্থক হয়, "তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন? আচার্য্য উত্তর করিলেন "স্বে মহিম্নি" তিনি আপনার মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন।

"স এবাধস্তাৎ সউপরিষ্টাৎ সপশ্চাৎ সপুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ সউত্তরতঃ"।

এই ভূলোক দ্যুলোক তাঁহারই সৃষ্টি। অসীম আকাশস্থিত অযুত অগণ্য লোকমণ্ডল তাঁহারই রচনা। মর্ত্ত্যে নদী গিরি সাগর অরণ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ মনুষ্য প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গম; ঊর্দ্ধে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা ধূমকেতু এবং উন্নতলোকস্থিত পবিত্রআত্মা দেবতা সকল অহর্নিশি তাঁহারই বল বিক্রম, তাঁহারই জ্ঞান-বিজ্ঞান-কৌশল, তাঁহারই স্নেহ করুণা, তাঁহারই সত্য জ্ঞান, মহান্ ভাব, প্রচার করিতেছে, তাঁহারই আনন্দ ও মঙ্গলচ্ছটা বিকীর্ণ করিতেছে। তিনি অধঃ ঊর্দ্ধে, সম্মুখ পশ্চাতে, দক্ষিণ উত্তরে চতুর্দ্দিকেই দেদীপ্যমান। তাঁর সত্তাতে সকল স্থান পরিপূর্ণ, তাঁর বলেই সকলের বল, তাঁর জ্যোতিতেই সকলের সৌন্দর্য্য।

"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"

তিনি এই সৃষ্টির মূলে প্রাণরূপে বর্ত্তমান থাকাতেই চারি দিক জীবন-সুখে, শোভা-সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। তাঁর সেই অতলস্পর্শ গম্ভীর আনন্দ-সাগরে এই বিশাল বিশ্ব-ভুবন ভাসমান রহিয়াছে। অধঃ ঊর্দ্ধে কেবল তাঁহারই মহিমা—তাঁহারই মহিমা!! "যস্যৈষ মহিমা ভুবি দিব্যে"। এই মহিমার মধ্যে তাঁহাকে যে সকল একাগ্রচিত্ত সূক্ষ্মদর্শী ধীরেরা অনুসন্ধান করেন তাঁহারাই তাঁহার দর্শন পান।

"দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।

অতএব এই জগন্মন্দিরে সেই জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে দর্শন করিবার জন্য চেষ্টা করিবে। এই জড়-আবরণ ভেদ করিয়া সেই চেতনাবান কারণের কারণ পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবার জন্য অহর্নিশি যত্নশীল থাকিবে। কেবল চন্দ্রের শোভা, সূর্য্যের জ্যোতি, পুষ্পের সৌন্দর্য্য, সমুদ্রের গাম্ভীর্য্য, পর্ব্বতের উচ্চতা, ওষধি বনস্পতি, জীব জন্তু প্রভৃতির রূপ লাবণ্য সন্দর্শন করিয়াই নিরস্ত হইবে না। সেই শোভার আগার, সৌন্দর্য্যের উৎস ঈশ্বরকে সকলের মূল কারণ রূপে প্রতীতি করিতে যত্নবান হইবে। যাঁর বলে সকলের বল, যাঁর সত্তাতে সকলের সত্তা।

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"

যাঁহার দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে কিছু পদার্থ, সমুদায়ই ব্যাপ্য রহিয়াছে, সকল আবরণ আচ্ছাদন ও অন্তরাল ভেদ করিয়া তাঁহাকেই দর্শন করিবে।

এই বিশ্ব সংসারই আত্মার প্রশস্ত উন্নত বিদ্যালয়। এই প্রকৃতি-প্রাচীরেই ঈশ্বরের বিশুদ্ধ জ্ঞানছবি আলম্বিত রহিয়াছে, তাঁহার সত্যের কত অসংখ্য অগণ্য চিত্র, তাঁহার শান্ত মঙ্গল ভাবের কতশত নিদর্শন, তাঁহার আনন্দ ও অমৃত ভাবের কতশত জ্যোতি চতুর্দ্দিকে বিকীরিত হইয়া আমারদের নিদ্রিত আত্মাকে জাগ্রত করিতেছে। আমারদের জ্ঞানস্পৃহা—প্রেম-স্পৃহাকে উত্তেজিত করিতেছে—আমারদের অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম-লাভের ইচ্ছাকে উদ্দীপ্ত করিয়া দিতেছে। এমন অনুপম শিক্ষালয়েও যদি আমরা ব্রহ্ম-বিদ্যায় শিক্ষিত না হই, এমন স্থানে থাকিয়াও যদি আমরা তাঁহাকে দেখিতে না পাই, তবে আর কোথায় তাঁহার দর্শন পাইব? লোকে গৃহ দেখিয়া গৃহনির্ম্মাতাকে স্মরণ করে, কৌশল দেখিয়া কৌশলকর্ত্তার জ্ঞান বুদ্ধি উপলব্ধি করে, আমরা এই বিশ্ব দেখিয়া বিশ্বকর্ত্তা বিশ্ববেত্তা বিশ্বমন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী জাগ্রত জীবন্ত দেবতাকে দর্শন করিতে যদি না পারি, তবে আর কোথায় তাঁহাকে দর্শন করিব?

কেবল উদাসীন ভাবে বাহ্য জগতের উপর চক্ষু উন্মীলিত করিও না, ব্যাকুল হৃদয়ে সস্পৃহ-নেত্রে যথাতথা তাঁহাকে দেখিতে চেষ্টা কর, চেতন অচেতনে, আলোক অন্ধকারে, দূরে নিকটে, অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই তাঁহার দর্শন পাইবে। তিনি জল স্থল আকাশে পূর্ণ রূপে বিরাজ করিতেছেন। তিনি জাগ্রত জীবন্ত ভাবে এই সমুদায় চরাচর শাসন করিতেছেন।

"প্রাণোহ্যেষঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি"

তিনি প্রাণরূপে সর্ব্বভূতে বিরাজিত রহিয়াছেন।

এই ভূলোক দ্যুলোক তাঁহার জ্ঞান শক্তি মহিমায়—তাঁহার করুণা কৌশলে এমনই পরিপূর্ণ, এই বিশ্ব সংসারে তাঁহার এমনই সকল নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে যে সৃষ্টিকাল হইতে অদ্যাবধি কত অসংখ্য জ্ঞানী, কত অযুত অগণ্য কবি ইহা হইতে

কত শত ভাব সঙ্কলন করিতেছে, তথাচ ইহার অণুমাত্রও নিঃশেষিত হয় নাই। তাঁহার অশেষ বিশ্ব-ভাণ্ডার যেমনই পূর্ণ থাকিবার তেমনই পূর্ণ রহিয়াছে। ভূতত্ত্ব, চিকিৎসাতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা, মনস্তত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি যত তত্ত্ব আবিষ্কৃত ও প্রচারিত হইয়াছে, সে সকলই তাঁহার সেই মহান্ তত্ত্বের ছায়া—তাঁহার সেই অনুপম জ্ঞান-বিজ্ঞান-কৌশলের অসম্পূর্ণ অনুবাদ মাত্র। সেই জন্যই "ব্রহ্মবাদিরা বলেন যে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে নিহিত আছে, সকলের আত্মাতেই ব্রহ্মের অনন্ত মঙ্গল ভাব অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে। বিশ্বকার্য্য আলোচনা দ্বারা তাহা প্রজ্বলিত করিলেই অনন্ত মঙ্গল স্বরূপ ঈশ্বরকে দর্শন পাই। তিনি আপনার বিশুদ্ধ মঙ্গল স্বরূপ এই ভাবং ভৌতিক পদার্থে এবং মনুষ্যের মানস-পটে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন, যে সকল ভাগ্যবান সৎবুদ্ধিসম্পন্ন নিষ্পাপ যত্নশীল মহাত্মা তাহা প্রতীতি করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহারাই ব্রহ্মবিৎ এবং যাঁহারা প্রতীতি করিয়া উপদেশ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মবাদী, অতএব ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার জন্য জগৎদর্শনে যত্নশীল হইবে—বিশ্বকার্য্য পর্য্যালোচনায় অনুরক্ত থাকিবে।

"ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদ-মৃতা ভবন্তি।'

শ্রবণ।

সকল স্থানে, সকল পদার্থে, সকল ঘটনাতেই যেমন সেই বিশ্বাধিপতি পরমেশ্বরের অনির্ব্বচনীয় জ্ঞান শক্তি করুণা কৌশল দৃষ্ট হইয়া থাকে, তেমনই বসুন্ধরায় চরাচরে, সকল লোক-সমাজে তাঁহারই মাহাত্ম্য সর্ব্বক্ষণই শ্রুত হওয়া যায়। সস্পৃহ হৃদয়ে যেখানে গমন করিবে, ব্যাকুল অন্তরে যেখানে উপস্থিত হইবে, সেই স্থানেই তাঁহার মধুর মঙ্গল গীত শুনিতে পাইবে। মর্ত্ত্যে গভীর গর্জ্জনে সমুদ্র তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে, অরণ্যে বিচিত্র বিহঙ্গদল মধুর স্বরে তাঁহার যশঃগীত গান করিতেছে, আকাশে মেঘমালা গভীর নিনাদে তাঁহারই বল বিক্রম প্রচার করিতেছে, ঋতু সম্বৎসর পর্য্যায় ক্রমে তাঁহারই করুণা কৌশল ব্যক্ত করিতেছে, লোক-সমাজে, ভূগোল খগোল, প্রাণিতত্ত্ব মনস্তত্ত্ব, রসায়ণতত্ত্ব উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব প্রভৃতি সকল বিদ্যাই কেবল তাঁহার সত্য মঙ্গল ও জ্ঞান কৌশল ব্যাখ্যা করিতেছে শ্রুতি গোচর হইবে। নভোমণ্ডল-পর্য্যবেক্ষণকারী জ্যোতির্বেত্তা, ভূগর্ভানুসন্ধায়ী ভূতত্ত্ববেত্তা, শারীরিক নিয়ম-নিরূপক শরীর-বিধান-বেত্তা, ভৌতিক পদার্থতত্ত্ব-নির্ণায়ক পদার্থবিৎ পণ্ডিতগণ আত্মতত্ত্বসন্ধায়ী সূক্ষ্মদর্শী পূজ্যপাদ সাধুগণ, সকলেই অহর্নিশ তাঁহার আশ্চর্য্য জ্ঞান অচিন্ত্য শক্তি, অনুপম মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন, শ্রুত হইবে। নিরলস হইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে দিনযামিনী যেখানে গমন করিবে সেই স্থানেই তাঁহার মাহাত্ম্য শুনিতে পাইবে। তথাচ ব্রতপরায়ণ হইয়া অনন্যমনে শান্ত-সন্নিবিষ্ট চিত্তে ব্রহ্মগতপ্রাণ আচার্য্যগণ সন্নিধানে পরব্রহ্মের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে।

বিশ্বকার্য্যে বিশ্বাধিপতির সত্ত্বা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া, গুরুজন-সন্নিধানে তাঁহার জ্ঞান শক্তি মহিমা শ্রবণ করিলে ভ্রমপ্রমাদ সকলই তিরোহিত হইয়া যায়। দর্শন শ্রবণ প্রভাবে আত্মপ্রত্যয় দৃঢ়ীভূত হয়, ঈশ্বরের প্রতি আস্থা অনুরাগ অটল হইয়া উঠে, শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি ক্রমে অধিকতর রূপে

উদ্দীপ্ত হইয়া ঈশ্বরের সঙ্গে আধ্যাত্মিক যোগ নিবদ্ধ হইবার সহায়তা করিতে থাকে।

অতএব যেখানে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ হয়, যেখানে তাঁহার অনন্যপরায়ণ সাধকগণ একত্রিত হইয়া তাঁহার জ্ঞান শক্তি স্নেহ করুণা কীর্ত্তনে নিযুক্ত হন, সকল প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া তথায় উপস্থিত হইবে। যেখানে তদগতপ্রাণ সাধু সজ্জন সকল সম্মিলিত হইয়া সেই পরব্রহ্মের ধ্যান-ধারণা, স্তবস্তুতিতে নিমগ্ন হইয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করেন, সকল বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া সেই পুণ্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইবে। যে স্থলে ভগবদ্ভক্ত উপাসকদল প্রেমপুলকে পুলকিত হইয়া ভক্তি-রসার্দ্র হৃদয়ে ব্রহ্ম-যশ গানে প্রবৃত্ত হন, শ্রবণ-পিপাসু হইয়া বিনীত ভাবে তথায় উপবেশন করিবে। যেখানে তাঁহার গুণ-ব্যাখ্যা, তাঁহার সৃষ্টি-লীলা কথিত হয়, সেখানে ব্যাকুল হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া তাহা শ্রবণ করিবে। সহস্র গ্রন্থ পাঠে যাহা না হয়, সদ্গুরুর উপদেশে তদপেক্ষা অধিকতর ফল লাভ হইয়া থাকে। সময়-বিশেষে হৃদয় মনের অবস্থা-বিশেষে এক একটী উপদেশ-বাক্য দ্বারা আত্মা নূতন বল বীর্য্য ধারণ করে, জীবন-প্রবাহ এককালে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে ব্রহ্ম-কথা শুনিবার জন্য দৃঢ়-ব্রত হইবে। কদাচ এরূপ মনে করিবে না, যে পুরাণ ঈশ্বর বিষয়ে পুরাতন বাক্য আর কি শ্রবণ করিব? চন্দ্র সূর্য্য পুরাতন বলিয়া কি ভাবুকের হৃদয়ে কোন নূতন ভাব উদ্দীপ্ত করিয়া দেয় না? জীব ও উদ্ভিদ্-রাজ্য পুরাতন বলিয়া কি আর আমারদের নয়ন মনের তৃপ্তি সাধন করে না? মাতা পুরাতন বলিয়া কি আর মাতৃসম্বোধন সুখকর আনন্দকর হয় না? পদার্থ বা শব্দ পুরাতন হইতে পারে কিন্তু ভাব কদাচ পুরাতন হয় না। বেদ উপনিষদের সমান পুরাতন গ্রন্থ আর পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই, কিন্তু তাহার এক একটী পুরাতন বাক্য এমনই সত্যগর্ভ এমনই অমৃতগর্ভ যে তাহা শ্রবণমাত্র এককালে সহস্র সহস্র আত্মা জাগ্রত হইয়া উঠে। সহস্র সহস্র মনুষ্য নব জীবন প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর, প্রেম-শূন্য অনুরাগ-শূন্য লোকের নিকটেই পুরাতন ভাবে প্রকাশ পান কিন্তু প্রকৃত সাধকের সন্নিধানে তিনি শুক্ল পক্ষের চন্দ্রের ন্যায় নিত্য নূতন মঙ্গল মূর্ত্তি ধারণ করেন। সাধন-পরায়ণ ধার্ম্মিকের অন্তরে তিনি নিত্য নবতর কল্যাণতর রূপে প্রকাশিত হইয়া তাহার উৎসাহ আনন্দ বর্দ্ধন করিতে থাকেন। তাঁহার উপাসনা-বাক্য কঠোর-হৃদয় বিষয়ীর পক্ষেই অর্থশূন্য নীরস হইতে পারে, কিন্তু প্রেমিকের আত্মাতে তাহা নিত্য নূতন ভাবের উদ্দীপন করিয়া দেয়। যাঁহারা সন্ধ্যাবন্দনা, ব্রহ্মোপাসনা কেবল বাক্য-উপচারেই সম্পন্ন করিয়া থাকেন, সেই হতভাগ্য কৃপাপাত্রদিগের সেই শব্দাবলী কণ্ঠস্থ হইলেই শিক্ষা-সাধনের পরিসমাপ্তি হয়। কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মগতপ্রাণ ব্রহ্মদর্শনেচ্ছু সাধক, তাঁহারদের পক্ষে ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শব্দাদি কেবল উপলক্ষ মাত্র, ঈশ্বরই তাঁহারদের পরম লক্ষ্য। কবির পক্ষে যেমন বাহ্য জগৎ সর্ব্বদাই অশেষ ভাবপূর্ণ, সাধকের পক্ষে তেমনই উপাসনা-বাক্য অনন্ত অর্থ-পূর্ণ। অতএব কদাচ অধার্ম্মিক লোকের অসৎ উপদেশে এবং আপনার দুষ্ট বুদ্ধির কুমন্ত্রণায় মুগ্ধ হইয়া ঈশ্বর-উপাসনায়, তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণে বিরত হইবে না। তাদৃশ কুতর্কের উপর নির্ভর করিয়া ঈশ্বরের দর্শন শ্রবণ হইতে বিরত হইলে ক্রমে হৃদয়ের ধর্ম্মভাব নির্ব্বাণ হইয়া যায়। সাধুসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অসৎসঙ্গে অসৎ আলাপে

প্রসক্ত হইলে ক্রমে চরিত্র কলঙ্কিত ও পাপ-দূষিত হইয়া এককালে মনুষ্যত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট করিয়া দেয়।

প্রকৃত শিক্ষা।

প্রকৃত শিক্ষা কি তদ্বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়া থাকে। অনেকে বিবেচনা করেন যে মানসিক বৃত্তি সকলের পরিচালনা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সমূহে উত্তীর্ণ হওয়াই প্রকৃত শিক্ষা। বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ ব্যক্তিরই এইরূপ সংস্কার দেখা যায়। যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সমূহে উত্তীর্ণ হইয়াছেন তিনি প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি বলিয়া সমাদৃত ও সম্মানিত হইয়া থাকেন। কিন্তু আমরা বলি কেবল মানসিক বৃত্তি সকলের উৎকর্ষ সাধন প্রকৃত শিক্ষা নহে। মনুষ্যের সমস্ত প্রকৃতির প্রকৃত উন্নতি সংসাধনই প্রকৃত শিক্ষা। কেবল মাত্র মনটি লইয়া মনুষ্য-প্রকৃতি নহে, শরীর মন ও আত্মার সমষ্টিই মনুষ্য-প্রকৃতি। অতএব শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক পূর্ণ উন্নতি—শরীর মন ও আত্মার প্রকৃত উৎকর্ষ সম্পাদনই প্রকৃত শিক্ষা। এই প্রকৃত শিক্ষা পৃথিবীর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে লাভ করা যায় না, ইহা লাভ করা প্রত্যেক ব্যক্তির যত্ন ও চেষ্টার উপর সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করে।

শারীরিক শিক্ষা লাভ করিতে হইলে এই কাল পর্য্যন্ত শারীরতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ শরীর রক্ষার্থ যে সকল নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন আজীবন সেই সকল নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য। মানসিক শিক্ষা লাভ করিতে হইলে আমাদিগের প্রত্যেক মানসিক বৃত্তির পরিচালনা করিয়া তাহার সম্যক উৎকর্ষ সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। একটি কিম্বা দুইটি কিম্বা চারিটি মানসিক বৃত্তি নহে সমস্ত মানসিক বৃত্তির সম্যক উন্নতি সম্পাদন করাই প্রকৃত মানসিক শিক্ষা। প্রকৃত আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করিতে হইলে আমাদিগের আধ্যাত্মিক বৃত্তি সকলের সম্যক পরিচালনা করা এবং পশু প্রবৃত্তি সকলকে সংযত করিয়া তাহাদিগের উপযুক্ত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

শরীরের সহিত মন ও আত্মার এরূপ নিগূঢ় সম্বন্ধ নিবদ্ধ রহিয়াছে যে শরীরের উন্নতি কিম্বা অবনতি মন ও আত্মার উন্নতি কিম্বা অবনতির পক্ষে এবং মন ও আত্মার উন্নতি কিম্বা অবনতি শরীরের উন্নতি কিম্বা অবনতির পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে। শারীরিক উন্নতি কিম্বা অবনতি, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি কিম্বা অবনতির অনুকূল; এবং মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি কিম্বা অবনতি শারীরিক উন্নতি কিম্বা অবনতির অনুকূল। অতএব প্রকৃত শারীরিক শিক্ষা সম্পাদন জন্য প্রকৃত মানসিক ও প্রকৃত আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ আবশ্যক এবং প্রকৃত মানসিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা সম্পাদন জন্য প্রকৃত শারীরিক শিক্ষা লাভ আবশ্যক। শরীর এবং মন ও আত্মার মধ্যে এই রূপ নিকট সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে, মনুষ্যস্বভাববিৎ পণ্ডিতগণের ইহা একটি স্থির সিদ্ধান্ত।

শরীরের উপর মনের ও আত্মার প্রভূত প্রভাব ও আধিপত্য রহিয়াছে। নিয়মিতরূপে মানসিক বৃত্তি সকলের পরিচালনা শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান করিয়া থাকে। নিউ ইয়র্ক নিবাসী সুবিজ্ঞ শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত D. H. Jacques বলেন, "The proper performance of the functions of the bodily organs, requires the daily exercise of the brain." * "শারীরিক যন্ত্র সকলের উপযুক্ত

* 'The Philosophy of Human Beauty' By D. H. Jacques

কার্য্য চলিবার জন্য মস্তিকের পরিচালনা আবশ্যক।" ইংলণ্ডীয় খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাক্তার Robert James Man বলেন "The steady employment of the higher faculties of the mind upon the several subjects adapted to their exercise is of the highest importance on account of its health preserving power." † "মানসিক বৃত্তি সকলকে স্ব স্ব বিষয়ে নিযুক্ত করা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বিশেষ আবশ্যক।" আমেরিকার বিচক্ষণ শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত Amariah Brigham বলেন "The Exercise of the intellect tends to procure and perpetuate sound health." ‡ "বুদ্ধির পরিচালনা স্বাস্থ্য প্রদান ও স্বাস্থ্য রক্ষা করে।" জারমেন দেশীয় সুবিখ্যাত দার্শনিক Immanuel Kant বলিয়াছেন "Intellectual pursuits tend to prolong life." "বুদ্ধিবৃত্তির চর্চ্চা আয়ু বৃদ্ধি করে।" এই সকল বাক্য যে সত্য ও যথার্থ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কারণ পৃথিবীর সকল কালের ও সকল দেশের জ্ঞানী ও বিদ্বান ব্যক্তিদিগকে দীর্ঘজীবি হইতে দেখা যায়। আধ্যাত্মিক বৃত্তি সকলের পরিচালনাও শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষা ও বিধান করিয়া থাকে। Mysteries of Man নামক শারীর তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধীয় গ্রন্থপ্রণেতা বলেন, "The cultivation of moral goodness and serenity of temper and a life of obedience to the laws which govern our spiritual being greatly promotes our physical beauty and well being." "সততা, প্রশস্ত চিত্ততা, ও আধ্যাত্মিক নিয়ম সকলের বশীভূততা আমাদিগের শারীরিক স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য বিশেষরূপে বৃদ্ধি করে।" D. H. Jacques বলেন "Wherever the spiritual nature of man has been harmoniously developed there will be found a healthier organization and a purer type of face."* "যে ব্যক্তির আত্মা সামঞ্জস্যরূপে পরিপুষ্ট হইয়াছে অন্যান্য লোক অপেক্ষা তাহার শরীর সুস্থ ও মুখশ্রী পবিত্র হইয়া থাকে।" আমেরিকার বিখ্যাত ডাক্তার Caldwell বলেন "Activity in the moral and spiritual faculties, is eminently conducive to life, health and enjoyment." "নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তি সকলের পরিচালনা জীবন, স্বাস্থ্য, ও সুখের বিশেষ বৃদ্ধিকারক।"

মন ও আত্মার উপর শরীরের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। শরীর সুস্থ ও সবল থাকিলে মানসিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তি সকল তেজস্বীয়ান থাকে এবং শরীর রোগগ্রস্ত ও দুর্ব্বল হইলে মন ও আত্মা ক্ষীণ ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। ফিলাডেলফিয়া নগর নিবাসী সুবিজ্ঞ ডাক্তার William Sweetser বলেন "Whatever serves to give vigour to the body, at the same time, imparts a wholesome influence to the mind." † "যাহা কিছু শরীরকে বলীয়ান করে তাহাই মনের স্বাস্থ্যদায়ক হয়।" ইংলণ্ডীয় ডাক্তার Hodgson বলেন "The art of preserving the body in health can not be separated from that of preserving the mind in health." "শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় হইতে বিভিন্ন করা যায় না।" ভিন্ন ভিন্ন শারীরিক রোগ ভিন্ন ভিন্ন মানসিক রোগের উৎপাদন করিয়া থাকে এবং শারীরিক নানা প্রকার অসুখ মানসিক নানা প্রকার অসুখের কারণ স্বরূপ হয়, ইহা শারীর তত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন

উপরে যাহা বলা হইল তদ্দ্বারা ইহা দেখা যাইতেছে যে শরীর, মন ও আত্মা

† The Book of Health. By Dr Robert James Man

‡ Mental Cultivation. By Amariah Brigham. M. D.

* The Philosophy of Human Beauty. By D. H. Jacques.

† Mental Hygeine. By Dr. W. Sweetser.

এই তিনের সমান, পূর্ণ উন্নতিই প্রকৃত শিক্ষা। মনুষ্য-জীবন এই প্রকৃত শিক্ষার জীবন। এই প্রকৃত শিক্ষা লাভ করাই মনুষ্য-জীবনের মহৎ কার্য্য ও উদ্দেশ্য। এইরূপ প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিলে আমাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য এবং ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করা হইল। যিনি এইরূপ প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হয়েন তাঁহার জীবন সার্থক হয় এবং তিনি ইহলোকে সুখ সম্মানের পাত্র ও পরলোকে অমোঘ স্বর্গীয় আনন্দ ও শান্তির অধিকারী হয়েন।

যুধিষ্ঠিরের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

৪৪৭ সংখ্যক পত্রিকার ১৩২ পৃষ্ঠার পর।

যুধিষ্ঠিরানুরক্ত প্রজাগণের এইরূপ জল্পনা শ্রবণ করিয়া দুর্যোধন অত্যন্ত ব্যথিত হইল এবং পিতৃসমীপে গমন পূর্ব্বক পিতাকে বলিল "হে পিতঃ পৌরগণ আপনাকে এবং ভীষ্মকে অনাদর করিয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজা করিবার মন্ত্রণা করিয়াছে। পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির যদি পাণ্ডুর রাজ্য প্রাপ্ত হয়, তবে আমাদের উপায় কি হইবে? আমরা পুত্র পৌত্রাদিক্রমে কখনই রাজ্য ভোগ করিতে পাইব না। অতএব আপনি ইহার উপায় বিধান করুন।" ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের এই বাক্য শ্রবণানন্তর ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন "বৎস, পাণ্ডু ধর্ম্মপরায়ণ এবং প্রজাদিগের অনুরাগভাজন ছিল। পাণ্ডু আমাকে ও অন্যান্য জ্ঞাতিদিগকে যথেষ্ট সম্মান ও ভক্তি করিত। তাহার পুত্র যুধিষ্ঠিরও গুণবান্, ধার্ম্মিক এবং প্রজানুরঞ্জক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। পাণ্ডু অমাত্য, সৈন্য, ভৃত্যগণকে সতত ভরণপোষণ করিত। ইহারা পাণ্ডুকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়াছে, এক্ষণে অবশ্যই পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের প্রতি অনুরক্ত এবং পক্ষপাতী হইবে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র সংশয় নাই আর যুধিষ্ঠিরের কোন দোষের লেশমাত্র নাই, অতএব কি প্রকারে আমরা যুধিষ্ঠিরকে তাহার পৈতামহ রাজ্য হইতে চ্যুত করিব? যুধিষ্ঠিরের অনিষ্ট চেষ্টা করিলেই পৌরগণ আমাদিগকে বধ করিতে উদ্যত হইবে।" তখন দুর্যোধন কহিল "আমি প্রজাদিগকে অস্মৎপক্ষে আনিতে চেষ্টা করিব। আপনি পাণ্ডবদিগকে শীঘ্র হস্তিনাপুর হইতে বারণাবত নগরে (২৮) প্রেরণ করিবার উপায় চিন্তা করুন।"

তদনন্তর দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণের সাহায্যে প্রজাবৃন্দকে অর্থ মান প্রদান দ্বারা বশীভূত করিতে লাগিল। ধৃতরাষ্ট্রও একদিন সভা মধ্যে পাণ্ডবগণকে আহ্বান করিলেন এবং তাহারা উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে রমণীয় বারণাবত নগর দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিতে বলিলেন। পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বারণাবতে গমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

অনন্তর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা মাতার সহিত গুরুজনদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক বারণাবতে এক বৎসর বাস করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। এদিকে নৃশংস দুর্যোধন পুরোচন নামক এক জন যবনকে বারণাবতে প্রেরণ করিয়া পাণ্ডবদিগের তথায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাহাদের বাসার্থ এক জতুগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া রাখিয়াছিল। পাণ্ডবেরা এই সমস্ত বৃত্তান্ত বিদুরের নিকট হইতে জ্ঞাত হইয়াছিলেন কিন্তু কাহারও সমীপে প্রকাশ করেন নাই। তাঁহারা বিদুরের উপদেশানুসারে জতুগৃহ মধ্যে এক সুরঙ্গ প্রস্তুত করিয়া সর্ব্বথা সতর্ক হইয়া বাস করিতে

২৮ বর্দ্ধমান এলাহাবাদ।

লাগিলেন। একদা রাত্রিকালে ভীমসেন জতুগৃহে অগ্নিদান করিয়া পুরোচনকে দগ্ধ করিয়া মাতা ও ভ্রাতৃগণের সহিত সুরঙ্গ দ্বারা পলায়ন করিলেন। সুরঙ্গ-পথে আসিয়া তাঁহারা গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন এবং দেখিলেন যে বিদুর তাঁহাদিগের জন্য একখানি নৌকা সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই নৌকাতে আরোহণ করিয়া তাঁহারা গঙ্গা পার হইলেন এবং পরপারস্থিত মহাবনে কিয়দ্দিন বাস করিয়া একচক্রা নগরাভিমুখে (২৯) যাত্রা করিলেন। এদিকে হস্তিনাপুরে পাণ্ডবদিগের দাহ-বৃত্তান্ত প্রচার হইল এবং ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি সকলে বহু বিলাপ করিয়া তাহাদিগের উদক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। ওদিকে পাণ্ডবেরা একচক্রানগরে গুপ্তভাবে বাস করিতে লাগিলেন এই স্থলে ভীম কর্ত্তৃক বকাসুর বধ সাধিত হয়। এই নগরে তাঁহারা যে ব্রাহ্মণের আলয়ে বাস করিতেন তথায় একদিন কতকগুলি ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইল। ইহারা পাঞ্চালদেশে (৩০) দ্রুপদরাজকন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের কথা বলিতেছিল। পাণ্ডবগণ উহা শুনিয়া সাতিশয় চঞ্চলচিত্ত হইলেন এবং মাতার অনুমতি লইয়া পাঞ্চালদেশে প্রয়াণ করিলেন। পাণ্ডবেরা পাঞ্চালদেশে উপস্থিত হইয়া ব্যাসের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহার উপদেশানুসারে জনৈক কুলালের গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পরে যথাসময়ে স্বয়ম্বর সভাতে গমন পূর্ব্বক সমস্ত দর্শন করিলেন। অর্জ্জুন মীননেত্র ভেদ করিয়া জয় লাভ করিলেন এবং দ্রৌপদীকে প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে ভ্রমবশতঃ প্রদত্ত মাতার আজ্ঞানুসারে পঞ্চভ্রাতা মিলিত হইয়া দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলেন। এতৎসংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত যুধিষ্ঠির-জীবনীর বিষয় নহে বলিয়া সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। ক্রমে দ্রৌপদী-বিবাহ-বৃত্তান্ত হস্তিনাপুরে সকলে জানিতে পারিল। এতদিন পাণ্ডবেরা ছদ্মবেশে ছিলেন, বিবাহকালেও কেহ তাঁহাদিগকে পাণ্ডুপুত্র বলিয়া জানিতে পারে নাই। তখন ধৃতরাষ্ট্র পাঞ্চাল-রাজ্যে যুধিষ্ঠিরাদিকে আনয়নার্থ বিদুরকে পাঠাইলেন এবং যথাকালে পাণ্ডবেরা কুন্তী ও দ্রৌপদীর সহিত হস্তিনাপুরে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া পৌরগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল "যিনি আমাদিগকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিতেন যিনি আমাদিগের প্রিয় ও হিতসাধন করিতেন সেই ধর্ম্মাত্মা পুরুষব্যাঘ্র যুধিষ্ঠির অদ্য পুনর্ব্বার আসিতেছেন। বোধ হইতেছে যেন প্রজাবৎসল পাণ্ডুদেবই আমাদিগের প্রিয় সাধন করিতে বন হইতে আগমন করিতেছেন। যদি আমাদিগের দানজন্য, হোমজন্য এবং তপস্যাজন্য কিছু পুণ্য থাকে তবে পাণ্ডবগণ শত বৎসর এই নগরে বাস করুন।" পুরবাসিদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন এবং সর্ব্বগুরুজনের পাদবন্দনা পূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিবার পর ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুপুত্রদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "বৎসগণ, আমার বাক্য শ্রবণ কর। কেন মিছামিছি বিবাদ করিবে, তোমরা খাণ্ডবপ্রস্থে (৩১) গমন কর এবং সেই স্থানে রাজ্য স্থাপন কর। সে স্থানে কেহ তোমাদিগকে বাধা দিবে না। আর রাজ্যের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ কর।" যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের বাক্যানু-

(২৯) একচক্রা বর্ত্তমান আরা।

(৩০) পাঞ্চালদেশ গঙ্গা ও যমুনার অন্তর্ব্বেদিতে স্থিত কান্যকুব্জ প্রদেশ। কনোজ, কাম্পীলা, এটোয়া প্রভৃতি নগর ইহার অন্তর্গত।

(৩১) বর্ত্তমান দিল্লী যেখানে স্থিত।

সারে খাণ্ডবপ্রস্থে গমন করিলেন এবং তথায় স্বর্গসংকাশ এক নগর নির্ম্মাণ করিলেন। যুধিষ্ঠির এই সমস্ত কার্য্য কৃষ্ণ ও বিদুরের পরামর্শানুসারেই করিয়াছিলেন। তিনি তথায় শান্তি স্থাপন করিয়া নগরের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিলেন। নগরের চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন এবং প্রাকার দ্বারা নগর বেষ্টন করিতে আদেশ দিলেন। গগনস্পর্শী সৌধমালা, মন্দরোপম দৃঢ় পুরদ্বার, অভেদ্য নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা রক্ষিত দুর্গ প্রভৃতি পারিপাটিরূপে রচিত হইল। দুর্গোপরি হস্তক্ষেপ্য লৌহনির্ম্মিত শক্তিযন্ত্র সকল এবং শতঘ্নী সকল স্থাপিত হইল। শস্ত্রাদিকুশল যোধগণ দুর্গরক্ষার্থ নিযুক্ত হইল। নগর মধ্যে সুবিভক্ত রাজপথ সকল প্রস্তুত হইল। সেই ধনধান্যসম্পূর্ণ নগরী কুবেরপুরী এবং ভোগবতীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। যমুনাতীরে এই পুরী নির্ম্মাণ করিয়া পাণ্ডবগণ ইহার ইন্দ্রপ্রস্থ নাম দিলেন। সর্ব্বশাস্ত্র-নিপুণ দ্বিজগণ ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। নানাদিগ্দেশ হইতে ধনার্থি বণিকগণ তথায় আগমন করিতে লাগিল। সংস্কৃত প্রাকৃতাদি সর্ব্বভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ ইন্দ্রপ্রস্থ অলঙ্কৃত করিতে লাগিলেন। সর্ব্বশিল্পজ্ঞ ব্যক্তিগণ তথায় নিবাসার্থ উপস্থিত হইল। আম্র, আম্রাতক, নীপ, অশোক, চম্পক, পুন্নাগ, নাগপুষ্প, পনস, শাল, তাল, তমাল, বকুল, জম্বু, পারিজাত, করবীর প্রভৃতি নানাজাতীয় বৃক্ষের উদ্যানে ইন্দ্রপ্রস্থ চতুর্দ্দিকে পরিশোভিত হইল। বিবিধ লতাগৃহ, চিত্রগৃহ, কৃত্রিম লীলাপর্ব্বত, জলপূর্ণ বাপী, পুষ্করিণী ও তড়াগ প্রভৃতি দ্বারা ইন্দ্রপ্রস্থের রমণীয়তা শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। এবম্ভূত পুরী মধ্যে যুধিষ্ঠির রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করিলেন দেখিয়া কৃষ্ণ ও বলদেব দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিয়া যুধিষ্ঠির প্রজাশাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রকৃতি সমূহ ত্রিবর্গসাধক ধর্ম্মরাজকে প্রাপ্ত হইয়া সুখে বাস করিতে লাগিল। তিনি নীতিমার্গানুসারে সমভাবে সকল প্রজাদিগকে পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজ্যে কেহ কাহার উপর অত্যাচার করিতে চাহিত না, সর্ব্বত্র নির্ম্মল পবিত্র শান্তি বিরাজমান ছিল। যুধিষ্ঠির ব্রহ্মনিষ্ঠ, কর্ম্মনিষ্ঠ, এবং নীতিনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া লক্ষ্মী দৃঢ়ভাবে তাঁহাকে আশ্রয় করিলেন। তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত নানাবিধ সৎকার্য্য সাধন করিতে লাগিলেন। ধৌম্যাদি পুরোহিতগণ সর্ব্বদা তাঁহার সভাতে বিরাজ করিতেন। তাঁহার প্রজাগণের নেত্র এবং হৃদয় প্রীতিপূর্ণ হইয়াছিল। প্রজাগণ যে কেবল তৎকৃত শাসন ও পালন হেতু সন্তুষ্টচিত্ত হইয়াছিল তাহা নহে; তিনি তাহাদিগের মনোরম কার্য্য করিতেন বলিয়া তাহারা তাঁহার প্রতি অচল ভক্তিবশতঃ হৃষ্টচিত্ত হইয়াছিল। কোন প্রজা কখন তাঁহার কোন অযুক্ত, অসত্য, দুঃখদ বা অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করে নাই। তিনি সকলের প্রিয়চিকীর্ষা ও হিতেচ্ছা দ্বারা সর্ব্বকার্য্যে প্রণোদিত হইতেন। এইরূপে প্রজানুরঞ্জন এবং অধীন নৃপতিগণের সুশাসন হেতু যুধিষ্ঠিরের কীর্ত্তি দিগ্‌দিগন্তরে ঘোষিত হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ।

শঙ্করাচার্য্যের জীবনী।

৪১৯ সংখ্যার ৩৮ পৃষ্ঠার পর।

শঙ্করাচার্য্য মণ্ডনমিশ্রকে পরাজয়ানন্তর স্বমতাবলম্বী করিয়া তাঁহাকে সুরেশ্বরাচার্য্য নাম দিলেন। তদনন্তর শিষ্যগণ-পরিবৃত হইয়া অদ্বৈত মত প্রচার করিতে লাগি-

লেন। কাণাদ, কাপিল, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি মত নিরস্ত হইল। দ্বৈত মতাবলম্বীদিগের পক্ষ এককালে বিলীন হইয়া গেল। শঙ্করাচার্য্য যথাসুখে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। একদিন জনৈক দুষ্ট কাপালিক তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া সাতিশয় ভক্তি সহকারে ও বিনয়াবনত ভাবে তাঁহাকে বন্দনা করিল। তৎপরে সে ব্যক্তি তাঁহাকে নিবেদন করিল যে মহাদেব তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে এই বর দিয়াছেন যে "তুমি কোন সর্ব্বজ্ঞ বা রাজার মস্তক উপহার দিতে পারিলে সিদ্ধ হইবে"। সে শঙ্করাচার্য্যের মস্তক প্রার্থনা করিল এবং তিনিও তাহা দিতে স্বীকার হইলেন। সে দুষ্ট কাপালিক তাহার ইষ্টসাধনার্থ একদা শূলহস্তে শঙ্করের নিকটে আসিল এবং তাঁহাকে বধ করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময়ে নৃসিংহদেব আবির্ভূত হইয়া তাহাকে বিনাশ করিলেন। এইটি সম্পূর্ণ নূতন উপাখ্যান।

শঙ্করাচার্য্য তীর্থ পর্য্যটনে নির্গত হইয়া হরিহরালয়ের পথে দেখিলেন কোন দম্পতী মৃত পুত্র ক্রোড়ে করিয়া ভয়ানক বিলাপ করিতেছে। তদ্দর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া সেই মৃত শিশুর জীবনদান করিলেন। তথা হইতে শ্রীবলীক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং সেস্থানে কোন ব্রাহ্মণের এক জড় পুত্র দর্শন করিয়া তাহার পিতার প্রার্থনানুসারে সেই পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন "শিশো! তুমি কে? কি নিমিত্ত এরূপ জড় হইয়াছ?" বালক বেদান্তার্থগ্রথিত বাক্যে তাহার উত্তর প্রদান করিল। ইহাতে সকলই চমৎকৃত হইলেন এবং শিশুর পিতা শিশুকে শঙ্করাচার্য্যের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ইহার নাম হস্তামলক হইল। তদনন্তর আচার্য্য শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে শৃঙ্গগিরিতে সমুপস্থিত হইয়া তথায় এক শোভন প্রাসাদ নির্ম্মাণ এবং শারদা দেবীর মূর্ত্তি সংস্থাপন করিলেন। এই স্থলে গিরি নামে জনৈক গুরুভক্ত ও গুরুপ্রিয় শিষ্য আচার্য্যের শুশ্রূষা করিতেন। ইনিই আনন্দগিরি নামে প্রথিত। ইনি গুরুর কৃপাবশে অশেষশাস্ত্র-কুশল হয়েন। এই সময়ে পদ্মপাদ, হস্তামলক, সুরেশ্বর এবং গিরি এই চারিজন শঙ্করাচার্য্যের প্রধান শিষ্যরূপে বিখ্যাত হয়েন। ইহাঁরা সকলেই শাঙ্করভাষ্যের উপর টীকা রচনা করেন। পদ্মপাদবিরচিত টীকার নাম পঞ্চাস্যচরণা বা পঞ্চপাদিকা টীকা। আনন্দগিরির টীকা স্বনাম-খ্যাত। সুরেশ্বর তৈত্তিরীয় ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্যের টীকা রচনা করেন। হস্তামলকের টীকাও নিজ নামে বিখ্যাত। তদনন্তর শঙ্করাচার্য্য স্বভবনে মাতার চরণ দর্শনার্থ গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বিষ্ণুলোকে দিব্য শরীরে প্রেরণ করিলেন। তৎপরে মাতার পাঞ্চ ভৌতিক দেহ অগ্নি দ্বারা ভস্মসাৎ করিলেন।

ইতিমধ্যে পদ্মপাদ তীর্থ-সন্দর্শন-কামনায় বহির্গত হইয়া কালহস্তীশ্বর, কাঞ্চীক্ষেত্র, পুণ্ডরীকপুর, রামেশ্বর প্রভৃতি তীর্থে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে গুরুর দর্শনাভিলাষে কেরলদেশে গমন করিলেন। এই স্থানে তিনি শঙ্করাচার্য্যের মুখ হইতে তাঁহার পঞ্চাস্য চরণাটীকা (যাহা ইতিপূর্ব্বে অগ্নি দগ্ধ হইয়াছিল) অবিকল সম্পূর্ণ লিখিয়া লয়েন। আর রাজশেখর নৃপতি স্বপ্রণীত নাটকত্রয়ী (ইতিপূর্ব্বে অগ্নি যোগে ভস্মীভূত) শঙ্করাচার্য্যের মুখ হইতে সম্পূর্ণ উদ্ধার করেন। ধন্য স্মৃতিশক্তি ধন্য মেধা।

দ্বিতীয়তঃ। শঙ্করাচার্য্যের দিগ্বিজয় বিষয়ে মতভেদ। এতক্ষণ যাহা বলা গেল তাহা দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে বর্ণি-

য়াছিল। শঙ্করবিজয়ের মত পূর্ব্বে প্রকটিত হইয়াছে। দৈবযোগে এক সময় শঙ্করাচার্য্যের সুধন্বা নৃপতির সহিত সাক্ষাৎকার হইল। তিনি রাজাকে বলিলেন "রাজন্! আমি পৃথিবীতে বেদান্তমত প্রচার করিতে বাসনা করিয়াছি, অতএব আপনাকে আমার সাহায্য করিতে হইবে।" ইহা শুনিয়া সুধন্বা নৃপতি সসৈন্যে শঙ্করাচার্য্যের সহায়তা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। অনন্তর সশিষ্য শঙ্করাচার্য্য সসৈন্য ভূপতির সহিত দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া প্রথমে সেতুবন্ধ রামেশ্বরে গমন করিলেন। পথিমধ্যে শাক্ত মতাবলম্বীগণ তাঁহার সহিত তর্ক করিয়া পরিশেষে পরাস্ত হইল এবং অদ্বৈত মত গ্রহণ করিল। রামেশ্বর হইতে তিনি চৌল, দ্রাবিড় প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া কাঞ্চীপুরে সমাগত হইলেন এবং তত্রত্য দ্বৈতবাদিদিগকে জয় করিয়া কর্ণাট দেশে প্রস্থান করিলেন। কর্ণাট দেশে তখন কাপালিকদিগের ঘোরতর প্রতাপ ও প্রভাব। ক্রকচ নামে দুরাত্মা কাপালিকগুরু তাঁহাদের নানাবিধ ব্যাঘাত করিতে আরম্ভ করিল। সুধন্বা নৃপতি স্বসৈন্য-বলে কাপালিকদিগকে যুদ্ধে হনন করিলেন এবং শঙ্করাচার্য্যও কতকগুলি কাপালিককে স্বয়ং হুঙ্কার দ্বারা ভস্মসাৎ করিলেন। তখন ক্রকচ রোষাবিষ্ট হইয়া নিজ ইষ্টদেব ভৈরবকে স্মরণ করিলেন। স্মৃত হইবামাত্র ভৈরবদেব তথায় আবির্ভূত হইলেন। ক্রকচ তাঁহাকে শঙ্করাচার্য্যের বধের নিমিত্ত প্রার্থনা করিল। কিন্তু ভৈরবদেব ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রকচকে শঙ্করাচার্য্যের নিকটে অপরাধের জন্য মস্তকচ্ছেদন পূর্ব্বক বিনষ্ট করিলেন এবং শঙ্কর কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপে কাপালিক-দল নিধনপ্রাপ্ত হইলে শঙ্করাচার্য্য সমুদ্র পর্য্যন্ত জয় করিয়া গোকর্ণ তীর্থে প্রস্থান করিলেন এবং সেস্থানে ব্রহ্মাদ্বৈত মত প্রচার করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ

পত্র

July 25. 1880.

BONN ON THE RHINE, POSTE RESTANTE.

DEAR FRIEND,

SINCE writing you my last letter in which I complained of the extreme paucity of materials with which the European Orientalists have in general to do their work, and proposed the indispensable necessity of *doing our best* to supply them, especially the German Scholars, with texts and manuscripts from different parts of India, the July number of the Journal of the N, I. Association hasreached me. The journal has made a very long voyage, having been sent to and *censured* (for the last time, I hope,) in Petersburg and from Petersburg to Bonn. I find therein a letter of Prof Albrecht Weber reprinted from the "Times" appealing to the "enlightened Indian Princes and gentlemen" and above all "to the hundreds and thousands of English gentlemen who have spent a large part of their lives in what one often hears called "the most splendid service in the world" in favour of the "Sanskrit Text Society" founded in 1865 by the late lamented Professor Goldstucker "for the purpose of publishing important Sanskrit works belonging to the ancient and Mediæval literature of India." It is a singular coincidence that I should have been making an almost similar appeal almost at the same time to the "enlightened princes and gentlemen" of India without having any knowledge either of the letter and to my shame I must also confess of the very existence of a similar "Society" in England for twenty years. This coincidence therefore proves that a general want of the necessary materials for investigation is now being felt by all men who take interest in, and occupy themselves with, the Antiquities of India. The difference between the eminent Professor of Berlin and myself, however, lies in this that while he makes an appeal for funds necessary to edit the Manuscripts already bestowed to the India Office, the Bodleian Library, and the

Cambridge University Library by Colebrooke, Wilson and their worthy successors, and thus make generally "available to European Scholars the authentic documents for Indian literary research," I made an appeal chiefly to search out as much of manuscripts and texts in India as possible in order to present them to the Chief Universities of Germany where the most distinguished Sanskritists of Europe deliver their Lectures. And it appears to me that neither of the appeals could be made more appropriately. Professor Weber's appeal to "the hundreds and thousands of English gentlemen who have spent a large part of their lives in what one often hears called 'the most splendid service in the world', in favour of the "Sanskrit Text Fund" as he would propose it, carries its argument in itself. He has further the kindness to add the following "Sometime ago Dr. W. W. Hunter in a couple of Lectures set forth in an attractive manner 'what England had done for India' *but I am sure Dr. Hunter would be the last man in the world to deny the obligations of the British nation towards India and the duties and the interest of the British Government in regard to Indian research.*" (The italics are mine.) What these words and the others quoted above say in favour of his appeal is much more than all that I might dilate on the subject. To trace out old palm-leaf texts and manuscripts, none could be more successful than the Hindus themselves, none could contribute more to Indian Philology with comparatively much less trouble and expense Quite other days shall dawn on the study of Indian Antiquities when the Hindus themselves shall take up this task which is so particularly their own. We already see the very reliable results which have come out from the "finds" of Dr. Rajendra Lala, and Dr. Rajendra Lala—is it not a shame?—is only one of not more than half-a-dozen Natives who have hitherto seriously set their heart on the subject. And this in a population of 250 millions or of 200 millions, at any rate, if you will only take the Hindus! It is therefore high time to take prompt and energetic measures to rouse up our countrymen to a sense of what they owe to the glorious Past of their country. It is not enough only to have some dim uncertain and traditional ideas about it; so little deserving of the name of History. What we want is a History of India as the Greeks have a History of Greece and the Italians a History of Italy. It is probable that a History of India in that sense might be attended with far greater difficulties so that we might be obliged at times to give up the task in despair; yet "nil desperaris!" and "auch hier wird es tagen!" are the mottos of Albrecht Weber's "Indische Litteratur Geschichte"! Already we have received quite unexpected light on India as she was between the 5th and the 10th centuries of the Christian era from the travels of the Chinese Pilgrims, not to say any thing of what we have known of her more ancient and glorious days through the well-known works of the Greek Sophists and diplomatists. A more diligent search through the vast domain of Arabian Literature as it developed and expanded itself from Bagdad to Cordova might tell us more than what we are hitherto aware of from Albiruni and a very few Arab Physicians and Astronomers. Who knows what we might yet know about our past History—especially about our Chronology which is so extremely fantastic in our traditional books—from the Chinese, the Japanese (vide Professor Max Muller's "Sanskrit Manuscripts in Japan" in the last number of the journal of the Royal Asiatic Society) the Burmese and the Siamese? Who knows what revelations might yet light on us from a more intimate study of the ancient arrow-headed rock-inscriptions of Persia and Assyria as well as of the hieroglyphics of Egypt? In Petersburgh I have had once occasion to talk with an eminent Chinese Scholar who was of opinion that the Astronomical Tables and the Mathematical figures—a great part of what the Chinese had in Philosophy, Morals, Religion and Science were derived from India. He thereupon shewed me for instance a Chinese Astronomical Table with 12 figures which I immediately recognised as the very well-known one found in our *Navadwipa Panjika* and even in any of our ordinary *Battala Panjikas!* At the same time I have heard German Egyptlogues say how they were struck with the similarities that existed between the religious rites and ceremonies of the ancient Egyptians and the

ancient Hindus and a German anthropologue once assured me that the celebrated traveller and *savant*, Schweinfurth, was of opinion that by far the greater part of civilisation in the western Countries of Asia and in the eastern Countries of Africa bore distinct traces of the Hindu Mind—that future antiquarian researches would gradually bring to light how this " Light from the East" passed. off into those remote countries. As the Hindu Mind has made itself felt in all parts of the world—quite remarkably on all the Asiatic races and those bordering on Asia, so we could give a complete account of its history only if we knew the language and history of all those countries and not earlier. Even a study of the Slavonic Races—their languages, manners, ceremonies, popular songs and mythologies, monuments &c., is likely to help us in elucidating that past History of our country. When I arrived at Moscow, one of the first things which greatly struck me was the resemblance which some of the towns and temples of the celebrated Kremlin bore to our Maths and Mandirs. On my first regular visit into the interior of the Kremlin, I had the rare advantage of being accompanied by two of the greatest men of Russia, by M Ivan Turgenieffe the greatest literary man living and by M. Zabieline—the greatest antiquarian living after the decease of Solovioff a year ago. M. Turgenieff had the amiablenesss, as I thought, of asking M. Zabieline for the occasion. On entering into the Kremlin M. Zabieline whose modest and amiable looks had already prepossessed me in his favour asked me pointing towards the towers: " Are they not similar to those of your country ?" " Yes, and very strikingly similar too !" I replied. I then communicated to M. Ivan Turgenieff my theory of what obligations Christianity probably owed to Buddhism and remarked that this striking resemblance in architecture was another confirmation of what I have once so hesitatingly and after long waiting publicly affirmed. " But to prove that the Russian architecture has borrowed from the Indian, it would be first necessary to prove that the Byzantine architecture has done it before for all our church-architecture we have from Byzantium." In reply, I said that this is what it would not be difficult to prove for the great antiquarian Lassen affirms that there were thousand of Buddhist monasteries and Buddhist monks in Syria and Palestine so early as the era of the Buddhist Constantine, *Piyadase Asoka*, that is to say, about 250 years before the birth of Christ (Vide Lassen: Indische Alterthums-kunde) Besides, it is well-known that there was a wide-spread numerous Buddhistic Sect in the Asia Minor when Christ appeared; this sect was called the Essenes and to it is said to have belonged Jesus himself according to the best authorities on the Life of the Founder of Christianity. Thus it would not be very difficult to prove how Buddhism and Buddhist architecture penetrated through Alexandria on the Kaukasusa (Vide Lassen Indische Alterthums-kunde), Armenia and Byzantium into Moscow and Russia. Thus it appears to me that there is as yet little cause of despair on our part to have " more light " on the past history of our country. *We must in the first place diligently study what we have in our country and then what our neighbours near and far have to say about our great ancestors.* But it is incumbent on us to employ the first of these means. It is for us to begin to do for the past of our country what the whole of Europe has done for Greece and Italy. We cannot expect the Europeans take the same interest for us as they have done for Greece and Italy. To Greece and Italy they stand in quite peculiar relations—to them they owe the germs of almost all the civilising factors that have made modern Europe what she is to-day and not one of them could give a true account of her own history without taking into consideration the history of one or the other or of both. It is therefore chiefly on us that falls the duty of making researches into our Past and we should not be long in acknowledging and carrying it out as such. In this way there is every hope that we shall gradually arrive at quite distinct ideas about a past which is yet so dim and obscure—and we shall also have a History of India in the proper sense of the word, just as there is a Grote's History of Greece, Mommsen's History of Rome and Solovioff's History of Russia.

Nil Desperari !

I think I have written you enough for to-day. If I do not fatigue your patience,

I should be glad to address you such long letters now and then on our Indian Antiquities and other subjects more or less connected with India. I shall write in English or Bengali as I find it best. You make whatever use you desire of my correspondence. My object is to excite a general interest about Indian Antiquities, to communicate to you and through you to others what parallels and similarities I meet with in other races with our manners and institutions and the last, though not the least of it, is to have the delight of talking as it were with a friend whom I so highly esteem and whose ideal presence strengthens and elevates the solitary traveller in his aspirations after a Higher Life. Hoping this will find you all hale and hearty,

I remain very affectionately yours,

N. K Chattopadhyaya,

P. S.—A note on the Japanese: When in Petersburgh, I made the acquaintance of a few Japanese, some of them belonging to the Ambassade. The Secretary of the Ambassade had a name which could not but excite my curiosity, for it was neither more nor, less than my own prenomen: *Nisi*! When I asked him if his name had a meaning and he said it meant in the Japanese, the *West*, Abendland, Hesperos, Necht, Noch (B), Nui, Noce &c., all at once came up into my mind and I told him that his name meant *Night* in Sanskrit and that I had the honour to bear the same name with His Excellency!

One of them carried about a small idol-chapel so to say in his girdle. When he opened it, I saw our *Siddhartha* sitting on the expanding leaves of a Lotus in his usual posture of meditation cross-legged and the head inclined and directed towards the navel. I felt once more the influence of the Hindu Mind in a far far-off land!

সম্বাদ।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে সকলকে জ্ঞাত করিতেছি যে গত ২০ শে আশ্বিন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আদি ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যার্থ এককালীন দ্বিসহস্র টাকার নিম্নলিখিত নম্বরের দুই কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ দান করিয়াছেন। এক্ষণে ধর্ম্মসম্পর্কে দান অতি বিরল। এতদ্দেশীয় ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ এই সৎ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন ইহাই আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা।

১২৫১৭০ অব ১৮৬৫ অব ১ মে ১৮৬৫ নং এক কেতা ১০০০

১২৫১৭২ অব ১৮৬৫ অব ১ মে ১৮৬৫ নং এক কেতা ১০০০

২০০০

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

আগামী ৫ পৌষ রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার পর বসুহাটী ব্রাহ্মসমাজের ত্রয়োবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে।

আয় ব্যয়

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫১।

শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...		৯৬৪॥/১০
পূর্ব্বকার স্থিত			২৭৬৵ ৫
সমষ্টি	...	...	১২৪১।/১৫
ব্যয়	...	...	৯৮৯। ১৫
স্থিত	...	...	২৫২ /০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	৯৬। ১০
দান প্রাপ্তি।	
শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চৌধুরী রায় বাহাদুর	২৫
„ গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২০
„ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
„ নীলকমল মুখোপাধ্যায়	১০
„ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭
„ ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৫
„ মণিলাল মল্লিক	৪
„ রাজনারায়ণ বসু	৩
„ শ্যামলাল সুর	২
„ কানাইলাল পাইন	২
„ কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৵০
„ বনমালী চন্দ্র	১
	৯০৵০
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	৬৵১০
	৯৬।১০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা		...	৩৪৮/১০
পুস্তকালয়		...	৩৫৵ ৫
যন্ত্রালয়		...	৩৪০॥ ১৫
গচ্ছিত		...	১৪৪॥ ১০
সমষ্টি			৯৬৪॥/১০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	২৬০।৵১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা..		...	৩১৭॥ ৫
পুস্তকালয়	...	...	৯৫৵ ৫
যন্ত্রালয়	...	...	২৫১।৶১৫
গচ্ছিত	...	...	৬৪॥৶১৫
সমষ্টি			৯৮৯। ১৫

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

সম্বৎ ১৯৩৬। কলিগতাব্দ ৪৯৮১। ১ অগ্রহায়ণ সোমবার।

Registerd NO 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

দশম কল্প
দ্বিতীয় ভাগ

৪৪৯ সংখ্যা | পৌষ ব্রাহ্মসম্বৎ ৫১ | শক ১৮০২

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

তৃতীয় প্রপাঠক প্রারম্ভঃ। প্রথমঃ খণ্ডঃ।

অসৌ বা আদিত্যোদেবমধু। তস্য দ্যৌরেব তিরশ্চীনবংশোঽন্তরিক্ষমপূপো-মরীচয়ঃ পুত্রাঃ। ১

'অসৌ বা আদিত্যঃ দেবমধু' দেবানাং মোদনাম্মধ্বিব মধ্বসাবাদিত্যঃ। 'তস্য' মধুনঃ 'দ্যৌঃ এব' ভ্রমর-স্যেব মধুনঃ 'তিরশ্চীনবংশঃ' অসৌ বংশশ্চেতি তিরশ্চীনবংশঃ। তির্য্যগ্গতেব হি দ্যৌর্লক্ষ্যতে। 'অন্তরিক্ষং অপূপঃ' অন্তরিক্ষঞ্চ মধ্বপূপোহ্যাবংশে লগ্নঃ। 'মরীচয়ঃ' রশ্ময়ঃ রশ্মিস্থআপঃ 'পুত্রাঃ' ভ্রমরঃ পুত্রাইব লক্ষ্যন্তে ইতি পুত্রাঃ॥ ১

ঐ আদিত্য দেব-মধু। সেই দেব-মধুর দ্যুলোকই বক্র বংশ, অন্তরীক্ষ অপূপ এবং রশ্মিস্থ জল-সকল তাহার শাবক। ১

তস্য যে প্রাঞ্চোরশ্ময়স্তাএবাস্য প্রাচ্যো-মধুনাড্যঃ। ঋচএব মধুকৃতঃ ঋগ্বেদএব পুষ্পং তা অমৃতাআপঃ॥ ২

'তস্য' সবিতুর্মধ্বাশ্রয়স্য মধুনঃ 'যে প্রাঞ্চঃ' প্রাচ্যাং দিশি গতাঃ 'রশ্ময়ঃ' 'তাঃ এব অস্য' 'প্রাঞ্চঃ' প্রাগঞ্চনা-ন্মধুনোনাড্যঃ 'মধুনাড্যঃ' মধ্বাধারছিদ্রাণি। 'ঋচঃ এব' 'মধুকৃতঃ' মধুকুর্ব্বন্তীতি মধুকৃতঃ 'ঋগ্বেদঃ' ব্রাহ্মণ সমুদায়ঃ 'পুষ্পং' 'তাঃ অমৃতাঃ আপঃ'। ২

সেই মধুচক্ররূপী সূর্য্যের যে পূর্ব্বদিকস্থ রশ্মি সকল তাহারা ইহার পূর্ব্বদিকের মধু নাড়ী। ঋক্ মন্ত্র-সকল ইহার মধুকর, সমগ্র ঋগ্বেদই পুষ্প এবং অমৃত-সকল জল। ২

তাবা এতাঋচঃ এতমৃগ্বেদমভ্যতপং স্তস্যাভিতপ্তস্য যশস্তেজইন্দ্রিয়ং বীর্য্যমন্নাদ্যং রসোঽজায়ত। ৩

'তাঃ বা এতাঃ ঋচঃ' পুষ্পেভ্যো রসমাদদানাইব ভ্রমরাঋচঃ 'এতং ঋগ্বেদং' ঋগ্বেদবিহিতং কর্ম্ম পুষ্প স্থানীয়ং 'অভ্যতপন্' ঋগ্বেদস্য 'অভিতপ্তস্য' 'যশঃ তেজঃ ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যং' 'অন্নাদ্যং' অন্নঞ্চ তদাদ্যঞ্চ যেনোপযুজ্যমানেনাহন্যহনি দেবানাং স্থিতিঃ স্যাত্তদন্নাদ্যং 'রসঃ অজায়ত'। ৩

সেই এই ঋক সকল এই ঋগ্বেদকে আলোচনা করিল। এবং সেই আলোচিত ঋগ্বেদ হইতে যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়, বীর্য্য, আদি অন্ন এবং রস উৎপন্ন হইল। ৩

তদ্বাক্ষরত্তদাদিত্যমভিতোঽশ্রয়ত্তদ্বা এতদ্যদেতদাদিত্যস্য রোহিতং রূপং। ৪

'তৎ' যশ আদ্যন্নাদ্যপর্য্যন্তং 'বাক্ষরৎ' বিশেষেণাক্ষরৎ অগমৎ গত্বা চ 'তৎ আদিত্যং' 'অভিতঃ' পার্শ্বতঃ পূর্ব্বভাগং সবিতুঃ 'অশ্রয়ৎ' আশ্রিতবদিত্যর্থঃ। 'তৎ বৈ এতৎ যৎ' 'আদিত্যস্য' উদ্যতোদৃশ্যতে 'রোহিতং রূপং'। ৪

সেই যশ প্রভৃতি নিঃসৃত হইয়া সূর্য্যের পার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহাই এই আদিত্যের উদয়কালীন রোহিত রূপ। ৪

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

অথ যেঽস্য দক্ষিণা রশ্ময়স্তা এবাস্য দক্ষিণা মধুনাড্যো যজূংষ্যেব মধুকৃতো যজুর্ব্বেদ এব পুষ্পং তা অমৃতা আপঃ॥ ১

'অথ' 'যে অস্য দক্ষিণাঃ রশ্ময়ঃ' 'তাঃ এব অস্য দক্ষিণাঃ মধুনাড্যঃ'। 'যজূংষি এব' যজুর্ব্বেদবিহিতে কর্ম্মণি প্রযুজ্যমান 'মধুকৃতঃ' 'যজুর্ব্বেদঃ এব পুষ্পং' 'তাঃ' সোমাদ্যাঃ 'অমৃতাঃ আপঃ'। ১

আর ইহার যে সকল দক্ষিণ দিকের রশ্মি সে সকল ইহার দক্ষিণদিকস্থ মধু নাড়ী। যজুর্ম্মন্ত্র-সকল মধুকর। যজুর্ব্বেদ পুষ্প এবং তৎসম্বন্ধীয় সোমাদি-সকল জল। ১

তানি বা এতানি যজূংষ্যেতং যজুর্ব্বেদমভ্যতপংস্তস্যাভিতপ্তস্য যশস্তেজইন্দ্রিয়ং বীর্য্যমন্নাদ্যং রসোঽজায়ত। ২

'তানি বৈ এতানি যজূংষি এতং যজুর্ব্বেদং অভ্যতপন্' 'তস্য অভিতপ্তস্য যশঃ তেজঃ ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যং অন্নাদ্যঃ রসঃ অজায়ত'॥ ২

সেই এই যজুর্ম্মন্ত্র-সকল এই যজুর্ব্বেদকে আলোচনা করিল। সেই আলোচিত যজুর্ব্বেদ হইতে যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়, বীর্য্য, আদি অন্ন এবং রস উৎপন্ন হইল। ২

তদ্ব্যক্ষরত্তদাদিত্যমভিতোঽশ্রয়ত্তদ্বা এতদ্যদেতদাদিত্যস্য শুক্লং রূপং। ৩

'তৎ' যশ আদ্যন্নাদ্যপর্য্যন্তং 'ব্যক্ষরৎ' বিশেষেণাক্ষরৎ অগমৎ গত্বা চ 'তৎ আদিত্যং' 'অভিতঃ' পার্শ্বতঃ 'অশ্রয়ৎ' 'তৎ বৈ এতৎ যৎ এতৎ আদিত্যস্য শুক্লং রূপং'। ৩

সেই যশ প্রভৃতি নিঃসৃত হইয়া আদিত্যের পার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহাই ইহা যাহা এই আদিত্যের শুক্ল রূপ। ৩

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

অথ যেঽস্য প্রত্যঞ্চোরশ্ময়স্তা এবাস্য প্রতীচ্যো মধুনাড্যঃ সামান্যেব মধুকৃতঃ সামবেদ এব পুষ্পং তা অমৃতা আপঃ। ১

'অথ' 'যে অস্য প্রত্যঞ্চঃ রশ্ময়ঃ তাঃ এব অস্য প্রতীচ্যঃ মধুনাড্যঃ' 'সামানি এব মধুকৃতঃ' 'সামবেদঃ এব পুষ্পং' 'তাঃ অমৃতাঃ আপঃ'॥ ১

আর ইহার যে সকল পশ্চিম দিকস্থ রশ্মি সে সকল ইহার পশ্চিম দিকস্থ নাড়ী। সাম মন্ত্র সকল মধুকর। সাম বেদ পুষ্প এবং সোমাদি তাহার জল। ১

তানি হবা এতানি সামান্যেতং সামবেদমভ্যতপংস্তস্যাভিতপ্তস্য যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যমন্নাদ্যং রসোঽজায়ত। ২

'তানি হবৈ এতানি সামানি এতং সামবেদং অভ্যতপন্' 'তস্য অভিতপ্তস্য' 'যশঃ তেজঃ ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যং অন্নাদ্যং রসঃ অজায়ত'॥ ২

সেই এই সাম মন্ত্র-সকল সামবেদকে আলোচনা করিল। সেই আলোচিত সামবেদ হইতে যশ তেজ ইন্দ্রিয় বীর্য্য আদি অন্ন এবং রস উৎপন্ন হইল। ২

তদ্ব্যক্ষরত্তদাদিত্যমভিতোঽশ্রয়ত্তদ্বা এতদ্যদেতদাদিত্যস্য কৃষ্ণং রূপং। ৩

'তৎ ব্যক্ষরৎ' 'তৎ আদিত্যং অভিতঃ অশ্রয়ৎ' 'তৎ বৈ এতৎ যৎ এতৎ আদিত্যস্য কৃষ্ণং রূপং'। ৩

সেই যশ প্রভৃতি নিঃসৃত হইয়া আদিত্যের পার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহাই ইহা যাহা এই আদিত্যের কৃষ্ণ রূপ। ৩

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

অথ যেঽস্যোদঞ্চোরশ্ময়স্তাএবাস্যোদীচ্যোমধুনাড্যোঽথর্ব্বাঙ্গিরসএব মধুকৃতইতিহাস পুরাণং পুষ্পং তাঅমৃতাআপঃ। ১

'অথ যে অস্য উদঞ্চ রশ্ময়ঃ' তাঃ এব অস্য উদীচ্যঃ মধুনাড্যঃ' 'অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ এব মধুকৃতঃ' 'ইতিহাস পুরাণং পুষ্পং' 'তাঃ অমৃতাঃ আপঃ' ॥ ১

আর যে সকল ইহার উত্তরস্থ রশ্মি তাহাই ইহার উত্তর দিকের মধুনাড়ী। অথর্ব্বাঙ্গিরস ইহার মধুকর। ইতিহাস পুরাণ তাহার পুষ্প। তাহার সোমাদি জল। ১

তেবাএতেঽথর্ব্বাঙ্গিরসএতদিতিহাসপুরাণমভ্যতপংস্তস্যাভিতপ্তস্য যশস্তেজইন্দ্রিয়ং বীর্য্যমন্নাদ্যং রসোঽজায়ত ॥ ২

'তে বৈ এতে অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ' এতৎ ইতিহাস পুরাণং অভ্যতপন্' তস্য অভিতপ্তস্য যশঃ তেজঃ ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যং অন্নাদ্যং রসঃ অজায়ত'। ২

সেই এই অথর্ব্বাঙ্গিরস এই ইতিহাস পুরাণকে আলোচনা করিল। সেই আলোচিত ইতিহাস পুরাণ হইতে যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়, বীর্য্য, আদি অন্ন এবং রস উৎপন্ন হইল। ২

তদ্বাক্ষরত্তদাদিত্যমভিতোঽশ্রয়ত্তদ্বাএতদ্যদেতদাদিত্যস্য পরঃ কৃষ্ণং রূপং। ৩

'তৎ বাক্ষরৎ' 'তৎ আদিত্যং অভিতঃ অশ্রয়ৎ' 'তৎ বৈ এতৎ যৎ এতৎ আদিত্যস্য পরঃ কৃষ্ণং রূপং'।৩

সেই যশ প্রভৃতি নিঃসৃত হইয়া আদিত্যের পার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ করিল তাহাই ইহা যাহা এই আদিত্যের কৃষ্ণ রূপ। ৩

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

অথ যেঽস্যোর্দ্ধা রশ্ময়স্তা এবাস্যোর্দ্ধামধুনাড্যোগুহ্যাএবাদেশামধুকৃতোব্রহ্মৈব পুষ্পং তা অমৃতাআপঃ। ১

অথ যে অস্য ঊর্দ্ধাঃ রশ্ময়ঃ' 'তাঃ এব অস্য ঊর্দ্ধমধুনাড্যঃ' 'গুহ্যাঃ' গোপ্যাঃ রহস্যাঃ 'এব আদেশাঃ' লোকদ্বারীয়াদি বিধয়ঃ 'মধুকৃতঃ' 'ব্রহ্ম এব' শব্দাধিকারাৎ প্রণবাখ্যং 'পুষ্পং' 'তাঃ অমৃতাঃ আপঃ' ॥ ১

আর ইহার যে ঊর্দ্ধ রশ্মি সকল তাহা ইহার ঊর্দ্ধ মধুনাড়ী। গুহ্য আদেশ-সকল ইহার মধুকর। ব্রহ্মাখ্য ওঁকার পুষ্প। তাহার সোমাদি জল। ১

তেবাএতে গুহ্যাআদেশাএতদ্ব্রহ্মাভ্যতপংস্তস্যাভিতপ্তস্য যশইন্দ্রিয়ং বীর্য্যমন্নাদ্যং রসোঽজায়ত। ২

'তে বা এতে গুহ্যাঃ আদেশাঃ এতৎ ব্রহ্ম অভ্যতপন্ তস্য অভিতপ্তস্য যশঃ ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যং অন্নাদ্যং রসঃ অজায়ত'। ২

সেই এই গুহ্য আদেশ-সকল এই ব্রহ্মকে আলোচনা করিল। সেই আলোচিত ব্রহ্ম হইতে যশ, ইন্দ্রিয়, বীর্য্য, আদি অন্ন এবং রস উৎপন্ন হইল। ২

তদ্বাক্ষরত্তদাদিত্যমভিতোঽশ্রয়ত্তদ্বাএতদ্যদেতদাদিত্যস্য মধ্যে ক্ষোভতইব। ৩

'তৎ বাক্ষরৎ' 'তৎ আদিত্যং অভিতঃ অশ্রয়ৎ' 'তৎবৈ এতৎ যৎ এতৎ আদিত্যস্য মধ্যে' 'ক্ষোভতঃ ইব' সমাহিতদৃষ্টের্দৃশ্যতে সঞ্চলতীব। ৩

সেই যশ প্রভৃতি নিঃসৃত হইয়া আদিত্যের পার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহাই ইহা যাহা এই আদিত্যের মধ্যে জ্যোতি-চাঞ্চল্য। ৩

তেবা এতে রসানাং রসাবেদাহি রসাস্তেষামেতে রসাস্তানি বা এতান্যমৃতানামমৃতানি বেদাহ্যমৃতাস্তেষামেতান্যমৃতানি। ৪

'তে বা এতে' যথোক্তা রোহিতাদিরূপবিশেষাঃ 'রসানাং রসাঃ'। 'বেদাঃ হি রসাঃ' 'তেষাং' রসানাং 'রসাঃ' অত্যন্তসারভূতাঃ। 'তানি বা এতানি অমৃতানাং অমৃতানি'। 'বেদাঃ হি অমৃতাঃ' 'তেষাং' বেদানাং 'এতানি অমৃতানি' ॥ ৪

সেই এই রোহিতাদি রূপ সকল রসের রস। কেননা বেদ সকল রস এবং ইহারা সেই বেদের রস। সেই রোহিতাদি রূপ সকল অমৃতের অমৃত। কেন না বেদ সকল অমৃত এবং সেই বেদ-রূপ অমৃতের ইহারা অমৃত। ৪

তুমি ভবেশ শঙ্কর, দেব মহেশ্বর
ও পরাৎপর, নমস্তে,
তুমি ত্রিলোক কারণ, ত্রিলোক পালন
ত্রিলোক তারণ, নমস্তে,
তুমি গতিহীন গতি, স্বর্গ মর্ত্ত্য পতি
ব্রহ্ম শুদ্ধমতি, নমস্তে,
তুমি সুদান আশ্রয়, পরম শুভালয়
পূর্ণ মঙ্গলময়, নমস্তে।

মনন।

তরবোপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনোযস্য মননেন হি জীবতি॥

যোগবাশিষ্ঠ।

তরু সকল জীবন ধারণ করে, মৃগ পক্ষিরাও জীবন ধারণ করে কিন্তু যাঁহার মন ব্রহ্ম-স্বরূপ-চিন্তনে অনুরক্ত, সেই ব্যক্তিই যথার্থ জীবিত।

দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ের আলোচনার নাম মনন। ঈশ্বরের জ্ঞান-প্রীতি মঙ্গল-ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল করিবার জন্য মনন-ক্রিয়া যার-পর-নাই আবশ্যক। মনন দ্বারা দর্শন ও শ্রবণ-জ্ঞান পরিণত হয় এবং তাহা অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে। বিশ্ব-কার্য্যে বিশ্বাধিপতির জ্ঞান-শক্তি-মহিমা সন্দর্শন করিয়া এবং আচার্য্যগণ সন্নিধানে তাঁহার মহিমা-প্রতিপাদক বাক্য-সকল শ্রবণ করিয়া, তাহা মনন না করিলে দর্শন ও শ্রবণ-জ্ঞান পরিপক্ক হয় না। ছাত্র যেমন বিদ্যালয়ে পাঠ্য-বিষয়ের অভিনয় দেখিয়া, অধ্যাপকের নিকটে উপদেশাদি শ্রবণ করিয়া যদি সে তাহা মনে মনে আলোচনা না করে, তাহা হইলে যেমন তাহার অধীত-জ্ঞান জন্মে না, তেমনই সাধক দৃষ্ট ও শ্রুত-বিষয়-সকল অনন্যমনা হইয়া চিন্তা না করিলে দর্শন ও শ্রবণ জ্ঞান স্থায়ী হয় না।

বিশালবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সকলেরই সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে, জগতের শোভা-সৌন্দর্য্য, কৌশল-কলাপ সর্ব্বত্রই দেদীপ্যমান রহিয়াছে, ভৌতিক ঘটনাবলী সকলেরই চক্ষুর সমক্ষে প্রতিনিয়ত সংঘটিত হইতেছে কিন্তু লোকে কেবল উদাসীন ভাবে জগৎ দর্শন করে বলিয়া ঈশ্বরের জ্ঞানশক্তি মহিমা—তাঁহার জাগ্রৎ জীবন্ত-সত্ত্বা সর্ব্বক্ষণ প্রতীতি করিতে সমর্থ হয় না। ধর্ম্ম-মন্দিরে—আচার্য্য সন্নিধানে লোকে উদাসীন ভাবে প্রতিনিয়ত তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণ করে বলিয়া তাঁহাতে চিত্ত অনুরক্ত হইতে পারে না। দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়, শান্ত সমাহিত-হৃদয়ে মনন করে না বলিয়াই তাহা হইতে কোন স্থায়ী ফল লব্ধ হয় না। যে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি জগদ্দর্পণে ঈশ্বরের জ্ঞান-কৌশলাদি দর্শন এবং আচার্য্যসন্নিধানে তাঁহার স্নেহ-করুণার কথা শ্রবণ করেন, তিনিও যদি দর্শন ও শ্রবণান্তে তাহা চিন্তা ও মনন না করেন, তাহা হইলে তাঁহার হৃদয় মন ঈশ্বরের প্রতি চিরানুরক্ত হয় না; তাঁহার আত্মাও সর্ব্বক্ষণ ব্রহ্মামৃত-রসে সিক্ত থাকে না। তিনি দর্শন-সময়েই ব্রহ্মদর্শী, শ্রবণ-কালেই সাধু, তাহা হইতে বিচ্যুত হইলেই তিনি এক-প্রকার উদাসীন ও বিষয়ী হইয়া পড়েন। এক দিনের জল-প্লাবনে যেমন ফল-শস্য উৎপন্ন হয় না, তেমনই ক্ষণকালের ধর্ম্ম-উচ্ছাসেও সাধকের অনন্ত ফল লব্ধ হয় না। কিন্তু যিনি চিন্তাশীল ও মননশীল, সকল-সময়েই তাঁহার হৃদয়ের ভাব ও আত্মার প্রকৃতি একই প্রকার। দর্শন-সময়ে তাঁহার চক্ষু, ঈশ্বরকেই দর্শন করে; শ্রবণ-কালে তাঁহারই মাহাত্ম্য তাঁহার কর্ণ-গোচর হয়; মনন-সময়ে সেই পরব্রহ্মের সত্য-সুন্দর-মঙ্গল-ভাব উজ্জ্বলতর-রূপে অন্তরে প্রকাশিত হইয়া তাঁহার আ-

আকে আশা-আনন্দে পূর্ণ করিতে থাকে। তিনি অন্তরে বাহিরে ঈশ্বরের জাজ্বল্যতর প্রকাশ সন্দর্শন করিয়া, পাপ-তাপ ভয়-শোক হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্র জীবন বহন করিতে থাকেন। অতএব কদাচ ব্রহ্ম-লাভের এই মহত্তর সাধন-অঙ্গের প্রতি উপেক্ষা ও অনাদর করিবে না; সর্ব্বদা নিরলস হইয়া, তম্মনা—একাগ্রমনা হইয়া ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি মহিমা মনন করিবে।

নিদিধ্যাসন।

স্বানুভূতেঃ সুশাস্ত্রস্য গুরোশ্চৈবৈকবাক্যতা।
যস্যাভ্যাসেন তেনাত্মা সংততেনাবলোক্যতে॥

যোগবাশিষ্ঠ।

ব্রহ্ম-বোধক সুশাস্ত্র সন্দর্শন এবং গুরু-বাক্য শ্রবণ, যিনি মনন দ্বারা একতা সম্পাদন-পূর্ব্বক নিরন্তর ব্রহ্মজ্ঞান অভ্যাস করেন, তিনিই পরমাত্মাকে দর্শন করেন।

ঈশ্বরের সত্ত্বাতে নিঃসংশয় হওয়ার নামই নিদিধ্যাসন। বাহ্য জগতে তাঁহার জ্ঞান শক্তি উপলব্ধি করিয়া আচার্য্য-সন্নিধানে তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবন করিয়া সেই সকল পুনঃ পুনঃ আলোচনা পূর্ব্বক মনন করিলে তাঁহাতে অটল নির্ভর, ঐকান্তিক নিষ্ঠা উপস্থিত হয় এবং তাঁহার সত্ত্বাতে নিঃসংশয় হওয়া যায়। যিনি আমারদের স্রষ্টা পাতা ও আশ্রয়-দাতা, যিনি ইহকাল পরকালের একমাত্র রক্ষক, যিনি আমারদের সম্পদের সহায়, বিপদের কাণ্ডারী, যিনি পাপের শাস্তা, পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া এখানে বিচরণ করিতেছি, যাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া অনন্ত কাল জ্ঞান-প্রেমে, শান্তি-মঙ্গলে উন্নত হইয়া যাঁহার সেবা করিব; তাঁর সত্ত্বাতে যদি নিঃসংশয় হইতে না পারি, তবে বিদ্যা-বুদ্ধি, শিক্ষা-সাধন সকলই নিষ্ফল। ঈশ্বরের সত্ত্বাতে নিঃসংশয় হওয়াই সাধন তপস্যার শেষ-পুরস্কার।

অনেকেই বিশ্ব-কৌশলে তাঁহার জ্ঞান-শক্তি প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করেন, অনেকেই বিষয়-বিশেষে তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, বহুলোকেই তাঁহার জগৎক্রিয়া পর্য্যালোচনা-পূর্ব্বক তাঁহার মনন করেন কিন্তু তাঁহার সত্য-সুন্দর মঙ্গল স্বরূপে অকৃত্রিম আন্তরিক নির্ভর——তাঁর স্বরূপ-সত্ত্বাতে অটল-বিশ্বাস অনেকেরই দৃষ্ট হয় না। যখন সম্পদের সুখাবহ হিল্লোলে শরীর মন শীতল হইতে থাকে; যখন লোক স্বচ্ছন্দরূপে অবাধে স্বাস্থ্যসুখ উপভোগ করে, যখন প্রাকৃতিক নিরুপদ্রব অবস্থায় অবস্থান করিতে থাকে, তখন অনেকেই ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপের ব্যাখ্যা করে। কিন্তু যখন ভৌতিক বিপ্লবে দেশ-বিশেষ উচ্ছিন্ন হয়, যখন সমুদ্র-উচ্ছ্বাসে বা আগ্নেয় গিরির অগ্নি উদগীরণে নগর গ্রাম বিনষ্ট হইতে থাকে, যখন মহামারী প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া লোকের স্বাস্থ্যসম্পদ গ্রাস করিতে আরম্ভ করে, যখন নব দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইয়া লোকের আশা-যষ্টি ভগ্ন করিয়া দেয়, তখন কত ক্ষীণ বিশ্বাসী মনুষ্যকে তাঁহার সত্ত্বা স্বরূপে সংশয় প্রকাশ করিতে দেখা যায়। মনুষ্যের পক্ষে ইহা সামান্য কলঙ্ক নহে!

মনুষ্য আপনার পাপ-মোহ—আপনার ক্ষুদ্রত্ব লঘুত্ব এবং অপূর্ণত্ব আপনি প্রতীতি করিতে না পারিয়া আপনার অজ্ঞতা আপনি না বুঝিয়া সেই মহান্ ঈশ্বরে—সেই অনন্ত মঙ্গল-স্বরূপে দোষারোপ করে। ইহা কেবল শিক্ষা-সাধনেরই দোষ।

পিতা মাতার অকৃত্রিম স্নেহ যখন সন্তানের সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়, তখন সুখ-দুঃখে, সম্পদ-বিপদে, স্নেহ-তাড়নাও তাঁহার-

দিগকে স্নেহ-প্রেম-পূর্ণ বলিয়াই বিশ্বাস করিয়া থাকে। সুখের সময় তাঁহারদেরই শীতল ক্রোড়ে যাইয়া আরাম পায়, দুঃখের সময় তাঁহারদেরই মুখচ্ছবি সন্দর্শন করিয়া শান্তি-লাভ করে। তাঁহারদের সহবাসেই সম্পদ-সুখ দ্বিগুণিত চতুর্গুণিতরূপে সম্ভোগ করে, বিপদ-কালে তাঁহারদেরই সান্ত্বনা-বাক্যে সে সুখী হয়। ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল, সৎ-কার্য্যের পুরস্কার যখন মাতা বিধান করেন, তখন যেমন তাঁহার স্নেহ করুণা সে প্রত্যক্ষ প্রতীতি করিয়া আনন্দ অনুভব করে, আবার যখন রোগের ঔষধ, দুষ্কর্ম্মের দণ্ড মাতা প্রদান করেন, তখনও সে অবনত ভাবে তাহা গ্রহণ করত কষ্ট-ক্লেশ, জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য মাতারই স্নেহময় ক্রোড়ে ধাবিত হয়। মাতার প্রতি সন্তানের যেরূপ নির্ভর, পরম মাতা পরমেশ্বরের প্রতি মনুষ্যের সে প্রকার নিষ্ঠা কোথায়? মাতা যে কখন বিষ-প্রয়োগ করিতে পারেন, সন্তান তাহা কখনও স্বপ্নেও বিশ্বাস করিতে পারে না; কিন্তু যে অনন্ত মঙ্গলের কণামাত্র স্নেহ করুণা পিতা-মাতা প্রাপ্ত হইয়া এই মর্ত্ত্য-লোকে এত পূজার্হ হইয়াছেন, সেই স্নেহ-প্রেম, শান্তি-মঙ্গলের অনন্ত-আধার সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের প্রতি মনুষ্য সংশয় ও সঙ্কোচ-ভাব প্রকাশ করে। সময়-বিশেষে, অবস্থা-বিশেষে তাঁহার অনন্ত মঙ্গলভাবে সন্দিহান হইয়া থাকে। আশ্চর্য্য! ঈশ্বরকে মনুষ্য পিতা-মাতার পদবীতেও প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন না! একবার সে চিন্তাও করে না, যে পৃথিবীতে আমরা যে সকল স্নেহ প্রেম, শান্তি-মঙ্গল লাভ করিতেছি, এ সকলের আকর-স্থান কোথায়? কোন্ অশেষ মঙ্গল-উৎস হইতে অহর্নিশি সে সকল শতধা বহুধা হইয়া নিঃসৃত হওত আমারদের হৃদয় মনকে শীতল করিতেছে; বিভিন্ন-প্রকৃতি মনুষ্যগণকে সুদৃঢ় প্রীতির বন্ধনে বদ্ধ করত এক এক পরিবারে—এক একটী জাতিতে পরিণত করিয়া কল্যাণ-পথে লইয়া যাইতেছে? জগৎ দর্পণে এই সকল নিগূঢ় বিষয় দর্শন করিয়া, আচার্য্য-মুখে এই সকল অনুপম তত্ত্ব শ্রবণ করত তাহা পুনঃ পুনঃ স্মরণ মনন পূর্ব্বক পরব্রহ্মের সত্ত্বা-স্বরূপে নিঃসংশয় হইয়া তাঁহাতে আত্ম সমাধান করিবে। ইহাই নিদিধ্যাসন। ইহারই দ্বারা মনুষ্য ঈশ্বরের সহিত যুক্তমনা, যুক্তাত্মা হইয়া থাকে। ইহারই দ্বারা তাঁহাতে আত্ম-সংস্থান পূর্ব্বক মনুষ্য এই ভয়াবহ সংসারে শোক তাপ উদ্বেগ ও আকুলতাশূন্য হইয়া চির শান্তি লাভ করে। এই নিদিধ্যাসন-প্রভাবেই সাধক, দুঃখ-দুর্দ্দৈব, অশান্তি অমঙ্গল, রোগ শোক, জরা মৃত্যুর মধ্যে ঈশ্বরের অভয় মঙ্গল-হস্ত দেখিয়া নিরুদ্বেগে দিন-পাত করে—তাঁহারই মাতৃ-স্নেহ, দয়া বাৎসল্য নিরীক্ষণ করত অসঙ্কুচিত চিত্তে তাঁহাকে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে থাকে।

"যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যে নিরুক্তেঽনিল-
য়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে।
অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি।

"যৎকালে সাধক এই অদৃশ্য নিরবয়ব অনির্ব্বচনীয়, নিরাধার পরব্রহ্মে নির্ভয়ে স্থিতি করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হয়েন।"

শঙ্করাচার্য্যের জীবনী।

৪৪৮ সংখ্যক পত্রিকার ১৫৭ পৃষ্ঠার পর।

তৎপরে ঘোরতর শৈব নীলকণ্ঠের সহিত শঙ্করাচার্য্যের ভয়ানক বিবাদ ও বিচার হয়। অবশেষে নীলকণ্ঠ পরাজিত হইয়া অদ্বৈত-মত গ্রহণ করিলেন। নীলকণ্ঠের পরাজয়

সংবাদ শ্রবণে উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির হৃদয়ে ভীতিসঞ্চার হইল। তদনন্তর শঙ্করাচার্য্য দ্বারবতীনগরে গমন করিলেন এবং তত্রত্য পাঞ্চরাত্র প্রভৃতি বৈষ্ণবগণকে পরাস্ত করিয়া স্বমতে আনয়ন করিলেন। তথা হইতে তিনি অবন্তীনগরে যাত্রা করিলেন এবং সে স্থানে প্রথিতনামা দ্বৈতবাদী ভাস্করাচার্য্যকে বিচারে পরাস্ত করিলেন। ভাস্করাচার্য্য শিষ্যবর্গ সহিত অদ্বৈত মত স্বীকার করিলেন। তদনন্তর তত্রত্য জৈনদিগকে স্ববশে ও স্বমতে আনয়ন করিয়া শঙ্করাচার্য্য নৈমিষ দেশে গমন করিয়া তদ্দেশস্থ পণ্ডিতবর্গকে জয় করিলেন এবং অবশেষে নৈয়ায়িকশ্রেষ্ঠ শ্রীহর্ষমিশ্রকে পরাজিত করিলেন। পরে শিষ্যসঙ্গে সকল দেশ জয় করিতে করিতে শঙ্করাচার্য্য কামরূপে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে শক্তিমতাবলম্বী অভিনবগুপ্তকে পরাজিত করিয়া, অঙ্গ প্রভৃতি দেশে পণ্ডিতগণকে জয়করণানন্তর গৌড়দেশে গমন করিলেন। তথায় বিখ্যাত মীমাংসাশাস্ত্রপারগ মুরারিমিশ্র এবং ন্যায়শাস্ত্রকোবিদ উদয়নাচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের নিকটে পরাজিত হইয়া বেদান্তমত গ্রহণ করিলেন। এইরূপে শাঙ্করমতের প্রকাশে অন্যান্য দ্বৈতমত সকল এককালে বিলুপ্ত হইয়া গেল এবং বেদান্তমত সর্ব্বত্র আদরণীয় হইতে লাগিল। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধি করিলেন এবং আপনাকে কৃতকার্য্য দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার ভগন্দর-রোগ জন্মে কিন্তু তিনি শরীরকে তুচ্ছ করিয়া উহার প্রতিবিধানের কোন চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার শিষ্যেরা নানাবিধ চিকিৎসা দ্বারা উহার কিছুই করিতে পারিলেন না। অবশেষে পদ্মপাদ সিদ্ধমন্ত্র জপ দ্বারা উহার আরোগ্য সাধন করিলেন। ইহার পর শঙ্করাচার্য্য গৌরপাদ স্বামীর সহিত সমাগত হয়েন। গৌরপাদ স্বামী তাঁহার গুরু; শঙ্করাচার্য্য মাণ্ডুক্য উপনিষদের ভাষ্য করিয়াছেন শুনিয়া তাহা দেখিতে আসিয়াছিলেন। গৌরপাদ মাণ্ডুক্য উপনিষদের এক অদ্ভুত বার্ত্তিকের রচয়িতা। শঙ্কর গুরুর এই অভিলাষ এবং এতদূর কৃপা দর্শন করিয়া নিজকৃত মাণ্ডুক্য উপনিষদের ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র, গীতা এবং অন্যান্য উপনিষদের ভাষ্য গুরুকে শ্রবণ করাইলেন। গৌরপাদ স্বামী সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া শঙ্করকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর শঙ্করাচার্য্য শিষ্যগণ সহিত কাশ্মীরমণ্ডলে গমন করেন। তথায় কাণাদ, নৈয়ায়িক, কাপিল, সৌগত, জৈন, জৈমিনীয় প্রভৃতি বিবিধ মতাবলম্বীদিগের সহিত তাঁহার তুমুল বিচার হয়। কিন্তু তিনি সকলকে পরাস্ত করিয়া বিদ্যাভদ্রাসন নামক পীঠে আরোহণ করেন। রাজতরঙ্গিণীতে এ ঘটনার উল্লেখ আছে তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কাশ্মীরে অদ্বৈত মত প্রচার করিয়া তিনি শৃঙ্গপর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন এবং তথায় এক বৎসর বাস করিয়া বদরীকাননে যাত্রা করিলেন। সেস্থানে মহর্ষিদিগের সহিত অদ্বৈত মত লইয়া নানাবিধ আলাপ করিতেন। এইরূপে শঙ্করাচার্য্যের বত্রিশ বৎসর পূর্ণ হইল এবং ব্রহ্মাদি দেববৃন্দ তাঁহাকে কৈলাসে আনয়ন করিবার জন্য তাঁহার সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন। তখন শঙ্করাচার্য্য ভৌতিক শরীর পরিত্যাগ করিয়া স্বদেহ প্রাপ্ত হইলেন এবং সগণে কৈলাসে গমন করিলেন।

পাঠকগণ এক্ষণে শঙ্করবিজয় এবং শঙ্করদিগ্বিজয় এই দুই গ্রন্থের বৃত্তান্ত তুলনা করিয়া দেখিবেন, তাহা হইলেই আমরা পূর্ব্বে গ্রন্থদ্বয় বিষয়ে যে মত প্রকাশ করি-

য়াছিলাম তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। মাধবাচার্য্য এবং তদনুসারে সদানন্দ শঙ্কর-জীবনী যতদূর রঞ্জিত করিতে পারিয়াছেন তাহা করিতে সাধ্যমত ত্রুটি করেন নাই। তাঁহাদের বর্ণনার অনেক স্থল অনুধাবন করিয়া দেখিলে পরস্পর-বিরুদ্ধ এবং অসঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। আনন্দগিরি শঙ্করের প্রিয়শিষ্য এবং বরাবর তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তিনি অনেক বিষয় জানিতেন না আর পরবর্ত্তী গ্রন্থকারেরা তাহা জানিলেন ইহাই বড় আশ্চর্য্য। আমরা উভয় মতেরই সারাংশ মাত্র বিবৃত করিয়াছি। সম্পূর্ণ রূপে বিবৃত করিলে ত দিগ্বিজয় ও দিগ্বিজয়সারের উপর পাঠকের কি প্রকার আস্থা থাকিত তাহা বলিতে পারি না।

আমরা এক্ষণে শঙ্করাচার্য্যের চরিত্র সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। শঙ্করাচার্য্য অসাধারণ-বুদ্ধি-শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন। তিনি অতি অল্প বয়সে নানাশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া ভারতের সমাজে ধর্ম্ম-বিপ্লব নাশ করিতে নিযুক্ত হয়েন। তিনি জন্মগ্রহণ না করিলে ভারতবর্ষের অবস্থা যে কি রূপে পরিণত হইত তাহা চিন্তার অতীত। তিনি সমাজকে রক্ষা না করিলে সমাজ রসাতলে যাইত এবং ধর্ম্মের মহিমা অধঃপাতিত হইত। তিনি সমাজের পরিত্রাতা, ভারতের ধর্ম্মবীর এবং নাস্তিকগণের ত্রাস। তাঁহার দিগ্বিজয় রামায়ণের বা মহাভারতের দিগ্বিজয় নহে ইহা সমগ্র ভারতের ধর্ম্মসংস্কার, সমগ্র ভারতের নাস্তিকতা নিবারণ এবং সমস্ত ভারতে শুদ্ধ অদ্বৈত মতের প্রচার। তাঁহার শুদ্ধ অদ্বৈত মত ইদানীং ভারতের অনেকত্র প্রচলিত নাই বটে, কিন্তু ভারতের এমন কোন আর্য্যধর্ম্ম নাই যাহা শঙ্করের অদ্বৈত মতের কিছু না কিছু গ্রহণ করিয়াছে। ভারতের সর্ব্বধর্ম্মে তিনি তাঁহার মতের মুদ্রা অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। ভারতের কোন ধর্ম্মাবলম্বী বলিতে পারিবেন না যে তিনি শঙ্করাচার্য্যের ধার ধারেন না। কেবল বঙ্গদেশীয় নৈয়ায়িকগণ অনেক পরিমাণে তাঁহা হইতে স্বাধীন আছেন।

তাঁহার দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্য কি ছিল? কেহ কেহ বলেন তাঁহার মন অতি অনুদার, অতি সঙ্কীর্ণ ছিল। তিনি কেবল ব্রাহ্মণদিগের সংস্কারে ব্যস্ত ছিলেন। অন্যান্য জাতিদিগের জন্য কিছুই ভাবিতেন না। কাপালিক-সংবাদে আমরা শঙ্করবিজয় হইতে একটি স্থল উদ্ধৃত করিয়াছিলাম তাহা বোধ হয় পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে। তথায় তিনি বলিয়াছিলেন যে দুষ্ট ব্রাহ্মণ দমন তাঁহার উদ্দেশ্য, সমাজের অন্যান্য জাতিরা ব্রাহ্মণদিগের অনুসরণ করিবে। ইহা দ্বারা এমন বুঝায় না যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন জাতিদিগের ধর্ম্ম-সংস্কার তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। এবং ইহাও বলা যায় না যে তাঁহার মন শাক্যসিংহের মনের ন্যায় প্রশস্ত ছিল। শাক্যসিংহের সমাজ-সংস্কারের প্রধান কারণ ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচার ও অন্যায় একাধিপত্য; কিন্তু শঙ্করের সমাজ-সংস্কারের কারণ ধর্ম্মসম্বন্ধে নানা মত প্রচার এবং ব্রাহ্মণদিগের ভ্রষ্টাচার। তাঁহার সংস্কার বেদ উপনিষৎ বজায় রাখিয়া; বুদ্ধের সংস্কার বেদাদি শাস্ত্র রসাতলে দিয়া। এক জন যেন ব্রাহ্মণদিগের উপর চটিয়া সংস্কারক হয়েন, অপর একজন ব্রাহ্মণদিগের ভ্রষ্টাচারে দুঃখিত ও চিন্তিত হইয়া সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। শঙ্করাচার্য্যের সংস্কার অল্পায়ত নহে, কিন্তু অল্পের মধ্য দিয়া লোকায়ত। যাহা হউক তিনি ভারতবর্ষের বিস্তর উপকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সংস্কার না হইলে

আজ ভারতে বোধ হয় হিন্দুধর্ম্মের গন্ধও থাকিত না। তাঁহার দিগ্বিজয় কি প্রকারে হইয়াছিল? বহু সংখ্যক শিষ্যগণ সহিত তিনি দিগ্বিজয় করিতে বহির্গত হইয়াছিলেন। বোধ হয় অনেক স্থলে বলপ্রয়োগ দ্বারা পরপক্ষ নিরস্ত করিতেন। শঙ্করবিজয়ে দুই স্থলে বলপ্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কাপালিক-সমাগমে এবং ব্যাস-শঙ্কর-সংবাদে। দিগ্বিজয়সারে কাপালিকদিগের সহিত সুধন্বা নৃপতির বাস্তবিক যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। ব্যাসের প্রতি উক্তরূপ ব্যবহার শঙ্করাচার্য্যের অত্যন্ত অনুচিত হইয়াছিল। আমাদের এরূপ বিশ্বাস যে তিনি অনেক স্থলে বলপ্রয়োগ করিতেন নতুবা তিন চারি সহস্র শিষ্য সঙ্গে লইয়া যাইবার আবশ্যকতা কি? ছলে, বলে, কৌশলে, যেরূপে পারিতেন সেই রূপেই পরপক্ষ নিরস্ত করিতেন। কিন্তু তাঁহার সর্ব্ব শাস্ত্র নখদর্পণ ছিল, কখন তর্ক করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কি আর্য্য, কি বৌদ্ধ, কি জৈন, কি কাপালিক সকল সম্প্রদায়ের শাস্ত্রই তাঁহার সম্যক্ অভ্যস্ত ছিল। আর তিনি এত বিশদ ভাবে নিজ মত প্রকটন ও বিপক্ষ মত খণ্ডন করিতেন যে তাঁহাতে তাঁহার বিপক্ষেরা তাঁহার প্রতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শ্রদ্ধা করিত। বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে তিনি সাংখ্যাদি যে সকল মত নিরসন করিয়াছেন, তাহা সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অনায়াসে বুঝিতে পারেন। তাঁহার রচনা অতিশয় প্রাঞ্জল, সরস এবং হৃদয়গ্রাহী। তাঁহার শিষ্যগণও তাঁহার রচনা-প্রণালী শিক্ষা করিয়াছিলেন। যদ্যপি তিনি আর কোন কার্য্য না করিয়া কেবল শারীরক ভাষ্য লিখিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিত। যত দিন ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্মের লেশমাত্র এবং সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা থাকিবে তত দিন শঙ্করাচার্য্যের নাম কখন ভারত হইতে বিস্মৃত বা বিলুপ্ত হইবে না।

আমরা আর একটি প্রস্তাবে তাঁহার অদ্বৈতমত এবং ইউরোপীয় দুই জন দার্শনিকের মতের সহিত উহার তুলনা করিব।

ক্রমশঃ।

সঙ্গীত।

বিভুহে,
তোমারি আদেশে আজি বসন্ত উদয়,
মলয় ছাড়িয়ে বায়ু মধুর প্রবাহে বয়।
তোমারি আদেশে শশী, তারকা মাঝারে বসি
ঢালিছে জোছনা রাশি মধুর সুষমাময়,
শোভাতে অসমতুল, ফুটেছে কতই ফুল
বিহঙ্গের গানে গানে ধ্বনিত নিকুঞ্জ চয়।
না জানি তুমি হে তবে, কতই সুন্দর হবে
দেখিতে ব্যাকুল ওহে দেখা দেও দয়াময়।

মানস নয়ন মেলি চাহিয়ে হৃদয় পানে,
পেয়েছি তোমার দেখা তোমার করুণা গুণে।
অতুল আনন্দ ভাসে, চৌদিকে প্রকৃতি হাসে
অভিভূত মনঃপ্রাণ তব প্রেম সুধা পানে।
চাহি না বিষয় সুখ, তুচ্ছ সংসারের দুখ
নিলীন থাকিব নাথ তোমারি অমোঘ ধ্যানে।

ওহে জগ জন পাতা, শোক তাপ শান্তি দাতা
কৃপানেত্রে চাহ প্রভু ভক্ত জন প্রতি,
দীনবন্ধু দীনজনে, দেও এ শকতি মনে
আমরণ ও চরণে থাকে যেন মতি।
তোমারি ইচ্ছার বলে, চন্দ্র সূর্য্য তারা জ্বলে
শত শত গ্রহ চক্রে ঘোরে অনুক্ষণ।
মহা ঘোর শূন্য ময়, আছিল এ লোক ত্রয়
তোমারি কটাক্ষে সব হইল সৃজন।
স্নেহ প্রেম দয়া দিয়ে, রেখেছ ভুবন ছেয়ে
তুমিই করুণা রূপে ব্যাপ্ত চরাচর,
তুমি ব্রহ্ম মহেশ্বর, পূজি তোমা নিরন্তর
জীবন ত্যজিতে পারি দেহ এই বর।

যুধিষ্ঠিরের সংক্ষিপ্ত জীবনী ।

৪৬৮ সংখ্যক পত্রিকার ১৫৫ পৃষ্ঠার পর ।

ইত্যবসরে একদিন মহর্ষি নারদ পাণ্ডবদিগের সকাশে আগমন করিয়া তাঁহাদিগকে উপদেশ দিলেন যে "তোমরা কদাপি দ্রৌপদীকে লইয়া সুন্দোপসুন্দের ন্যায় পরস্পর বিবাদ করিও না। তোমাদের পরস্পর ভেদ হইলে সর্ব্বনাশ। অতএব সময় নির্দ্ধারণ করিয়া তোমরা দ্রৌপদীকে উপভোগ করিবে।" নারদের এই সদুপদেশ পাণ্ডুপুত্রেরা শিরোধার্য্য করিল। পরে পাঞ্চালীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরের প্রতিবিন্ধ্য, ভীমসেনের সুতসোম, অর্জ্জুনের শ্রুতকর্ম্মা, নকুলের শতানীক এবং সহদেবের শ্রুতসেন এই পঞ্চভ্রাতার পঞ্চপুত্র উৎপন্ন হইল। ইহাদিগের জাতকর্ম্ম, চূড়াকরণ, উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কার-কার্য্য মহর্ষি ধৌম্য যথাবিধি সম্পাদন করিলেন। তদনন্তর ইহারা বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক অর্জ্জুনের সকাশে অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষা করিল। এই সকল সুচরিতব্রত পুত্রগণের সহিত পাণ্ডুপুত্রেরা সুখে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

সংকালে খাণ্ডব-বন দাহ করা হইয়াছিল তৎকালে অর্জ্জুন ময়দানবকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ময়দানব এই উপকারের নিমিত্ত অর্জ্জুনের নিকট আগমন করিয়া বলিল "আমাকে কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।" অর্জ্জুন বলিলেন আমি তোমাকে প্রাণনাশ হইতে রক্ষা করিয়াছি বলিয়া, তোমার দ্বারা কোন কার্য্য সম্পাদন করাইয়া লইতে ইচ্ছা করি না। তথাপি তোমার সঙ্কল্প ব্যর্থ করিতে চাহি না; তুমি কৃষ্ণের কোন কার্য্য সাধন কর। বাসুদেব ময় কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করত ময়দানবকে যুধিষ্ঠিরের জন্য একটি উৎকৃষ্ট সভা নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া ময়দানব তাঁহার নিমিত্ত সর্ব্বরত্নবিভূষিত দশসহস্র কিষ্কুপরিমিত এক মণিময় সভা নির্ম্মাণ করিলেন। চতুর্দ্দশ মাসে সভানির্ম্মাণ সমাপন করিয়া ময়দানব যুধিষ্ঠিরকে গিয়া নিবেদন করিল। তদনন্তর অসংখ্য ব্রাহ্মণকে ধনদান এবং নানা দেশীয় রাজগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া যুধিষ্ঠির মণিময় সভাতে প্রবেশ করিলেন। কিছুদিন পরে একদা যুধিষ্ঠিরের সভাতে দেবর্ষি নারদ আগমন করিলেন। এবং যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানার্থ উপদেশ দিলেন। যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রচার করিলে অনুরক্ত প্রজাগণ সকলেই ইহার অনুমোদন করিল। যে রাজা স্বাধীন ও ক্ষাত্র-শ্রী-যুক্ত তিনিই রাজসূয় যজ্ঞ করিতে পারেন। রাজসূয় যজ্ঞে সামবেদ-বিহিত মন্ত্রের দ্বারা যট্ প্রদেশে অগ্নিস্থাপন করিতে হয়। রাজসূয়ে অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যাগ সম্পন্ন করিয়া অবশেষে অভিষিক্ত হইতে হয়। রাজসূয়ে অভিষেক দ্বারা সর্ব্বজিত্ব লাভ হয়। সুতরাং যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির চারি ভ্রাতাকে দিগ্বিজয়ে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে মগধপতি জরাসন্ধ, কলিন্দাদিভূপালগণ, প্রাগ্জ্যোতিষপুরাধিপতি ভগদত্ত, শাকল দ্বীপাধীশ্বর প্রতিবিন্ধ্য, পার্ব্বতীয় রাজগণ, বাহ্লীকরাজ, কাম্বোজরাজ, পাঞ্চালাধিপতি, বিদেহনৃপতি, দশার্ণ রাজ, সুধর্ম্মা, কোশলাধিপতি বৃহদ্বল, শূরসেন রাজ, মাহিষ্মতীপতি নীলরাজ, মৎস্য রাজ (১) পঞ্চনদাধিপতি প্রভৃতি ভূপালবৃন্দকে

(১) কলিন্দ পঞ্চনদ প্রদেশে চন্দ্রভাগা ও শতদ্রু নদীর মধ্যস্থিত মদ্রদেশের পূর্ব্বে স্থিত। প্রাগ্জ্যোতিষপুর বর্ত্তমান আসাম, রামায়ণে ধর্ম্মারণ্য নামে উল্লিখিত। শাকল দ্বীপ পঞ্চনদপ্রদেশের অন্তর্গত স্থান বিশেষ। বাহ্লীক বর্ত্তমান বালখ (Balkh) ও

পরাজিত করিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে করগ্রহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন করিলেন। কৃষ্ণের সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠির যজ্ঞায়তন নির্ম্মাণ এবং যজ্ঞীয় দ্রব্য সম্ভার সংগ্রহার্থ ভৃত্যগণকে নিয়োগ করিলেন এবং ব্রাহ্মণ ও রাজগণের নিমন্ত্রণার্থ দূত প্রেরণ করিলেন। নকুল ভীষ্মাদি সকলকে আনয়ন করিতে হস্তিনাপুরে গমন করিলেন। যুধিষ্ঠির দীক্ষিত হইলেন। ক্রমে ক্রমে বিপ্রগণ ও রাজগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সকলই সমুচিত সপর্য্যা প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হইলেন। প্রাথমিক অর্ঘ দানার্থ নানা বাদানুবাদ হইল; কিন্তু পরিশেষে ভীষ্মের অনুজ্ঞাতে কৃষ্ণকেই প্রথম অর্ঘ প্রদান করা হইল। এতদ্দর্শনে চেদীশ্বর শিশুপাল ক্রোধপরবশ হইয়া যুধিষ্ঠিরাদিকে ভর্ৎসনা করিয়া সভামণ্ডপ হইতে নির্গমন করিলেন। তদনন্তর কৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করিলেন। অতঃপর মহাসমারোহে রাজসূয় যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইল। রাজগণ ও বিপ্রগণ যুধিষ্ঠিরের সকাশ হইতে সম্মান লাভ করিয়া স্ব স্ব দেশে প্রতিপ্রয়াণ করিলেন। এই রাজসূয় যজ্ঞে যুধিষ্ঠির রাজগণের নিকট হইতে বহুমূল্য হীরক ও মণিমুক্তাদি, অমূল্য স্বর্ণ, মহার্ঘ কৌষেয় প্রভৃতি বস্ত্র, অদ্ভুত লৌহ ও গজদন্তবিনির্ম্মিত দ্রব্যসামগ্রী, দুষ্প্রাপ্য পশুলোম ও পক্ষীর পক্ষপত্রে রচিত দ্রব্য সকল এবং নানাবিধ সুজাত অশ্ব ও হস্তী উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। *

এস্থলে ইন্দ্রপ্রস্থের ভূগোল বিষয়ে দুই একটি কথা অসঙ্গত হইবে না। ইন্দ্রপ্রস্থ যমুনা নদীর পশ্চিমতীরে স্থাপিত হয়। বর্ত্তমান দিল্লিসহর পূর্ব্বতন ইন্দ্রপ্রস্থের প্রায় এক ক্রোশ অন্তরে স্থিত। যমুনা নদীর তৎকালীন স্রোত ইদানীন্তন কালীন স্রোতের প্রায় পঞ্চাশৎ ক্রোশ পশ্চিমে প্রবাহিত হইত।

তৎসন্নিহিত দেশ; বিপাশা ও শতদ্রুর মধ্যেস্থিত ও কেকয় রাজ্যের উত্তরে আর একটি বাহ্লীক বা বাহিক দেশ ছিল। কাম্বোজ আধুনিক তাতারান্তর্গত ক্যাসগর (Kashgar) পাঞ্চাল কান্যকুব্জ। বিদেহ মিথিলা। দশার্ণ মালব দেশের অন্তর্গত; বিদিশা ইহার রাজধানী। শূরসেন মথুরাপ্রদেশ। মাহিষ্মতী হৈহয়রাজ্য বা উত্তর নর্ম্মদা প্রদেশের রাজধানী নর্ম্মদানদীতটস্থ; মহেশমণ্ডল এবং মহেশ্বর পুর ইহার নামান্তর। মৎস্য দেশ মথুরা ও ব্রজের ঠিক পশ্চিমে; ইহার রাজধানী বিরাট নগর ইন্দ্রপ্রস্থের ৪২ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে এবং জয়পুরের ২০ ক্রোশ উত্তরে স্থিত। বর্ত্তমান জয়পুরকে অনেকে মৎস্য দেশ বলেন। দিনাজপুর যে মৎস্যদেশ সেটি ভ্রম।

* রাজসূয় যজ্ঞ কিরূপ তাহা বুঝাইতে হইলে আধুনিক দরবার এবং লেভির উল্লেখ করিলে পাঠক এক প্রকার ভাবগ্রহ করিতে পারেন। এই ইন্দ্রপ্রস্থে লর্ড লরেন্স এবং লর্ড লিটন বাহাদুরেরা দুইবার যে দরবার করিয়াছেন তাহাই অধুনাতন কালের রাজসূয় যজ্ঞ। যাক, পূর্ব্বে রাজসূয় যজ্ঞ একটা বৃহৎ ব্যাপার ছিল। সর্ব্বগুণে গুণবান এবং সর্ব্বপ্রধান না হইলে এই যজ্ঞে তাঁহার অধিকার থাকিত না। এবং সর্ব্বাংশে প্রভুত্ব লাভই ইহার উদ্দেশ্য। এস্থলে একটী যজ্ঞীয় বেদমন্ত্র উদ্ধৃত করিলে ইহা বুঝা যাইতে পারে। পুরোহিত যজমানকে সকল রাজা প্রজার মধ্যস্থলে আনিয়া কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের এই মন্ত্রটী পাঠ করেন। মাভৃত মাসন্ত ক্ষত্রস্যোদরমসি ক্ষত্রস্য যোনিরস্যাবিন্নো অগ্নির্গৃহপতি রাবিন্ন ইন্দ্রোবৃদ্ধশ্রবা আবিন্নঃ পূষা বিশ্ববেদা আবিন্নৌ মিত্রাবরুণারৃতাবৃধাবাবিন্নে। এই মন্ত্র দ্বারা সর্ব্বসমক্ষে এই বলা হইল যে এই রাজা (যজমান) এই যজ্ঞ দ্বারা এই রাজ্যের সমস্ত প্রজার উপর আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন এবং মহাফল লাভ করিলেন। এই মন্ত্র পাঠ হইলে যজমান বলিলেন যজ্ঞফলদাতুঃ পরমেশ্বরস্য প্রসাদফলমিতি ভবন্ত্যঃ স্মৃতবামি নত্বহং-গর্ব্বোক্তি ভবামীতি বিদন্তু ভবন্তঃ। অর্থাৎ আমি আত্মশ্লাঘা করিতেছি না। যজ্ঞফলদাতা পরমেশ্বর-প্রসাদেই আমার এই যজ্ঞফল মহাপদ লাভ হইল আপনাদিগকে ইহাই জ্ঞাত করিতেছি। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের এই সর্ব্বাধিপত্য ব্রাহ্মণের সহ্য হইবে কেন। যজমান এই কথা বলিবা মাত্র পুরোহিত তৎক্ষণাৎ বলিতেন ভোঃ ভারতাঃ অযং বঃ সর্ব্বেষাং রাজা। সোমোঽস্মাকং ব্রাহ্মণানাং রাজা। ভারতবাসিগণ! এই যজমান তোমাদের সকলেরই রাজা, সোম লতা আমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণের রাজা। এই বলিয়া ক্ষত্রিয়ের অধীনত্ব স্পষ্ট অস্বীকার করিলেন। প্রাকৃতিক নিয়মই এই যে যেখানে বল সেইখানেই প্রভুত্ব কিন্তু ব্রাহ্মণেরা এই নিয়মের অন্যথাচরণ করিতে প্রয়াসী হন। ব্রাহ্মণদিগের এই রূপ অন্যায় ও অসঙ্গত প্রভুত্বে ক্ষত্রিয়েরা ক্রমশ বিরক্ত হইয়া উঠেন এবং সম্ভবত সেই বিরক্তি হইতে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়া একটা ঘোরতর ধর্ম্মবিপ্লব সাধিত হয়।

পাণিপ্রস্থ, শোণপ্রস্থ, ইন্দ্রপ্রস্থ, তিলপ্রস্থ ও ব্যাঘ্রপ্রস্থ নামে পঞ্চপ্রস্থ ছিল। ব্যাঘ্রপ্রস্থ ব্যতীত আর চারিটিই যমুনার পশ্চিম-তীর-স্থিত। ইহাদিগকে এক্ষণে পাণিপত, শোণপত, ইন্দ্রাপত, তিলপত ও ব্যাঘ্রপত কহে। ইন্দ্রাপতের আর এক নাম পুরাণ-কিল্লা। ইন্দ্রপ্রস্থের উত্তরদিকস্থ প্রাচীরের ঠিক বাহিরে যমুনার নিগমবোধ ঘাট বলিয়া একটি ঘাট আছে। প্রবাদানুসারে এই ঘাটে যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ সমাপ্তির পরে হোম করিয়াছিলেন। প্রতিবৎসর এইস্থানে একটি মেলা হইয়া থাকে। যে দিন সোমবারে অমাবস্যা হয় সেই দিন মেলা আরম্ভ হয়। তৎপ্রাদেশিক প্রবাদ এই যে অশ্বমেধ হস্তিনাপুরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। হস্তিনাপুর গঙ্গার উপকূলে স্থিত। এই দেশীয় প্রবাদ মহাভারত-বিরুদ্ধ।

দুর্য্যোধন রাজসূয় যজ্ঞদর্শন করিতে গমন করিয়া নানা প্রকারে বিপ্রলব্ধ ও উপহসিত হইয়াছিলেন। হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি পাণ্ডবদিগের সমৃদ্ধি চিন্তা করিয়া অত্যন্ত পরিতপ্ত হইলেন এবং শকুনির পরামর্শে যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ার্থ আহ্বান করিলেন। দ্যূত ক্রীড়াদ্বারা পাণ্ডবদিগের ঐশ্বর্য্যহরণই দুর্য্যোধনের মুখ্য উদ্দেশ্য। বিদুর ইন্দ্রপ্রস্থে গমন পূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ জানাইলে যুধিষ্ঠির দ্যূত ক্রীড়া স্বীকার করিয়া হস্তিনাপুরে আগমন করিলেন। দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইল। দুর্য্যোধনের প্রতিনিধি শকুনি এবং যুধিষ্ঠির খেলিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে যুধিষ্ঠির সর্ব্বস্ব হারিলেন এবং অবশেষে পঞ্চভ্রাতা ও দ্রৌপদীকে পণ করিয়া পরাজিত হইলেন। তখন দুর্য্যোধন অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা ও দ্রৌপদীকে অবমাননা করিতে উদ্যত হইলেন। ভীম কুরুকুল বিনাশ করিবার নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। যুধিষ্ঠির সান্ত্বনা বাক্যে ক্ষান্ত করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বিনয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিলেন "রাজন্, আমরা আপনার আজ্ঞাবহ, আমাদিগের যাহা কর্ত্তব্য তাহা আদেশ করুন।" তখন ধৃতরাষ্ট্র বিবাদ মীমাংসা পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে স্বরাজ্যশাসন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন এবং বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা ভ্রাতৃসদ্ভাব রক্ষার জন্য অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে যুধিষ্ঠিরাদিও ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করিলেন।

ক্রমশঃ।

শান্তি নিকেতন।

সঙ্গীত

কি সুন্দর নিকেতন, নেহারিয়া পূর্ণ মন
স্বত উচ্ছ্বসিয়া উঠে, তোমা পানে, হৃদয় ভূষণ,
তোমারি মঙ্গল গাথা, গাহিছে প্রকৃতি হেথা
তোমারি মঙ্গল ভাব, পাতিয়াছে হেথায় আসন ;
তোমার শান্তির হাস, চারি দিকে পরকাশ
তাহারি বিমল ছায়ে ঘুমায় এ কানন,
যে দিকে ফিরাই আঁখি, শান্তির সুষমা দেখি
তোমার স্নেহের ভাবে, অভিভূত হৃদি প্রাণ মন
হেথায় প্রভেদ নাই, নভঃ পৃথ্বী এক ঠাঁই
তব প্রেমামৃত পিয়ে, আনন্দে করিছে আলিঙ্গন,
সে প্রেম উছলি আসি, হৃদয় মন্দিরে পশি
সঞ্চরে তাপিত প্রাণে, প্রভুহে নূতন জীবন !
সুরভি লহরী তুলি, বিজনে পরাণ খুলি
তোমারি মহিমা গায়, দিবস রজনী সমীরণ,
চারি দিকে তরুলতা, হরষে নোয়ায়ে মাথা
সমভাবে এক মনে, ধোয়াইছে তোমারি চরণ।
এমনি এ পুণ্য স্থান, সংস্রবে পবিত্র প্রাণ,
পৃথিবীর দুঃখ জ্বালা করে ভয়ে দূরে পলায়ন,
পিতা গো আজি কে তাই, এসেছি এ পুণ্য ঠাঁই
জুড়াও তাপিত হৃদি করি শান্তি সুধা বরিষণ।

পারসীক জাতি।

পৃথিবীতে যত প্রকার সভ্য জাতি আছে, তাহাদের সকলেরই নমুনা ভারতবর্ষের কোন না কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতা এবং বম্বাই প্রভৃতি ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরে পারসীক নামে এক প্রকার জাতি বাস করে ইহা সকলেই অবগত আছেন; কিন্তু ইহারা কোন্ সময়ে, কি জন্য ভারতে আগমন করিয়াছে তাহা সকলে সম্পূর্ণ রূপ অবগত নহেন। অদ্য আমরা তৎ সম্পর্কীয় দুই একটি স্থূল স্থূল বিবরণ অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিতে মনস্থ করিয়াছি।

আধুনিক ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ দ্বারা নিঃসন্দেহ স্থিরীকৃত হইয়াছে যে বর্ত্তমান ককেশীয় জাতিগণের পিতৃপুরুষেরা এক জাতি ছিলেন। তাঁহারা মধ্য আসিয়ার কোন স্থলে বাস করিতেন এবং সকলে এক-ভাষা-ভাষী ছিলেন। তাঁহারা মধ্য আসিয়ার কোন্ প্রদেশে বাস করিতেন এই বিষয় লইয়া পুরাণতত্ত্বজ্ঞ সমাজে একাল পর্য্যন্ত মহা তর্ক বিতর্ক চলিতেছে কিন্তু এখনও কিছু স্থিরীকৃত হয় নাই এবং হইবে কি না তাহাও সন্দেহস্থল। সে যাহা হউক, বর্ত্তমান প্রবন্ধ সে বিষয় বিচার করিবার প্রকৃত স্থল নহে। তবে এস্থলে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে এই স্থির হইয়াছে যে তাঁহারা হিন্দুকুষ পর্ব্বতের উপত্যকায় বাস করিতেন। এই উপত্যকায় তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে হলচালন ও পশুপালন কার্য্যের দ্বারা কালাতিপাত করিতেন। এইরূপে কিছুকাল তথায় বসবাস করিলে তাঁহাদের সন্তান সন্ততির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; কাজেই ক্ষুদ্র উপত্যকায় স্থান-সংকুলান হইয়া উঠিল না; এদিকে অটনশীল জাতিগণ তাঁহাদের উপর অত্যন্ত উৎপাত আরম্ভ করিল। এই রূপ নানা কারণে উত্ত্যক্ত হইয়া তাঁহারা অধিকতর বিস্তীর্ণ ও সুখকর স্থান অন্বেষণ করিতে বাধ্য হইলেন। এই রূপে কতকগুলি পরিবার বিচ্ছিন্ন হইয়া, পশ্চিমাভিমুখে গমন করত য়ুরোপে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন; ইহারাই বর্ত্তমান য়ুরোপীয় জাতিগণের পিতৃপুরুষ। কোন কোন পণ্ডিত বলেন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মতের বিভিন্নতাই এই বিচ্ছেদের মূল কারণ। অতঃপর যাঁহারা রহিলেন, তাঁহারা দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া প্রথম ভারতে এবং দ্বিতীয় ইরাণে (বর্ত্তমান পারস্যে) গিয়া বসবাস করিলেন। এই শেষোক্ত দলই বর্ত্তমান আলোচ্য পারসীক সম্প্রদায়ের পিতৃপুরুষ।

ইহারা ইরাণে প্রবেশ পূর্ব্বক অসভ্য আদিম অধিবাসিদিগকে তাড়িত করিয়া সমগ্র দেশ আপনাদের অধিকারভুক্ত করেন। মহাকবি ফারদুসা-প্রণীত "সানেমী" গ্রন্থে তাহার ভূয়সী বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। অনন্তর তাহারা কিছু দিবস আপনাদের ক্ষমতা বিস্তার এবং সামাজিক উন্নতি সাধনে তৎপর হয়। পেসদাস্ নামক নৃপতি কতকগুলি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া প্রজাগণের সুখ-সমৃদ্ধি পরিবর্দ্ধিত করেন। তৎপরে উক্ত রাজবংশের জেমসিদ্ নামক নৃপতি প্রজাগণকে কৃষিকার্য্যের উৎকৃষ্ট প্রণালী শিক্ষা দেন। পারসীক-সমাজ উক্ত প্রজাবৎসল রাজার নিকট অনেক সামাজিক উন্নতির জন্য ঋণী। ইহারই সময় পারসীকেরা ধাতুর উপর মুদ্রা-কার্য্য শিক্ষা করেন এবং ইনিই বৃহৎ বৃহৎ নগরী স্থাপন এবং সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা সকল নির্ম্মাণ করিয়া ইরাণের অনেক শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করেন। তদনন্তর সাইরাস নামক একজন মহাবীর প্রাদুর্ভূত হন। ইনি অনেক দেশ জয় করিয়া

পারস্য রাজ্যের ক্ষমতা বিস্তার করিয়া যান। খৃষ্ট জন্মিবার ৫। ৬ শতাব্দি পূর্ব্বে পারস্য দেশ ক্ষমতার অত্যুচ্চ সোপানে আরোহণ করে। তৎকালে পারসীক নৃপতিগণ মিসর ও মাসিডন হইতে সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী দেশ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের একচ্ছত্রী রাজা ছিলেন।

কিন্তু বিলাসিতা এবং গৃহবিচ্ছেদ প্রবিষ্ট হইয়া এই পরাক্রান্ত রাজ্যকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলে এবং খৃষ্টীয় ৩৩৬ পূর্ব্বাব্দে ইহা মহাবীর সেকেন্দরের বশ্যতা স্বীকার করে। তদবধি কিছু দিবস ইহা মাসিডনের অধীন থাকিয়া পুনশ্চ স্বীয় ক্ষমতা এবং মহত্ত্ব পুনঃপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু পুনশ্চ গৃহবিচ্ছেদ পারসীক রাজ্যের ভিত্তি-ভূমিকে দুর্ব্বল করিয়া তুলে। পরে আরজীমা নামক এক জন রাজবংশীয়া অসচ্চরিত্রা স্ত্রী রাজসিংহাসন অধিকার করেন; কিন্তু পরে তিনি পরাক্রান্ত প্রজাদিগের দ্বারা সিংহাসনচ্যুত হন। এই সময়ে রক্তপিপাসু মুসলমানেরা ইরাণের ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত। ইতিপূর্ব্বে আরজীমা মুসলমানদের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া রোস্তম নামক বিখ্যাত সেনাপতিকে বহুসংখ্যক সেনা সমভিব্যাহারে স্বীয় রাজ্যের সীমাপ্রদেশে প্রেরণ করিয়া ছিলেন। রোস্তম দুই একটি সামান্য যুদ্ধের পর, ইউফ্রেটিস নদের "নৌসেতু যুদ্ধে" শত্রুগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করেন।

কিছু দিবস পরে পারসীকেরা হিরা নামক স্থানে পরাজিত হয় এবং মুসলমানেরা বোগদাদ নামক সমৃদ্ধিশালী নগর আক্রমণ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করে। এই সময়ে আরজীমা সিংহাসন হইতে অপসারিত এবং তৃতীয় জেজদিগাউ তাহাতে স্থাপিত হন।

ইনি সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াই কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রোস্তমের সমভিব্যাহারে কাদিসিয়ার ক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন। মুসলমান সেনাপতি সেয়াদ ওয়াকাস্‌ও প্রভূত সৈন্য সহ কাদিসিয়ায় আসিয়া উপস্থিত; কিন্তু তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে পারসীক নৃপতির নিকট কতকগুলি বিজ্ঞ দূত প্রেরণ করিলেন। দূতগণ জেজদিগাউকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে অথবা কর দিতে অনুরোধ করিলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের স্কন্ধদেশে মৃত্তিকার ভার বোঝাই দিয়া বিদায় দিলেন। তাহারা নগর-প্রাচীর অতিক্রম করিয়া সেই সকল ভার আপনাদের উষ্ট্রের পৃষ্ঠদেশে চাপাইয়া দিল; এবং প্রভুর সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিল "পারস্য দেশ যে আমাদের অধীন হইবে, আমরা তাহার পূর্ব্ব লক্ষণ আনয়ন করিয়াছি।"

অনন্তর কাদিসিয়ার ক্ষেত্রে যে সমরানল প্রজ্বলিত হয় তাহাতে পারসীকদিগের শেস আশা ভস্মীভূত হয়। ৬৩৬খৃষ্টীয় পূর্ব্বাব্দে এই যুদ্ধ ঘটে। ইহাতে ত্রিশ সহস্র পারসীক সেনা হত হয়। রোস্তমও সেই সঙ্গে প্রাণত্যাগ করেন এবং মুসলমান সেনা প্রভূত অর্থলাভ করে।

ক্রমশঃ।

পৃথিবীর উৎপত্তি।

৪র্থ ভাগ ৭ সংখ্যক ভারতী হইতে উদ্ধৃত

"না ছিল এ সব কিছু আঁধার ছিল অতি
ঘোর দিগন্ত প্রসারি
ইচ্ছা হইল তব ভাতু বিরাজিল
জয় জয় মহিমা তোমারি।"

এই চিন্তা দ্বারা মনুষ্যের মনুষ্যত্ব উত্তেজিত হইয়া উঠে, এ চিন্তা দ্বারা এই ক্ষুদ্র পৃথিবীবাসী ক্ষুদ্রতম মনুষ্য সৌরজগৎ অতিক্রম করিয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে উপস্থিত হয়। এ বিষয় চিন্তা করিবার সময় কেবলমাত্র

উপরোক্ত বাক্য কয়েকটি অন্ধভাবে হৃদয়স্থ করিয়াই যে আমাদের উদ্দীপিত কৌতূহল নিবারিত হয়, তাহাও নহে, আমরা সাধ্যমত এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, এবং উৎপত্তির প্রণালী বুদ্ধির আয়ত্তাধীন করিতে চেষ্টা করি।

পৃথিবী আমাদের বাসস্থান, সেই জন্য পৃথিবীর উৎপত্তির তথ্য জানিতেই সর্ব্বাগ্রে আমাদের মন উৎসুক। কিন্তু অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহ-বিশিষ্ট সৌর জগতের প্রত্যেক জ্যোতিষ্কের সহিত প্রত্যেক জ্যোতিষ্কের এমনি বিশেষ সম্বন্ধ, যে একটির উৎপত্তির বিষয় জানিতে গেলেই, সমস্ত গুলির বিষয় সেই সঙ্গে জানিতে হয়।

সৌর জগৎ একটি বৃক্ষ স্বরূপ, সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ তাহার শাখা প্রশাখা। কোন একটি শাখার উৎপত্তির বিষয় ভাবিতে গেলেই, যেমন সর্ব্বাগ্রে বৃক্ষটির বিষয় ভাবিতে হইবে তেমনি কোন একটি গ্রহের উৎপত্তি দেখিতে গেলেই জগতের উৎপত্তি আগে দেখা আবশ্যক। জগতের উৎপত্তি দেখিলেই পৃথিবীর উৎপত্তি আমরা ক্রমে দেখিতে পাইব।

অতি পুরাতন কাল হইতে প্রায় সকল দেশের সকল জাতির মধ্যেই সৃষ্টি সম্বন্ধে পৌরাণিক কিম্বদন্তী পাওয়া যায়। দু' এক জাতির কিম্বদন্তীতে সত্যের ছায়াও লক্ষিত হয়, কিন্তু সে সত্যের ছায়া যে কি তাহা এস্থানে আলোচনা করা বাহুল্য, তাহা প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর তত্ত্বানুসন্ধানের ফল নহে, তাহা সম্পূর্ণ রূপে কল্পনার মানস-সম্ভূত কন্যা।

প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর পর্য্যালোচনা দ্বারা এবিষয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহাই বৈজ্ঞানিক জগতে পরিগৃহীত, এবং তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

জার্ম্মাণ দার্শনিক কাণ্ট প্রথমে বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে সৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া, সে বিষয়ে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হয়েন।

এই যে সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া ছয়টি গ্রহ এবং নয়টি উপগ্রহ * চক্রাকারে আকাশে একই সমতল পথে ঘুরিতেছে ইহা কি কেবল একটি মাত্র দৈব ঘটনা হইতে উৎপন্ন, কিম্বা কোন অবিদিত নিয়মের ক্রিয়াফল? কাণ্ট ভাবিলেন, এতগুলি জ্যোতিষ্কের এরূপ একই পথে গতি কখনও দৈবাৎ হইতে পারে না, অবশ্য কোন এক সাধারণ-নিয়ম-বলে এই সমস্ত সৌর জগৎ একই পথে প্রধাবিত।

কিন্তু এমন কোন একটি সাধারণ নিয়ম যাহা সমস্ত গ্রহ গুলির উপর খাটান যাইতে পারে তাহা কি?

কোন পদার্থ দ্বারা জ্যোতিষ্কগুলি পরস্পর সংযুক্ত থাকিলে তাহারা এইরূপ সমসূত্রে চালিত হইতে পারিত, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহারা পরস্পর অসংযুক্ত ভাবে শূন্যে ঘুরিতেছে। গ্রহগণ যে ইথারময় আকাশে ঘোরে, সে ইথার এত সূক্ষ্ম যে তাহা পদার্থ নামের বাচ্য হইতে পারে না। তবে কোন পদার্থ দ্বারা সংযুক্ত না হইয়া সমস্ত গ্রহগুলির এ প্রকার আশ্চর্য্যজনক একরূপ গতি হয় কেন? কাণ্ট অনুমান করিলেন, প্রথমে সৌর জগতের সমস্ত স্থান কেবল আবর্ত্তমান বিশৃঙ্খল জলন্ত বাষ্পময় পদার্থরাশিতে ব্যাপ্ত ছিল এবং সেই পদার্থরাশির কোন কোন স্থান অপেক্ষা কোন কোন স্থান ঘন থাকায় ক্রমে মাধ্যাকর্ষণ-বলে সেই বাষ্প-জগতের লঘু অংশ, ঘন স্থানগুলির বাষ্পের সহিত মিলিয়া এক একটি গোলক রূপে পরিণত হইয়াছে। বলা বাহুল্য মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি-প্রভাবে সকল বস্তুই সকল বস্তুকে টানে এবং মাধ্যাকর্ষণ-বলেই ঘন পদার্থ লঘু পদার্থকে টানিয়া আত্মসাৎ করে। কিন্তু কাণ্টের অনুমানের একটি এই বিশেষ দোষ দেখিতে পাওয়া যায় যে—যদি বিশৃঙ্খল পদার্থরাশি, ঘন স্থান গুলিকে কেন্দ্র করিয়া গোলক হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গোলক না হইয়া একটিমাত্র গোলক হইবার কথা। কেননা সেই বিস্তৃত বাষ্পরাশির যে কয়েক স্থান অধিক ঘন ছিল, সেই স্থানে চারিদিকের লঘু বাষ্প মিশিতে গিয়া প্রথমে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গোলক হইতে আরম্ভ হইলেও মাধ্যাকর্ষণ ও যন্ত্র বিদ্যার নিয়মানুসারে পরে সেই গুলি আবার একটি সাধারণ কেন্দ্রে আসিয়া একটি বৃহৎ গোলকরূপ ধারণ করিবে, —অর্থাৎ ঐরূপে মিশিবার সময় যে স্থানটি সর্ব্বাপেক্ষা আবার ঘন হইবে, তাহার আকর্ষণ দ্বারা কম ঘন স্থানগুলি তাহাতে মিশিয়া আবার একটি মাত্র গোলক হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু তাহা না হইয়া এত গুলি গোলক তবে কি করিয়া হইল? এ সমস্যা সম্বন্ধে কাণ্ট কিছুই বলেন নাই। ইহা ছাড়া ছোট গোলক গুলি বড় গোলকের চতুর্দ্দিকে চক্রাকার পথে ঘুরিবার তিনি যে যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহাও সন্তোষজনক নহে।

সর উইলিয়াম হারসেল যদিও অন্য যুক্তি দেখাইয়া বলেন, নীহারিকারাশি হইতে জগৎ অভিব্যক্ত, কিন্তু তিনি সৌর জগতের গতি দেখিয়া তাহা বলেন না। দূরবীণ যন্ত্র দ্বারা আকাশে জলন্ত বাষ্পময় নীহারিকা

*এই কয়েকটি গ্রহ উপগ্রহ মাত্র তখন আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

রাশির (Nebula) পরীক্ষা করিয়া তাঁহার মনে হয় ক্রমে গাঢ় অংশের আকর্ষণে লঘু অংশ মিশিয়া এক একটি গোলক সৃষ্ট হইয়াছে। তিনি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় এত বহু সংখ্যক নীহাররাশি আবিষ্কৃত করেন যে তাহা হইতে তিনি এইরূপ একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন। যে হীনপ্রভ বিশাল বিস্তৃত বাষ্পরাশি এখনো জ্যোতিষ্কে পরিণত হইতে আরম্ভ হয় নাই, আবার তাহা হইতে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল ও ছোট যে বাষ্পরাশির মধ্যভাগ এতদূর জমাট বাঁধিয়াছে, যে শীঘ্রই একটি জ্যোতিষ্ক হইবে, এবং যাহারা জ্যোতিষ্ক হইতে সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে ও যাহারা সম্পূর্ণরূপে জ্যোতিষ্ক হইয়াছে—এই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন ভিন্ন ভিন্ন বাষ্পখণ্ড দেখিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে জ্বলন্ত নীহারিকা রাশি হইতেই জগৎ অভিব্যক্ত। এবং আকাশে যে সকল নীহারিকা এখন দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও ক্রমে এক একটি জ্যোতিষ্করূপে পরিণত হইবে বলিয়া তাঁহার মনে হয়। আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ দূরবীণ পরীক্ষা দ্বারা হার্‌শেলের এই মতের পোষকতা করিয়াছেন।

লাপ্লাস আবার সৌরজগতের গতির আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য দেখিয়া তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলেন যে, যে আকাশে এখন গ্রহ উপগ্রহ সকল অবস্থিত তাহা এক সময় কেবল মাত্র জ্বলন্ত বাষ্প রাশি দ্বারা পূর্ণ ছিল। কাণ্টের ন্যায় লাপ্লাস কল্পনা করেন না যে, সর্ব্বাগ্রে আকাশমণ্ডল বিশৃঙ্খল বাষ্পময় পদার্থ সমষ্টিতে ব্যাপ্ত ছিল, ক্রমে তাহা হইতে সৌরজগৎ অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার মতে সৌর জগতের আদিম অবস্থায় বিশাল, জ্বলন্ত, গোলাকার বাষ্প ঘূর্ণ আকাশে ব্যাপ্ত ছিল। সেই বাষ্পরাশি একটি আবর্ত্তন-শলাকা অবলম্বন করিয়া নিজের চারদিকে ক্রমে ক্রমে এই উত্তপ্ত বাষ্পরাশি শীতল হইয়া কেন্দ্রাভিমুখে সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। সঙ্কোচন অনুসারে সকল ঘূর্ণমান পদার্থেরি গতির বেগ বৃদ্ধি হইয়া তাহার কেন্দ্রাতিগ শক্তি বাড়ায়। ঘূর্ণমান গোলকের কোটিস্থ স্থানের গতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুতরাং তথাকার কেন্দ্রাতিগ শক্তিও সর্ব্বাপেক্ষা বাড়ে একটা ঘূর্ণমান গোলকের প্রত্যেক অংশের কেন্দ্রাতিগ শক্তি এবং সেই প্রত্যেক অংশের উপর তাহার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যতদিন পর্য্যন্ত সমান থাকে ততদিন সেই গোলকের প্রত্যেক অংশ পূর্ব্ববৎ অবিচ্ছিন্ন ভাবে ঘুরিতে থাকে, কিন্তু যখন কোন অংশের কেন্দ্রাতিগ শক্তি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অপেক্ষা অধিক হয়, তখন সে গোলক মূল গোলক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। যাহারা কুম্ভকারের চক্র দেখিয়াছেন তাহারা ইহার একটি সুন্দর উদাহরণ পান। ঘূর্ণমান কুলালচক্র হইতে সতত বেগে মৃত্তিকা খণ্ড বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে। যদি মৃত্তিকা বাষ্পের গুণবিশিষ্ট হইত, তাহা হইলে উক্ত বিচ্ছিন্ন মৃত্তিকা অঙ্গুরীয়কাকৃতি ধারণ করিত, এবং বাতাস প্রভৃতি বস্তুর বাধা না থাকিলে উহা মূল মৃত্তিকা পিণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে সমান ভাবে ঘুরিত। এইরূপে ক্রমে এই বাষ্পীয় গোলকের কেন্দ্রাতিগ শক্তি বৃদ্ধি হেতু বিষুবরেখা সন্নিহিত স্থল কেন্দ্রের আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া মূলাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি স্বতন্ত্র অঙ্গুরীয়কাকার চক্ররূপ ধারণ করিল। অবশিষ্ট অংশ হইতে আবার এইরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রমশঃ ঐ অতি বিস্তৃত বাষ্প রাশি কতকগুলি স্বতন্ত্র চক্রে পরিবেষ্টিত একটি বৃহত্তর গোলকে পরিণত হইল। সেই মধ্যের বৃহত্তর গোলকই আমাদের সূর্য্য।

এক একটি স্বতন্ত্র চক্রের ঘন স্থানের আকর্ষণে চারিদিকের লঘু অংশ সকল মিশিয়া ক্রমে আবার সেই চক্র গুলি একটি একটি গ্রহ রূপ ধারণ করিল। (১) পূর্ব্বোক্ত রূপে পরিত্যক্ত অতি বিস্তৃত চক্রের ভিতর হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্র স্বতন্ত্র হইয়া যে সকল জ্যোতিষ্ক হইয়াছে তাহারা উপগ্রহ। যদি এমন হয় যে কোন চক্রের সকল স্থানের ঘনত্ব এবং সেইহেতু আকর্ষণ সমান, তাহা হইলে তাহার পদার্থরাশি একস্থানে আসিয়া জমিতে না পাইয়া গোলকরূপে পরিণত হইতে পারে না, হয় তাহা চক্রাকারেই গ্রহের চারিদিকে ঘুরিতে থাকে, যেমন শনিগ্রহের চক্র, নয় সে চক্র হইতে খসিয়া খসিয়া ছোট ছোট গ্রহমালা সৃষ্ট হয়।

লাপ্লাসের এই বিখ্যাত মতটি লইয়াই বৈজ্ঞানিক জগতে এত তল স্থূল। এই মত অনুসারে সৌর জগতের সূর্য্যই আদিম জ্যোতিষ্ক। অন্য জ্যোতিষ্ক গুলি সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছে। যদিও কোন কোন বৈজ্ঞানিক লাপ্লাসের এই মতের স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে চাহেন, কিন্তু স্থূলতঃ ইহা বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীতে সর্ব্বত্র সমাদৃত। জগতের উৎপত্তি

(১) আধুনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন একটি চক্র না ভাঙ্গিয়া অখণ্ড ভাবে একটি গোলকরূপে পরিণত হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। তাঁহারা বলেন কালক্রমে অঙ্গুরীয়কাকার চক্রের ক্ষীণ অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়া অনেক খণ্ড হইল কিন্তু সকল খণ্ড সমান ভারবিশিষ্ট এবং সমান দূরস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই সুতরাং এই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অংশের অধিক সংখ্যক একত্রে মিশিয়া এক একটি বৃহৎ বৃহৎ গোলকে পরিণত হইয়াছে।

সম্বন্ধে যত প্রকার মত বাহির হইয়াছে তাহার মধ্যে এই মতটিই জগতের দৃশ্যমান অবস্থার অধিকাংশ বিষয়ের কারণ দর্শাইতে সক্ষম। জগতের আদিম অবস্থা কল্পনা করিয়া অবরোহ প্রণালীতে লাপ্লাস যে সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন, আরোহ প্রণালী অবলম্বন দ্বারা আধুনিক পণ্ডিত সার উইলিয়ম টমসন ও হেলম্‌হলট্‌স্, সেই একই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন।

এই পৃথিবীর উপরে যে সকল কাজ হইতেছে সকল কার্য্যেই সূর্য্যের উত্তাপ ব্যয়িত হয়। কি একটি ক্ষুদ্র পতঙ্গের পক্ষ নাড়া, আর কি একটি প্রকাণ্ড পর্ব্বত চূর্ণ হওয়া, সকলি সূর্য্য উত্তাপ দ্বারা সম্পাদিত। এক দিন সূর্য্য হইতে উত্তাপ না আসিলেই পৃথিবীর সকল কার্য্য বন্ধ হইয়া যাইবে। এই যে পৃথিবীর জীবন-রক্ষণকারী উত্তাপ, যাহা আমাদের পক্ষে অপরিমিত বলিয়া মনে হয় তাহা সূর্য্যের হিসাবে অতি সামান্য। আমরা সূর্য্য হইতে যত উত্তাপ পাই সর্ব্বশুদ্ধ সূর্য্য তাহার ২১,৭০০,০০,০০০ গুণ উত্তাপ শূন্যে বিকীরিত করিতেছে।

কিছুকাল হইতে একটা কথা উঠিয়াছে, এইরূপ উত্তাপ বিক্ষেপ হেতু ক্রমশঃ সূর্য্যের উত্তাপের ভাণ্ডার ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা; যে হেতু শক্তির ক্ষয় ব্যতীত উত্তাপ-সঞ্চয় হওয়া সম্ভব নহে। বিজ্ঞানশাস্ত্রের একটি মূল সত্য এই যে, আপনা হইতে নূতন শক্তি উৎপন্ন হয় না—শক্তি রূপান্তরিত হয় মাত্র।

তাহা হইলে সূর্য্য সেই আদিম কাল হইতে উত্তাপ রূপে যতটা শক্তি ব্যয় করিতেছে, সেই শক্তি আবার ত অমনি আপনা হইতে জন্মাইতে পারে না, তবে কেমন করিয়া সে ক্ষতি পূরণ হইয়া সূর্য্যে উত্তাপ সমভাবে রক্ষিত হইতেছে? আমাদের পৃথিবীতে আগুন জ্বালাইয়া রাখিবার নিমিত্ত ক্রমশই যেরূপ নূতন ইন্ধনের আবশ্যক সূর্য্যেরও ত সেইরূপ কিছু চাই এবং গ্রহখণ্ড সূর্য্যের উপর মাঝে মাঝে দ্রুতবেগে পড়িয়া কতক পরিমাণে সেইরূপ ইন্ধনের কাজ করিয়াও থাকে। কিন্তু যে পরিমাণে গ্রহখণ্ড সূর্য্যের উপর গিয়া পড়ে, তাহা সূর্য্যের উত্তাপ সমভাবে রক্ষা করিবার মত প্রচুর নহে।

সূর্য্য যে পরিমাণ উত্তাপ বিক্ষেপ করে তাহা সমভাবে রক্ষা করিতে গেলে প্রত্যেক ১০০ শত বৎসরে পৃথিবীর মত একটি বিশাল আয়তনের গ্রহ তাহার উপর পড়া চাই, তাহা হইলেই তাহার ১০০ বৎসরের উত্তাপ জমা থাকে, কিন্তু তাহা যেকালে পড়ে না, তবে কোথা হইতে সূর্য্যের উত্তাপ রক্ষা হইতেছে।

ইহা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম যে বাষ্প শীতল হইবার সময় সঙ্কুচিত হইয়া উত্তাপ বিক্ষেপ করে। সূর্য্য রূপ বাষ্প-গোলক শীতল হইয়া ক্রমশঃ যতই সঙ্কুচিত হইতেছে ততই তাহা হইতে আবার নূতন উত্তাপ নির্গত হইয়া বাহিরের উত্তাপ সমান রাখিতেছে। শীতল হইবার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যের উত্তাপ বাড়িতেছে শুনিলেই হঠাৎ কেমন ধাঁধা লাগে। কিন্তু শীতল হইবার অর্থই উত্তাপ বিক্ষেপ করা। কোন বস্তু যতই শীতল হইতে থাকে ততই আপন অঙ্গ হইতে বাহিরে উত্তাপ ফেলিয়া দেয়, এইরূপে তাহার উত্তাপ কমিয়া সে শীঘ্র শীতল হয় বটে কিন্তু তাহার বিক্ষিপ্ত উত্তাপ চতুষ্পার্শ্বস্থ বস্তুর উপর কার্য্য করে—কোন বাষ্পীয় পদার্থে এই নিয়মটি বিশেষ রূপে খাটে—এখনকার বাষ্পময় সূর্য্য একেবারে শীতল হইয়া যতদিন ঘন অর্থাৎ তরল না হইবে, ততদিন এই নিয়মানুসারে সে উত্তাপ দিবে, ঘন হইয়া গেলে এ নিয়ম তাহাতে সম্পূর্ণ রূপে আর খাটিবে না। এইরূপে উত্তাপ বিক্ষেপ দ্বারা সূর্য্য যে উত্তাপ হারাইতেছে, আবার নূতন সঙ্কোচনের দ্বারা সে ক্ষয় পূরণ হইতেছে। উত্তাপ রক্ষণের এই মতটি যে কেবল প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর অনুযায়ী তাহা নহে, অঙ্ক গণনা দ্বারাও ইহার সত্যতা প্রমাণীকৃত হয়।

সূর্য্য কত উত্তাপ-শক্তি ব্যয় করে, তাহা বিদিত বলিয়া সমভাবে উত্তাপ রক্ষা করিতে প্রতিবৎসর সূর্য্যের কতটুকু সঙ্কুচিত হইবার আবশ্যক তাহাও স্থির করিতে পারা যায়। এখন সূর্য্যের যেরূপ আয়তন, এই আয়তনে প্রত্যেক বৎসরে ২২০ ফিট সূর্য্যব্যাস সঙ্কুচিত হইলেই এখনকার উত্তাপ পরিমাণ রক্ষিত হইবে। এই নিয়মানুসারে সূর্য্য ২৫ বৎসরে ১ মাইল ও এক শতাব্দীতে ৪ মাইল সঙ্কুচিত হইবার কথা। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, যত দিন সূর্য্যের অধিকাংশ বাষ্পময় থাকিবে ততদিন শীতলতা-প্রবণ সূর্য্য ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া বাহিরের উত্তাপ শক্তি সমভাবে রক্ষা করিবে। আমরা সূর্য্যের যত উত্তাপ পাই সর্ব্বশুদ্ধ এখন সূর্য্য তাহার ২১৭০০০০০০০ গুণ উত্তাপ বৎসরে বিকীর্ণ করে, এবং সূর্য্য আদিম কাল হইতেই এইরূপ সম পরিমাণ উত্তাপ দিতেছে এই স্থির করিয়া দেখা যায়, এই সম পরিমাণ উত্তাপ দিবার নিমিত্ত প্রত্যেক শতাব্দীতে সূর্য্যের ৪ মাইল সঙ্কুচিত হয়। এই সকল জানিয়া গণনা দ্বারা অতীত কালের সূর্য্যব্যাস স্থির করা আমাদের পক্ষে কঠিন নহে। এই নিয়মানুসারে ১০০ বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্য ৪ মাইল বড় ছিল, দুশ বৎসরে ৮ মাইল, এই রূপে এক সময়ে সূর্য্য-বাষ্প বুধের কক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তৎপূর্ব্বে

পৃথিবীর কক্ষ পর্য্যন্ত এবং আরো পূর্ব্বে সমস্ত সৌর-জগৎময় বাষ্প থাকিবার কথা। এইরূপে আরোহ প্রণালী অবলম্বন করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা পরিশেষে লাপ্লাসের কল্পিত জগৎব্যাপী সূর্য্যের বাষ্পাবরণেই উত্তীর্ণ হইয়াছেন

সূর্য্য-পরিত্যক্ত বাষ্পীয় চক্র ক্রমে একটী গোলক রূপ ধারণ করিয়া পরে কিরূপে গ্রহ হইয়া দাঁড়ায় এইবার দেখা যাউক। সেই বাষ্পময় গোলকটি সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে শীতল হইয়া ঘন অর্থাৎ তরল হইতে থাকে। তরল গোলক ঘুরিলে যন্ত্রবিদ্যার নিয়মানুসারে তাহার দুই মেরু ঈষৎ দমিয়া যায়, এবং তাহার বিষুব রেখার সন্নিকটস্থ প্রদেশ স্ফীত হইয়া উঠে। গোলকের আবর্ত্তনকালে তাহার সকল অংশ একই সময়ে একবার ঘুরিয়া আইসে। মেরুর নিকটস্থ স্থান যে সময়ে একটা ক্ষুদ্র রেখাকে বেষ্টন করে সেই সময়ের মধ্যে বিষুবরেখার নিকটস্থ স্থান একটা বৃহৎ রেখাকে আবর্ত্তন করে। যদি দুই বস্তু ক্ষুদ্র বৃহৎ দুইটি রেখা একই সময়ে আবর্ত্তন করে তবে বৃহৎ রেখা আবর্ত্তক বস্তুটি যে অধিক দ্রুতগামী তাহার সন্দেহ নাই। এক কথায় মেরুসন্নিহিত স্থান অপেক্ষা কোটিসন্নিহিত স্থানের কেন্দ্রাতিগ গতি অধিক বলিয়া তাহা কেন্দ্রানুগ শক্তিকে অর্থাৎ কেন্দ্রের আকর্ষণকে অতিক্রম করিয়া স্ফীত হইয়া উঠে এবং উভয় মেরু বিষুবরেখা অভিমুখে দমিয়া দুই দিক চাপা হইয়া পড়ে।

সূর্য্য-পরিত্যক্ত একটি বাষ্প চক্র এই নিয়ম অনুসারে পৃথিবীর গোলক হইয়া দাঁড়াইল। পৃথিবীর গতির পরিমাণ অবলম্বন করিয়া নিউটন পৃথিবীর বিষুব রেখাস্থ প্রদেশের উন্নতি এবং মেরুসন্নিহিত প্রদেশের অবনতির যে পরিমাণ স্থির করেন, পরে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত মাপিয়া তাহাই প্রতিপন্ন হয়। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বৈজ্ঞানিক সভা কর্ত্তৃক মোপের্টুই, কাম্‌, লেমনিয়ে লাপ্লাণ্ড দেশে প্রেরিত হন। সেখানে তাঁহারা আর্ব-উটিয়ে ও শেলসাসের সহিত একত্রে গমন পৃথিবীর একটি বৃত্তাংশ (Arc) মাপেন তখন সেই এক সময়েই বুগে ও কঁদামিন দক্ষিণ আমেরিকায় বিষুবরেখার পরিমাণ স্থির করেন। এই দুইটি পরিমাণ অবলম্বন দ্বারা অঙ্ক গণনা করিয়া নিউটনের গণনার মত নির্ভুল বলিয়া স্থির হয়।

পৃথিবীর মেরুদ্বয় চাপা ও কোটিদেশ স্ফীত বলিয়া এক প্রকার নিশ্চয় বলা যায় পৃথিবী এক সময় তরল বস্তু ছিল, কেননা একটা কঠিন বস্তু (যেমন প্রস্তর ইত্যাদি) চিরকাল ঘুরিলেও তাহার কোন স্থান চাপা কোন স্থান স্ফীত হইবে না কিন্তু তরল পদার্থ-নির্ম্মিত গোলক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ঘুরিলে তাহার উপর ও নিম্ন দিক হইতে পদার্থ সকল নামিয়া মধ্যদেশ স্ফীত করিয়া তুলিবে।

এইরূপে বাষ্পময় পৃথিবী শীতল হইয়া ক্রমে যখন ঘন অবস্থায় আসিল,তখন সমস্ত বাষ্পই যে তরল হইল এমন নহে, কতকটা সেই অবস্থাতেই পৃথিবীর উপরে রহিয়া গেল, এবং তাহার কতকাংশ এখনো পৃথিবীর উপরে রহিয়াছে, তবে যে সময়কার কথা হইতেছে সে সময়ে এখনকার অপেক্ষা যে অনেক দূর পর্য্যন্ত সে বাষ্প বিস্তৃত ছিল তাহার সন্দেহ নাই। পৃথিবীর তখনকার বাষ্পাবরণ প্রায় চন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেই তরল অবস্থায় পৃথিবীর উত্তাপ ২০০০ সেনটিগ্রেড ডিগ্রির পরিমাণ ছিল। তাপমান যন্ত্রের ১০০ ডিগ্রি উত্তাপেই জল ফুটিতে থাকে ১০০ডিগ্রি উত্তাপই জীব জন্তুর প্রাণ নাশক, ২০০০ হাজার ডিগ্রি উত্তাপের ফল কি ভয়ানক তাহা আমরা ধারণাই করিতে পারি না। লৌহ প্রভৃতি ধাতুময় দ্রব্য এবং অপর যে সকল বস্তু এই ভয়ানক উত্তাপে বাষ্পাকার হইয়া যায় তাহারা তখন বাষ্পীয় অবস্থায় পৃথিবীর উপরে ভাসিতে লাগিল।

এই ২০০০ ডিগ্রি সেনটিগ্রেট উত্তাপ লইয়া তরল পৃথিবী শীতল আকাশ-পথে ঘুরিতে লাগিল। যে আকাশে এখন গ্রহগণ অবস্থিত, সেখানকার উত্তাপ অতি অল্প। লাপ্লাসের মতে সেখানে তাপমান যন্ত্রের শূন্য ডিগ্রির নীচের একশত ডিগ্রি অপেক্ষা অধিক উত্তাপ থাকে না। এই শীতল আকাশ সংস্পর্শে আয় ব্যয়ের নিয়মানুসারে পৃথিবীর উত্তাপ অনেক কমিতে লাগিল, এবং শীতলতা বশতঃ ভূপৃষ্ঠের তরল পদার্থ ক্রমে ঘন হইয়া চটচটে হইতে লাগিল। আর একটি কথা এই, জোয়ার ভাঁটার সাহায্যেও পৃথিবীর শীতল হইবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইল। কোন তরল বস্তুকে নাড়িয়া দিলে সে উত্তাপ ফেলিয়া দিয়া শীঘ্রই শীতল হয়, জোয়ার ভাঁটার কার্য্যগুণে পৃথিবীর সকল অংশই এক একবার উপরিভাগে উঠিয়া শীঘ্র শীতল হইতে লাগিল। এইরূপে সময়ে পৃথিবী যখন কিছু শীতল হইল তখন মেরু-সন্নিহিত সমুদ্রে ভাসমান হিমশৈলের ন্যায়, অর্দ্ধ তরলাবস্থাপন্ন জমাট পদার্থ রাশি ভূপৃষ্ঠের স্থানে স্থানে ভাসিতে লাগিল। ক্রমে তরল পৃথিবীর সমস্ত পৃষ্ঠদেশ এইরূপ জমাট পদার্থ রাশিতে আবৃত হইয়া তাহার উপরের দিকে এক আবরণ সৃজিত হইল। কিন্তু এই সূক্ষ্ম আবরণে আভ্যন্তরিক জোয়ার ভাঁটা রোধ করা অসম্ভব, সুতরাং

সেই আবরণ ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে তরল পদার্থরাশি প্রচণ্ড বেগে উর্দ্ধে ক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তখনকার পৃথিবীর অবস্থা—সেই উত্তপ্ত পদার্থ রাশির ভীষণ বলে কম্পমান পৃথিবীর অবস্থা—বর্ণনা অসম্ভব। সেই উৎক্ষিপ্ত পদার্থ রাশি ক্রমে শীতল হইয়া পর্ব্বত শ্রেণীরূপ ধারণ করিল।

আমরা এখন পর্ব্বতশ্রেণীসমাকীর্ণ, বাষ্পরাশি আবৃত উত্তপ্ত মরুময় পৃথিবী দেখিতে পাইতেছি। এখন পর্য্যন্ত পৃথিবীতে একবিন্দু জল নাই। পৃথিবীর উত্তাপ যখন আরো হ্রাস হইল, যখন শূন্যে ভাসমান জলীয় বাষ্পের বাষ্পাকারে থাকা অসম্ভব হইল। তখন সেই বাষ্পরাশি জমিয়া উত্তপ্ত জলাকারে পৃথিবীতে পতিত হইল। পৃথিবীর উপর প্রথম বৃষ্টিপতন এক নূতন যুগের আরম্ভ। উষ্ণ পৃথিবীর উপর বৃষ্টি পড়িবামাত্র তাহা আবার উষ্ণ বাষ্পাকারে উঠিয়া গেল, শীতলাকাশের সংস্পর্শে আবার শীতল হইয়া বৃষ্টিরূপে পড়িল। জলের এইরূপ ঘন ঘন অবস্থা পরিবর্ত্তন দ্বারা মুহুর্মুহু বজ্রধ্বনিতে ও বিদ্যুতালোকে, অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবী তে লপ ঃ হইয়া উঠিল।

এইরূপ ভীষণ কোলাহলময় ভৌতিক যুদ্ধ যে কতদিন চলিল তাহার স্থিরতা নাই, এই পর্য্যন্ত নিশ্চয় বলা যায় যে জলই শেষে বিজয়ী হইয়া সমস্ত পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইল। এইরূপে পৃথিবীর বাষ্পাবরণ কিছু পাতলা হইয়া আসিলে, সেই দিগন্তব্যাপী অন্ধকার ভেদ করিয়া সদর্পে দুএকটি সূর্য্যকর দেখা দিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে সেই জলপ্লাবিত পৃথিবী সূর্য্যালোক প্রভাবে এখনকার অবস্থায় পরিণত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১১ মাঘ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে ১১।১২।১৩ মাঘে আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক সকল ও পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সকল নিম্নলিখিত নগদ মূল্যে বিক্রয় হইবে।

মফস্বলের ক্রেতাগণ ১১ মাঘের মধ্যে মনিঅর্ডার বা হুণ্ডি দ্বারা পুস্তকের মূল্য ও আনুমানিক ডাক মাশুল শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিশ্বাস সহকারী সম্পাদকের নিকট পাঠাইলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন, ডাকের টিকিট পাঠাইবেন না।

নির্দ্ধারিত মূল্য।

প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে?	/০
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায়	৶০
গীতাঙ্কুর	/০
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ তাল বাঁধা ...	॥০
এতদ্দেশীয় মহিলাগণের পূর্ব্বাবস্থা	॥০
আত্মোৎকর্ষবিধান	১৶০
বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা	॥০
রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী ১ম হইতে ১১শ সংখ্যা পর্য্যন্ত ; প্রতি সংখ্যা ...	॥০

	Rs.	As.	P.
A Discourse against Hero-making in religion	"	12	"
Science of Religion	"	4	"
Leonard's History of the Brahmo Samaj	3	"	"
Who is Christ? A Reply to K. C. Sen. A Sermon by Rev. C. Voysey		6	

২৫ টাকা কমিসন বাদে নির্দ্ধারিত মূল্য।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (নূতন সংস্করণ)	৩৷০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে)	১॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (ঐ ভাল বাঁধা)	১৸৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	২॥৶০
বেদান্ত প্রবেশ	৷০
বক্তৃতা কুসুমাঞ্জলি	৷০
সৃষ্টি	৷০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস	।৶০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা প্রথম ভাগ	।৶০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	॥/০
হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	।৶০
গৃহকর্ম্ম	৵০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা ...	৶ ৫

	As	P
Defence of Brahmoism and the Brahma Samaj	3	
Brahmic Questions of the Day	4	6
Brahmic Advice, Caution and Help	2	[illegible]
Adi Brahma Samaj, its Views and Principles	1	[illegible]
Adi Brahma Samaj as a Church	2	[illegible]
A Reply to the Query; "What is Brahmoism?"	3	
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	0	[illegible]
Reply to Bishop Watson's Apology for the Bible	4	[illegible]

নির্দ্ধারিত অর্দ্ধ মূল্য।

ব্রহ্ম বিদ্যালয়	।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ ...	।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—দ্বিতীয় প্রকরণ ...	।০
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ ...	।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব	৶০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম ১ম ও ২য় খণ্ড ...	৶০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বিতীয় খণ্ড	/০

বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম তাৎপর্য্য সহিত ১ম ও ২য় খণ্ড	।০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৶০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৶০
কাশীশ্বর মিত্রের বক্তৃতা	।০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৶০
ভবানীপুর সাংবৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	⁄১০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ	॥০
তত্ত্ববিদ্যা দ্বিতীয় সংস্করণ	৸০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা প্রথম ভাগ	॥০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা দ্বিতীয় ভাগ	॥০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে	১
অধিকারতত্ত্ব	।০
হিন্দুধর্ম্মনীতি	॥০
ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা	/১০
তত্ত্বপ্রকাশ	/১০
ধর্ম্মতত্ত্বালোচনা	/১৫
ব্রহ্মোপাসনা	⁄১০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	⁄১০
ধর্ম্ম-শিক্ষা	/০
প্রবচন সংগ্রহ	⁄১৫
ব্রহ্ম-সঙ্গীত চতুর্থ ভাগ	/০
ব্রহ্ম-সঙ্গীত পঞ্চম ভাগ	/০
সঙ্গীত মুক্তাবলী ১।২ ভাগ একত্রে ...	৵০
সঙ্গীত মুক্তাবলি তৃতীয় ভাগ ...	৵০
কুমারশিক্ষা	৵০
প্রশ্নমঞ্জরী	।০
প্রভাত-কুসুম	৵১০
উদ্বোধনাঞ্জলি	⁄১০
ধর্ম্ম দীক্ষা	⁄১০
ব্রহ্মসাধন	/০
ব্রহ্মজ্ঞান সূত্র তাৎপর্য্য সহিত ...	/১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব প্রথম খণ্ড	⁄১৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব দ্বিতীয় খণ্ড	/০
ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত জনসমাজের সম্বন্ধ ...	⁄১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক প্রস্তাব ...	⁄১০
উপদেশ	⁄৫
দুর্গোৎসব	⁄১০
পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	⁄১০

	Rs	As	P.
Ontology	1		
Hindoo Theism			6
Theist's Prayer Book			6
Signs of the Times			6
Doctrine of Christian Resurrection		1	
Physiology of Idolatry		1	
Miracles or the Weak Points of Revealed Religion		4	

নির্দ্ধারিত সিকি মূল্য।

মাঘোৎসব	।০
দশোপদেশ	৶১০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত) ...	/০
অনুষ্ঠান পদ্ধতি	৶০

মূর্ত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে) ⁄১০

১৭৬৯ শক অবধি ১৮০০ শক পর্য্যন্ত (১৭৭৪ ও ১৭৮১ শক বাদে) যে সকল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পুস্তকালয়ে উপস্থিত আছে, তৎসমুদায়ও অর্দ্ধমূল্যে অর্থাৎ প্রতি বৎসরের একত্র বাঁধান ২॥০ টাকার হিসাবে বিক্রয় হইবে।

নির্দ্ধারিত মূল্যের পুস্তক সকল অন্যূন দশ টাকার ক্রয় করিলে শতকরা ১২॥০ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া হইবে।

আয় ব্যয়

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫১।

কার্ত্তিক।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয় ...	২৮৬৸৵৫
পূর্ব্বকার স্থিত	২৫২ /০
সমষ্টি	৫৩৮৸৶৫
ব্যয়	২০০ ৵১০
স্থিত	৩৩৮৸১৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	১৮।/১৫
দান প্রাপ্তি	
শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	১০
„ হরচন্দ্র সার্ব্বভৌম (ফিরোজপুর)	১॥৵০
„ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর শুভ কর্ম্মের দান	৫
	১৬॥৵০
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	১॥৶১৫
	১৮।/১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৩৪৶/০
পুস্তকালয় ...	২১৸৶০
যন্ত্রালয় ...	৭০
গচ্ছিত ...	৪২।৵১০
সমষ্টি	২৮৬৸৵৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	৪২ ⁄ ৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৮৪। ১০
পুস্তকালয়	। ১০
যন্ত্রালয়	১৭।৵৫
গচ্ছিত	৫৫।৶০
সমষ্টি	২০০ ৵১০

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

Registerd NO 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

দশম কল্প
দ্বিতীয় ভাগ

৪৫০ সংখ্যা | মাঘ ব্রাহ্মসম্বৎ ৫১ | শক ১৮০২

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

দ্বিতীয় প্রপাঠকে ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

তদ্যৎ প্রথমমমৃতং তদ্বসবউপজীবন্ত্যগ্নি-না মুখেন নবৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেত-দেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি। ১

'তৎ' তত্র 'যৎ প্রথমং অমৃতং' রোহিতরূপলক্ষণং 'তৎ' 'বসবঃ' প্রাতঃসবনেশানাঃ 'উপজীবন্তি অগ্নিনা মুখেন' অগ্নিনা প্রধানভূতেনাগ্নিপ্রধানাঃ সন্ত উপজীবন্তি ইত্যর্থঃ। 'ন বৈ দেবা অশ্নন্তি' 'ন পিবন্তি' কথং তর্হ্যু-পজীবন্তীত্যুচ্যতে 'এতৎএব' যথোক্তং অমৃতং রোহিত-রূপং 'দৃষ্ট্বা' উপলভ্য সর্ব্বকরণৈরনুভূয় 'তৃপ্যন্তি'। ১

সেই যে রোহিতরূপ প্রথম অমৃত, বসু দেবতারা অগ্নিমুখ দ্বারা তাহা উপভোগ করেন। দেবতারা ভোজন করেন না পান করেন না, এই অমৃতকে দেখিয়াই তৃপ্ত হন। ১

তএতদেবরূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাদ্রূপা-দুদ্যন্তি। ২

'তে এতৎ এব রূপং অভিসংবিশন্তি' 'এতস্মাৎ রূপাৎ' 'উদ্যন্তি' উৎসাহবন্তোভবন্তি। ২

তাঁহারা এই রোহিতরূপেতে প্রবেশ করেন এবং তাহা হইতে উৎসাহবন্ত হইয়া উদিত হয়েন। ২

সযএতদেবমমৃতং বেদ বসূনামেবৈকো-ভূত্বাঽগ্নিনৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃ-প্যতি সএতদেব রূপমভিসংবিশত্যেতস্মা-দ্রূপাদুদেতি। ৩

'সঃ যঃ' কশ্চিৎ 'এতৎ এবং অমৃতং বেদ' 'বসূনাং এব একঃ ভূত্বা' বসুভিঃ সহৈকতাং গত্বা 'অগ্নিনা এব মুখেন' 'এতৎ এব অমৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি' 'সঃ এতৎ এব রূপং অভিসংবিশতি' এতস্মাৎ রূপাৎ উদেতি'। ৩

যিনি এই অমৃতকে এই প্রকারে জানেন তিনি বসু দেবতাদিগেরই একজন হইয়া অগ্নিমুখ দ্বারা এই অমৃত দেখিয়াই তৃপ্ত হন। তিনি এই রোহিত রূপের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং তাহা হইতে উৎসাহবন্ত হইয়া উদিত হয়েন। ৩

স যাবদাদিত্যঃ পুরস্তাদুদেতাপশ্চাদস্তমেতা বসূনামেব তাবদাধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্য্যেতা। ৪

'সঃ' বিদ্বান্ 'যাবৎ আদিত্যঃ' 'পুরস্তাৎ' প্রাচ্যাং দিশি 'উদেতা' 'পশ্চাৎ' প্রতীচ্যাং 'অস্তমেতা' 'তাবৎ বসূনাং এব আধিপত্যং' তাবৎ বসূনাং ভোগকালং 'পর্য্যেতা' পরিভোগস্তা ভবতীত্যর্থঃ। কিন্তুইহাযমাধিপত্যং 'স্বারাজ্যং' স্বরাড্ভাবঞ্চাধিগচ্ছতি। ৪

যে পর্য্যন্ত আদিত্য পূর্ব্ব দিক হইতে উদয় হইয়া পশ্চিম দিকে অস্ত হন সে পর্য্যন্ত বসুদিগেরই আধিপত্য। তিনি এই আধিপত্যকে স্বারাজ্য বোধে ভোগ করেন। ৪

সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ।

অথ যদ্দ্বিতীয়মমৃতং, তদ্রুদ্রাউপজীবন্তীন্দ্রেণ মুখেন ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি। ১

'অথ যৎ দ্বিতীয়ং অমৃতং' 'তৎ রুদ্রাঃ উপজীবন্তি ইন্দ্রেণ মুখেন' 'ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্তি' 'এতৎ এব অমৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি'। ১

আর যাহা শুক্লরূপ-দ্বিতীয় অমৃত তাহা রুদ্র দেবতারা ইন্দ্রমুখ দ্বারা উপভোগ করেন। দেবতারা ভোজন করেন না পান করেন না এই অমৃত দেখিয়াই তৃপ্ত হয়েন। ১

তএতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাদ্রূপাদুদ্যন্তি। ২

'তে' রুদ্রাঃ 'এতৎ এব রূপং অভিসংবিশন্তি' 'এতস্মাৎ রূপাৎ উদ্যন্তি'। ২

সেই রুদ্র দেবতারা এই শুক্ল রূপেতে প্রবেশ করেন এবং তাহা হইতে উৎসাহবন্ত হইয়া উদিত হয়েন। ২

সযএতদেবমমৃতং বেদ রুদ্রাণামেবৈকো ভূত্বেন্দ্রেণৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স এতদেব রূপমভিসংবিশত্যেতস্মাদ্রূপাদুদেতি। ৩

'যঃ এতৎ এবং অমৃতং বেদ' 'সঃ রুদ্রাণাং এব একঃ ভূত্বা ইন্দ্রেণ মুখেন এতৎ এব অমৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি' 'সঃ এতৎ এব রূপং অভিসংবিশতি' 'এতস্মাৎ রূপাৎ উদেতি'। ৩

যিনি এই প্রকারে এই অমৃতকে জানেন, তিনি রুদ্র দেবতাদিগেরই এক জন হইয়া রুদ্রমুখ দ্বারা এই অমৃতকে দেখিয়াই তৃপ্ত হন। তিনি এই রূপের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং তাহা হইতে উৎসাহবন্ত হইয়া উদিত হয়েন। ৩

স যাবদাদিত্যঃ পুরস্তাদুদেতা পশ্চাদস্তমেতা দ্বিস্তাবদ্দক্ষিণতউদেতোত্তরতোঽস্তমেতা রুদ্রাণামেব তাবদাধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্য্যেতা। ৪

'যাবৎ আদিত্যঃ পুরস্তাৎ উদেতা' 'পশ্চাৎ অস্তমেতা' 'দ্বিঃ তাবৎ' ততোদ্বিগুণং কালং 'দক্ষিণতঃ উদেতা' 'উত্তরতঃ অস্তমেতা' 'সঃ' বিদ্বান 'রুদ্রাণাং এব তাবৎ আধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্য্যেতা'। ৪

যে পর্য্যন্ত আদিত্য পূর্ব্ব দিক হইতে উদয় হইয়া পশ্চিম দিকে অস্ত হয় তাহার দ্বিগুণ কাল পর্য্যন্ত দক্ষিণদিকে উদয় হইয়া উত্তরদিকে অস্ত হয়। রুদ্র দেবতাদিগেরই এই কাল পর্য্যন্ত আধিপত্য। এই আধিপত্য-কালকে তিনি স্বারাজ্য বোধে ভোগ করেন। ৪

অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ।

অথ যত্তৃতীয়মমৃতং তদাদিত্যাউপজীবন্তি বরুণেন মুখেন নবৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি। ১

'অথ' 'যৎ তৃতীয়ং অমৃতং' 'তৎ আদিত্যাঃ উপজীবন্তি' 'বরুণেন মুখেন' 'নবৈ দেবাঃ অশ্নন্তি ন পিবন্তি' 'এতৎ এব অমৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি'॥ ১

আর যাহা কৃষ্ণরূপ-তৃতীয় অমৃত তাহা আদিত্য দেবতারা বরুণ মুখ দ্বারা উপভোগ করেন। দেবতারা ভোজন করেন না পান করেন না, তাঁহারা এই অমৃত দেখিয়াই তৃপ্ত হয়েন। ১

তএতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাদ্রূপাদুদ্যন্তি। ২

'তে এতৎ এব রূপং অভিসংবিশন্তি' 'এতস্মাৎ রূপাৎ উদ্যন্তি'। ২

সেই আদিত্য দেবতারা এই কৃষ্ণ রূপের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং তাহা হইতে উৎসাহবন্ত হইয়া উদিত হয়েন। ২

স য এতদেবমমৃতং বেদাদিত্যানামেবৈকো ভূত্বা বরুণেনৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স এতদেব রূপমভিসংবিশত্যেতস্মাদ্রূপাদুদেতি ॥ ৩

'সঃ যঃ এতৎ এবং অমৃতং বেদ' 'আদিত্যানাং এব একঃ ভূত্বা বরুণেন এব মুখেন এতৎ এব অমৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি' 'সঃ এতৎ এব রূপং অভিসংবিশতি' 'এতস্মাৎ রূপাৎ উদেতি'। ৩

যিনি এই প্রকারে এই অমৃতকে জানেন তিনি আদিত্য দেবতাদিগেরই এক জন হইয়া বরুণ-মুখ দ্বারা এই অমৃত দর্শন করিয়া তৃপ্ত হন। তিনি এই রূপের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং তাহা হইতে উৎসাহবন্ত হইয়া উদিত হন। ৩

স যাবদাদিত্যো দক্ষিণত উদেতোত্তরতোঽস্তমেতা দ্বিস্তাবৎ পশ্চাদুদেতা পুরস্তাদস্তমেতাঽঽদিত্যানামেব তাবদাধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্য্যেতা। ৪

'যাবৎ আদিত্যঃ দক্ষিণতঃ উদেতা' উত্তরতঃ অস্তমেতা' 'দ্বিঃ তাবৎ' ততোদ্বিগুণং কালং 'পশ্চাৎ উদেতা' 'পুরস্তাৎ অস্তমেতা' 'সঃ' বিদ্বান্ 'আদিত্যানাং এব তাবৎ আধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্য্যেতা। ৪

যে পর্য্যন্ত আদিত্য দক্ষিণ দিক হইতে উদয় হইয়া উত্তর দিকে অস্ত হন, তাহার দ্বিগুণ কাল পর্য্যন্ত পশ্চিম দিক হইতে উদয় হইয়া পূর্ব্বদিকে অস্ত হন তাবৎকাল পর্য্যন্ত আদিত্য দেবতাদিগের আধিপত্য। তিনি এই আধিপত্যকে স্বারাজ্য বোধে উপভোগ করেন। ৪

নবমঃ অধ্যায়ঃ।

অথ যচ্চতুর্থমমৃতং তন্মরুত উপজীবন্তি সোমেন মুখেন নবৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি। ১

'অথ যৎ চতুর্থং অমৃতং তৎ মরুতঃ উপজীবন্তি সোমেন মুখেন' 'ন বৈ দেবাঃ অশ্নন্তি' 'ন পিবন্তি' 'এতৎ এব অমৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি'। ১

আর যাহা পর-কৃষ্ণরূপ চতুর্থ অমৃত তাহা মরুত দেবতারা সোম-মুখ দ্বারা উপভোগ করেন। দেবতারা অমৃত ভোজন করেন না পান করেন না, এই অমৃত দর্শন করিয়াই তৃপ্ত হন। ১

তএতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাদ্রূপাদুদ্যন্তি। ২

'তে এতৎ এব রূপং অভিসংবিশন্তি' 'এতস্মাৎ রূপাৎ উদ্যন্তি'। ২

সেই মরুত দেবতারা এই রূপের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং তাহা হইতে উৎসাহবন্ত হইয়া উদয় হয়েন। ২

স য এতদেবমমৃতং বেদ মরুতামেবৈকো ভূত্বা সোমেনৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স এতদেবরূপমভিসংবিশত্যেতস্মাদ্রূপাদুদেতি। ৩

'সঃ যঃ এতৎ এবং অমৃতং বেদ' 'মরুতাং এব একঃ ভূত্বা সোমেন এব মুখেন এতৎ এব অমৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি' 'সঃ এতৎ এব রূপং অভিসংবিশন্তি' 'এতস্মাৎ রূপাৎ উদেতি'। ৩

যিনি এই প্রকারে এই অমৃতকে জানেন তিনি মরুৎ দেবতাদিগেরই এক জন হইয়া সোমমুখ দ্বারা এই অমৃতকে দর্শন করিয়া তৃপ্ত হন। তিনি এই রূপের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং তাহা হইতে উৎসাহবন্ত হইয়া উদয় হয়েন। ৩

স যাবদাদিত্যঃ পশ্চাদুদেতা পুরস্তাদস্তমেতা দ্বিস্তাবদুত্তরত উদেতা দক্ষিণতোঽস্তমেতা মরুতামেব তাবদাধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্য্যেতা। ৪

'যাবৎ আদিত্যঃ পশ্চাৎ উদেতা' 'পুরস্তাৎ অস্তমেতা' 'দ্বিঃ তাবৎ' ততোদ্বিগুণং কালং 'উত্তরতঃ উদেতা' 'দক্ষিণতঃ অস্তমেতা' 'সঃ' বিদ্বান্ 'মরুতাং এব তাবৎ আধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্য্যেতা'। ৪

যে পর্য্যন্ত আদিত্য পশ্চিম দিক হইতে উদয় হইয়া পূর্ব্ব দিকে অস্ত হন তাহার দ্বিগুণ কাল পর্য্যন্ত উত্তর দিক হইতে উদয় হইয়া দক্ষিণ দিকে অস্ত হন।

মরুৎ দেবতাদিগেরই এই আধিপত্য। তিনি এই আধিপত্যকে স্বারাজ্যবোধে ভোগ করেন। ৪

দশমঃ অধ্যায়ঃ।

অথ যৎ পঞ্চমমমৃতং তৎ সাধ্যাউপজীবন্তি ব্রহ্মণা মুখেন নবৈ দেবাঅশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি। ১

'অথ যৎ পঞ্চমং অমৃতং তৎ সাধ্যাঃ উপজীবন্তি ব্রহ্মণা মুখেন' 'ন বৈ দেবাঃ অশ্নন্তি ন পিবন্তি' 'এতৎ এব অমৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি'। ১

আর যাহা জ্যোতি-চাঞ্চল্য পঞ্চম অমৃত তাহা সাধ্য দেবতারা ব্রহ্মমুখ দ্বারা উপভোগ করেন। দেবতারা ভোজন করেন না পান করেন না, তাঁহারা এই অমৃত দেখিয়াই তৃপ্ত হয়েন। ১

তএতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাদ্রূপাদুদ্যন্তি। ২

'তে এতৎ এব রূপং অভিসংবিশন্তি' 'এতস্মাৎ রূপাৎ উদ্যন্তি'॥ ২

সেই সাধ্য দেবতারা এই জ্যোতিচাঞ্চল্যের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং তাহা হইতে উৎসাহবন্ত হইয়া উদিত হয়েন। ২

স যএতদেবমমৃতং বেদ সাধ্যানামেবৈকোভূত্বা ব্রহ্মণৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স এতদেব রূপমভিসংবিশত্যেতস্মাদ্রূপাদুদেতি। ৩

'সঃ যঃ এতৎ এবং অমৃতং বেদ' 'সাধ্যানাং এব একঃ ভূত্বা' ব্রহ্মণা এব মুখেন এতৎ এব অমৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি' 'সঃ এতৎ এব রূপং অভিসংবিশতি' এতস্মাৎ রূপাৎ উদেতি'। ৩

যিনি এই প্রকারে এই অমৃতকে জানেন তিনি সাধ্য দেবতাদিগেরই একজন হইয়া ব্রহ্মমুখ দ্বারা এই অমৃতকে দর্শন করিয়া তৃপ্ত হন। তিনি এই রূপের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং তাহা হইতে উৎসাহবন্ত হইয়া উদয় হন। ৩

স যাবদাদিত্য উত্তরত উদেতা দক্ষিণতোঽস্তমেতা দ্বিস্তাবদূর্দ্ধ উদেতাঽর্ব্বাগস্তমেতা সাধ্যানামেব তাবদাধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্য্যেতা। ৪

'যাবৎ আদিত্যঃ উত্তরতঃ উদেতা' 'দক্ষিণতঃ অস্তমেতা' 'দ্বিঃ তাবৎ ঊর্দ্ধ উদেতা অর্ব্বাক অস্তমেতা' 'সঃ সাধ্যানাং এব তাবৎ আধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্য্যেতা'। ৪

যে কাল পর্য্যন্ত আদিত্য উত্তরদিক হইতে উদয় হইয়া দক্ষিণদিকে অস্ত হন, তাহার দ্বিগুণ কাল পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে উদয় হইয়া নিম্নে অস্ত হন। এই তাবৎকাল পর্য্যন্ত সাধ্য দেবতাদিগের আধিপত্য। তিনি এই আধিপত্যকে স্বারাজ্যবোধে ভোগ করেন। ৪

ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১ পৌষ বুধবার ব্রাহ্মসম্বৎ ৫১।

কোথা হে অনাথ-শরণ! অসহায়ের সহায়, দুর্ব্বলের বল, পাপীর এক মাত্র গতি! পাপ-তাপে জর্জ্জরিত শোক মোহে আচ্ছন্ন ও সংসার-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া আমি তোমার শরণাপন্ন হইতে আসিয়াছি। কৃপানাথ! কৃপা করিয়া তোমার অমৃত-নিকেতনের দ্বার খুলিয়া দাও। তুমিই আমার অমৃত-নিকেতন। আমি তোমাতে প্রবেশ করিব। তুমি আমাকে তোমার অভয় ক্রোড়ে স্থান দাও। আমি সংসারে দীপ্তশিরা হইয়াছি; নাথ! এখন তোমাকে ছাড়িয়া আর কোথায় যাই—কার আশ্রয় গ্রহণ করি। তুমিই আমার আশ্রয়। তুমিই আমার জুড়াইবার সুশীতল ছায়া। তুমি আমার সন্তপ্ত আত্মাকে শীতল কর। আমি এই শোক-দগ্ধ আত্মাকে তোমার পদতলে প্রত্যর্পণ করিতেছি। তুমি কৃপা করিয়া একবার ইহাকে কৃপা-চক্ষে দেখ। অমৃত-বারি সিঞ্চন দ্বারা তুমি ইহাকে মুমূর্ষু অবস্থা হইতে রক্ষা কর। তুমি ভিন্ন ইহার আর গতি নাই। অনন্যগতি হইয়া তোমার প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছি। একবার কাতরে দেখা দাও। তুমি আমার

শৈশবের সঙ্গী যৌবনের সুহৃদ ও চিরজীবনের সহায়। আমি তোমাকে ছাড়িয়া নিমেষ মাত্র থাকিতে পারিব না। তুমি আমার মনশ্চক্ষুর অন্তরালে থাকিও না। তুমি আমার চক্ষের আলোক, বক্ষের ধন। তুমি আমার ভগ্ন-হৃদয়ে আবির্ভূত হও। আমার হৃদয়ের মৃত-প্রায় স্বর্গীয় ভাব-তরু তোমার কিরণ-স্পর্শে প্রফুল্ল হউক। "তব প্রেম-নীরে উৎস যত উৎসারিত মরুভূমি প্রস্তরে।" তোমার দয়া ও প্রেমের গুণে আমার কঠোর পাষাণ-চক্ষু হইতে ধারাবাহী প্রেমাশ্রু বিগলিত হউক। তোমার তেজোময় অগ্নিময় নাম আমার মুখ হইতে অনুরাগের সহিত উচ্চরিত হউক। আমার পাপ-রূপ তৃণরাশি তাহাতে এখন দগ্ধ বিদগ্ধ হইয়া যাক্। দিনে নিশিতে ব্রহ্মনাম যেন আমার মুখ হইতে বিনির্গত হয়। এই নামই আমার জীবনের সম্বল ও পরলোকের পথ-প্রদর্শক। হা! কেমন করিয়া আমি তোমাকে পাইব। আপনার প্রতি নিরীক্ষণ করিলে আর ত কোন আশা ভরসা থাকে না। "আপনা প্রতি নিরখি না দেখি নিস্তার। এক মাত্র ভরসা হে করুণা তোমার।" "ব্রহ্ম-কৃপাহি কেবলং" তোমার কৃপাই আমার সর্ব্বস্ব। তুমি কৃপা না করিলে আর আমার পরিত্রাণ কোথায়! দেখ সংসার-কণ্টকে আমার কোমল হৃদয় ক্ষত বিক্ষত ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। হে অক্ষয় কবচ! হে বর্ম্ম! তুমি কৃপা করিয়া আমাকে আবৃত কর। আমি তোমার আবরণে আবৃত হইব। আমি তোমার অভয় ক্রোড়ে প্রবেশ করিয়া নির্ভয় হইব। হে অভয়দাতা অখিলমাতা! মহাভয় হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত আমি তোমার নিকট ক্রন্দন করিতেছি, তুমি আমার আর্ত্তনাদ শ্রবণ কর। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার চরণে শরণাপন্ন হইতে আসিয়াছি। অধীন মলিন সেবককে কৃপা করিয়া তোমার পবিত্র চরণে স্থান দান কর।

হে ত্রিলোকতারণ। ত্রিলোক-ভূষণ। তুমি সর্ব্বলোকের পরিত্রাতা। তুমি অনন্ত কোটি কোটি লোকের শোভা ও ভূষণ। আমি তোমার নিকট কেবল তোমাকেই ভিক্ষা করিতেছি। তুমি আমার হৃদয়-সিংহাসনকে তোমার অপ্রতিম সৌন্দর্য্যের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান কর তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হইব। কোথায় সংসার-অন্ধকার, কোথায় পাপ তাপ, কোথায় মর্ম্ম-বেদনা—আর কোথায় মৃত্যুপীড়া, তোমার আবির্ভাবে সকলি অন্তর্হিত হইবে। হে হৃদয়নাথ! হৃদয়-সিংহাসন আলোকিত করিয়া দিন রাত্রি তুমি তথায় বিরাজ কর। আর আমার প্রতি এমনি কৃপা কর—যেন আমি তোমাকে তথায় প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। তোমাকে না দেখিতে পাইলে—আমি জীবন ও প্রাণ লইয়া কি করিব। তোমার অভাবে—ক্ষণমাত্র তোমার অভাবে মৃতপ্রায় হইয়া যাই। তুমি আমার অন্তরে থাকিয়া তাহা জানিতেছ। "কি আর জানাব জানিছ সকলি হে।"

হে দুঃখীর ধন, কাঙ্গালের স্পর্শমনি—দেখ আমি তোমার অভাবে শীর্ণ হইয়াছি—দেখ গো করুণাময়ী মাতঃ! তোমার অভাবে তোমার মলিন সন্তানের চক্ষু দিয়া অশ্রুপাত হইতেছে—একবার দেখা দেও—দীন হীন সেবককে একবার দেখা দেও। আমি তোমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া একবার এই দুঃখময়—বিষাদময় সংসারকে ভুলিয়া যাই। প্রীতিভরে একবার তোমার আনন্দ স্বরূপে নিমগ্ন হইয়া যাই। আবার প্রার্থনা করি তুমি আমার জীবনকে তোমা দ্বারা পূর্ণ কর—সমস্ত জীবন আমি যেন তোমাতে নিমগ্ন থাকিতে পারি। আর সেই শেষ

দিনে—শেষ মুহূর্ত্তে যখন মৃত্যু আসিয়া আমাকে গ্রাস করিবে তখন ভাল করিয়া তুমি আমাকে দেখা দিও। উজ্জ্বল রূপে তুমি আত্মায় বিরাজ করিও। যেন তোমার পবিত্র ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিতে করিতে আমার প্রাণ-বায়ু বহির্গত হয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

উপবেশন।

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য।

ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্ স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি।

আসন ও পরিধেয় প্রভৃতির গুণে যেমন শরীরের তাপ তাড়িত প্রভৃতির সহসা হ্রাস বৃদ্ধি-জনিত মনঃ-স্থৈর্য্য বিনষ্ট হয় না, প্রত্যুত পরব্রহ্মে সমাধি-সাধনে সহায়তা করে, তেমনি উপবেশন-প্রণালী-প্রভাবে সাধক দীর্ঘকাল একাগ্র চিত্তে ঈশ্বরের ধ্যান ধারণায় পটুতা লাভ করিয়া থাকে। সেই জন্য কিরূপে ঈশ্বর-চিন্তায় উপবিষ্ট হইবে, যোগী প্রধান আর্য্য ঋষিগণ তাহার সুস্পষ্ট উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। দীর্ঘকাল দণ্ডায়মান থাকিয়া ঈশ্বর-চিন্তা করিতে গেলে শারীরিক কষ্ট নিবন্ধন চিত্ত চঞ্চল হয়, শয়ান থাকিয়া তাঁহার ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত হইলে নিদ্রাকর্ষণ হইয়া থাকে। কাষ্ঠাসন প্রভৃতিতে আলম্বিত পদে উপবেশন করিয়া একটু অধিক কাল পূজার্চ্চনায় রত হইলে উরু দেশের রক্ত চলাচল স্থগিত হয় এবং পাদাগ্রে রস আকৃষ্ট হওয়াতে শরীরের কষ্ট নিবন্ধন চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে, এই কারণেই সমাসীন হইয়া বক্ষ গ্রীবা শির এই তিন স্থান উন্নতরূপে ও সমভাবে শরীর স্থাপন পূর্ব্বক ব্রহ্মচিন্তায় প্রবৃত্ত হওয়াই আর্য্য ঋষিদিগের অভিমত।

নত শিরে তাঁহার ধ্যান ধারণায় প্রবৃত্ত হইলে মস্তক ভারাক্রান্ত হয়, কুব্জ ভাবে উপবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মচিন্তায় নিযুক্ত হইলে বক্ষ গ্রীবা প্রপীড়িত হইয়া বিশেষ কষ্ট উৎপাদন করে, উন্মীলিত নয়নে পরমার্থ-চিন্তায় নিরত হইতে গেলে নানা-বস্তু-দর্শন-জনিত মনে নানা ভাব সমুদ্ভূত হইয়া চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া তোলে, এই জন্য বক্ষ গ্রীবা ও শিরোদেশ উন্নত রূপে স্থাপন পূর্ব্বক নিমীলিত নয়নে ঈশ্বর-উপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়াই সাধকের কর্ত্তব্য। উপবেশন-গুণেই সাধক দীর্ঘকাল স্থিরভাবে গম্ভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতে সমর্থ হন, এই হেতুই যোগ-শাস্ত্রে আসন বিষয়ক নানা উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শরীরের স্থৈর্য্য-সম্পাদনই সেই সমুদায় উপদেশের একমাত্র উদ্দেশ্য।

"করচরণাদিসংস্থানবিশেষলক্ষণানি আসনানি।"

কর চরণাদির সংস্থানবিশেষই আসন। হস্ত পদাদি যদি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করিয়া উপবেশন করা যায় তাহা হইলে কদাচ দীর্ঘকাল সুস্থির ভাবে উপবিষ্ট থাকিবার সম্ভাবনা থাকে না, এই জন্যই তৎসমূহকে এরূপ ভাবে সংযত করিয়া সমাসীন হইবে, যদ্দ্বারা কোন রূপে শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা উৎপন্ন না হইতে পারে।

শরীরই আত্মার বাহন। বাহন যদি আরোহীর সম্পূর্ণ আয়ত্ত থাকে, তাহা হইলে আরোহী যেমন স্বচ্ছন্দ রূপে নিরুদ্বেগে আপনার লক্ষ্য সাধনে কৃতকার্য্য হয়, তেমনি সাধন-সময়ে শরীর রূপ বাহন আত্মার অনুগত ও বশীভূত থাকিলে আত্মা পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবীর অতীত তত্ত্ব চিন্তায়, বিষয়ের অতীত রত্ন লাভে সহজে সিদ্ধকাম হইতে পারে। আরোহী যতই কেন সুদক্ষ ও সুপটু হউক না, তাহার বাহক অশান্তি

যদি অবশীভূত হয়, তাহা হইলে কদাচ তাহার ইষ্ট-সাধন হয় না। প্রত্যুত পদে পদেই বিঘ্ন সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা; তেমনি আত্মা জ্ঞান-প্রেম ও উদ্যম উৎসাহ এবং অনুরাগে পূর্ণ হইলেও, শরীর যদি তাহার বশীভূত না হয় ইন্দ্রিয় সকল যদি সম্পূর্ণরূপ আয়ত্ত না থাকে, তাহা হইলে তাহাকেও সাধনভ্রষ্ট হইতে হয়। সেই জন্যই শরীর ও ইন্দ্রিয় সকলকে আয়ত্ত করিয়া "বক্ষ গ্রীবা শির এই তিন স্থান উন্নতরূপে ও সমভাবে শরীর স্থাপন করিয়া মনের সহিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল হৃদয়েতে সন্নিবেশ পূর্ব্বক সংসারার্ণবের ভয়াবহ স্রোত সকলকে ব্রহ্মস্বরূপ ভেলা দ্বারা অতিক্রম করিবেক" আর্য্য ঋষিগণ দ্বারা এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে

যাঁহারা ব্রহ্মগতপ্রাণ, অনুকূল স্থান, অনুকূল ঘটনা, অনুকূল আসন লাভ করিতে পারিলে এবং অনুকূল ভাবে উপবিষ্ট হইতে সমর্থ হইলে, তাঁহারা তো সহজেই সাধন সমাধান বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন কিন্তু যাঁহারদের ঈশ্বরের ধ্যান ধারণায় তাদৃশ রতিমতি নাই, দেশ কাল আধার উপকরণের গুণে তাঁহারদেরও কঠোর হৃদয়ে ঈশ্বর-স্পৃহা উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। তাঁহারদেরও বিক্ষিপ্ত চিত্ত শান্ত সংযত ভাব ধারণ করে। উত্তম মশী লেখনী ও পত্রের গুণে যেমন অধম লেখকও উত্তম লিখিতে ইচ্ছুক হয়; বিদ্যা-শিক্ষায় যে শিশু নিতান্ত অনিচ্ছুক বিদ্যালয়ের গুণে যেমন তাহারও শিক্ষা অধ্যয়নে প্রবৃত্তি জন্মে, যাহার অন্নপানে একান্ত অনভিরুচি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভোজ্য পানীয় প্রাপ্ত হইলে যেমন তাহারও ভোজন পানে অভিরুচি হয়, সেইরূপ সাধন সমাধান বিষয়ে যে ব্যক্তি নিতান্ত অনভিজ্ঞ সেও যদি উত্তম স্থান, অনুকূল অবসর ভগবৎপ্রেমী সাধু-সজ্জনদিগের সঙ্গ প্রভৃতি লাভ করিতে পারে, তাহারও হৃদয় ঈশ্বরের জন্য আকুল হইয়া উঠে। তাহারও প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

যাহাতে শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সকল সুন্দররূপে প্রতিপালিত হয়, শরীর-মনের সামঞ্জস্য সুরক্ষিত হইতে পারে, এবং ধর্ম্মস্পৃহা অনায়াসে উদ্দীপ্ত হইয়া ধ্যান-ধারণার অনুকূলতা সম্পাদন করে, পূর্ব্ব-উল্লিখিত সমস্ত আয়োজন আহরণের তাহাই একমাত্র উদ্দেশ্য। অতএব সর্ব্ব-প্রযত্নে এই সকল নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সাধক ব্রহ্ম-সাধনে যত্নশীল হইবে

আর্য্য ঋষিগণ তাপ তাড়িতের অতুল প্রভাব এমনই স্পষ্টরূপে বুঝিয়াছিলেন, যে সাধন সমাধান বিষয়ে তাঁহারা দেশ কাল স্থান আসন পরিধেয় প্রভৃতি সকল উপাদান উপকরণে তাহাদিগের আনুকূল্য লাভ করিতে যত্ন-শীল হইয়া শরীর মনের স্থৈর্য্য-সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইতেন।

সেই অনন্যমনা ব্রহ্মগতপ্রাণ মহাপুরুষদিগের সাধন সমাধান, চিন্তা তপস্যার অব্যর্থ ফল স্বরূপ ভারতের অমূল্য রত্ন পরমার্থতত্ত্ব সকল, অদ্যাপিও নির্জ্জীব ভারতবাসীদিগের মৃতকল্প আত্মাতে নবজীবন প্রদান করিতেছে, এবং বর্ত্তমান সময়েও সভ্যজনপদস্থ অসামান্য গভীর চিন্তাশীল বিবিধ-বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতগণকেও বিস্মিত ও চমৎকৃত করিয়া তুলিতেছে।

বুদ্ধদেব চরিত।

৪৪৭ সংখ্যক পত্রিকার ১২৮ পৃষ্ঠার পর।

পুনর্ব্বার বোধিসত্ত্বের হৃদয়ে এই রূপ চিন্তার উদয় হইল যে, এক জন পরিব্রাজকের মস্তকে আবার শিখা রাখিবার কি

প্রয়োজন? অতএব তিনি খড়্গ দ্বারা মস্তক হইতে শিখা ছেদন করিয়া অন্তরীক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। এবং সেই শিখা ত্রয়স্ত্রিংশ সংখ্য দেবতা কর্ত্তৃক পূজার্থে পরিগৃহীত হইল। এখনও এই দেবতাদিগের মধ্যে সেই শিখা বর্ত্তমান রহিয়াছে। যেখানে শিখা পূজার্থ পরিগৃহীত হইয়াছিল সেখানেও একটি চৈত্য স্থাপিত হয়, অদ্যাপি তাহা "চূঁড়া প্রতিগ্রহণ" নামে বিদিত আছে।

তিনি আবার মনে মনে এই রূপ চিন্তা করিলেন, যে, পরিব্রাজকের পক্ষে কাশিজাত বস্ত্রেরই বা কি প্রয়োজন। যদি এক্ষণে এই বনবাসের উপযোগী এক খানা কাষায় বস্ত্র প্রাপ্ত হই তবে আমার পক্ষে শোভন হয়। তিনি এই বিষয় অন্তরে ভাবনা করিবা মাত্রেই, স্বর্গে দেবতারা জানিতে পারিলেন যে বোধিসত্ত্বের কাষায় বস্ত্রের আবশ্যক। এবং তৎক্ষণাৎ বোধিসত্ত্বের সম্মুখে কাষায়-বস্ত্রাবৃত একটি সুন্দর দেবপুত্র প্রাদুর্ভূত হইলেন। তখন তিনি সেই দেবপুত্রকে কহিলেন, হে দেবপুত্র, তুমি এই আর্য কাষায় বস্ত্র আমাকে প্রদান কর, তদ্বিনিময়ে আমি তোমাকে আমার এই কাশিজাত বস্ত্র প্রদান করিতেছি।

দেবপুত্র কহিলেন এই কাশিজাত বস্ত্র তোমারই শোভা পায় এবং এই কাষায় বস্ত্র আমারই অনুরূপ। বোধিসত্ত্ব কহিলেন, আমি উহা তোমার নিকট যাচ্ঞা করিতেছি।

তখন সেই দেবপুত্র স্বীয় কাষায় বস্ত্র বোধিসত্ত্বকে প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে কাশিজাত বস্ত্র গ্রহণ করিলেন। এবং উভয়েই উভয়ের বস্ত্র সাদরে স্ব স্ব শিরোদেশে ধারণ করিলে পর, দেবপুত্র দেবতাদিগের পূজার্থে দেব-লোকে গমন করিলেন। এই ব্যাপার ছন্দক অবলোকন করিয়াছিলেন। যেখানে এই ঘটনা সেখানেও একটি চৈত্য স্থাপিত হয়; অদ্যাপি সেই চৈত্য "কাষায় গ্রহণ" নামে প্রথিত আছে।

যৎকালে বোধিসত্ত্ব শিখা ছেদন করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধান করিলেন তৎকালে আকাশ মার্গ হইতে শত সহস্র দেববালক তাহা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহারা তদ্দর্শনে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, কিলকিলা রবে দিগ্‌বিতান বিঘোষিত করিয়া মহাশব্দে বলিয়া উঠিলেন ভো, দেবপুত্রগণ, কুমার সিদ্ধার্থ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। এই ইনিই সম্যক প্রকার সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়া অসংখ্য জাতিধর্ম্মাক্রান্ত জীবের উদ্ধার সাধন করিবেন। এবং জরা, মরণ ও শোক সম্ভূত দুঃখ পরিবেদনাদি মোচন করিয়া সংসার-সাগর-পারে গমন পূর্ব্বক নিরুপদ্রবে, অশোক, অভয় এবং অমৃতে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিবেন। দেববালকদিগের এই শব্দ পরম্পরা-নীত হইয়া রাজভবনে উপস্থিত হইয়াছিল।

এ দিকে অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণ কুমারকে শয়নাগারে অবলোকন না করিয়া গ্রীষ্মিক, বার্ষিক এবং হৈমন্তিক প্রাসাদ সমুদায় অন্বেষণ করিলেন। কিন্তু যখন কোথাও তাঁহার দর্শন পাইলেন না, তখন সকলে একত্র হইয়া কুররীর ন্যায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ঐ শোকাকুল রমণীদিগের মধ্যে কেহ, হা তাত! কেহ হা ভ্রাত! কেহ হা নাথ! হা স্বামিন্! বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কেহ শোকে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া ধরাতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। কাহারও নীরক্ত নয়নাশ্রু দরদরিত ধারে মৃত্তিকা সিক্ত করিতে লাগিল। কেহ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া কেহ বক্ষে করাঘাত করিয়া এবং কেহ বা কেশ

গুচ্ছ ছিন্ন করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

অন্তঃপুরবাসিনীগণের এই তুমুল ক্রন্দন-ধ্বনি প্রাসাদ-প্রকোষ্ঠ সকল ভেদ করিয়া মহারাজ স্তদ্ধোদনের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল। তখন তিনি শাক্যগণকে আহ্বান পূর্ব্বক অন্তঃপুর-নিঃসৃত তুমুল ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! রাজকুমার অন্তঃপুর হইতে অদৃশ্য হইয়াছেন। তখন রাজা তাহাদিগকে নগর-দ্বার সকল অবরুদ্ধ করিয়া শীঘ্র নগরাভ্যন্তরে রাজকুমারের অন্বেষণ করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। উহারাও বিশেষ অনুসন্ধানে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল।

এই সময়ে মহাপ্রজাবতী গৌতমী* মহীতলে অবলুণ্ঠন করিতে করিতে আগমন করিয়া রাজা স্তদ্ধোদন-সমক্ষে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! আমাকে অবিলম্বে পুত্রের সঙ্গিনী করিয়া দেন।

তখন রাজা অশ্বারোহী দূত সকলকে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিয়া আজ্ঞা করিলেন যে যাবৎ তোমরা রাজকুমারের দর্শন না পাও তাবৎ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিও না।

এই সময়ে নৈমিত্তিকগণ গণনা করিয়া কহিল যে, বোধিসত্ত্ব মঙ্গলদ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন। তখন দূত সকল মঙ্গলদ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া কুমারের অনুসন্ধানে প্রস্থান করিল এবং কিয়দ্দূর গিয়াই দেখিল পথে পুষ্প-বৃষ্টির চিহ্ন আছে। তদ্দৃষ্টে উহারা কুমার এই পথেই গমন করিয়াছেন বলিয়া স্থির করিল। পরে আরো কিয়ৎ দূর গমন করিয়া দেখিতে পাইল যে সেই দেবপুত্র বোধিসত্ত্বের কাশিজাত বস্ত্র মস্তকে ধারণ করিয়া আগমন করিতেছে। তখন তাহারা মনে করিল এইত কুমারের কাশিজাত বস্ত্র, বোধ হয় এই বস্ত্রার্থেই কুমার ইহার হস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন। ঐ দেবপুত্রের পশ্চাতে ছন্দকও অশ্ব এবং আভরণাদি লইয়া আগমন করিতেছিলেন। উহারা তাঁহাকে দেখিয়া পরস্পর বলিতে লাগিল, ওহে এক্ষণে আমাদের সাহস হইতেছে, ঐ দেখ ছন্দক আসিতেছেন এস, আমরা উহাঁকে গিয়া সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করি।

তখন তাহারা ছন্দককে জিজ্ঞাসা করিল, ছন্দক, কাশিজাত বস্ত্রের জন্য কুমার কি এই পুরুষ কর্ত্তৃক জীবন-চ্যুত হইয়াছেন?

ছন্দক কহিলেন না, তাহা নহে। এই দেবপুত্র স্বীয় কাষায় বস্ত্র কুমারকে প্রদান করিয়াছেন এবং কুমারও ইহাঁকে তাঁহার কাশিজাত বস্ত্র প্রদান করিয়াছেন

তাহারা পুনরায় ছন্দককে জিজ্ঞাসা করিল, তবে এক্ষণে কি আমরা কুমারকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার মানসে গমন করিব?

ছন্দক কহিলেন, না, তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার মানসে গমন করিও না। তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার যো নাই! তিনি এমন কথা ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যাবৎ আমার দ্বারা সম্যক্ বোধি লব্ধ না হয় তাবৎ আমি কপিলবস্তু মহানগরীতে পুনর্ব্বার প্রবেশ করিব না। তা কুমার যাহা বলিয়াছেন তাঁহার তাহা হইবেও।

তাহারা কহিল, কি হেতু কুমারকে নিবৃত্ত করিবার উপায় নাই?

ছন্দক কহিলেন, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হেতু।

অতঃপর ছন্দক কণ্ঠক নামক অশ্ব ও আভরণ লইয়া রাজপুরে প্রবেশ করিলে, কুমারের আভরণ সমস্ত শাক্যসুতগণকে প্রদত্ত হইল। কিন্তু তাহারা কেহই তাহা

---

* গৌতমী বুদ্ধদেবের মাতৃস্বসা। ইনি বাল্যকাল হইতে তাঁহাকে লালন পালন করেন।

ধারণ করিতে সক্ষম হইল না। তখন মহা-প্রজাবতী গৌতমী ভাবিলেন যে যত দিন এই আভরণ-সকল আমার সমক্ষে থাকিবে তত দিন পর্য্যন্ত আমার শোকানলের কিছুতেই হ্রাস হইবে না। অতএব তিনি সেই সমস্ত আভরণ একটী পুষ্করিণী-জলে নিক্ষেপ করিলেন। অদ্যাবধি সেই পুষ্করিণী "আভরণ পুষ্করিণী" নামে কথিত হইয়া থাকে।

অগাথা।

নিশার আঁধারে অঙ্কিত একটি
প্রশূন্য অক্ষরে শোকের রেখা
রাখি, বোধিসত্ব গিয়াছেন চলি
রাজ হর্ম্ম্য বেড়ি যাইছে দেখা।
অপর মহিলা জানেনাকো কেউ
নিদ্রার ছলনে নয়ন জ্যোতি
হরেছে যে তার অদৃষ্ট দুর্ব্বার
তাই শুয়ে সবে হরষমতি।
উৎক্রোশে কাঁদিয়া উঠিল যে গোপা
হেরিয়া না নাথে শয়নালয়
নিদ্রার বিহ্বলে বঞ্চিয়া অবলা
প্রাণপতি চলি গিয়েছে হায়।
দারুণ সংবাদ বজ্রের আঘাতে
পতিত নৃপতি ধরণি-তলে
দরদর পড়ে নয়নের ধারা
বক্ষ ভাসাইয়া চরণ-মূলে।
একটি তনয়—একটি চাঁদিমা
নিঠুর সে রাহু গ্রাসিল হায়—
রুদ্যমান্ নৃপে—করিতে সান্ত্বনা
শত শাক্য-নরে সেবিছে তাঁয়।
পতির বিরহে জ্ঞান হারা গোপা
বিছানা তাজিয়া ভূমিতে পড়ি
ফেলিল সুদূরে হাতের কঙ্কন
মস্তকের কেশ দুহাতে ছিঁড়ি।
বুকে করাঘাত করি আর্ত্তনাদে
কহিল কতই খেদের বাণী,
আহা রে! উচ্ছিন্ন হলো রাজপুর
বিনা সে নায়ক নয়নমণি।
বিমল বিশুদ্ধ স্বচ্ছ রূপবান্
জগতের প্রিয় সুজন পতি,
স্বর্গময় ভূমে সম পূজনীয়
হৃদয়ের দীপ দাসীর গতি।
কোথা গেলে তুমি দাসীরে ছলিয়া
এই ছিলে নাথ দাসীর সাথ,
কোথা গেলে মম শয্যা তেয়াগিয়া
ত্যজিলে যদ্যপি দাসীরে নাথ।
আর না খাইব, আর না পরিব,
আর না পিপাসে করিব পান
আর না চাহিব রাজশয্যা পানে
ভূমে এ শরীর করিব দান।
ধরিব মাথায় কেশের বদলে
ভস্ম প্রলেপিত জটার ভার
আচরিব ব্রত, সেই প্রাণপতি
যদবধি নাহি হেরিব আর।
অফল উদ্যান আজিরে মলিন
তরুশিরে পাতা কুসুম নাই
শ্মশান সমান স্ত্রীআগার এযে
বিষাদের ভাতি ঘোষিছে তাই।
মধুর সঙ্গীত, ভূষণ ঝঙ্কার
স্ত্রী-আগারে সব নীরব, মাটি।
আর না চাহিব আকাশের পানে
এই যে নামিল নয়ন দুটি।
"নিবার ক্রন্দন শাক্যের কুমারী'
শোকের উচ্ছ্বাসে অস্ফুট ভাষা
তবু ও ধৈরযে দিতে যে প্রবোধ
গোপায়, কহিল মাতৃস্বসা।
"ত্যজিবার আগে মায়ার সংসার
জনক জননী যোষিৎ সবে
করেছে যে পণ কুমারপুঙ্গব
মৃত্যু জরা হতে তারিতে জীবে
সহস্র কুশলে সুচিত কুমার
রজনীর শেষে যোজন ছয়

গিয়েছে যে জন, সে সাধুর তরে
কি শোক ভাবনা কিসের ভয়।”
এখানেতো এই। কান্তারে কুমার
ছন্দকে সঁপিয়ে ভূষণ হয়
কহিল “জনক জননীর পদে
কহিও আমার বারতা চয়।
কহিও তোমার যদিও কুমার
ছাড়িয়ে তোমায় গিয়েছে দূরে
ধরম স্মরিয়ে হ’য়োনা ব্যাকুল
লভিয়ে বোধি সে আসিবে ফিরে।
শুনিয়া ছন্দক কাঁদিয়া কহিল
যাইতে সাহস হয় না ফিরে
“কোথা গুণধরে রাখিয়া এলিরে
কেন বা লইয়ে গেলিরে তারে”
বলিয়া আমায় মারিবেক যতেক
ধরিয়া রাজার দায়াদ গণে।
ছন্দকে কুমার কহিল উত্তরে
কিছু ত্রাস তাহে রেখ না মনে,
হরষে তোমায় করিবে গ্রহণ
জনক আমার, দায়াদ সবে
হৃদয়ের প্রেমে দিলাম এ বর
যাও লয়ে ফিরি ঘোটক এবে।
উভয়ের উভে লইয়া বিদায়
একক চলিল উদাসমতি—
বনে বোধিসত্ব, ফিরিল ছন্দক
কাতর পরাণে গৃহের প্রতি।
আইল ছন্দক বাগানের কাছে
কুমার যেথায় করিত কেলি
দেখিয়া তুরগে উদ্যান-পালক
হরষে, কুমার আইল বলি
সুখের বারতা নৃপতি সমীপে
অধীরে আমোদে করিল দান
হরষে নৃপতি আইল ছুটিয়া
আইল সকলে ব্যাকুল প্রাণ।
দেখিতে কুমারে, ঘোটক কি হায়
দেখিল রিহীন বাহন-পতি

আশার হরষে উঠিয়া আকাশে
ভূমিতে পড়িল ধরণীপতি।
গলিত নয়নে সলিল প্রবাহে,
সখেদ বদনে বারতা রাজি
কহিল ‘কোথায় গেলিরে কুমার
কেন রে এতেক বিভব ত্যজি।
কহরে সুজন ছন্দক আমায়
মম সুতে কেবা লইল হরে
কোথা গেল চলি কিসের লাগিয়া
কেবা দিল দ্বার খুলিয়ে তারে।
কেন বা গগনে অমর নিকর
পদ পূজা তার করিল সবে?
বলিল ছন্দক ওগো মহারাজ
শুনুন আমার বচন তবে।
হেরি যামিনীর প্রসুপ্ত ধরণী
অসাড় গভীর নগর প্রাণ
সুধীরে ডাকিয়া কহিল কুমার
করিতে আমায় তুরগ দান।
নগরের লোক নিদ্রায় কাতর
কেহ শুনিল না বারতা তার
কাতর ক্রন্দনে নাচারে আনিয়া
দিলাম তাহারে ঘোটকবর।
“তবে যাই এবে সাধিতে সে কায
হিতকর যাহা বিহিত অতি”
বলিতে অমনি আসিয়া খুলিল
আবরিত দ্বার অমরপতি।
আসিয়া পড়িল চারি লোকপাল
করি প্রণিপাত হয়ের পদে
আরোহি অমনি ঘোটকে কুমার
চলিল হরষে বিরাগ মদে
গগনে অযুত তারকা যেমন
ততোধিক কত রূপসী মেয়ে
দেখিতে দেখিতে, দেখিতে কুমারে
একেবারে আসি পড়িল ছেয়ে।
অগণন কত আসিয়া অমর
হাতে খর শর ধনুক অসি

আকাশ হইতে কুমারের শিরে
বরষিল কত কুসুম রাশি।

ক্রমশঃ

ধর্ম্ম সম্বন্ধে বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অবস্থা।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে সাধারণতঃ ধর্ম্ম বিষয়ে তিন প্রকার মত প্রচলিত দেখা যাইতেছে। প্রথম পৌত্তলিকতা, দ্বিতীয় ব্রাহ্মধর্ম্ম, তৃতীয় নাস্তিকতা।

প্রথম, পৌত্তলিকতা। বঙ্গদেশে পৌত্তলিক ধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ভারতবর্ষে পৌত্তলিক ধর্ম্ম যে প্রকার আকারে প্রচলিত আছে তাহা আফ্রিকান কিম্বা প্রাচীন আমেরিকানদিগের মধ্যে প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্ম্ম অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ। ভারতবর্ষীয় পৌত্তলিক ধর্ম্ম মনুষ্য-হৃদয়ে প্রকৃত ধর্ম্মভাবের উদ্দীপন ও তাহার প্রকৃত পরিচালনার প্রতিকূল নহে। কিন্তু আমরা বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে পৌত্তলিক ধর্ম্মের অবস্থা শোচনীয় বলিয়াছি, তাহার কারণ এই যে এক্ষণে বঙ্গীয় ভদ্র লোকদিগের মধ্যে প্রকৃত ভক্ত ও অকপট পৌত্তলিকগণের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প হইয়া পড়িয়াছে। সপ্ততি কিম্বা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গবাসী ভদ্র পৌত্তলিকগণের মধ্যে যেরূপ সচরাচর ভক্ত দেখা যাইত বর্ত্তমান সময়ে তাহা দেখা যায় না। ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহাদিগের মধ্যে যে সরলতা ও অকপটতা দৃষ্ট হইত, বর্ত্তমান সময়ে তাহা প্রায় হয় না। বর্ত্তমান সময়ে পৌত্তলিক ধর্ম্মে আন্তরিক বিশ্বাসকারীর সংখ্যা অতি কম। যাঁহারা পৌত্তলিক বলিয়া সাধারণে পরিচিত তাঁহারা বাস্তবিক ভিতরে তাহা নহেন। তাঁহারা বাহিরে যাহা দেখান বাস্তবিক ভিতরে তাহা নহেন। যে সকল গৃহে নিয়মিত রূপে ঘোর ঘটার সহিত নানা দেবদেবীর পূজা হইয়া থাকে তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকের বাস্তবিক সেই সকল দেবদেবীতে বিশ্বাস নাই। আজ কাল অনেকের গৃহে আমোদের জন্য এবং অনেকের গৃহে লোকাচার-রক্ষার্থ দেবদেবীর পূজা হইয়া থাকে। হৃদয়ের অকপট ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত পূজা অতি অল্প লোকেই করিয়া থাকেন। সে কালের পৌত্তলিকদিগের মধ্যে দেবদেবীর প্রতি যে প্রকৃত ভক্তি ছিল বর্ত্তমান কালের বঙ্গীয় পৌত্তলিকদিগের মধ্যে তাহা আর তদ্রূপ দৃষ্ট হয় না। এই সকল বিবেচনা করিলে বর্ত্তমান কালের পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বীগণের অবস্থা যে অত্যন্ত শোচনীয় তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। বর্ত্তমান কালীন বঙ্গীয় পৌত্তলিকেরা ধর্ম্মবিষয়ে এরূপ হীন হইয়া পড়িয়াছেন যে তাঁহাদিগকে ধর্ম্মশূন্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মভাব নাই এবং যে সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক কপটতা-দোষে দোষী সেই ধর্ম্মের অবস্থা যে অতি-শোচনীয় তদ্বিষয়ে আর কি সন্দেহ আছে। আমাদিগের দেশের কপট পৌত্তলিকগণ যদ্যপি কপটতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য কোন ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং হৃদয়ের সহিত সেই ধর্ম্মের মতসমূহে বিশ্বাসস্থাপনা করেন তাহা হইলেই শুভ, নতুবা বঙ্গসমাজ অচিরাৎ অধঃপাতে যাইবার সম্ভাবনা।

দ্বিতীয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম। এই নবোদিত ধর্ম্মেরও বর্ত্তমান অবস্থা প্রীতিকর ও ভবিষ্যৎ উন্নতির আশাপ্রদ নহে। অদ্য পূর্ণ অর্দ্ধ শতাব্দী হইল বঙ্গদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম, কিম্বা মুসলমান ধর্ম্মের সহিত তুলনা করিলে এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এই ধর্ম্ম অতি অল্প

লোকেই অবলম্বন করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বুদ্ধদেবের, খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক খ্রীষ্টের এবং মুসলমান-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহম্মদের জীবদ্দশাতেই সহস্র সহস্র লোক ঐ সকল ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাত্মা রামমোহন রায়ের জীবদ্দশাতে দূরে থাকুক এই অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে অতি অল্প লোকই এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যান্য ধর্ম্মের মত অপেক্ষা ব্রাহ্মধর্ম্মের মত অতি উচ্চ ও মহান্; অতএব এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি ঐ ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছে বলিয়া আমরা ঐ ধর্ম্মের অবস্থা প্রীতিকর নহে বলিতেছি না; যে সকল ব্যক্তি ঐ ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচিত তাঁহাদিগের জীবন ব্রাহ্মধর্ম্মের মহান্ আদর্শের কতদূর নিম্নে পড়িয়া রহিয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়াই আমরা ঐ কথা বলিতেছি। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান উপদেশানুসারে ব্রাহ্মগণের জীবন সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ, পবিত্র ও মহান্ হওয়া আবশ্যক; কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমরা যথার্থ পবিত্র ও মহান-চরিত্র-বিশিষ্ট কয় জন প্রকৃত ব্রাহ্ম দেখিতে পাইয়াছি?

ব্রাহ্মধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা অপ্রীতিকর হইবার আর একটি কারণ এই যে ব্রাহ্মসমাজের এক জন প্রধান অধিনায়ক অবতারবাদ, নরপূজা প্রভৃতি নানা কু-মত সকল এই ধর্ম্মের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া ইহাকে এক প্রকার পৌরাণিক ধর্ম্মে পরিণত করিয়াছেন। ঐ সকল মত ব্রাহ্মধর্ম্মের মত বলিয়া প্রচার করিয়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের মহত্ত্ব ও পবিত্রতার প্রভূত হানি করিয়াছেন। ঐ সকল মতের জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ গৌরবের বিশিষ্ট হানি হইয়াছে, এবং এই অনিষ্টের প্রতীকার বিষয়ে বিশেষ যত্নবান না হইলে অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় ইহাও ভবিষ্যতে একটি উপধর্ম্ম-কলুষিত ধর্ম্মমধ্যে পরিগণিত হইবে এমৎ সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

তৃতীয়, নাস্তিকতা। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গ দেশে সংশয়বাদ ও নাস্তিকতার অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকে বিদ্যামদ অথবা বিদ্যাভিমান নিবন্ধন প্রকাশ্য রূপে আপনাদিগকে নাস্তিক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, এবং অনেকে নাস্তিক বলিয়া পরিচয় দেন না বটে কিন্তু তাঁহারা যে নাস্তিক তাহা তাঁহাদিগের জীবন স্পষ্টরূপে প্রকাশ করে। ইহাঁদিগের মধ্যে কেহ কেহ আবার আপনারা নাস্তিক হইয়া সন্তুষ্ট নহেন, অন্যান্য লোককে আপনাদিগের মতাবলম্বী করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। নাস্তিকতা-প্রচারক ইহা একটি অদ্ভুত কথা বলিতে হইবে, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ রূপে সত্য। ইহাঁরা "ঈশ্বর নাই, পরকাল নাই, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ন্যায়, অন্যায়, সুনীতি, দুর্নীতি, কেবল শব্দ মাত্র ইত্যাদি মত সকলের যথার্থতা নানা যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়া থাকেন। আমরা শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের, বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়াধ্যায়ী অথবা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ যুবকগণের মধ্যে এই মতের প্রাধান্য দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছি। এরূপ নাস্তিকতার প্রাবল্য হেতু পৃথিবীর অনেক জাতির অধঃপতন হইয়াছে। ইহার নিমিত্ত অনেক দেশে ভয়ানক সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব হইয়া গিয়াছে। নাস্তিকতা জাতীয় সকল অমঙ্গলের প্রস্রবণ স্বরূপ। যে দেশে নাস্তিকতার প্রাধান্য, সে দেশ অচিরাৎ গভীর দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। বাঙ্গালীজাতি চিরকালই ধর্ম্মনিষ্ঠ জাতি বলিয়া বিদিত ও সম্মানিত। সেই জাতির মধ্যে বিশেষতঃ সেই জাতির

শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে ধর্ম্মের অনাদর এবং নাস্তিকতার প্রাবল্য, সেই জাতির পক্ষে অত্যন্ত অশুভ চিহ্ন বলিতে হইবে।

আমরা উপরে যাহা বলিলাম তদ্দারা ইহা প্রকাশিত হইতেছে যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বাঙ্গালীদিগের ধর্ম্মভাবের ও ধর্ম্মনিষ্ঠার যে অত্যন্ত হ্রাস হইয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই। পৌত্তলিকদিগের ভক্তির হ্রাস ও কপটতা, ব্রাহ্মদিগের ব্রাহ্মানুচিত জীবন ও ব্রাহ্মধর্ম্মে কু-মত সকলের প্রবেশ, এবং শিক্ষিত বঙ্গবাসীগণের মধ্যে নাস্তিকতার শ্রীবৃদ্ধি, এই সকল পর্য্যালোচনা করিলে বঙ্গদেশ যে অধর্ম্মকূপে পতিত হইয়াছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। বঙ্গদেশের ধর্ম্ম সম্বন্ধে এই শোচনীয় অবস্থা দূর করিবার জন্য একজন যৌবনান্বিত, প্রকৃত ধর্ম্ম ভাবে পূর্ণ, অসামান্য ক্ষমতাশালী ধর্ম্মসংস্কারকের আবশ্যক। আমরা আশা করি ঈশ্বরপ্রসাদাৎ বঙ্গদেশে শীঘ্র ঐরূপ একজন মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশকে ধর্ম্মশূন্যতার দুর্গতি হইতে উদ্ধার করিবেন।

যুধিষ্ঠিরের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

৪০৯ সংখ্যক পত্রিকার ১৭২ পৃষ্ঠার পর।

অনন্তর দুর্য্যোধন অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্র সমীপে দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস পণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়ার্থ অনুমতি যাচ্ঞা করিল। ধৃতরাষ্ট্রও দ্রোণাদির নিষেধ অতিক্রম করিয়া স্বপুত্রের প্রার্থনায় অনুমোদন করিলেন। দ্যূতক্রীড়ার অনুরোধে যুধি আবার হস্তিনাপুরে আনয়ন করা হইল। আবার শকুনির সহিত দ্যূতারম্ভ এবং যুধিষ্ঠিরের পরাজয়। বনগমনার্থ প্রস্তুত হইয়া যুধিষ্ঠির সভ্যগণকে আমন্ত্রণ করিলেন এবং পাণ্ডবগণ স্বজননী কুন্তীকে বিদুরের গৃহে রাখিয়া বনে প্রয়াণ করিলেন। সকলেই ধৃতরাষ্ট্রকে নিন্দা করিতে লাগিল। পৌরগণ বিলাপ ও ধৃতরাষ্ট্রের যথোচিত নিন্দাবাদ করিতে লাগিল। হস্তিনাপুরে নানা রূপ মহোৎপাত উপস্থিত হইল। বিনামেঘে বজ্রপাত, ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প হইতে লাগিল। অসময়ে রাহু সূর্য্যকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিল। সর্ব্বদা উল্কাপাত হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে মহর্ষি নারদ কৌরব-সভাতে আগমন করিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন যে এক্ষণ হইতে চতুর্দ্দশ বৎসরে কুরুকুল নির্ম্মূল হইবে। নারদ এই সংবাদ দিয়া অন্তর্ধান করিলেন। এই অবসরে কৌরবেরা দ্রোণাচার্য্যের শরণাপন্ন হইলেন। এবং ধৃতরাষ্ট্রও বিদুরকে পাণ্ডবদিগকে প্রত্যানয়ন করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন কিন্তু কোন প্রকারেই ধৃতরাষ্ট্রের চিন্তাবেশ ও পরিতাপ দূর হইল না।

পাণ্ডবগণ বনগমনে বহির্গত হইয়া রথারোহণে জাহ্নবী-তীরস্থ প্রমাণ বটের(১) সমীপে গমন করিলেন এবং তথায় কিয়দ্দিন বাস করিয়া কাম্যক বনে প্রবেশ করিলেন। কাম্যক বনে বিদুর যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় জ্ঞাত করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে নানা সদুপদেশ দান করিয়া ধৃতরাষ্ট্র সকাশে একাকী প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। পাণ্ডবেরা কাম্যকবন হইতে দ্বৈতবনে, দ্বৈতবন হইতে পুনর্ব্বার কাম্যকবনে গমন করিয়া তথায় পাঁচ বৎসর অতিক্রম করিলেন। ইত্যবসরে যুধিষ্ঠির বৃহদশ্ব রাজের নিকট অক্ষবিদ্যা শিক্ষা করিলেন।

অনন্তর পাণ্ডবেরা তীর্থযাত্রায় নির্গত হইয়া

(১) রামায়ণের শ্যামবট। ইহার অপর নাম অক্ষয়বট।

নৈমিষারণ্যে[২] অগস্ত্যাশ্রম, কলিঙ্গাদি দেশ, প্রভাসতীর্থ, মন্দর ও গন্ধমাদন পর্ব্বত, নারায়ণাশ্রম, আর্ষ্টিষেণাশ্রম প্রভৃতি নানাবিধ স্থানে ভ্রমণ করিয়া পুনর্ব্বার দ্বৈতবনে প্রবেশ করিলেন। দ্বৈতবনে বাসকালে দুর্য্যোধন প্রভৃতি কৌরবগণ বিহারার্থে এবং স্বসমৃদ্ধি প্রদর্শন করিয়া পাণ্ডবদিগকে পরিতাপিত করিবার নিমিত্ত তথায় গমন করিল। দ্বৈতবনে পর্য্যটন-কালে উহারা গন্ধর্ব্বদিগের সহিত বিবাদ করিয়া গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক বদ্ধ ও হইয়াছিল। যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীমাদি বীরগণ গন্ধর্ব্বদিগকে পরাজয় করিয়া কৌরবদিগকে মোচন করেন। পাণ্ডবেরা পুনর্ব্বার দ্বৈতবন হইতে কাম্যক বনে গমন করিলেন। কাম্যকে তাঁহারা মৃগয়া করিতে বহির্গত হইলে সিন্ধুপতি জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে হরণ করিয়া লইয়া যান; কিন্তু পাণ্ডবেরা তাঁহার অনুসরণ করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলে, জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে এবং যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে লইয়া আশ্রমে প্রবেশ করেন। কাম্যকে কিছু দিন বাস করিয়া পাণ্ডবেরা পুনর্ব্বার দ্বৈতবনে প্রস্থান করেন। দ্বৈতবনে মৃগয়া করিয়া পাণ্ডবেরা তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এক দিন কোন ব্রাহ্মণের অরণী সহিত মন্থানদণ্ড হরণ করিয়া একটি মৃগ পলায়ন করে। পঞ্চভ্রাতা এই মৃগের অন্বেষণে গমন করিলেন। পরে যুধিষ্ঠির ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া নকুলকে জল আনয়ন করিতে বলিলেন। নকুল একটি সরোবর দেখিয়া তাহার জল পান করিতে উদ্যত হইতেছেন এমন সময়ে এই দৈববাণী হইল "হে তাত! আমার নিয়ম আছে যে, যে ব্যক্তি আমার প্রশ্নের উত্তর দানে সমর্থ হইবে সেই ব্যক্তিই এই সরোবরের জল পান করিবে। অতএব তুমি সাহসিক কার্য্য করিও না। অগ্রে আমার প্রশ্নের উত্তর দান কর, পরে জল পান করিবে।" নকুল শূন্যস্থিত বকের এই বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া যেমন জলপান করিতে উদ্যত হইলেন অমনি ভূমিতে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তদনন্তর নকুলের বিলম্ব দেখিয়া যুধিষ্ঠির সহদেবকে পাঠাইলেন, কিন্তু সহদেবেরও পূর্ব্বোক্ত দশা ঘটিল। তৎপরে অর্জ্জুন ও তৎপশ্চাৎ ভীমসেন উক্ত সরোবরে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তখন যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের অনাগমনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া স্বয়ং সেই সরোবর-তীরে উপস্থিত হইলেন।

তিনি তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন যে তাঁহার ভ্রাতৃচতুষ্টয় যুগান্তে লোকপালচতুষ্টয়ের ন্যায় পতিত রহিয়াছেন। এই ব্যাপার দর্শনে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিলেন। তৎপরে নানা প্রকার আশঙ্কা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল। অবশেষে ভাবিলেন বোধ হয় দুর্য্যোধন আমাদিগের উপাংশু-বধ-সাধনার্থ এই সরোবরের জল বিস-মিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছে। পরে তিনি তৎপরীক্ষার নিমিত্ত ঐ জল পান করিতে উদ্যত হইলেন। অন্তরীক্ষ হইতে তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ বাক্য উচ্চরিত হইল। তখন যুধিষ্ঠির ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক দেখিতে পাইলেন যে একটি বক বলিতেছে "আমি তোমার ভ্রাতৃগণকে বিনাশ করিয়াছি, তুমি পঞ্চম ব্যক্তি, অতএব আমার প্রশ্ন সমূহের উত্তর দান করিয়া জল পান কর। অনন্তর যুধিষ্ঠির সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া সেই বককে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন। বক ক্রমান্বয়ে পঞ্চত্রিংশৎটি

(২) কুরুক্ষেত্রের সন্নিহিত। প্রভাসতীর্থ গুর্জ্জর প্রদেশের সোমতীর্থ।

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল এবং যুধিষ্ঠিরও তৎসমস্তের যথার্থ উত্তর প্রদান করিলেন। তন্মধ্যে কয়েকটি প্রশ্ন বিশেষ উপযোগী বলিয়া এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। ভূমির অপেক্ষা গুরুতর কি? গগন অপেক্ষা উচ্চতর কি? বায়ুর অপেক্ষা শীঘ্রতর কি? তৃণ অপেক্ষা বহুতর কি? এই কএকটি প্রশ্নের উত্তর;—মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতরা; পিতা গগনাপেক্ষা উচ্চতর; মন বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রতর; এবং চিন্তা তৃণাপেক্ষা বহুতর।

এই লোকে পরম ধর্ম্ম কি? জ্ঞান কাহাকে বলে? দয়া কাহাকে বলে? মনুষ্যের দুর্জ্জয় শত্রু কি? মনুষ্যের অনন্ত ব্যাধি কি? সাধু ব্যক্তির লক্ষণ কি? এই প্রশ্নগুলির উত্তর;—ইহলোকে আনৃশংস্যই পরম ধর্ম্ম; তত্ত্বার্থের সম্যক্ বোধের নাম জ্ঞান, সর্ব্বভূতের সুখৈষিতাকে দয়া বলে; ক্রোধ মনুষ্যের দুর্জ্জয় রিপু; লোভ মনুষ্যের অনন্ত ব্যাধি; ক্রোধ, লোভ, নির্দ্দয়তা প্রভৃতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যিনি সর্ব্বপ্রাণির হিতকর কার্য্যে রত হয়েন তিনিই সাধু।

এই জগতে কে সুখী? এই জগতে কোন্ পথে চলা উচিত? এই সংসারের বার্ত্তা কি? আর এই পৃথিবীতে আশ্চর্য্যই বা কি?

এই প্রশ্নের উত্তর;—যে ব্যক্তি কাহার নিকট ঋণী নহে, যে প্রবাসে থাকে না এবং যে নিজগৃহে পাঁচ ছয় দিবস অন্তরও স্বাধীন ভাবে শাকান্ন ভোজন করে সেই ব্যক্তিই সুখী। তর্কদ্বারা কোন বিষয় নির্ণয় করা যায় না, শ্রুতি সকল পরস্পর-বিরুদ্ধার্থবাদী, ব্যাখ্যাতা ঋষিগণের পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন মত, ধর্ম্মের তত্ত্ব অজ্ঞান-গুহাভ্যন্তরে নিহিত রহিয়াছে, অতএব বহুজনসম্মত পথই অবলম্বন করা উচিত। এই মহামোহময় সংসার-কটাহে সূর্য্যরূপ অগ্নি এবং রাত্রি দিবা রূপ কাষ্ঠের দ্বারা মহাকাল মাস ও ঋতুরূপ দর্ব্বী পরিঘট্টন পূর্ব্বক ভূতগণকে পাক করিতেছেন ইহাই সংসারের সমাচার। প্রতিদিনই সহস্র সহস্র জীবগণ শমন-সদনে গমন করিতেছে; কিন্তু যাহারা অবশিষ্ট থাকিতেছে তাহারা আপনাদিগকে চিরস্থায়ি অনশ্বর মনে করিতেছে ইহাই মহৎ আশ্চর্য্য। এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর শ্রবণে প্রীত হইয়া বকরূপী ধর্ম্মদেব পাণ্ডবদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে নানা বিষয়ক সদুপদেশ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তদনন্তর পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাসে ত্রয়োদশ বর্ষ যাপন করিবার মানসে বিরাটরাজ্য মৎস্য দেশে গমন করিলেন এবং ছদ্মবেশে বিরাটের অধিকারে নিযুক্ত হইয়া একবর্ষ কাল অতিবাহিত করিলেন। এ দিকে দুর্য্যোধন চতুর্দ্দিকে দূত পাঠাইয়াছে কিন্তু উহারা পাণ্ডবদিগের কোনও সন্ধান পাইল না। যুধিষ্ঠির কঙ্ক নাম ধারণ পূর্ব্বক বিরাট্‌রাজের সভাসদ্ হইয়া এক বৎসর অতীত করিলেন। তৎপরে পাণ্ডবগণ আত্মপ্রকাশ করিয়া মৎস্যরাজের সহিত মৈত্রীবন্ধন করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা সন্ধির প্রস্তাব করিয়া দুর্যোধনের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। যুধিষ্ঠির উহার নিকট রাজ্যের অর্দ্ধভাগ চাহিলেন কিন্তু দুর্য্যোধন তাহা দিতে স্বীকার করিল না। তখন যুধিষ্ঠির পুনর্ব্বার কৃষ্ণকে হস্তিনাপুরে দৌত্যকার্য্যে যাইতে প্রার্থনা করিলে, কৃষ্ণ তাহার ভার গ্রহণ পূর্ব্বক হস্তিনাপুরে প্রয়াণ করিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি সকলেই দুর্য্যোধনকে সন্ধিপ্রস্তাবে সম্মত হইতে অনুরোধ করিলেও দুর্য্যোধন তাঁহাদের কাহারও বাক্যে কর্ণপাত করিল না। অবশেষে কৃষ্ণ বলিলেন যে তুমি

সমস্ত রাজ্যই ভোগ কর কিন্তু পাণ্ডবদিগকে পাঁচ খানি গ্রাম[১] প্রদান কর। প্রত্যুত্তরে দুর্য্যোধন বলিল "আমি বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র-পরিমিত ভূমিও উহাদিগকে দিব না।" তখন কৃষ্ণ নিরাশ হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন। উভয় পক্ষেই যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে লাগিল। কৌরবগণ একাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্য এবং পাণ্ডবগণ সপ্ত অক্ষৌহিনী[২] সৈন্য সমবেত ও সজ্জিত করিলেন। এই যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে এক বৎসর গত হইল। পরে কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধ অষ্টাদশ দিন ক্রমাগত হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় নৃপতিগণ ও অপরদেশীয় রাজগণ স্ব স্ব মিত্রপক্ষের সহায়তা করিতে সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির কর্ণের সহিত এবং মদ্ররাজ শল্যের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন। শল্য যুধিষ্ঠিরের হস্তে যুদ্ধে নিহত হয়েন। এই ভীষণ মহাসমরে দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতা নিহত হয়। উভয় পক্ষের প্রায় সমুদয় সৈন্য নিহত হইলে পাণ্ডব পক্ষের সাতজন এবং কৌরবপক্ষে তিনজন মাত্র অবশিষ্ট ছিলেন। পাণ্ডবগণ পঞ্চভ্রাতা, কৃষ্ণ ও সাত্যকি এই সাতজন এবং অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা এই তিন জনমাত্র। সুতরাং পাণ্ডবেরাই জয়লাভ করিলেন। এই মহাযুদ্ধে ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট নৃপতিগণ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিলেন। ক্রমাগত অষ্টাদশ দিবস যুদ্ধে কুরুক্ষেত্রে শোণিতনদী প্রবাহিত হইয়াছিল এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। ভীষ্মপর্ব্বে উল্লিখিত আছে যে এই কুরুপাণ্ডবীয় মহাযুদ্ধ মার্গশীর্ষ মাসের প্রথম দিনাবধি অষ্টাদশ দিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীর দিনে ভারত যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। যুদ্ধাবসানে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুর জন্য বহু বিলাপ করিয়া যুধিষ্ঠির প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং তখনও যুদ্ধক্ষেত্রে শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মের সকাশ হইতে নানাবিধ সদুপদেশ লাভ করিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির রাজ্য গ্রহণ পূর্ব্বক রাজ্যের সুশৃঙ্খলতা বিধান করিয়া প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের পূর্ব্বে পাণ্ডবগণ ভারতীয় বহুসংখ্যক রাজাকে বশীভূত করিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করেন। উত্তরে ত্রিগর্ত্ত[১] প্রভৃতি, পূর্ব্বে মণিপুর প্রভৃতি বিবিধ প্রদেশ পাণ্ডবদিগের আধিপত্য স্বীকার করিল। ব্যাসের উপদেশানুসারে যুধিষ্ঠির দীক্ষিত হইলেন। এবং যথাসময়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হইল।

এইরূপে অনেক কাল যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির সহিত একত্রে বাস করিলেন। তিনি সর্ব্বদা ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। অবশেষে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সহিত গঙ্গাতীরস্থ গঙ্গাদ্বারের নিকটে এক অরণ্যে গমন করিলেন এবং তথায় আশ্রম নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কুন্তী এবং বিদুরও সেই আশ্রমে বাসার্থ প্রস্থান করিলেন। বিদুর তপশ্চর্য্যা দ্বারা শরীর শীর্ণ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। কিছুদিন পরে একদা নারদঋষি আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির দাবাগ্নি দ্বারা বনমধ্যে

---

(১) কুশস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী, বারণাবত ও অবসান এই পঞ্চ গ্রাম।

(২) ২১৮৭০ হস্তী, ২১৮৭০ রথ, ৬৫৬১০ অশ্ব এবং ১০৯৩৫০ পদাতিক এই সৈন্য সমষ্টি এক অক্ষৌহিনী।

---

১ ত্রিগর্ত্ত বর্ত্তমান তির্ব্বত দেশ।

দগ্ধ হইবার সংবাদ দিলেন। পাণ্ডবেরাও ইহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত ও দুঃখিত হইলেন।

ক্রমশঃ।

পারসীক জাতি।

৪৪৯ সংখ্যক পত্রিকার ১৭৪ পৃষ্ঠার পর।

এই পরাজয়ের সংবাদ শ্রবণ করিয়া পারসীক নৃপতি রিয়াই নামক স্থানে পলায়ন করেন, এবং একবেটনা নগরের ৩০ ক্রোশ দক্ষিণে নেহাবন্দ ক্ষেত্রে পারসীকদিগের সহিত মুসলমানদের শেষ যুদ্ধের অভিনয় হয়। এই যুদ্ধে পারসীকদিগের সৈন্য সংখ্যা ১৫০০০০ ছিল। এই সমস্ত সৈন্য মাতৃভূমি ও ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দানে প্রস্তুত; কিন্তু তাহাদের এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও তৎকালে কোন ফলদর্শে নাই। পারসীকেরা পরাজিত হইল। জের্জ্জিদগার্ড ছদ্মবেশে নানা স্থানে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। মুসলমানেরাও তাঁহার উচ্ছেদসাধন করিবার মানসে তাঁহার অনুসরণ করিল। অবশেষে এক দিবস তিনি এক নদীর কূলে উপস্থিত হইয়া কোন কৃষকের গৃহে আশ্রয় লইলেন। এই দুর্বৃত্ত কৃষক প্রভূত অর্থ প্রাপ্তির আশায় তাঁহাকে বধ করিয়া,শবটি নদীর জলে নিক্ষেপ করিল। এইরূপে পারসীকদিগের শেষ রাজার অবসান হইল, এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পারসীক জাতির জোরাস্ত্রীয় ধর্ম্ম উৎপত্তি-স্থান হইতে বহিষ্কৃত হইয়া দেশান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই শোকাবহ ঘটনা ৬৫১ খৃষ্টাব্দে ঘটে।

ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন ধর্ম্ম-বিস্তারের জন্যই মুসলমানদের দিগ্বিজয়। পারস্য তাহাদের করতল-গত হইলে তাহারা ধর্ম্ম-বিস্তারের নিমিত্ত যথোচিত প্রয়াস পাইতে লাগিল। প্রায় সমগ্র পারসীক জাতিই মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। যাহারা এই ধর্ম্মগ্রহণে অসম্মত হইল নিষ্ঠুর মুসলমানগণ তাহাদের মস্তক ছেদন করিতে লাগিল। মুসলমান ব্যতীত পারস্যে বাস করিবার কাহারও অধিকার রহিল না। যাহারা পুরাতন ধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিয়া রহিল, কাজে কাজেই তাহাদিগকে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে হইল। এই সকল হতভাগ্যেরা অশ্রুপূর্ণ লোচনে চিরসুখের ধাম পারস্যকে ত্যাগ করিয়া অন্য কোন অপরিচিত স্থানে বাস করিতে চলিল।

এইরূপে নির্ব্বাসিত পারসীকেরা খোরাসান প্রদেশের পর্ব্বত সমূহের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল; এবং অনেকে অনুমান করেন যে তাহারা তত্তৎ স্থানে কিছুকাল নিরুপদ্রবে বাস করিয়াছিল; কিন্তু সে স্থলেও ক্রমে মুসলমানদিগের অধিকার বিস্তৃত হইতে লাগিল। অতএব সে স্থলেও বাস করা উহাদিগের পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিল। পরে উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহারা পারস্য উপসাগরের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তথায় হরুমজ্জাদ্ (আধুনিক অরমাস্) নগরে জাহাজের ন্যায় এক প্রকার জলযান প্রস্তুত করিয়া, তদারোহণে ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিল। অনন্তর বহুদিবস অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া, ভারতবর্ষের পশ্চিম তীরস্থ কাম্বে উপসাগরের মধ্যস্থ দাইউ দ্বীপে আসিয়া অবতীর্ণ হইল। এই স্থলে তাহারা বিংশতি বৎসরাধিক কাল নিরুপদ্রবে যাপন করিয়াছিল। কিন্তু দাইউ দ্বীপটি অতি সংকীর্ণ বলিয়া সকলের তথায় বসবাসের অসুবিধা হইতে লাগিল; বিশেষতঃ তথায় প্রচুর খাদ্য দ্রব্যের অসংস্থান হইয়া পড়িল। এই সকল কারণ বশতঃ সেস্থলে বাস করা তাহাদের আর সুবিধাজনক বোধ হইল না। অতএব সমুদ্র-যানারোহণ পূর্ব্বক তাহারা

আরও সুখকর স্থান প্রাপ্তির আশায় বহির্গত হইল। এই সময়ে সমুদ্রে প্রবল বাত্যা হওয়াতে তাহাদিগকে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল; কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে তাহাদের কোন অনিষ্ট হয় নাই। তৎপরে তাহারা গুজরাট প্রদেশের দক্ষিণ সীমায় আসিয়া পদার্পণ করে,এবং এই সময় হইতেই তাহাদের সকল প্রকার কষ্টের অবসান হয়।

এই সময়ে তৎপ্রদেশে যাদব রাণা নামক চিতোরের রাজপুত বংশীয় জনৈক রাজা রাজত্ব করিতেন। প্যারসীকদিগের মধ্যে কতকগুলি সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। তিনি সেই সুন্দর সাহসী আগন্তুকগণকে সমাগত দেখিয়া অতীব সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহাদের আগমন-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা আপনাদের দুদশা যথাবৎ বর্ণন করিয়া তাঁহার রাজ্যে বসবাস ও নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

কৃপালু হিন্দুনরপতি পারসীকদিগের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সমবেদনা প্রকাশ পুরঃসর তাহাদিগকে স্বীয় রাজ্যে বাস করত যথেচ্ছ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে অনুমতি দিলেন। তৎকালে সঞ্জনের নিকটবর্ত্তী ভূমিখণ্ড জনশূন্য অরণ্যমাত্র ছিল। পারসীকেরা তাহার জঙ্গল সকল পরিস্কার করিয়া, তাহাকে অংশতঃ মহানগরীতে এবং অংশতঃ শস্যক্ষেত্রে পরিণত করিল। সেই সময় হইতে উহারা সচ্ছন্দে বসবাস করত, কালে বংশবৃদ্ধিসহকারে ভারতের সকল প্রধান প্রধান নগরে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। প্রবন্ধের বাহুল্যভয়ে আমরাও এই স্থলে ক্ষান্ত হইলাম। অতঃপর প্রবন্ধান্তরে তাহাদের ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে বাসনা রহিল।

বিজ্ঞাপন

আগামী ৪ মাঘ রবিবার অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় আমাদিগের যোড়াসাঁকস্থ ভবনে ব্রাহ্মসমাজসংস্থাপক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা হইবেক। উক্ত সভার কার্য্য নিম্নলিখিত প্রণালী ক্রমে সম্পাদিত হইবে। ব্রাহ্ম মহাশয়গণ উক্ত সভায় আগমন করিয়া কার্য্য সুসম্পাদন করিবেন।

কার্য্য-প্রণালী।

বিষয়	বক্তা
১। সভাপতির আসন গ্রহণ।	
২। সঙ্গীত।	
৩। সভার উদ্দেশ্য বর্ণন।	(শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)
৪। রাজা রামমোহন রায়ের মহত্ত্ব বিষয়ক বক্তৃতা।	শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
৫। সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইবে।	

পরে সকলে আদি ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়া সমস্বরে ঈশ্বর বন্দনা করিবেন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ১১ মাঘের উৎসবে অত্যন্ত জনতা ও লোকেরা মৃতকল্প হয়, তজ্জন্য ঐ দিবসে রাত্রি কালের উপাসনার সময় উপাসনা-ক্ষেত্রের বসিবার স্থান লোকপূর্ণ হইলে প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

আগামী ১ ফাল্গুন শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ঘণ্টার পর মহেশতলা ব্রাহ্মসমাজের ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে।

আগামী ১১ মাঘ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে ১১।১২।১৩ মাঘে আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক সকল ও পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সকল নিম্নলিখিত নগদ মূল্যে বিক্রয় হইবে।

মফস্বলের ক্রেতাগণ ১১ মাঘের মধ্যে মনিঅর্ডার বা হুণ্ডি দ্বারা পুস্তকের মূল্য ও আনুমানিক ডাক মাশুল শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিশ্বাস সহকারী সম্পাদকের নিকট পাঠাইলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন, ডাকের টিকিট পাঠাইবেন না।

নির্দ্ধারিত মূল্য।

প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে?	/০
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায়	৵০
গীতাঙ্কুর	/০
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ ভাল বাঁধা ...	৷৷০
এতদ্দেশীয় মহিলাগণের পূর্ব্বাবস্থা	৷৷০
আত্মোৎকর্ষবিধান	১৷৵০
বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা	৷৷০
রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী ১ম হইতে ১১শ সংখ্যা পর্য্যন্ত; প্রতি সংখ্যা ...	৷৷০

	Rs.	As.	P.
A Discourse against Hero-making in religion	"	12	"
Science of Religion	"	4	"
Leonard's History of the Brahmo Samaj	3		
Who is Christ ? A Reply to K. C. Sen.			
A Sermon by Rev. C. Voysey			

২৫ টাকা কমিসন বাদে নির্দ্ধারিত মূল্য।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (নূতন সংস্করণ) ৩৸০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে) ১॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (ঐ ভাল বাঁধা) … … ১৸৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে) … … … ২॥৶০
বেদান্ত প্রবেশ … … … ৸০
বক্তৃতা কুসুমাঞ্জলি … … ৸০
স্মৃতি … … … ৸০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস … … ।৶০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা প্রথম ভাগ ।৶০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ ৷/০
হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা … … … ।৶০
গৃহকর্ম্ম … … … ৶০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা … ৶ ৫

	As	P
Defence of Brahmoism and the Brahma Samaj	3	
Brahmic Questions of the Day	4	6
Brahmic Advice, Caution and Help	2	3
Adi Brahma Samaj, its Views and Principles	1	6
Adi Brahma Samaj as a Church	2	3
A Reply to the Query: "What is Brahmoism?"	3	
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	0	9
Reply to Bishop Watson's Apology for the Bible	4	6

নির্দ্ধারিত অর্দ্ধ মূল্য।

ব্রহ্ম বিদ্যালয় ৷৹
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ … ।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—দ্বিতীয় প্রকরণ … ।০
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ … ।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব … … ৶০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে) ।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম ১ম ও ২য় খণ্ড … ৶০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বিতীয় খণ্ড … … /০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম তাৎপর্য্য সহিত ১ম ও ২য় খণ্ড ।০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা … … ৶০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা … … ৶০
কাশীশ্বর মিত্রের বক্তৃতা … … ।০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা … … ৶০
ভবানীপুর সাংবৎসরিক সমাজের বক্তৃতা (১০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ ॥০
তত্ত্ববিদ্যা দ্বিতীয় সংস্করণ … … ৸০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা প্রথম ভাগ … … ॥০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা দ্বিতীয় ভাগ … … ॥০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে ১
অধিকারতত্ত্ব … … … ।০
হিন্দুধর্ম্মনীতি … … … ॥০
ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা … … /১০
তত্ত্বপ্রকাশ … … /১০
ধর্ম্মতত্ত্বালোচনা … … … /১৫
ব্রহ্মোপাসনা … … … (১০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি … … … (১০
ধর্ম্ম-শিক্ষা … … … /০
প্রবচন সংগ্রহ … … … (১৫
ব্রহ্ম-সঙ্গীত চতুর্থ ভাগ … … /০
ব্রহ্ম-সঙ্গীত পঞ্চম ভাগ … … /০
সঙ্গীত মুক্তাবলী ১।২ ভাগ একত্রে … ৶০
সঙ্গীত মুক্তাবলী তৃতীয় ভাগ … ৶০
কুমারশিক্ষা … … … ৶০
প্রশ্নমঞ্জরী … … … ।০
প্রভাত কুসুম … … … ৶১০
উদ্বোধনাঞ্জলি … … … (১০
ধর্ম্ম দীক্ষা … … … (১০
ব্রহ্মসাধন … … … /০
ব্রাহ্মজ্ঞান সূত্র তাৎপর্য্য সহিত … /১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব প্রথম খণ্ড … … (১৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব দ্বিতীয় খণ্ড … … /০
ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত জনসমাজের সম্বন্ধ … (১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক প্রস্তাব … (১০
উপদেশ … … … (৫
দুর্গোৎসব … … … (১০
পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত (১০

	Rs	As	P.
Ontology	1		
Hindoo Theism			6
Theist's Prayer Book			6
Signs of the Times			6
Doctrine of Christian Resurretion		1	
Physiology of Idolatry		1	
Miracles or the Weak Points of Revealed Religion		4	

নির্দ্ধারিত সিকি মূল্য।

মাঘোৎসব … … … ।০
দশোপদেশ … … … ৶১০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত) … /০
অনুষ্ঠান পদ্ধতি … … … ৶০
টীকা সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে) (১০

১৭৬৯ শক অবধি ১৮০০ শক পর্য্যন্ত (১৭৭৩ ও ১৭৮১ শক বাদে) যে সকল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পুস্তকালয়ে উপস্থিত আছে, তৎসমুদায়ও অর্দ্ধমূল্যে অর্থাৎ প্রতি বৎসরের একত্র বাঁধান ২॥০ টাকার হিসাবে বিক্রয় হইবে।

নির্দ্ধারিত মূল্যের পুস্তক সকল অন্যূন দশ টাকার ক্রয় করিলে শতকরা ১২॥০ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া যাইবে।

Registerd NO 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

দশম কল্প

দ্বিতীয় ভাগ

৪২১ সংখ্যা ফাল্গুন ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫১ শক ১৮০২

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

তৃতীয় প্রপাঠকে একাদশঃ খণ্ডঃ।

অথ ততঊর্দ্ধ উদেত্য নৈবোদেতা নাস্তমেতৈকলএব মধ্যস্থাতা তদেযশ্লোকঃ। ১

'অথ ততঃ' তস্মাৎ অনন্তরং আদিত্যঃ 'ঊর্দ্ধে' 'উদেত্য' উদ্গম্য 'ন এব উদেতা ন অস্তমেতা' 'একল এব' অদ্বিতীয়োহনবয়বঃ 'মধ্যস্থাতা'। 'তৎ এষ শ্লোকঃ'। ১

অনন্তর আদিত্য তাহা হইতে উর্দ্ধে উদয় হইয়া না আর উদয় হন না অস্তগমন করেন, তখন অদ্বিতীয় হইয়া সকলের মধ্যে অবস্থিতি করেন। তৎ বিষয়ক এই শ্লোক আছে।

নবৈ তত্র ন নিম্লোচ নোদিযায কদাচন দেবাস্তেনাহং সত্যেন মা বিরাধিষি ব্রহ্মণেতি। ২

তত্র কশ্চিদ্বিদ্বান্ আহ। 'ন বৈ তত্র' অস্মিন ব্রহ্মলোকে ন এতৎ অস্তি 'ন নিম্লোচ' নহি তত্র অস্তগমৎ সবিতা। 'ন উদিযায' উদ্গাতঃ কুতশ্চিৎ 'কদাচন' কস্মিংশ্চিদপি কালে। হে 'দেবাঃ' সাক্ষিণোযূয়ং শৃণুত যথাময়োক্তং সত্যং বচঃ 'তেন সত্যেন অহং' 'ব্রহ্মণা' ব্রহ্মস্বরূপেন 'মা বিরাধিষি ইতি' মা বিরুদ্ধেয়ং অপ্রাপ্তির্ন্নভবোমাভূৎ ইত্যর্থঃ। ২

সেই ব্রহ্মলোকে সূর্য্য জীবন হ্রাস করেন না। সেখানে না সূর্য্যের অস্ত হয় না উদয় হয়। হে দেবতা সকল এই সত্য। এই সত্যের অপলোপে ব্রহ্মের সহিত যেন আমি বিরোধ প্রাপ্ত না হই। ২

ন হ বাঅস্মাউদেতি ন নিম্লোচতি সকৃদ্দিবাহৈবাস্মৈ ভবতি যএতামেবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদ। ৩

'ন হ বৈ' 'অস্মা' অস্মৈ যথোক্তব্রহ্মবিদে 'উদেতি' 'ন নিম্লোচতি' নাস্তমেতি কিন্তু ব্রহ্মবিদে 'অস্মৈ' 'সকৃৎ দিবা হ এব ভবতি' 'সদৈবাহর্ভবতি 'যঃ' 'এতাং' যথোক্তাং 'এবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদ'। ৩

যিনি এই ব্রহ্মোপনিষদকে এই প্রকারে জানেন তাঁহার জন্য সূর্য্য না উদিত হন না অস্তগমন করেন। তাঁহার জন্য চির সূর্য্য উদিত থাকেন। ৩

তদ্ধৈতদ্ব্রহ্মা প্রজাপতয়উবাচ প্রজাপতির্মনবে মনুঃ প্রজাভ্যস্তদ্ধৈতদুদ্দালকায়ারুণয়ে জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় পিতা ব্রহ্ম প্রোবাচ। ৪

'তৎ হ এতৎ' মধুজ্ঞানং 'ব্রহ্মা' হিরণ্যগর্ভঃ 'প্রজাপতয়ে উবাচ' 'প্রজাপতিঃ মনবে' 'মনুঃ' 'প্রজাভ্যঃ' ইক্ষ্বাকাদিভ্যঃ প্রোবাচ। 'তৎ হ এতৎ' মধুজ্ঞানং 'পিতা জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় উদ্দালকায় আরুণয়ে' 'ব্রহ্ম' ব্রহ্মবিজ্ঞানং 'প্রোবাচ'। ৪

সেই এই ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মা প্রজাপতিকে বলিয়াছিলেন, প্রজাপতি মনুকে এবং মনু প্রজাদিগকে বলিয়াছিলেন। এবং সেই ব্রহ্মজ্ঞান জ্যেষ্ঠ পুত্র উদ্দালক আরুণিকে তাঁহার পিতা বলিয়াছিলেন। ৪

ইদংবাব তজ্জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় পিতা ব্রহ্ম-প্রব্রূয়াৎ প্রাণায্যায় বান্তেবাসিনে। ৫

'ইদং বাব তৎ' যথোক্তং 'ব্রহ্ম' 'পিতা' অন্যোঽপি 'জ্যেষ্ঠায় পুত্রায়' সর্বপ্রিয়ার্হায় 'প্রব্রূয়াৎ'। 'প্রাণায্যায় যোগ্যায় 'বা' 'অন্তেবাসিনে' শিষ্যায়। ৫

এই ব্রহ্মবিষয়ক বিদ্যা অন্য পিতাও জ্যেষ্ঠ পুত্রকে এবং যোগ্য শিষ্যকে বলিবেক। ৫

নান্যস্মৈ কস্মৈচন যদ্যপ্যস্মাইমামদ্ভিঃ পরিগৃহীতাং ধনস্য পূর্ণাং দদ্যাদেতদেব ততো ভূয়ইত্যেতদেব ততোভূয় ইতি। ৬

'ন অন্যস্মৈ কস্মৈচন' প্রব্রূয়াৎ 'যদ্যপি অস্মা' অস্মৈ আচার্য্যায় 'ইমাং' পৃথিবীং 'অদ্ভিঃ পরিগৃহীতাং সমুদ্রপরিবেষ্টিতাং সমস্তামপি 'ধনস্য পূর্ণাং' ভোগোপকরণৈঃ সম্পন্নাং 'দদ্যাৎ'। 'এতৎএব' যন্মধুবিদ্যাদানং 'ততঃ' যস্মাৎ পৃথিবীদানাৎ 'ভূয়ঃ ইতি' বহুতরফলমিত্যর্থঃ 'এতৎ এব ততঃ ভূয়ঃ ইতি' দ্বিরভ্যাস আদরার্থঃ। ৬

এই ব্রহ্মবিদ্যা অন্য কাহাকেও বলিবেক না, যদিও সে আচার্য্যকে এই সমুদ্রবেষ্টিতা ধনপূর্ণা পৃথিবীও প্রদান করে। যে হেতুক এই ব্রহ্মবিদ্যার ফল পৃথিবী লাভ হইতেও অধিক, এই ব্রহ্মবিদ্যার ফল পৃথিবী লাভ হইতেও অধিক। ৬

মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ।

২৬ পৌষ ব্রাহ্মসম্বৎ ৫১।

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্যের উপদেশ।

এই ব্রহ্ম নাম আমারদের ভারতবর্ষের বিশেষ সম্পত্তি। বেদ উপনিষদে পরব্রহ্মের নাম—এ নাম অতি পুরাতন—এ নাম আমারদের দেশে কত দিন পর্য্যন্ত যে চলিয়া আসিতেছে, তাহা গণনা করা যায় না। ব্রহ্ম আমারদের হৃদয়ের শোণিতে, ব্রহ্ম আমারদের শরীরের অস্থিতে, ব্রহ্ম আমারদের মস্তকের মজ্জাতে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছেন। আমারদের জন্মে মরণে এই ব্রহ্ম-নাম উচ্চারিত হয়—সকল শুভ কর্ম্মেই এই ব্রহ্ম-নাম কীর্ত্তিত হয়। এ ব্রহ্ম-নাম নূতন নহে—ইহা অতি পুরাতন নাম। যেমন আমারদের ভারতবর্ষ পুরাতন, ব্রহ্মনামও সেই রূপ পুরাতন। যেমন হিমালয় পর্ব্বত আমারদের ভারতবর্ষের, যেমন গঙ্গানদী আমারদের ভারতবর্ষের, তেমনি ব্রহ্মও আমারদের ভারতবর্ষের। এ নাম কোথা হইতেও আমরা ধার করিয়া আনি নাই, এখানেই ইহার জন্ম। সমুদয় বেদের মন্থনে এই অমৃতের উৎপত্তি। যখন আমারদের স্বাধীনতা গেল, যখন আমারদের দেশ পরাধীনতার শৃঙ্খলে বদ্ধ হইল; তখনই ধর্ম্মের ক্ষীণ দশা হীন দশা উপস্থিত হইল, ব্রহ্ম নামও সেই অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইল—এমন যে আমাদের পরম ধন ব্রহ্ম-নাম, মোহ আসিয়া তাহাকেও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। যত দিন ভারতবর্ষ স্বাধীন ছিল, তত দিন ব্রহ্ম, আনন্দ রূপে অমৃত রূপে সকলের হৃদয়ে প্রকাশিত ছিলেন। কিন্তু যখন সে পরাধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইল—তখন শ্রী হইতে সৌভাগ্য হইতে আমরা ভ্রষ্ট হইলাম, মোহজালে আচ্ছন্ন হইলাম, বিদ্যা বুদ্ধি লোপ হইল, শাস্ত্রালোচনা তিরোহিত হইল—তখন আর স্বাধীন ভাবে ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারিলাম না। যখন আমারদিগের বল গেল, বীর্য্য গেল, তখন কি করিয়াই বা তাঁহাকে লাভ করিব?—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" যখন আমারদিগের বল থাকে; তখনই বলের প্রেরয়িতাকে আমরা দেখিতে পাই—তিনি যখন বল বীর্য্য আমারদিগকে প্রেরণ করেন, তখনই তাঁহাকে আমরা দেখিতে পাই। যখনই আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িলাম, তখনই ভারতবর্ষের শ্রী গেল, সৌভাগ্য গেল, ব্রহ্মের নাম তিরোহিত হইল। কিন্তু একেবারে যায় নাই, এখনও এই নাম চলিয়া আসিতেছে—এই ভারতবর্ষ-রূপ

মহাশ্মশানের চিতাভস্মের মধ্যে ব্রহ্ম-নামের অগ্নি এখনও প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। এ নাম এখন আবরণের মধ্যে—প্রকাশে নাই। তাই ব্রহ্ম-নাম এখন্ আমারদিগের নূতন বলিয়া মনে হয়, এমনি আমারদের ভুল হইয়াছে। এ নাম আমারদের যে পুরাতন ধন, পৈতৃক সম্পত্তি, তাহা আমরা জানি না—আমরা এই নাম যে কেবল ভুলিয়া গিয়াছি মাত্র, তাহাও আমরা মনে করিতেছি না। এই ভুল এত দিনের পর ভাঙ্গিয়াছে। কে এ ভুল ভাঙ্গিয়া দিলেন? কোন্ মহাত্মা আসিয়া এই নাম আমারদের স্মরণ-পথে আনিয়া দিলেন? কাহার দ্বারা এই দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশের গৌরব হইল? বঙ্গবাসী কোন্ মহাপুরুষ এই ব্রহ্মনামকে পুনরুদ্ধার করিলেন? তোমরা সকলেই জান, তাঁহার নাম রামমোহন রায়।

তিনি যদি বঙ্গদেশে আসিয়া সেই একই উদ্দেশে ধন-ত্যাগ, মান-ত্যাগ, এমন কি প্রাণ-ত্যাগ না করিতেন, তাহা হইলে কি এই পুরাতন প্রিয় ব্রহ্ম-নাম ঘোষণা হইতে পারিত?—সেই রামমোহন রায় হইতে ব্রহ্ম-নাম উদ্ধৃত হওয়াতেই বঙ্গদেশের গৌরব হইল। ব্রহ্মই বাঙ্গালীর বল, ব্রহ্মই বাঙ্গালীর গৌরব-স্থল—দুর্ব্বল বঙ্গবাসী ব্রহ্মকে পাইয়াই সবল হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য! অন্য দেশ-সকল এখন বাঙ্গালীদিগের অনুকরণ করিতেছে। কে প্রথমে ব্রহ্ম-নাম পুনরুদ্ধার করিল?—না বঙ্গবাসী। সে নাম বঙ্গদেশে প্রথম উদ্ধৃত হইয়াছে—এখন্ উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, বোম্বাই সর্ব্ব-প্রদেশেই ব্রহ্ম-নাম উচ্চারণ হইতেছে। এ নাম কোথা হইতে প্রথম উঠিল?—বঙ্গদেশ হইতে। কে প্রথম উদ্ধার করিল—না বঙ্গবাসী। ইহাই বঙ্গদেশের গৌরব; যতই ব্রহ্ম-নাম প্রচার হইবে, ততই বঙ্গদেশের প্রভা উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ হইবে। এই গৌরব যাহাতে রক্ষা হয়, তজ্জন্য সকল বঙ্গবাসীর চেষ্টা করা উচিত। এখন্ যখন্ এত কষ্টে এই বঙ্গদেশ হইতে এই ব্রহ্ম-নামের উদ্ধার হইল, তখন্ কি আমাদের প্রত্যেকের উচিত নহে যে আমরা তাহাকে রক্ষা করি? এমন রত্নকে পাইয়া আমরা যদি তাহাকে আবার হারাই, তবে আমারদের কি দুর্ভাগ্য!

এখন আমরা উপনিষদের নাম জানিতেছি, উপনিষদের শ্লোক পড়িতেছি, তাহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেছি—কিন্তু এক কালে বঙ্গদেশে উপনিষদ্ বলিয়া শব্দও কেহই জানিত না—বেদ যে কি তাহাও কেহই জানিত না। এখন সেই বেদের উপনিষদ্ সর্ব্বত্রই প্রকাশিত হইতেছে। সেই উপনিষদ্‌কে কে আবিষ্কার করিলেন? সেই অন্ধকারের মধ্যে উপনিষদ্-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মনামকে কে উদ্ধার করিলেন?—তাঁহারই নাম রামমোহন রায়। উপনিষদের এক এক সত্যেতে জীবন পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। এই উপনিষদের মধ্যেই "সত্যং জ্ঞানংঅনন্তং" এই উপনিষদের মধ্যেই "শান্তং শিবং অদ্বৈতং" এই উপনিষদের মধ্যেই "শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং।" যে সকল সত্য উপনিষদে আছে, তাঁহাই সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ হইয়াছে। যদি আমরা আলস্য পরিত্যাগ করিয়া উপনিষদের আলোচনা করি, তাহা হইলে রামমোহন রায়ের পরিশ্রম সার্থক হয়। আর সেই সকল সত্য যদি আমরা প্রনিধান না করি, তাহা হইলে তাঁহার সমস্ত পরিশ্রম বৃথা হইয়া যায়। ব্রহ্ম-নাম যেমন আমরা জানিয়াছি; যেখান হইতে ব্রহ্ম-নাম পাওয়া গিয়াছে, সেই বেদকেও আমাদের জানা উচিত। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মানি প্রভৃতিতে এক্ষণে বেদের আলোচনা হইতেছে। তদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ আশ্চর্য্য হইতেছেন যে যখন

তাঁহারা বন্য পশুবৎ ছিলেন, যখন সমস্ত য়ুরোপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, সেই কত পূর্ব্বকালে বেদের উৎপত্তি। কিন্তু আমরা পরিশ্রম করিয়া কিছুই জানিতে চাহি না। দেখ ইংরাজেরা ফরাসিস্ ও জর্ম্মানেরা কতই পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বেদের অনুবাদ করিতেছে। বেদ তাহারদিগের বিজাতীয় ধন, তাহা সংগ্রহের জন্য তথাপি তাহারা এই রূপ পরিশ্রম করিতেছে। আমারদের দেশীয় পৈতৃক ধন আমারদের চক্ষের সমক্ষে আনিয়া দিলেও আমরা তাহা গ্রহণ করি না। বিদেশীয়েরা কত পরিশ্রম-সহকারে তাহার আবিষ্কার করিতেছে, কিন্তু আমরা তাহার প্রতি দৃক্‌পাতও করি না। আমারদিগের এমনি অবহেলা। ব্রহ্ম-নাম পূর্ব্বকার ঋষিরা উপার্জ্জন ও রক্ষা করিয়াছেন, উহা পৈতৃক ধনের ন্যায় আমারদিগের রক্ষা করা উচিত। সমস্ত বেদ না পারি, অন্ততঃ তাহার সারসংগ্রহ ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থকে আমারদিগের রক্ষা করা উচিত। সংস্কৃত না জানিলেও বাঙ্গলায় তাহার অনুবাদ পাঠ করা যাইতে পারে। আমার অনুরোধ এই যে পুরাতন প্রাচীন ঋষিরা উপনিষদে যে সকল সত্য বিস্তার করিয়া বিবৃত করিয়াছেন, তোমরা তাহার আলোচনা কর, তাহার ধ্যান কর—তাহা দেখ, তাহা পড়—তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে তোমারদের হৃদয়ে ব্রহ্ম-ভাব উদ্দীপ্ত হইবে। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম সার ধর্ম্ম। উহা তৃণ-সংলগ্ন অগ্নির ন্যায় ক্ষণেকের মধ্যে নির্ব্বাণ হয় না—উহা বিসুবিয়স্ আগ্নেয় পর্ব্বতের অগ্নির ন্যায় প্রচ্ছন্ন ও স্থায়ী। বিসুবিয়স্ পর্ব্বতের গর্ভে যেমন অগ্নি আছে, কোন্ সময়ে তাহা জ্বলিয়া উঠিবে তাহা কেহ জানেন না; সেইরূপ এই ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম। যে গাছ এক বৎসরে জন্মায়, তাহা এক বৎসরেই নষ্ট হয়। যাহা হয়, তাহা অল্পে অল্পে উৎপন্ন হয়। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম সার ধর্ম্ম। যদিও ইহার বিঘ্ন অনেক, কিন্তু ইহার উন্নতি হইবেই হইবে। যে দেশ হইতে এই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উন্নতির চেষ্টা হইবে, তাহার গৌরব চিরকাল থাকিবে। বঙ্গদেশ ভারতবর্ষ অনৈক্যে ছিন্নভিন্ন, দুঃখ ক্লেশে জর্জ্জর—এক্ষণে উহার একমাত্র আশা ভরসা ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম। যদি ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রচার হয়; তাহা হইলেই তাহার স্বাধীনতা, তাহার বীর্য্য সকলই ফিরিয়া আসিবে—আমারদিগের দাসত্ব-শৃঙ্খল কাটিয়া যাইবে। যাহাতে আমরা তাহাকে পাই, সেই হৃদয়ের ধনকে হৃদয়ে রাখিতে পারি, তাহার জন্য সকলে যত্নবান হও—তাহা হইলেই আমারদের দাসত্ব-শৃঙ্খল কাটিয়া যাইবে, আত্মার মুক্তি হইবে। ব্রহ্ম হইতেই আমারদের সম্পত্তি, ব্রহ্ম হইতেই আমারদের মুক্তি।

আমি যে উপনিষদের কথা বলিলাম, তাহাতে ঋষিরা যে সকল সত্য, যে সকল গম্ভীর সত্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন; তাহা হইতে একটি শ্রুতি পাঠ করিতেছি, সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর। "যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ।" এই আকাশে যে এই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, যিনি সমুদয় অনুভব করিতেছেন। দেখ, ঋষিরা তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা শরীরী পুরুষ, তিনি অশরীর পুরুষ। সেই পুরুষ কোথায় আছেন? "অস্মিন্ আকাশে।" এই আকাশে, এই আকাশে তাঁহার সিংহাসন। আমারদের এই আত্মা যেমন শরীরকে অধিকার করিয়া আপাদমস্তক ব্যাপিয়া আছে, সেই রূপ এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া সমুদায় নিয়মিত করিতেছেন। আমারদের যেমন ইচ্ছা হইলেই হস্ত সঞ্চালন করিতেছি, পদ সঞ্চালন করিতেছি,

সেই রূপ পরমাত্মার ইচ্ছা মাত্রই সকলি হইতেছে, সকলি চলিতেছে। "ইচ্ছা হইল ভব ভানু বিরাজিল, জয় জয় মহিমা তোমারি।" সমুদয় জগৎ তাঁহার আয়ত্ত। যে বলে সূর্য্য ঘুরিতেছে, সে বল না জানি কত। কিন্তু যাঁহার বলে আবার সূর্য্য বল প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার বল কি অসীম। যাঁহার ইচ্ছায় সূর্য্য চন্দ্র ঘুরিতেছে, তিনি আকাশে রহিয়াছেন। কি প্রকারে আছেন? না তেজোময়-রূপে আছেন। সে তেজ জ্ঞানের তেজ। তাহা চক্ষুর গোচর নহে। সেই তেজে বৃক্ষ হইতে পুষ্প হইতেছে, সকলের প্রাণ-ক্রিয়া চলিতেছে। যেমন সূর্য্য-কিরণ না থাকিলে ফল পুষ্প কিছুই হইত না, সেই রূপ এই তেজোময় পুরুষ না থাকিলে সূর্য্যেরও তেজ হইত না। তিনি তেজের তেজ, তিনি জ্যোতির জ্যোতি। সেই তেজোময় পুরুষ আবার অমৃতময়, প্রেমময়—এ কথাটি ঋষিরা ছাড়েন নাই—তাঁরা এই প্রিয় সম্বন্ধটি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। যিনি সকল আধারের মূলাধার যিনি এক মাত্র বিধাতা পুরুষ, যিনি রাজাধিরাজ ত্রিভুবনপালক, তাঁহার সহিত আমারদিগের অতি প্রিয় সম্বন্ধ। তিনি আমারদের বন্ধু, তিনি আমাদের পিতা—তিনি আমারদের পর নহেন, তিনি আমারদের হৃদয়ের সখা—আর কোন বন্ধু যেখানে প্রবেশ করিতে পারে না, তিনি সেখানেও প্রবেশ করেন। ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন, তিনি "প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ" তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, তিনি বিত্ত হইতে প্রিয়—প্রেমে মগ্ন না হইলে এ কথা বলা যায় না। এ কথায় যিনি সায় দিতে পারেন, তাঁহারো এমনি প্রেম চাই। সেই অমৃতময় পুরুষ,যাঁর প্রেম আমারদের হৃদয়ে আসিলে আমরা বলিতে পারি, তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, তিনি বিত্ত হইতে প্রিয়; সেই অমৃতময় পুরুষ আকাশে। কিন্তু এই অমৃতময় পুরুষকে বাহিরের আকাশে দেখিয়াই ঋষিরা ক্ষান্ত হন নাই। যতক্ষণ না তাঁহারা হৃদয়ের পরমাকাশে স্বীয় আত্মাতে তাঁহাকে অনুভব করিলেন, ততক্ষণ তাঁহারদের জ্ঞান তৃপ্ত হয় নাই, প্রেম পূর্ণ হয় নাই, মনের আরাম হয় নাই। এ জন্য তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন যে তিনি বাহিরে আছেন, এবং অন্তরেও আছেন।

"যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ। যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতিনান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

ঋষিদের যেরূপ বল আত্মার,তেমনি বল তাঁহারদিগের শব্দে। কি মহান্ নাদে এই কথা তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন, একবার মনে করিয়া দেখ দেখি—"এই আকাশে যে এই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ যিনি সমুদয় অনুভব করিতেছেন, এই আত্মাতে যে এই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, যিনি সমুদয় অনুভব করিতেছেন; তাঁহাকেই জানিয়া জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করে, মুক্তিপ্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই।" যিনি আকাশে, যিনি আত্মাতে; তিনি এক। তাঁহাকে জানিয়া জীব অমৃত লাভ করে, মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য উপায় নাই। তিনি সর্ব্বানুভূ। সকলই তিনি অনুভব করিতেছেন। সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ সকলই জানিতেছেন। এখনই তিনি আমারদিগের মনের ভাব সকলই জানিতেছেন। তিনি সর্ব্বসাক্ষী। তাঁহার নিকট কিছুই গোপন করা যায় না। তিনি কোথায় আছেন? তিনি এই আকাশে আছেন, তিনি এই আত্মাতে আছেন। যদি দুঃখ হইতে পরিত্রাণ চাও; যদি তোমরা মুক্তি চাও,তবে এই ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও। তিনি জ্ঞানদাতা পিতা, স্নেহময়ী মাতা; সকল হইতেই তিনি প্রিয়তর।

হে পরমাত্মন্। তুমি আমারদিগের প্রতি প্রসন্ন হও। আমারদের কিছুই নাই, তুমিই আমাদিগের সহায়; আমারদিগকে তোমার পথের পথিক কর। তোমার সহিত যেন আমরা চিরকাল যোগ রক্ষা করি। তুমি আমারদিগকে দুর্গতি হইতে রক্ষা কর, পাপ হইতে মুক্ত কর, সকলের সহিত আমারদের সাধুভাবকে প্রজ্জ্বলিত কর। তোমার ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম যাহাতে বঙ্গ-ভূমিতে প্রচার হয়, ভারতবর্ষে প্রচার হয়, আমারদের সকলের আত্মাতে প্রবিষ্ট হয়; এরূপ শুভ বুদ্ধি প্রেরণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

একপঞ্চাশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

৫১ ব্রাহ্মসম্বৎ ১১ মাঘ রবিবার।

প্রাতঃকাল

পূর্ব্ব দিকে তরুণ সূর্য্য উদিত, প্রাভাতিক সুস্নিগ্ধ বায়ু মৃদুমন্দ হিল্লোলে বহিতেছে, চারিদিকে নানা জাতীয় পক্ষীর শ্রুতিসুখকর কোলাহল, সমস্ত প্রকৃতি শিশির-জলে স্নাত ও পরিশুদ্ধ হইয়া যেন বিশ্বপতির আরাধনার জন্য প্রস্তুত। এই অবসরে ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মগণ উপস্থিত হইয়া উৎসাহের জ্বলন্ত মুখশ্রীতে সমাজ-গৃহ পূর্ণ করিলেন। বহু সংখ্য লোক স্থানাভাবে ঘনসংশ্লেষে দণ্ডায়মান। আচার্য্যেরা বেদির আসন গ্রহণ করিলেন। সকলেই নিঃস্তব্ধ। ইত্যবসরে বালিকারা মধুর স্বরে সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন।

রাগ ভয়রোঁ—তাল কাওয়ালি।

তুমি কি গো পিতা আমাদের,
ওই যে নেহারি মুখ অতুল স্নেহের।
ওই যে নয়নে তব, অরুণ কিরণ নব,
বিমল চরণ তলে ফুল ফুটে প্রভাতের।
ওই কি স্নেহের রবে, ডাকিছ মোদের সবে,
তোমার আসন ঘেরি দাঁড়াব কি কাছে গিয়া?
হৃদয়ের ফুলগুলি যতনে ফুটায়ে তুলি,
দিবে কি বিমল করি প্রসাদ সলিল দিয়া?

বালিকাদিগের সরল-পবিত্র-মুখ-নির্গত বলিয়াই হউক সঙ্গীতের অন্তঃস্পর্শী কবিত্ব বশতই হউক অথবা উপাসকদিগের ভাব-শুদ্ধি নিবন্ধনই হউক সঙ্গীতকালে অনেকেরই হৃদয় অদৃশ্যরূপে অশ্রুপাত করিয়াছিল। এবং এই সঙ্গীতের বলেই তৎকালে অনেকেই উপাসনার জন্য বিশেষ রূপ প্রস্তুত হইতে পারিয়াছিলেন।

পরে আচার্য্যেরা স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা সমাপ্ত করিলে বালিকারা তানলয়ে আবার সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন।

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

মহা সিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্ব-পিতঃ,
তোমারি রচিত ছন্দ মহান্ বিশ্বের গীত।
মর্ত্ত্যের মৃত্তিকা হোয়ে ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লোয়ে
আমিও দুয়ারে তব হ'য়েছি হে উপনীত।
কিছু নাহি চাহি দেব, কেবল দর্শন মাগি,
তোমারে শুনাব গীত এসেছি তাহারি লাগি।
গাহে যেথা রবি শশি, সেই সভা মাঝে বসি,
একান্তে গাহিতে চাহে এই ভকতের চিত।

পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি মহাশয় এই বক্তৃতা পাঠ করিলেন।

যিনি হৃদয়ের প্রিয় ধন—সন্তাপ-হরণ, তাঁহাকে বক্ষে আবদ্ধ করিয়া এই আমরা সকলে উৎসব-ক্ষেত্রে বর্ত্তমান। বাহিরে নির্ম্মল আকাশে জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য সমুদিত হইয়া দিকবিদিক্ যেমন আলোকিত করিতেছে, আমাদের অন্তরাকাশেও তেমনি প্রেম-সূর্য্য উদিত হইয়া ইহাকে অমৃত-জ্যোতি দ্বারা শোভিত করিতেছে। আজ এই মলিন হৃদয়-সিংহাসন তাঁহার কিরণ-স্পর্শে কেমন উজ্জ্বল হইয়াছে। তিনি কৃপা

করিয়া আজ আমাদের হৃদয়কে অধিকার করিয়াছেন। "আইলেন প্রভু আজ হৃদয়-কুটীরে, হোল আমার সব দুঃখ অবসান। ধন্য ধন্য দেব কি বলিব তোমায়, পাপি জনে এত করুণা॥" তাঁহার অনুপম করুণার নিকটে আমাদের পাপতাপ আজ পরাজিত হইয়াছে। জানি না কোন্ বাক্যে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব। এস আমরা কৃতজ্ঞতার হার গাঁথিয়া তাঁহার চরণে উপহার দি। "নবনব-রাগ-রচিত বন্দন-মালা গাঁথি গাঁথি দেও উপহার।" ব্রাহ্মগণ! এই পবিত্র স্থানে এই পবিত্র মুহূর্ত্তে শান্ত সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে কি মধুর ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। যিনি প্রাণের প্রাণ তিনি তথা হইতে বলিতেছেন "ভক্তিযোগে ডাক্‌লে পরে থাক্‌তে পারি কৈ।"

এ কথা শ্রবণেও যদি আমাদের প্রেমাশ্রুপাত না হয়—হৃদয় পাষাণ-সমান কঠিন থাকে—ও মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ না হয়--তবে আর কিসে হইবে। এই যে সেই অখিলমাতা স্নেহ-ভরে আমাদিগকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়াছেন, এমনিই কি আমরা পাপে পাপে অসাড় হইয়াছি যে তাঁহার স্পর্শ-সুখ অনুভব করিতে পারিব না? এস আমরা সকলে তাঁহার শরণাপন্ন হই—তাঁহার কৃপায় তাঁহার প্রসন্ন মুখ দেখিয়া এস আমরা জীবন সার্থক করি। এই শোক-তাপ-জরা-মৃত্যুপূর্ণ সংসার মধ্যে—ব্রহ্মোৎসবই মনুষ্যের একমাত্র আরাম-স্থল ও জুড়াইবার সুশীতল ছায়া। হৃদয়-কমল মধ্যে তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহার পূজা করাই আমাদের উৎসব—সেই পরমানন্দের কণামাত্র আনন্দ লাভ করিতে পারিলেই আমাদের উৎসব। পৃথিবীর সকল উৎসবই ব্রহ্মোৎসবের নিকট মলিন। সকল সুখই দুঃখে পরিণত হয়। কিন্তু পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া যে আনন্দ ও উৎসব তাহা কখন মলিন হয় না বরং দিন দিন উজ্জ্বল হয়। এ সংসারে যার ব্রহ্মানন্দ নাই তাহার কিছুই নাই। এ দুঃখের সংসারে সুখস্বরূপ ঈশ্বরকে যে না পাইল তাহার সমান দুঃখী আর কে? এ সংসার-সাগরে যার তাঁর পদতরণী নাই তার মত নিরাশ্রয় কে? সেই করুণাময় ঈশ্বরের নিকট কর-যোড়ে এই প্রার্থনা, যেন আমরা কোন কালে সেই পদতরী-বিহীন হইয়া সংসার-সমুদ্রে নিমগ্ন না হই। আমরা যেন তাঁহার পদতরণীর উপর আপন আপন দুর্ব্বল হৃদয় সংস্থাপন করিয়া এই সংসার-সাগরের পরপার সেই অমৃতনিকেতনে উপস্থিত হইতে পারি।

কোথা হে অকূল সমুদ্রের কাণ্ডারী! তুমিই আমাদের একমাত্র ভরসা-স্থল। আমরা এ সংসারের তরঙ্গ দেখিয়া সময়ে সময়ে অত্যন্ত ভীত হই—তুমি সে ভয় হইতে আমাদিগকে মুক্ত কর। অন্তরে বাহিরে প্রবল রিপু আমাদিগকে তোমার আনন্দ হইতে বঞ্চিত করে। আমরা তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। নাথ! তুমি যার বক্ষে থাক তার কি কখন বিপদ ও ভয় থাকে—তুমি যার হৃদয়ের আলো তার কি কখন বিষাদ-অন্ধকার স্থায়ী হয়? আমরা তোমাকে হৃদয় দান করিব। তুমি অতি আদরের ধন। অতিশয় আদরের সহিত তোমাকে হৃদয়ে স্থান দান করিব। আমাদের তুমি ভিন্ন আর কেহ নাই। তোমার প্রেমানন দেখিলেই আমরা কৃতার্থ হই। হৃদয়ই বুঝিতে পারে তোমার প্রেমানন দেখিলে তাহার কি আনন্দ! সে আর কিছুরি প্রার্থী নহে; কেবল সেই আনন্দেরি ভিখারী। নাথ! আমাদের হৃদয়ে তোমার আনন্দ-সুধা বর্ষণ কর। আমরা যেন তাহা পান করিয়া মোহিত হইয়া

যাই। নাথ! জীবনে এই আনন্দ-রস পান করাই—আমাদের উৎসব। তুমি সমস্ত জীবন আনন্দময় রূপে আমাদের আত্মায় বিরাজ কর। আবার যখন এই অনিত্য শরীর পরিত্যাগ করিয়া যাইব—তখনও যেন তোমার আনন্দ স্বরূপ ধ্যান করিতে করিতে তোমার আনন্দ ও উৎসব-পূর্ণ স্বর্গধামে যাইতে পারি—এখানকার উৎসবের দিনে তোমার নিকটে এই প্রার্থনা করি। তুমি কৃপা করিয়া তোমার মলিন সেবকের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই বক্তৃতা পাঠ করিলেন।

এই প্রাণদ অরুণ-জ্যোতি এখানে বিকীরিত হইয়া এই পবিত্র প্রাতঃকালে আমারদের সন্নিধানে কার অস্তিত্ব প্রকাশ করিতেছে? সেই সূর্য্যেরই অস্তিত্ব, যে সূর্য্য লক্ষ লক্ষ যোজন দূরে অবস্থিতি করিতেছে। আমরা দীপ দেখিতে পাই আর না পাই, আলোক দেখিতে পাইলেই সুস্পষ্টরূপে দীপের বিদ্যমানতা বুঝিতে পারি, পুষ্প নয়নগোচর না হইলেও তাহার গন্ধ আঘ্রাণ করিয়াই সেই দূরস্থ পুষ্পের অস্তিত্ব অনুভব করি, সূর্য্য এখন আমারদের দৃষ্টিপথে নিপতিত হউক আর না হউক, এই রশ্মি দেখিয়াই প্রত্যক্ষ জানিতেছি যে ধ্বান্তহারী মহাদ্যুতি সূর্য্য আকাশে উদিত হইয়াছে, নতুবা এই আলোক কোথা হইতে বিকীরিত হইল? রজনীর অন্ধকারে সকলই নিঃস্তব্ধ—সকলই মৃতবৎ অচেতন ছিল, পবিত্র ব্রহ্মমুহূর্ত্তে পূর্ব্বগগন আরক্তিম হইতে না হইতেই তরুশিখরস্থ বিহঙ্গমদল জাগ্রত হইয়া উচ্চ কলরবে সূর্য্যের আগমন-বার্ত্তা ভূমণ্ডলে প্রচার করিতে আরম্ভ করিল, আর জীব জন্তু মনুষ্য-সকল গহ্বর বিবর, গৃহ অট্টালিকা হইতে উৎসাহ আনন্দে বহির্গত হইল। অরণ্যের বৃক্ষ লতা, সরোবরের পঙ্কজবৃন্দ পর্য্যন্ত হর্ষ উল্লাসে প্রফুল্ল ও বিকশিত হইয়া উঠিল। আমারদের মধ্যে এই মহোৎসব-ধ্বনি উত্থিত হইল। কালরূপ সূর্য্যই আমারদের সন্নিধানে এই উৎসব-দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিল। সূর্য্যই কালের বিভাজক, সূর্য্য হইতেই যেমন আমরা দিবা রাত্রি, পক্ষ মাস, ঋতু সম্বৎসর গণনা করি, তেমনি দিবসই আবার সূর্য্যের সত্তা সুস্পষ্ট রূপে আমারদের সন্নিধানে প্রকাশ করে। আমরা দিবস গণনা করিয়াই আজ এই পবিত্র মাঘের একাদশ বাসরে সেই মঙ্গলদাতা ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বরের পূজার্চ্চনা করিতে সকলে সম্মিলিত হইয়াছি। দিবস না থাকিলে আমারদের এই উৎসব-দিন গণনাতেই আসিত না। সূর্য্য না থাকিলে ভূমণ্ডল কেবলই চির অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিত। গগন প্রদীপ সূর্য্যই এই বাহ্য জগতের জীবন জ্যোতি, শোভা সৌন্দর্য্যের এক মাত্র কারণ হইলেও ইহা সেই এক অদ্বিতীয় মহান্ ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি নির্ভর করিয়া দীপ্তি পাইতেছে। তাঁহারই ভয়ে যথাকালে উদিত হইয়া সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে। সূর্য্যের সঙ্গে এই ভূমণ্ডলের বৃক্ষ লতার, পশু পক্ষীর, কীট পতঙ্গ মনুষ্যের এমন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকিলেও সূর্য্যের অস্তিত্ব কেবল মাত্র এক ঈশ্বরের ইচ্ছার উপরেই অর্পিত রহিয়াছে। তিনি ইচ্ছা করিলে এই জ্বলন্ত সূর্য্যকে এখনই নির্ব্বাণ করিতে পারেন। সূর্য্য আমারদের সুখ সম্পদের, হর্ষ উল্লাসের কারণ হইলেও প্রতিদিনই ইহার উদয়াস্তে ভূমণ্ডলে জীবন মৃত্যুর অভিনয় হইতেছে। সূর্য্যোদয়ে সকলেই জীবিত

জাগ্রত, সকলেই আনন্দ উল্লাসে পরিপূর্ণ। সূর্য্যাস্ত হইলেই আর সে ভাব লক্ষিত হয় না। সকলেই উদ্যম-স্ফূর্ত্তি-হীন হইয়া বিশ্রাম-শয্যায় মৃতবৎ অচেতন হইয়া পড়ে।

আমরা আলোক দেখিয়া দীপের অস্তিত্ব অনুভব করি, রশ্মি দেখিয়াই দূরদূরস্থ সূর্য্যের অভ্যুদয়ে স্থির-নিশ্চয় হইয়া থাকি, গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া পুষ্পের বিদ্যমানতা-বিষয়ে নিঃসংশয় হই, কিন্তু কাহার সত্তাতে এই সমুদায়ের সত্তা, কার অস্তিত্বের প্রতি নির্ভর করিয়া এই জগৎ সত্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে?

"সতি দীপ ইবালোকঃ সত্যর্ক ইব বাসরঃ
সতি পুষ্প ইবামোদশ্চিতি সত্যং জগত্তথা"

সেই চেতনাবান পরব্রহ্মের সত্তাতেই স্থাবর-জঙ্গম-সম্বলিত এই প্রকাণ্ড জগৎ সত্য রূপে প্রকাশ পাইতেছে। এই জগতের অস্তিত্বে—আমারদের অস্তিত্বে সেই জাগ্রত জীবন্ত ঈশ্বরের সত্তা সর্ব্বক্ষণই আমারদের সন্নিধানে দীপ্তি পাইতেছে। আলোক জ্যোতি, বাহ্য জড় পদার্থকেই স্ফুরিত করে; যেখানে দীপালোক সূর্য্যজ্যোতি প্রবেশ করিতে পারে না, সেই শরীর-অভ্যন্তরস্থ আত্মাকে কে জাগ্রত করিয়া তুলিল, কার মঙ্গল-জ্যোতি লাভ করিয়া, কার অমৃত-গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া আত্মা এখন নব জীবন ধারণ করিল? যাঁর সত্তাতে জগতের সত্তা, যাঁর জ্যোতিতে জগতের জ্যোতি, অন্তরাকাশে তাঁহারই প্রকাশ সন্দর্শন করিয়া—তাঁরই সত্তা সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া আত্মা হর্ষ উল্লাসে স্ফূর্ত্তি উদ্যমে জাগরিত হইয়া উঠিল।

দীপ থাকাতেই যেমন আলোক বিক্ষিপ্ত হয়, সূর্য্য থাকাতেই যেমন রশ্মি বিকীরিত হইয়া থাকে, পুষ্প থাকাতেই যেমন সৌগন্ধ বিস্তারিত হয়, তেমনি সেই জাগ্রত জীবন্ত ধর্ম্মরাজ ঈশ্বর বিদ্যমান থাকাতেই ধর্ম্মের নামে ঈশ্বরের নামে শত শত আত্মা জাগ্রত হইয়া ব্রহ্ম-নামের পবিত্র ধ্বনিতে এই স্থানকে স্বর্গোপম আনন্দ-ধাম করিয়া তুলিতেছে। তিনি বিদ্যমান থাকাতেই ভূমণ্ডলে সত্যের জয় ধর্ম্মের জয় ঘোষিত হইতেছে। ঘোর অজ্ঞান অন্ধকারের মধ্যে অরণ্য-পর্ব্বত-নিবাসী অসভ্য পশুবৎ লোকদিগের অভ্যন্তরেও ধর্ম্মজ্যোতি দীপ্তি পাইতেছে, এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান-সমন্বিত সুসভ্য জনপদেও ঈশ্বরের মহিমা উজ্জ্বলতর রূপে পরিকীর্ত্তিত হইতেছে। মানব-বুদ্ধির বিড়ম্বনা প্রযুক্ত কত সময়ে কত স্থানে ধর্ম্ম-জ্যোতি বিস্তার পক্ষে কত শত বিঘ্ন বিপত্তি উপস্থিত হইয়া জন-সমাজকে নিবিড় মোহ-নীহারে আচ্ছন্ন করিয়াছে, কিন্তু সূর্য্য প্রকাশিত হইলে যেমন সকল অন্ধকার কুজ্ঝটিকা বিনষ্ট হইয়া শুভ্র জ্যোতিতে চারিদিক আলোকিত হইয়া উঠে তেমনি ঈশ্বরের ধর্ম্ম-জ্যোতিতে সকল বাধা বিঘ্ন অজ্ঞান ও মোহ-অন্ধকার তিরোহিত হইয়া দিব্য ধর্ম্ম-জ্ঞানালোকে সেই সকল জনপদ নবজীবন ধারণ করিতেছে। উচ্চতম তরুশাখাশায়ী বিহঙ্গই যেমন সর্ব্বাগ্রে পূর্ব্ব গগন আরক্তিম দেখিয়া উচ্চরবে সূর্য্যের আগমন-বার্ত্তা প্রচার করত সকলকে জাগ্রত করিয়া তোলে, তেমনি মোহাচ্ছন্ন জনপদ মধ্যে যে সাধু সৌভাগ্য-বলে উন্নততম জ্ঞান-গিরিতে আরোহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারই নির্ম্মল বিশুদ্ধ আত্মাতে ঈশ্বরের মঙ্গল জ্যোতি সর্ব্বপ্রথমে প্রতিফলিত হয়। তাঁরই প্রাণ-বিহঙ্গ প্রেম উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া অন্তরাকাশে সেই সত্য-সূর্য্যের অভ্যুদয় সন্দর্শন করিবার জন্য সকলকে আহ্বান করিতে থাকে, তাঁরই আহ্বানে ঈশ্বরের নামে সকল আত্মা জাগ্রত হইয়া, ব্রহ্মদর্শনের জন্য সম্মিলিত হয়, এই রূপ এক একটী শুভ

ঘটনা-সূত্র অবলম্বন করিয়া মনুষ্য-সমাজে এক একটী মহোৎসবের সৃষ্টি হইয়াছে আমরা যে পবিত্রতম মহোৎসবে আজ সকলে একত্রিত হইয়াছি বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেই পরলোকগত মাহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ই এই আনন্দ উৎসবের পথ প্রদর্শন করিয়া যান।

তিনিই দিব্য জ্ঞান-নেত্রে অন্তরাকাশে সেই সত্য সুন্দর মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরের উজ্জ্বল প্রকাশ সন্দর্শন করিয়া আনন্দ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া সেই ব্রহ্ম-দর্শনের জন্য কেবল বঙ্গবাসিদিগকে নয়, সমগ্র মনুষ্যজাতিকে প্রেমভরে আহ্বান করেন। তিনি ভ্রাতৃভাবে অসঙ্কুচিত চিত্তে সমগ্র মনুষ্য-জাতি সম্মিলিত হইয়া সেই পরব্রহ্মের পূজার্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইবার জন্য পবিত্র মাঘের একাদশ দিবসে এই পবিত্র আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন, এই জন্যই এই উৎসব সার্ব্বভৌমিক মহোৎসব। এই কারণেই এই আদি ব্রাহ্মসমাজ সমুদায় মনুষ্যজাতির ঐক্যস্থল। আমরা সেই শুভ ঘটনা অবলম্বন করিয়া সেই শুভশান্তিদাতা পরমেশ্বরের পূজার্চ্চনায়—তাঁরই মহিমা গানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যেখানে যত রশ্মি-রেখা নিপতিত হউক, সূর্য্যই যেমন সেই সমুদায় আলোকের একমাত্র আকর-ভূমি, তেমনি যে সূত্র হইতে যত প্রকার শান্তি মঙ্গল আমরা লাভ করি, অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই সে সমুদায়ের একমাত্র বিধাতা। অতএব আমারদের উৎসব কোন বাহ্য বিষয় লইয়া নয়। হৃদয়াকাশে ব্রহ্মদর্শনই এই উৎসবের প্রধান কার্য্য, যে সকল সংযত-আত্মা আজ এই সূর্য্য-দর্শনের ন্যায় অন্তর-গগনে সেই জ্যোতির জ্যোতি পরব্রহ্মের উজ্জ্বলতর প্রকাশ সন্দর্শনে সমর্থ হইবেন তাঁহারদেরই এই মহোৎসবের ভাব হৃদয়ঙ্গম হইবে। তাঁহারদেরই জীবন সার্থক ও আত্মা মধুময় হইবে। সেই মধুময় আত্মা অন্তরে বাহিরে ঈশ্বরের সত্তা প্রত্যক্ষ প্রতীতি করিয়া সকলই অমৃতময় মধুময় অবলোকন করিবে।

জড় সূর্য্য কখন উদিত হয়, কখন অস্তমিত হইয়া থাকে, কখন প্রকাশ পায় কখনও অপ্রকাশিত হইয়া পড়ে সুতরাং সূর্য্যালোকজনিত জীবের হর্ষ-উল্লাসের কিছুই স্থিরতা নাই। কিন্তু যাঁর সত্তাতে সূর্য্যের সত্তা, যাঁর প্রকাশে সূর্য্যের প্রকাশ, সেই সূর্য্যের সূর্য্য জ্যোতির্ম্ময় পরমেশ্বরের উদয়ও নাই অস্তও নাই—আবির্ভাব তিরোভাবও নাই। এই বর্ত্তমান আছেন, ক্ষণকাল পরে আর থাকিবেন না এরূপ নহে তিনি সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র প্রাণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। তিনি প্রতি আত্মার অভ্যন্তরে আত্মার অন্তরাত্মা রূপে, আত্মার জীবন জ্যোতি সর্ব্বস্ব হইয়া চিরকাল বিরাজ করিতেছেন।

"নাস্তমেতি নচোদেতি নোত্তিষ্ঠতি ন তিষ্ঠতি,
ন চয়াতি নচায়াতি নচেহ নচনেহচিৎ।"

তাঁর দর্শন লাভই যখন আমারদের আনন্দ উৎসব তখন এ আনন্দের কেন আর বিচ্ছেদ হইবে, এ উৎসাহ উদ্যম কেনই বা তিরোহিত হইয়া যাইবে? তিনি তো চিরোদিত হইয়াই রহিয়াছেন, চিরকালই প্রকাশ পাইবেন। অতএব হে সাধু সজ্জন সকল! একবার তাঁহাকে দর্শন করিয়া আর তাঁহা হইতে জ্ঞাননেত্র উত্তোলন করিও না। তাঁর স্নিগ্ধ চির মঙ্গল জ্যোতির মধ্যে অবস্থিতি করিয়া অন্তশ্চক্ষু নিমীলিত করত আপনাকে অন্ধীভূত করিয়া ফেলিও না। তাঁর প্রতি জ্ঞান-চক্ষু স্থির রাখিয়া—তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে দেবলোকের উন্নততম উৎসবের প্রতি যাহাতে আমরা অগ্রসর হইতে পারি, আইস সকলে তারই জন্য প্রস্তুত হই।

হে পরমাত্মন্! তুমি অন্তরে বাহিরে,

ভূলোক দ্যুলোকে জীবন জ্যোতি রূপে চির দিনই প্রকাশিত রহিয়াছ। তোমার উদয়ও নাই অস্তও নাই, আবির্ভাব তিরোভাবও নাই। তুমি অবাধে তোমার জ্যোতি বিস্তার করিয়া চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র সকলকে প্রজ্বলিত রাখিতেছ, তুমি প্রতিক্ষণই আত্মাতে তোমার মঙ্গল কিরণ বর্ষণ করিয়া আত্মার ভাব-কলিকা সকলকে প্রস্ফুটিত করিতেছ। হে ঈশ্বর! তোমা হইতে যেন আমারদের চক্ষু আর কোন দিকে না যায়। তোমাকে দেখিতে দেখিতেই যেন এখানকার দিন অবসান হয়। তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, বিনীত ভাবে করযোড়ে তোমার সন্নিধানে এই প্রার্থনা করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরিশেষে কএকটী সঙ্গীত হইল।

রাগিনী খট—তাল ঝাঁপতাল।

আমরা যে, শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্র মন,
পদে পদে হয় পিতা চরণ স্খলন।
রুদ্র মুখ কেন তবে, দেখাও মোদের সবে,
কেন হেরি মাঝে মাঝে ভ্রূকুটি ভীষণ?
ক্ষুদ্র আমাদের পরে করিও না রোষ,
স্নেহ বাক্যে বল পিতা, কি করেছি দোষ,
শতবার লও তুলে, শতবার পড়ি ভুলে,
কি আর করিতে পারে দুর্ব্বল যে জন!
পৃথ্বীর ধূলিতে দেব মোদের ভবন,
পৃথ্বীর ধূলিতে অন্ধ মোদের নয়ন,
জন্মিয়াছি শিশু হোয়ে, খেলা করি ধূলি লোয়ে,
মোদের অভয় দাও দুর্ব্বল-শরণ!
একবার ভ্রম হলে আর কি লবে না কোলে,
অমনি কি দূরে তুমি করিবে গমন?
তাহলে যে আর কভু উঠিতে নারিব প্রভু,
ভূমিতলে চিরদিন রব অচেতন।

রাগিনী আলাইয়া—তাল ঝাঁপতাল।

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা,
এ সমুদ্রে আর কভু হবনাক পথ হারা।
যেথা আমি যাইনাক, তুমি প্রকাশিত থাক,
আকুল নয়ন-জলে ঢাল গো কিরণ ধারা।
তব মুখ সদা মনে জাগিতেছে সঙ্গোপনে,
তিলেক অন্তর হ'লে না হেরি কূল-কিনারা।
কখন বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি সরমে সে হয় সারা।

বন্দনা।

ভজন——তাল ঝাঁপতাল।

অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি প্রণমি চরণে তব,
প্রেম ভক্তি ভরে শরণ লাগি।
দুর্ম্মতি দূর করি শুভ মতি দাও হে,
এই বরদান ভগবান মাগি।
ঘোর নিষ্ঠুর রিপু অন্তরে বাহিরে,
ভীত অতি আমি এ অন্ধকারে।
দীন বৎসল তুমি তারো নিজ সেবকে,
তব অভয় মূরতী ভয় নিবারে।
বিষয় মোহার্ণবে মগন হয়ে ডাকিহে,
দীন হীনে প্রভু রাখো রাখো।
তব কৃপা যে লভে, কি ভয় ভব-সংকটে,
কাটি যাবে বিপদ লাখো লাখো।

ব্রাহ্মগণের শূন্য হৃদয় পূর্ণ হইল। উপাসনা ও উপদেশ-প্রভাবে সকলেরই মনে অপূর্ব্ব শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। সঙ্গীতের কমনীয় ও কোমল পদ এবং ভাবের স্নিগ্ধতা ও মাধুর্য্য সকলের চিত্ত আর্দ্র করিয়া তুলিল। আমরাও 'অনন্ত ফলং হি সাম' এই শ্রুতিবাক্য মুহুর্ম্মুহু স্মরণ করিয়া সভা ভঙ্গ করিলাম।

সায়ংকাল। সূর্য্য অস্ত হইতেছে। ব্রাহ্মেরা আবার নবানুরাগে পূর্ণ হইয়া দলে দলে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে আসিতেছেন। উপাসনাস্থল নানা-জাতীয় বৃক্ষে সুসজ্জিত। উহা প্রতিক্ষণে সকলের মনে তপোবনের পবিত্র ভাব আনিয়া

দিতেছে। অগুরুগন্ধী ধূপের সৌরভ চতুর্দ্দিকে উৎসর্পিত হইতেছে। দেখিতে দেখিতেই সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ-ভূমি লোকারণ্য হইয়া উঠিল। দীপাবলী প্রজ্বালিত হইয়া সভাস্থল অপূর্ব্ব শ্রীতে শোভিত করিয়া তুলিল। আচার্য্যেরা আসন গ্রহণ করিলেন। লোকের কল-কল-রব ক্রমশ উপশান্ত হইয়া আসিল এবং বালক বালিকারা তানলয়-সংযোগে মধুর সঙ্গীত করিতে লাগিলেন।

রাগিণী ইমন ভূপালি—তাল কাওয়ালি।

এ কি এ সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ!
আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়নাথ,
প্রেম-উৎস উথলিল আজি—
বল হে প্রেমময় হৃদয়ের স্বামী,
কি ধন তোমারে দিব উপহার?
হৃদয় প্রাণ লহ তুমি, কি বলিব,
যাহা কিছু আছে মম, সকলি লওহে নাথ।

রাগিণী ভূপালি—তাল কাওয়ালি।

ছাড়িব না কভু চরণ তোমার।
তোমা হারাইলে আর কি থাকে সংসারে,
যে দিকে নিরখি দশদিশি শূন্যময় হেরি।
তুমি হে কৃপাসিন্ধু, দীনগতি, মোরে কি ত্যেজিবে,
পাপ তাপে আমি জর্জ্জর অন্তর,
তোমা বিনা কোথা আর শান্তির বারি।

অনন্তর শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীমৎ বেচারাম চট্টোপাধ্যায় জ্বলন্ত উৎসাহ ও অনুরাগে উদ্দীপিত হইয়া গম্ভীর স্বরে উদ্বোধন করিলেন। তিনি সারবৎ বাক্যে উৎসবের পবিত্রতাও আবশ্যকতা ব্যক্ত করিলে পুনর্ব্বার সঙ্গীত আরম্ভ হইল।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল কাওয়ালি।

সবে মিলে বিভুগুণ গাওরে, সবে গাওরে,
আজি কি আনন্দের দিন।
আনন্দ-বিভা সকল দিক ছায়ে,
ভায় তাঁর সুন্দর প্রেম-মুখ, আহা।
জলস্থল চরাচর করি পরিপূরণ মহান্ জয়রব
উথলিত, শুনে সবে অবাক্,
কি বলিব জানিনা, জানিনা,
ত্রিভুবন মাঝে কোথাও তুলনা নাই, নাই,
নাই, নাই।

অনন্তর স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা সমাপ্ত হইলে এই সঙ্গীত হইল।

রাগিণী ধুন—তাল কাওয়ালী।

দিবানিশি করিয়া যতন, হৃদয়েতে রচেছি আসন,
জগতপতি হে কৃপা করি হেথা কি করিবে আগমন?
অতিশয় বিজন এ ঠাঁই, কোলাহল হেথা কিছু নাই,
হৃদয়ের নিভৃত নিলয় করেছি যতনে প্রক্ষালন।
বাহিরের দীপ রবি-তারা ঢালে না সেথায় কর-ধারা,
তুমিই করিবে শুধু, দেব, সেথায় কিরণ বরিষণ।
দূরে বাসনা চপল, দূরে প্রমোদ কোলাহল,
বিষয়ের মান অভিমান, করেছে সুদূরে পলায়ন।
কেবল আনন্দ বসি সেথা, মুখে নাই একটিও কথা,
তোমারি সে পুরোহিত, প্রভু, করিবে তোমারি আরাধন,
নীরবে বসিয়া অবিরল চরণে দিবে সে অশ্রুজল,
দুয়ারে জাগিয়া রবে একা মুদিয়া সজল দুনয়ন।

পরে শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই বক্তৃতা পাঠ করিলেন।

আমরা যে উৎসব আনন্দ সম্ভোগ-লালসায় এখানে সকলে সম্মিলিত হইয়াছি সেই

আনন্দের উৎস কোথা হইতে উৎসারিত হইতেছে? যাঁর পিতৃ-ভাব মাতৃ-স্নেহ প্রভৃতি করিয়া আমরা প্রণয়-সূত্রে আবদ্ধ হওত এই চন্দ্রাতপ-নিম্নে উপবেশন করিয়াছি, আমারদের সেই প্রেমপূর্ণ পিতার স্নেহময়ী মাতার প্রিয় সিংহাসন কোথায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে? এই দীপ-মালা এই কুসুমগুচ্ছ এই ওষধি বনস্পতি সকলের শোভা সৌন্দর্য্য তাঁহারই প্রেমচ্ছটা—তাঁহারই অমৃত গন্ধ বিস্তার করিয়া আমারদের ব্রহ্মদর্শন-স্পৃহাকেই তো উদ্দীপ্ত করিয়া দিতেছে, এই বীণা-বেণু-মৃদঙ্গ-নিনাদ, এই সকল মধুরকণ্ঠ কুমার কুমারীর তানলয়বিশুদ্ধ সুধাময় ব্রহ্ম-সঙ্গীত-আলাপ তো ব্রহ্ম দর্শনের জন্যই আত্মাকে উদাস ও আকুল করিয়া তুলিতেছে? আমারদের সেই উৎসব-অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কোথায় বিদ্যমান রহিয়াছেন? তাঁহাকে দেখিতে না পাইলে এই উৎসব-সজ্জা লইয়া আমারদের কি ফল লাভ হইবে? এই সকল বাহ্য উপাদান উপকরণ কতক্ষণ আমারদের নয়ন মনের তৃপ্তিসাধন করিবে? কতক্ষণ এই শত শত মনুষ্যকে এখানে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে? বিভিন্ন-প্রকৃতি, বিভিন্ন-রুচি নরনারী সকলকে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়া রাখা অচির সৌন্দর্য্য অস্থায়ী বাহ্য পদার্থের সাধ্য নহে। সুধালিপ্সু অমর আত্মা সকলকে চিরমুগ্ধ করিয়া পোষণ করা কেবল সেই সুধার আকর প্রেমের সাগর জ্ঞানের অনন্ত উৎস ঈশ্বরেরই কার্য্য। সেই মহান্ ভূমা ঈশ্বর কোথায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন? তিনি প্রতিজনের আত্মার মধ্যেই পূর্ণ-প্রভাবে বিরাজ করিতেছেন। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া একবার সেই আত্মারূপ নিভৃত নিলয়ে সুরম্য নিকেতনে তাঁহাকে সকলে দর্শন কর, যে এখনই জ্ঞান তৃপ্ত হইবে, প্রেম চরিতার্থ হইবে, জীবন সার্থক হইবে, এই উৎসব আনন্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য-বোধে সকলেই সমর্থ হইবে। এই সংসার-কোলাহলের মধ্যে তিনিই কেবল একমাত্র শান্তিনিকেতন। এই বিবাদ বিসম্বাদ, বিদ্বেষকলহপূর্ণ সংসার-অভ্যন্তরে তিনিই একমাত্র ঐক্যস্থল। আমারদের চারিদিকে রাশি রাশি আকর্ষণ ও প্রলোভন, আমারদের রুচি প্রবৃত্তির বৈষম্য এবং বিদ্যা বুদ্ধির তারতম্য হেতু চতুর্দ্দিকে নানা গম্য পথ বিদ্যমান রহিয়াছে। সম্পদ সৌভাগ্যের ইতর বিশেষ নিবন্ধন ভূমণ্ডলে বিবিধ প্রকার অনৈক্য-বর্ত্ম প্রমুক্ত রহিয়াছে, ইহার মধ্যে স্থির ভাবে ধর্ম্মধন উপার্জ্জন করা গম্য পথ নির্বাচন পূর্ব্বক আত্মোন্নতি-সোপানে অটল ভাবে আরোহণ করা মনুষ্যের পক্ষে বড় সুসাধ্য ব্যাপার নহে। করুণা-নিধান পরমেশ্বর লোক-সমাজের সেই সকল দুঃখ দুর্দ্দৈব নিরাকৃত করিবার জন্যই ধর্ম্মকে মনুষ্যের শান্তি-সোপানের নেতা করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন এবং আপনি স্বয়ং তাহার আঁধারের দীপ হইয়া আত্মার অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন। যাহারা সেই অতুলন অভ্রান্ত আদর্শ সত্য-স্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ অনন্ত-স্বরূপ শান্ত-মঙ্গল অদ্বিতীয় শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বরের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারই আদেশ উপদেশের অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই নিরাপদে নির্ব্বিবাদে অনন্ত উন্নতি-বর্ত্মে আরোহণ করিতে পারে। তাহারাই শান্তি মঙ্গল লাভে কৃতকার্য্য হয়। সেই আদর্শকে না পাইলে দেশ দেশান্তরকে এক করা দূরে থাকুক, পিতা পুত্র স্বামী পত্নী ভ্রাতা ভগিনীর মধ্যেও বিবাদ অনৈক্য উপস্থিত হইয়া থাকে। সমগ্র মনুষ্যজাতি যদি সেই এক অভ্রান্ত আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহারই প্রতি ধাবিত হয়, তাহা হইলেই এই ধরাধাম সুখ শান্তিতে পূর্ণ হইয়া দেবলোকতুল্য হইয়া

উঠে। সমুদায় নর নারী সেই এক স্রষ্টার সৃষ্ট; এক পিতার পুত্র কন্যা হইয়াও যে এখানে বিবাদ বিসম্বাদে, দ্বন্দ্ব বিদ্বেষে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রহিয়াছে, সেই লক্ষ্য-ভ্রংশই তাহার একমাত্র কারণ। সেই অতুলন আদর্শ পরব্রহ্মের ঐশ্বরিক ভাবের অনুকরণে যদি সমগ্র মনুষ্যজাতি যত্নবান হয়, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই উচ্চ দেবপ্রকৃতি লাভ করিতে পারে। আপনাদিগের লঘুতা ক্ষুদ্রতা পরিত্যাগ করিয়া যদি সেই মহান ভূমা ঈশ্বরের বশবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে সংসার হইতে ধর্ম্ম-জনিত বিবাদ কলহ অনৈক্য অসদ্ভাব এককালে তিরোহিত হইয়া যায়। অচির কাল মধ্যেই এই মর্ত্ত্যলোকে অপার শান্তি অচ্ছেদ্য ভ্রাতৃভাব রাজত্ব করিতে থাকে। সমুদায় মনুষ্যজাতি এককালে ঈশ্বরের নিজস্ব পরিবার রূপে পরিণত হয়।

সেই লক্ষ্য হারা হইয়াই মনুষ্য-সমাজের এই শোচনীয় দুর্গতি দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে। এক আলেখ্য দৃষ্টে সহস্র ব্যক্তি যদি অনুলিপি করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে পরস্পর সকলেরই মধ্যে যেমন একতা রক্ষা পায়, তেমনি সমুদায় মনুষ্যজাতি যদি সেই এক অভ্রান্ত ঈশ্বরকে আদর্শ করিয়া শিক্ষিত হয়, তাহা হইলে সকলেরই লক্ষ্য সকলেরই উদ্দেশ্য এক হইবারই সম্ভাবনা। ধর্ম্মের মধ্যে ক্ষুদ্র আদর্শ, ক্ষুদ্র ভাব প্রবিষ্ট হওয়াতেই মর্ত্ত্যলোকে সেই মহান লক্ষ্য সংসিদ্ধি পক্ষে বিষমতর বিড়ম্বনা উপস্থিত হইয়াছে। অশান্তি কলহে চারিদিক পূর্ণ হইতেছে। সেই ঈশ্বরের প্রতি প্রত্যাবর্ত্তন না করিলে আর মনুষ্য-সমাজের নিস্তার নাই। সেই মহান্ আদর্শের অনুবর্ত্তী না হইলে আর ঐক্যস্থলে উপনীত হইবার আশা নাই। তিনিই কেবল একাকী সকলের কামনা পূর্ণ করিতে পারেন, তিনিই কেবল মনুষ্যজাতির জ্ঞানস্পৃহা প্রেমস্পৃহা চরিতার্থ করিতে সমর্থ হয়েন। আমরা কেবল তাঁহাকে ছাড়িয়াই মধুলিপ্সু মক্ষিকার ন্যায় উচ্চ কলরবে দলে দলে ইতস্তত পরিভ্রমণ করিতেছি। সেই সুধার আকর প্রেমের প্রস্রবণ ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইলেই মধুচক্রে উপবিষ্ট মক্ষিকার ন্যায় শুদ্ধভাবে তাঁহার অমৃতপানে নিযুক্ত হইব। তখনই বিবাদ বিতণ্ডা, দ্বন্দ্ব কলহ নিঃশেষিত হইবে। তখন তাঁহাকে পাইয়া—অন্তর বাহিরে তাঁহার উজ্জ্বল সত্তা প্রতীতি করিয়া, তাঁহার জ্ঞান প্রেম মঙ্গল ভাবের উজ্জ্বল কিরণে আমারদের ক্ষুদ্রতা মলিনতা দম্ভ মৎসরতা সকলই তিরোহিত হইয়া যাইবে।

অতএব দেখ, এই উৎসব-ক্ষেত্রে অল্প ক্ষণের জন্য সকলে সেই মহান্ আদর্শ ঈশ্বরের প্রতি অন্তশ্চক্ষু উন্মীলিত করিয়াছেন, মর্ত্ত্যে কি অপূর্ব্ব মনোহর দৃশ্যের অভিনয় হইতেছে। দেবতারাও এ দৃশ্য সন্দর্শন করিবার জন্য আশা করেন। আমারদের মধ্যে সম্পদ সৌভাগ্যের, বিদ্যা বুদ্ধির, রুচি প্রবৃত্তির বৈষম্য থাকিলেও দেখ লক্ষ্যের গুণে কেমন সকলে ঐক্যস্থলে উপনীত হইয়াছি। সকলেরই কামনা—সকলেরই প্রার্থনা এখন সেই একেরই জন্য। আমরা যদি সমবেত চেষ্টার দ্বারা ক্রমে ইহার আকার আয়তন বিস্তার করত নগরপল্লী দেশ বিদেশ অধিকার করিতে পারি, তাহা হইলে অচিরকাল মধ্যেই পৃথিবী ভূ-স্বর্গ হইয়া উঠে।

ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম এই পবিত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম সকল নর নারীকে সেই একেরই শরণাপন্ন করিয়া দিবার জনাই আবির্ভূত হইয়াছেন। ঈশ্বরের বিচ্ছিন্ন পুত্র কন্যা সকলকে এক পরিবারে পরিণত করিয়া দিবার নিমিত্তই মর্ত্ত্যে এই অতুলন সার্ব্বভৌমিক অসাম্প্রদায়িক আনন্দ উৎসব আনয়ন করিয়াছেন। অতএব

আমরা যেন অপনাপন রুচি প্রবৃত্তির দোষে ইহাকে কলুষিত করিয়া না ফেলি, আমরা যেন আপনাদিগের রুচি প্রবৃত্তির বিদ্যা বুদ্ধির সঙ্কীর্ণ প্রভাব প্রদর্শন করিতে গিয়া ইহার স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত না করি। ইহাকে অকাল-পরিণত করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া যেন ইহার উদার অসাম্প্রদায়িক ভাবের খর্ব্বতা করিয়া না ফেলি। আমারদিগের কি সে মঙ্গল, কি সে অমঙ্গল, সেই পূর্ণজ্ঞান ত্রিকালজ্ঞ পুরুষই তাহা প্রত্যক্ষ জানিতেছেন। ইহারই জন্য সেই মহান পুরুষ সকলের প্রভু সেই জ্ঞানজ্যোতি স্বরূপ অনন্ত ঈশ্বর সুনির্ম্মলা শান্তির উদ্দেশে স্বয়ংই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইয়া সকলকে তাঁহার মুক্তিপ্রদ শীতল ছায়ায় আকর্ষণ করিতেছেন। অতএব তাঁহারই ইচ্ছা উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সকলে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হও। তাঁহারই আদেশ উপদেশের প্রতি কর্ণপাত করিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন কর, যে নিশ্চয়ই মঙ্গল লাভ শান্তি লাভ হইবে।

হে পরমাত্মন্! যখন তুমি কৃপা করিয়া এই দীন হীন মলিন বঙ্গদেশে এই দ্বন্দ্ব কলহ বিচ্ছেদ বিতণ্ডা পূর্ণ অধম স্থানে তোমার মুক্তিপ্রদ পবিত্র ধর্ম্মকে প্রেরণ করিয়াছ, তখন যেন ইহা আর এ দেশের দূষিত বায়ুতে কলুষিত না হয়। তুমি বঙ্গবাসী ভারতবাসীগণকে ধর্ম্ম বিষয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট দিশাহারা দেখিয়া তাহারদের দুঃখ দুর্গতি পরিহারের জন্য কল্যাণ-পথে শান্তি-সোপানে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য যখন স্বয়ংই ধ্রুব তারার ন্যায় প্রকাশিত হইয়াছ, তখন যেন আর তাহারা তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া ছিন্ন ভিন্ন না হয়। তুমি সমুদায় মনুষ্যজাতিকে ঐকাস্থলে আনয়ন করিবার নিমিত্ত যে স্বীয় নিষ্কলঙ্ক অতুলন আদর্শ আমারদের আত্মাতে প্রকাশ করিয়াছ, আমারদের অন্তশ্চক্ষু যেন তাহারই প্রতি আমরা স্থির রাখিতে পারি। তোমার ইচ্ছার স্রোতের অভিমুখেই যেন আমরা ধাবিত হই, তোমার আদেশ উপদেশের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই যেন আমরা কায়মনোবাক্যে তোমার প্রিয়কার্য্য সাধন করি। এরূপ শুভবুদ্ধি আমারদিগকে প্রদান কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

অনন্ত সঙ্গীত হইতে লাগিল।

রাগিণী সোহিনীবাহার—তাল কাওয়ালি।

আজি কি হরষ-সমীর বহে প্রাণে, (এ কি)
প্রেম কুসুম ফুটে হৃদি-কাননে।
ভগবত মঙ্গল-কিরণে উজল জগত শত বরণে,
নাথ নাথ বলি প্রাণ মন খুলি, গায় সবে
একতানে,
পূরে দিশি দিশি আনন্দ গানে।

গুজরাটি ভজন—তাল একতালা।

কোথা আছ প্রভু? এসেছি দীন হীন,
আলয় নাহি মোর অসীম সংসারে।
অতি দূরে দূরে ভ্রমিছি আমি হে,
প্রভু প্রভু ব'লে ডাকি কাতরে।
সাড়া কি দিবে না, দীনে কি চাবে না,
রাখিবে ফেলিয়ে অকূল আঁধারে?
পথ যে জানিনে, রজনী আসিছে,
একেলা আমি যে এ বন মাঝারে,
জগত-জননী, লহ' লহ' কোলে,
বিরাম মাগিছে শ্রান্ত শিশু এ,
পিয়াও অমৃত, তৃষিত সে অতি,
জুড়াও তাহারে স্নেহ বরষিয়ে।
ত্যজি সে তোমারে, গেছিল চলিয়ে,
কাঁদিছে আজিকে পথ হারাইয়ে,
আর সে যাবে না, রহিবে সাথ সাথ,
ধরিয়ে তব হাত ভ্রমিবে নির্ভয়ে।
এস তবে প্রভু! স্নেহ-নয়নে
এমুখ পানে চাও, ঘুচিবে যাতনা,

পাইব নব বল, মুছিব অশ্রুজল,
চরণ ধরিয়ে পুরিবে কামনা।

এবারে যেরূপ জনতা হয় তদ্দৃষ্টে বস্তুতই আশঙ্কা হইয়াছিল, যে বুঝি লোকের কোলাহলে এই বহুদিনের প্রার্থিত উৎসবের কিছু ব্যাঘাত ঘটে কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় তাহা হয় নাই। এত অধিক সংখ্যা লোকও উপাসনার সময় চিত্রার্পিতের ন্যায় নীরব ছিলেন। ধন্য ঈশ্বর, যে সময় তুমি এই বঙ্গদেশে তোমার ধর্ম্ম পাঠাইয়া ছিলে তখনকার সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকার দেখিয়া মনে ভয় হইয়াছিল যে বুঝি এদেশে এই ধর্ম্মবীজ ফলবৎ হইবে না, কিন্তু এখন অসংখ্য লোক ইহার শীতল আশ্রয় পাইবার জন্য লালায়িত। ইহা দেখিলে এবং মনে হইলে আমরা হর্ষে উৎফুল্ল হই। তুমি অনন্ত, তোমার উপাসক-সংখ্যা অনন্ত হউক এবং গৃহে গৃহে এইরূপ উৎসব প্রবর্ত্তিত হউক।

অনন্তর সভা ভঙ্গ হইল। ব্রহ্মোপাসকেরা কোলাহল সহকারে রজনীর নিস্তব্ধতা দূর করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

(প্রাপ্ত)

স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীবিদ্যালয়ে স্ত্রীনিবাস।

যখন এদেশে স্ত্রীবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তখন মনে হইয়াছিল এত দিনের পর বুঝি আমাদিগের প্রকৃত উন্নতির পথ প্রমুক্ত হইল। কারণ স্ত্রীজাতি মনুষ্য-সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ। তাহাদের উন্নতিতে মনুষ্য-সমাজেরই অর্দ্ধাঙ্গ পুষ্ট হইতেছে। সুতরাং সেই শুভ অনুষ্ঠান এতদ্দেশীয়েরা সাদর দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু এখন শিক্ষাপ্রণালীর দোষে সেই প্রার্থিত উন্নতির ব্যাঘাত ঘটিতেছে। অর্থাৎ ভাবপ্রধান স্ত্রীজাতির অনুগুণ শিক্ষা এখনও এতদ্দেশে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। না হইবার প্রধান কারণ পুস্তকের অসদ্ভাব। বঙ্গভাষায় যে সকল ইতিহাসাদি গ্রন্থ যেরূপে প্রণীত হইয়াছে তাহা বুদ্ধিপ্রধান পুরুষের উপযোগী কিন্তু তদ্দ্বারা স্ত্রীলোকের বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে না। যাই হউক আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি কোন কোন কৃতবিদ্য জন-সমাজের এই অভাবটি মোচন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। কিন্তু আমরা সম্প্রতি স্ত্রীবিদ্যালয় সংক্রান্ত একটী নূতন আন্দোলন শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম, ইহা বিদ্যালয়ে স্ত্রীজাতির বাস-ব্যবস্থা। স্ত্রীলোকেরা তথায় অহোরাত্রি বাস করিয়া বিদ্যা চর্চ্চা করিবে। এই বাস-ব্যবস্থা এতদ্দেশে কতদূর সুফল প্রসব করিবে তাহার আলোচনা করাই অদ্যকার এই প্রস্তাব অবতারণার উদ্দেশ্য। পাঠকগণ এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে চিরন্তন রীতির বিরুদ্ধ কোন একটা কিছু দেখিলেই বা শুনিলেই অমনি তাহা আমাদের অসহ্য হইয়া উঠে। আমরা জানি যে মনুষ্য-সমাজে এক রীতি চিরকাল প্রচলিত থাকিতে পারে না এবং থাকেও না। যদি জন-সমাজের বাস্তব অভাব নিবন্ধন কোন একটি নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার আবশ্যক হয় তাহার বিরুদ্ধে হাজার চিৎকার কর তাহার গতিরোধ করা সহজ হয় না। কিন্তু আমরা এখন বুঝিতে পারিতেছি না যে স্ত্রীজাতির বিদ্যালয়ে বাস করিবার বিশেষ কি আবশ্যক হইয়াছে।

আমরা এই বাস-প্রথা প্রচলিত করিবার দুইটি উপলক্ষ দেখিতেছি। একটি আত্মনির্ভর-শিক্ষা অপরটি অবাধে বিদ্যানুশীলন। আত্মনির্ভর-শিক্ষা অবশ্যই একটী স্পৃহনীয় গুণ কিন্তু এস্থলে তাহা দোষে পরিণত হইতেছে। সকল দেশেই এই প্রথা দেখা যায়

যে অগ্রে পুরুষের পরে স্ত্রীলোকের উন্নতি। কিন্তু এতদ্দেশীয় পুরুষেরা আত্মনির্ভর যে কি পদার্থ তাহা আজিও জানিলেন না। যে বিষয় পুরুষের অনাস্বাদিত স্ত্রীলোকেরা অগ্রে তাহা অধিকার করিবেন ইহা একটী নূতন কথা। প্রকৃতির নিয়মই এই যে, পুরুষজাতির যে সমস্ত সদ্‌গুণ স্ত্রীজাতি ঘনিষ্ঠতর সংশ্রব নিবন্ধন ক্রমশঃ তৎসমুদয় অধিকার করিয়াথাকে। কিন্তু যদি কদাচিৎ এই নিয়মের ব্যভিচার ঘটে অর্থাৎ স্ত্রী গুণবতী পুরুষ নির্গুণ হয় সেস্থলে স্ত্রীপুরুষ পরস্পরের সদ্ভাব জন্মিবার বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইয়া থাকে। এক্ষণে কথা এই যে আমাদের পুরুষেরা অগ্রে আত্মনির্ভর করিতে শিক্ষা করুন পরে যদি আবশ্যক হয় তবে স্ত্রীজাতি তাহা শিখিবে। নচেৎ হইবে এই যে বর্ত্তমানে শিক্ষিত পুরুষের অনুগুণ স্ত্রীলাভ হয় না বলিয়া যেমন তাঁহারা অসুখী সেই রূপ স্ত্রীজাতিও কিছু দিন পরে অনুগুণ ভর্ত্তৃলাভ হয় না বলিয়া অসুখী হইবেন। আমরা বলি যে তোমরা অগ্রে স্ত্রীলোকদিগকে নানা বিদ্যায় সুশিক্ষিত কর, ইহাতে করিয়া বর্ত্তমানে স্ত্রীপুরুষের যে একটী বৈষম্য আছে তাহা ঘুচিয়া যাইবে কিন্তু যে গুণ পুরুষের নাই তাহা অগ্রে স্ত্রীলোককে অধিকার করিতে দিলে একটী ভয়ানক সমাজবিপ্লব ঘটিবে। দুঃখকে আগে হইতে ডাকিয়া আনা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়।

এখন এরূপ একটী কথা উঠিতে পারে যে ভাল স্ত্রীলোক কি চির কাল পুরুষের নিম্ন পদবীতে থাকিবে? আমরা বলি স্ত্রীলোকদিগের তাহা থাকাই উচিত। স্ত্রীজাতি ভাবপ্রধান, পুরুষ জ্ঞানপ্রধান। ভাবের প্রবর্ত্তনায় যা কিছু কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে ভ্রম প্রমাদ থাকিবার সম্ভাবনা কিন্তু জ্ঞানের পরামর্শে যা কিছু অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে ভ্রম প্রমাদ না থাকিবারই সম্ভাবনা। সুতরাং জনসমাজে স্ত্রীজাতির যদি পুরুষ অপেক্ষা উচ্চ পদবী থাকে তাহা হইলে নানা প্রকার কার্য্যবিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে। উঁহারা হৃদয়ের আবেগে সদসৎ বিবেচনাশূন্য হইয়া কার্য্য করিতে পারে। সুতরাং স্ত্রীজাতির পুরুষ অপেক্ষা নিম্নপদবী থাকাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়।

এক্ষণে কোন্‌টি আত্মনির্ভরতা শিক্ষা করিবার প্রকৃত সময় অগ্রে তাহার বিচার করা আবশ্যক। আমাদের স্ত্রীজাতি যখন বিদ্যালয়ে যায় তখন তাহাদের বাল্যকাল। তখন তাহারা বাহ্য জগৎ ও অন্তর্জগতে প্রবেশ করিয়া কেবল সামান্য সামান্য বিষয়ের পরিচয় পাইয়া থাকে মাত্র। কিন্তু আত্মনির্ভর কেবল মুখের একটী উপদেশ মাত্র নয়, উহাতে বুদ্ধি বল ও কার্য্য চাই। সুতরাং উহার অনুষ্ঠান একটু বয়স-সাপেক্ষ। যখন পিতামাতার প্রতি নির্ভর করিয়া থাকাই প্রকৃতির উপদেশ তখন আত্মনির্ভরতার শিক্ষা প্রবর্ত্তনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইতেছে। আবার এদিকে দেখিতেছি দশম না হয় দ্বাদশ বৎসরে হিন্দুজাতির কন্যাকাল। এই কন্যাকাল অতীত হইলে বোধ হয় কোন হিন্দু সন্তান তাঁহার কন্যাকে আত্মনির্ভরতা শিক্ষার্থ এইরূপ গুরুগৃহবাসে অনুমোদন করিবেন না। এতদ্দেশে যখন এইরূপ সামাজিক ব্যবস্থা তখন আমাদের স্ত্রীজাতির জন্য এইরূপ বিদ্যালয়ে বাস নির্দ্ধারণের বিশেষ আবশ্যকতা কি।

এক্ষণে আত্মনির্ভর করা বঙ্গীয় স্ত্রীলোকদিগের আবশ্যক কি না তাহাও দেখা কর্ত্তব্য। আত্মনির্ভর করা কাহাদের উচিত? না, যে দেশের লোক বাণিজ্যোপলক্ষে দূর দূরান্তর পর্য্যটন করে, যাহারা রাজ্য ও প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া বহুদিন বিদেশে থাকে, যাহারা একটী

মহাদেশ কি দ্বীপ কি গ্রহ আবিস্কার করিবার উদ্দেশে ব্যাপক কালের জন্য অদৃশ্য হয় সেই দেশের স্ত্রীলোকেরই আত্মনির্ভর করা চাই, তদ্ব্যতীত তাহাদের সংসারধর্ম্ম চলিতে পারে না। কিন্তু বল দেখি আমরা উল্লিখিত লোকহিতকর কোন্ কার্য্যে ব্যতিব্যস্ত আছি। কতকগুলি সামান্য গৃহকর্ম্ম ব্যতীত আমাদের এমন কি আছে যাহার জন্য গৃহে-নিরন্তর বাস করা আমাদের সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া উঠে। যদি তাই না হইল তবে আমাদের স্ত্রীলোকদিগকে আত্মনির্ভর করিতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে কেন? তবে যদি কখন ঈশ্বরের কৃপায় আমাদের জাতি ঐ সমস্ত দেবস্পৃহনীয় সদ্গুণে ভূষিত হইয়া কখন বিশাল সমুদ্রে কখন বিজন অরণ্যে কখন বা অত্যুচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গে বিচরণ করিবার প্রসঙ্গে গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হয় তখন এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা নিশ্চয়ই আত্মনির্ভর করিতে শিখিবে। কিন্তু তখনকার সে শিক্ষা এতদ্দেশীয় রীতিক্রমে সহজ ও শোভন ভাবেই হইবে। তজ্জন্য বিদ্যালয়ে স্ত্রীনিবাসের সৃষ্টি করিতে হইবে না। দেখ মহারাষ্ট্রীয়েরা এক সময়ে বিলক্ষণ সাংগ্রামিক জাতি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত ছিল। তাহারা যুদ্ধোপলক্ষে নানাস্থান পর্য্যটন করিত। তান্নবন্ধন মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীলোকদিগকে আত্মনির্ভর করিতে হয় এবং অদ্যাপি তাহাদের মধ্যে সেই রীতি প্রচলিত দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্দেশীয় নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও অনেকটা আত্মনির্ভরের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভাব সম্পূর্ণই এতদ্দেশীয়। কিন্তু স্ত্রীবিদ্যালয়ে যেটির শিক্ষা হইবে তাহার আকার সম্পূর্ণ বিদেশীয়। কারণ স্ত্রীবিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী য়ুরোপীয় নয় য়ুরোপীয় ভাবে পুষ্ট এতদ্দেশীয় খৃষ্টান। তাঁহাদের দ্বারা যেটুকু শিক্ষা হইবে তাহা কখনই এতদ্দেশীয় হইতে পারে না। সুতরাং এক্ষণে স্পষ্টাক্ষরে বলিতে পারি তাঁহাদের প্রদর্শিত আত্মনির্ভরতা আত্মম্ভরিতার অপর নাম মাত্র। ইহাতে কেবল বাহ্যাড়ম্বর বাহাদুরি ও দৌড়ধাপ শিক্ষা হইবে। তদ্দ্বারা আমাদিগের অনিষ্ট বৈ কিছুমাত্র ইষ্ট নাই।

দ্বিতীয় অহোরাত্রি বিদ্যালয়ে থাকিয়া অবাধে বিদ্যাচর্চ্চা। আমরা এই টুকুরও বিরোধী। কারণ বালিকাদিগের পিতা মাতার নিকট থাকাতেই বিশেষ উপকার। ইহারা গৃহে থাকিয়া যে সমস্ত শিক্ষা পায় বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর অধীনে কখনই তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে না। শিক্ষয়িত্রী মুখে মুখে তাহাদিগকে যাহা শিক্ষা দিবেন তাহারা গৃহে থাকিয়া পিতা মাতার নিকট কার্য্যত সেই সমস্ত শিক্ষা পায়। কার্য্যত শিক্ষা মৌখিক শিক্ষা অপেক্ষা যে অনেকাংশে গরীয়সী তাহা বোধ হয় কাহাকেই বুঝাইতে হইবে না। দেখ গৃহে গৃহে বালিকারা ভ্রাতৃ ভগিনীগণের সহিত খাদ্য সামগ্রী সমভাগে বিভাগ করিয়া স্নেহ শিক্ষা করে, তাহারা পিতৃমাতৃসেবায় বিনয় ও ভক্তি শিক্ষা করে এবং নিরন্ন দীন দরিদ্রকে স্বয়ং মুষ্টি ভিক্ষা দিয়া দয়া শিক্ষা করিয়া থাকে। বিদ্যালয়ের মৌখিক উপদেশে কখনই এইরূপ সুফল ফলিতে পারে না। এখন আমাদিগের স্ত্রীজাতির দয়া স্নেহ ভক্তি প্রভৃতি যে সমস্ত সদ্গুণ আছে বিদ্যালয়ে নিরন্তর থাকিয়া অবাধে বিদ্যা চর্চ্চা করিতে গেলে তাহা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইবারই সম্ভাবনা।

এস্থলে আর একটু গূঢ় কথা আছে। এখনকার শিক্ষাপ্রণালী নিতান্ত নির্দোষ নয়। ইহা দ্বারা জিগীষা প্রবল হয়। জিগীষা অবশ্যই স্পৃহনীয় গুণ, কিন্তু ইহাকে সৎ পথে চালনা করাই কঠিন। অনেক সময় ইহা হইতে অতি প্রগাঢ় যশোলিপ্সার উদয় হয়। আবার এই

অতিপ্রমাণ যশোলিপ্সা হইতে দ্বেষ ঈর্ষা প্রভৃতি অনিষ্টকর বৃত্তি সকল প্রশ্রয় পায়। বালিকাদিগকে এই সঙ্কট হইতে রক্ষা করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়। নিঃসম্পর্কীয় সতীর্থগণের সহিত সর্ব্বদা সহবাস ও ধর্ম্ম-শিক্ষার অভাব বশত উহাদিগের কোমল মনে ঐ সমস্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সহজেই বদ্ধমূল হইতে পারে। শিক্ষা-প্রণালীর দোষে এখন যে এই রূপ অসদ্গুণ বৃদ্ধি পাইতেছে ইহা এখনকার শিক্ষিতদিগের ব্যবহার যাঁহারা অভিনিবিষ্ট চক্ষে দেখেন তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। সুতরাং ইহা দ্বারা হিন্দু-সমাজে একটী বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। একেত এতদ্দেশে একান্নবর্ত্তিতা-প্রণালী ভগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে তাহাতে আবার যদি স্ত্রীলোকেরা অশৈশব দ্বেষ ঈর্ষা প্রকৃতি কতকগুলি অসদ্গুণ সংগ্রহ করে তাহা হইলে ইহা যে শীঘ্রই নষ্ট হইবে তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

স্ত্রীলোকের অন্যান্য গুণের মধ্যে গৃহ-কর্ম্মে পটুতা একটি প্রধান গুণ। কিন্তু য়ুরোপীয় শিক্ষয়িত্রীর নিকট আমাদিগের স্ত্রীলোক ইহার কি শিক্ষা করিবে? এই সমস্ত শিক্ষয়িত্রী আমাদের গৃহের ব্যাপার কিছুই জানেন না এবং তাহার শ্রীবৃদ্ধির জন্য কোন কিছু শিক্ষাও দিতে পারেন না। তবে হইবে এই যে বালিকারা নিরন্তর ইহাঁদের সংশ্রব পাইয়া সাংক্রামিক রোগের ন্যায় ইহাঁদের গৃহব্যাপার ও গৃহব্যবহার গুলি শিখিবে। একেইত চতুর্দ্দিকে ইংরাজী অনুকরণের স্রোত কিন্তু ইহা আজিও আমাদের অন্তঃপুরে সর্ব্বাঙ্গীন প্রবেশ পায় নাই। আমাদের পুরন্ধ্রীগণের মহিমাতেই কথঞ্চিৎ হিন্দুভাব ও হিন্দুপ্রথা রক্ষিত হইতেছে। কিন্তু বালিকারা ঐ সমস্ত শিক্ষয়িত্রীর নিরন্তর সংশ্রবে থাকিলে আমাদের অবরোধও অচিরাৎ শ্রীহীন হইবে। এবং আমাদের কষ্টেরও একশেষ দাঁড়াইবে।

উপসংহারে একটি কথা বলা আবশ্যক। নিঃসন্তান (আঁটকুড়া) লোক প্রায়ই কর্কশ হয়। তাহার বড় একটা দয়া মমতা থাকে না। ইহার প্রধান কারণ কোমলপ্রকৃতি পুত্র কন্যাগণের সংশ্রব না থাকা। কিন্তু বিদ্যালয়ে এই বাসব্যবস্থা বালিকাদিগকে পিতা মাতার ক্রোড় হইতে বঞ্চিত করিতেছে। ইহাতে আমাদের জাতি ক্রমশঃ দয়া-মমতা-শূন্য ও কর্কশ হইয়া উঠিবে। যাহাতে স্বজাতির অনিষ্ট হয় এইরূপ চেষ্টা প্রশংসনীয় নয়। অতএব ইহা হইতে বিরত হওয়াই সর্ব্বাংশে শ্রেয়।

যুধিষ্ঠিরের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

৩৫০ সংখ্যক পত্রিকার ১৯৯ পৃষ্ঠার পর।

তৎপরে দ্বারকানগরীতে কৃষ্ণ ও বলদেব ভবলীলা সমাপ্ত করিলেন। এই সমাচার শ্রবণে অর্জ্জুন দ্বারকায় গমন পূর্ব্বক উহাঁদিগের সৎকার এবং ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি সম্পাদন করিয়া কৃষ্ণবংশীয় বৃদ্ধ পুরুষ স্ত্রী এবং বালকগণকে দ্বারকা হইতে ইন্দ্রপ্রস্থে আনয়ন করিলেন। ইহাঁরা দ্বারকা পরিত্যাগ করিবামাত্র ঐ নগর সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হইয়া গেল। ইহাঁদিগকে অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্র ইন্দ্রপ্রস্থ প্রভৃতি স্থানে বাস করাইলেন। এই সমস্ত ঘটনাদর্শনে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত নির্ব্বিণ্ন হইয়া রাজ্য অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতের হস্তে ন্যস্ত করিলেন এবং ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের সহিত রাজ্য ত্যাগ করিয়া উত্তরদিকে মহাপ্রস্থান আরম্ভ করিলেন। বহুদিন পদব্রজে ভ্রমণানন্তর তাঁহারা হিমালয় পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন এবং ইহার শৃঙ্গের উপর আরোহণ করিয়া কৃচ্ছ্র ব্রতাবলম্বন করিলেন। এই স্থানেই তাঁহারা মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হয়েন।

যুধিষ্ঠিরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এতক্ষণে শেষ হইল। ইহা সংকলন করিতে আমরা মহাভারত হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। এক্ষণে যুধিষ্ঠিরের চরিত্র কিরূপ ছিল দেখিতে হইবে। জীবনীর মধ্যেই চরিত্রের কথা অনেক বলা গিয়াছে, তথাপি একস্থলে কিছু বলা যাইতেছে। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে যুধিষ্ঠিরের গতি সিংহের ন্যায় মহত্ত্বগুণ বিশিষ্ট; নাসিকা দীর্ঘ, লম্বমান, সুন্দর ও উজ্জ্বল এবং নেত্রযুগল ইন্দীবর-সদৃশ ছিল। যুধিষ্ঠির হিন্দু চরিত্রের যতদূর সম্ভব উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায়পরতা, সাধুতা, বিবেকপরায়ণতা ঔদার্য্য, ধৈর্য্য, দয়া, দাক্ষিণ্য, ধর্ম্মভীরুতা, বীরতা এবং ধর্ম্মনিষ্ঠা সর্ব্বলোকের অনুকরণীয়। তাঁহার অমানুষিক এবং অলৌকিক সাধু চরিত্র ইদানীন্তন কালে একান্ত দুর্লভ। তাঁহার গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি, ভ্রাতৃগণের প্রতি স্নেহ ও বিশ্বাস, পত্নীর প্রতি অনুরাগ ও সদ্ব্যবহার এবং অমিত্রগণের প্রতি সাধুতা প্রদর্শন ও বৈরাভাব কাহার না আন্তরিক প্রশংসা আকর্ষণ করে। সত্যবাদিতা, দয়াশীলতা, শুচিতা, জিতেন্দ্রিয়তা ক্ষমাশীলতা এবং নির্ম্মৎসরতা তাঁহার চরিত্রের উজ্জ্বল গুণ। তিনি কখন কোন কারণে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদনে নিরস্ত বা ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হইতেন না। "ধর্ম্মই ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে রক্ষা করে" এবং "যেখানেই ধর্ম্ম, সেখানেই জয়" এই দুই মহাবাক্য তাঁহার হৃদয়-দর্পণে সর্ব্বদা প্রতিভাত থাকিত। কৌরবগণ কতবার তাঁহার কত অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল, কিন্তু কখন মুহূর্ত্তের নিমিত্ত তাঁহার চিত্ত ক্রোধ-পরবশ বা প্রতিহিংসা-প্রবণ হয় নাই। কৃষ্ণের নীতি-কৌশলে তিনি একবার কিয়ৎপরিমাণে মিথ্যা কথা কহিয়াছিলেন, এবং দ্রোণাচার্য্য তাঁহার সত্যবাদিতাতে একান্ত বিশ্বাস হেতু পুত্র-শোকে প্রাণত্যাগ করিলেন। তজ্জন্য দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামা তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া এক সময়ে বলিয়াছিলেন "তুমি কখন জন্মাবধি মিথ্যা কথা বল নাই, তুমি কখন কোন ব্যক্তির শক্রতাচরণ কর নাই, তবে যে আমার পিতার সমীপে তোমার সেই স্বাভাবিক সত্যশীলতা ও বিদ্বেষাভাব ত্যাগ করিয়াছিলে তাহা কেবল আমার ভাগ্যদোষে ঘটিয়াছিল।" যুধিষ্ঠির কখন কাহার হিংসা বা দ্বেষ বা কাহার প্রতি শক্রতা ব্যবহার করিতেন না বলিয়া তাঁহাকে সকলে অজাতশক্র * অজাতারি প্রভৃতি নামে সম্বোধন করিত। তাঁহার অনেক শক্র ছিল কিন্তু তিনি কাহারও শক্র ছিলেন না ইহাই তাঁহার চরিত্রের উন্নতির শেষ সীমা। তিনি জীব মাত্রেরই প্রতি মিত্রতাচরণ করিতেন। ধন্য তাঁহার পবিত্র চরিত্র। এই জন্যই অদ্যাপি তাঁহার নাম "ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির" বলিয়া হিন্দু সমাজে প্রবাদ-বাক্যের ন্যায় সকলের আদরণীয় ও শ্রদ্ধেয় হইয়া রহিয়াছে। যতকাল হিন্দুগণ জগতে স্থিতি করিবেন, ততকাল যুধিষ্ঠিরের নাম তাঁহাদিগের মানসে ভক্তিরসের উদ্রেক করিতে কখনই ক্ষান্ত থাকিতে পারিবে না।

* অনেকে বলেন যুধিষ্ঠিরের কেহ শক্র ছিল না বলিয়া তাঁহার নাম অজাতশক্র হইয়াছিল। এ অর্থ আমাদিগের হৃদয় বোধ হয় না, যেহেতু কৌরবেরা তাহার ঘোর শক্র ছিল। আমরা অজাতশক্র প্রভৃতি শব্দের অন্যবিধ অর্থ করিতে চাহি। জাত শব্দের অর্থ—যাহারা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে অর্থাৎ জীবগণ, জীবমাত্র। জাতদিগের অর্থাৎ জীবমাত্রের শক্র জাতশক্র। যিনি জাতশক্র নহেন তিনি অজাতশক্র। অজাতারি শব্দ ও এইরূপ। বেণীসংহার নাটকের তৃতীয়াঙ্কে অশ্বত্থামা যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন "ন দ্বেক্ষি যজ্জনমতস্ত্বমজাত শক্রঃ" যেহেতু তুমি কোন লোককে দ্বেষ কর না, অতএব তুমি অজাতশক্র বলিয়া পরিচিত। এই বচন আমাদের প্রমাণ। আমরা অন্য প্রমাণ প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করি না।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১৭ ফাল্গুন রবিবার বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের একবিংশ সাংবৎসরিক মহোৎসব হইবে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক মূল্য ৩৷৷০ টাকা, ডাক মাশুল ।৶০ আনা।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার যে সকল গ্রাহক মহাশয় বর্ত্তমান ১৮০২ শকের মূল্য প্রদান করেন নাই তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বর্ত্তমান বৎসরের মধ্যেই মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। বৎসর গত হইলে পশ্চাদ্দেয় অর্থাৎ ৩৷৷০ হিসাবে মূল্য গৃহীত হইবে।

একমেবাদ্বিতীয়ং

দশম কল্প

দ্বিতীয় ভাগ

৪৪২ সংখ্যা　　চৈত্র ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫১　　শক ১৮০২

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

দান ও প্রতিগ্রহ।

যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বআশ্রমাঃ।

মনুসংহিতা।

যেমন বায়ুকে আশ্রয় করিয়া যাবতীয় জীব জীবিত থাকে, তদ্রূপ গৃহস্থকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সকল আশ্রমবাসীরা জীবিকা লাভ করেন।

পৃথিবীতে ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, সবল দুর্ব্বল, গৃহস্থ উদাসীন চিরকালই বিদ্যমান রহিয়াছে এবং চিরদিনই বর্ত্তমান থাকিবে। করুণাময় পরমেশ্বর ইহারদিগের মধ্যে পরস্পর এমনই একটী অচ্ছেদ্য স্বাভাবিক আশ্রয়-আশ্রিত-সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, যে একটী অপরের সাহায্য আনুকূল্য গ্রহণ না করিয়া কদাচই জীবিত থাকিতে বা স্ব স্ব শরীর মন আত্মার উন্নতি সাধন করিতে কোন রূপেই সমর্থ হয় না। ধনীর ধনরাশি যতক্ষণ না দীন দরিদ্রের দুঃখ দূর করণে ব্যয়িত হয়, ততক্ষণ ধনের প্রকৃত গৌরব রক্ষা পায় না এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিও দান-ধর্ম-জনিত আত্ম-প্রসাদ উপভোগ করিতে সমর্থ হয়েন না। পণ্ডিতগণ যতক্ষণ না মূর্খের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিতে কৃতসংকল্প হয়েন, ততক্ষণ তাঁহারদের জ্ঞানের মর্য্যাদাই রক্ষিত হয় না। বলিষ্ঠ দুর্ব্বলের সাহায্য না করিলে, গৃহস্থ দীন অন্ধ ভিখারীকে অন্ন বস্ত্র দান এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে পোষণ না করিলে কোনরূপেই স্ব স্ব ধর্ম্ম রক্ষা পায় না, প্রত্যুত ঈশ্বরের আদিষ্ট কর্ত্তব্য সাধনে পরাঙ্মুখতা নিবন্ধন বরং তাহারদিগকে প্রত্যবায়ী হইতে হয়।

ঈশ্বরের রাজ্যে ধনবান জ্ঞানবান বলবান প্রভৃতি গৃহস্থ ব্যক্তিগণ সমবেত চেষ্টা দ্বারা অহর্নিশি দুঃখী দরিদ্রের কষ্ট ক্লেশ পরিহারে, জ্ঞানধর্ম্ম বিস্তারে দৃঢ়ব্রত হইয়া রহিয়াছেন বলিয়াই ভূমণ্ডলে দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না এবং অজ্ঞান-অন্ধকারও কোন জনপদমধ্যে অধিক কাল একাধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয় না। অন্ধ অনাথ,রোগ-শোকার্ত্ত ব্যক্তিকেও সহসা অন্ন বস্ত্র, সেবা শুশ্রূষার অভাবে অকালে কাল-কবলে নিপতিত হইতে দৃষ্ট হয় না। করুণাময় পরমেশ্বর শরীরে বলবীর্য্য, হৃদয়ে দয়া ধর্ম্ম, বাহিরে ধন সম্পদ বিধান দ্বারা বিচিত্র কৌশলে তাঁহার সংসার-রাজ্যের

সুখ শান্তি বর্দ্ধন করিতেছেন। দিন দিন তাঁহার মর্ত্ত্যধাম অনাথ-অন্ধ-নিবাসে, বিদ্যালয় চিকিৎসালয়ে, অতিথি-শালায় ধর্ম্ম-মন্দিরে অলঙ্কৃত হইতেছে। সেই জাগ্রত জীবন্ত ঈশ্বর, প্রতি আত্মার অভ্যন্তরে বর্ত্তমান থাকিয়া সৎকার্য্য ধর্ম্ম-কার্য্য সাধনে উত্তেজনা না করিলে, মনুষ্য কি কেবল ধন মান যশের লালসায় রাশি রাশি ধনক্ষয়, বলক্ষয় এবং উৎকট পরিশ্রম প্রভৃতি দ্বারা আয়ুক্ষয় করিতে অগ্রসর হইত? তিনি দাতার হৃদয়ে দয়াধর্ম্ম, গৃহীতার অন্তরে প্রীতি কৃতজ্ঞতা প্রেরণ করিয়া ভূমণ্ডলকে মধুর মঙ্গল ধ্বনিতে প্রতিক্ষণই পূর্ণ করিতেছেন। তিনি, সাধুর সৎকার্য্য দর্শনে, কৃতজ্ঞের ধন্যবাদ-রব শ্রবণে সহস্র সহস্র আত্মার নিদ্রিত ধর্ম্মভাব সকলকে উদ্দীপ্ত করিতেছেন। মানব-প্রকৃতিজ্ঞ সমাজপতি আর্য্য ঋষিগণ অতি পুরাকাল হইতেই তৎসমূহ সুন্দররূপে অবগত হইয়া, আর্য্যসমাজের সুখ-স্বচ্ছন্দতা-বর্দ্ধন এবং জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি সম্পাদন জন্য ব্যবস্থা-গ্রন্থে ধনবান্ বিদ্বান প্রভৃতি গৃহস্থ সকলকে সেই নৈসর্গিক বিধি পরিপালন বিষয়ে যত্নশীল করিবার নিমিত্ত নানাবিধ সুনিয়ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং তৎসমূহ অপরিপালন জন্য পাপ প্রত্যবায় এবং দণ্ডেরও ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পৃথিবীতে যেমন ধনী দরিদ্র, বিদ্বান মূর্খ, সবল দুর্ব্বল, দুই শ্রেণীর লোকই বিদ্যমান, তেমনি এখানে বিষয়ী ধার্ম্মিক দুই প্রকার মনুষ্যই অবস্থান করিতেছে। বিষয়ীর বিষয় বিভব বিস্তারই যেমন জীবনের প্রধান কার্য্য, তেমনি ধার্ম্মিকের ধর্ম্মসাধনই জীবনের সার কর্ম্ম। এক জনের হৃদয়ে বিষয়ানুরাগই রাজত্ব করিতেছে, আর একজন বিষয়-বিরাগেই নিয়মিত হইতেছেন। এক জন নানা উপায়ে ধন সম্পদ প্রাপ্ত হইতে পারিলেই আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন, আর এক জন সর্ব্বস্ব-বিনিময়ে ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলেই আপনার জীবনকে সার্থক জ্ঞান করিয়া থাকেন। সুতরাং ইহার দ্বারা এক জনের প্রকৃত সুখ স্বচ্ছন্দতার অসদ্ভাব, আর এক জনের গ্রাস আচ্ছাদন, সন্তান সন্ততি প্রতিপালন, এবং তাহারদিগের জ্ঞানধর্ম্মোন্নতি সম্পাদন প্রভৃতি সকল বিষয়েই অপ্রতুল হইবার সম্ভাবনা। ধনী দরিদ্র, বিষয়ী ধার্ম্মিকদিগের মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকাতে দীন দুঃখী এবং ধার্ম্মিকদিগের অভাব অনটন সকল বিচিত্র কৌশলে নিরাকৃত হইয়া থা[কে।] ধনাঢ্য বিষয়বিত্তসম্পন্ন জনগণও দান[ধর্ম্ম] অনুষ্ঠান নিবন্ধন প্রচুর পুণ্য ও আত্ম-প্র[সাদ] লাভে সমর্থ হয়েন এবং চিন্তাশীল ধর্ম্মপরায়ণ সাধু সজ্জন সকলও নিরুদ্বেগে জ্ঞান ধর্ম্মের অনুশীলনে পরমার্থচিন্তনে নিযুক্ত থাকিয়া জগতের এবং আপনাপন প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন।

সমগ্র ভূমণ্ডলমধ্যে ভারতবর্ষই ঈদৃশ দান-ধর্ম্মের অতুলন দৃষ্টান্ত-ভূমি। আর্য্য-সমাজ মধ্যে অতি পুরাকাল হইতেই সম্রাট রাজা ভূম্যধিকারী এবং মহাশাল ধনাঢ্য গৃহস্থগণ অকাতরে আপনাপন অধিকারস্থিত জ্ঞানধর্ম্মানুরাগী, অধ্যয়নশীল চিন্তাপরায়ণ ভগবৎভক্ত সাধু সজ্জন সকলকে অসঙ্কুচিত চিত্তে বিপুল বিষয়-বিত্ত প্রদান করিয়া তাঁহারদিগকে স্বচ্ছন্দরূপে নিরুদ্বেগে স্বাধীন ভাবে জ্ঞান-ধর্ম্ম-চর্চ্চায় সমর্থ করিয়া ভারতের মুখোজ্জ্বল এবং স্বজাতির অসামান্য জ্ঞানধর্ম্মোন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। পুরাকাল হইতে যদি চিন্তাশীল অনুসন্ধিৎসু ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু ব্রাহ্মণগণ রাজা ভূম্যধিকারী প্রভৃতি

[illegible] নিকট হইতে বিপুল বিষয় [illegible] সাংসারিক ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হইয়া [illegible] অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইতে [illegible] তাহা হইলে কোন রূপেই [illegible] বেদ বেদান্ত, শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন [illegible], পুরাণ তন্ত্র, চিকিৎসাতত্ত্ব, জ্যোতি-বিদ্যা, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি কিছুরই আবিষ্কার ও উন্নতি সংসাধিত হইত না এবং এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত তৎসমূহ নানা বিঘ্ন বিপত্তি হইতে নিরুদ্বেগে সুরক্ষিত হইবারও কোন সম্ভাবনা থাকিত না। ধনশালী ব্যক্তিবৃন্দ যেমন অকাতরে ব্যক্তিগত সাংসারিক অভাব বিমোচন করিতেন, গৃহীতাগণও তেমনি প্রাণ-উৎসর্গ করিয়া তদ্বিনিময়ে দেশগত জাতিগত, সামাজিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক গভীর অভাব অনটন সকল অন্তরিত করিয়া দিয়া দাতার দান-ধর্ম্মের এবং আপনারদি-গের কর্ত্তব্য কার্য্যের সার্থকতা সম্পাদন করিতেন। এ দেশের পর্ব্বতসমান সাহিত্য কাব্য, দর্শন অলঙ্কার, শ্রুতি স্মৃতি, চিকিৎসা তত্ত্ব এবং অধ্যাত্ম বিদ্যা সম্বন্ধীয় গ্রন্থরাশিই সেই চিন্তাশীল মহাপুরুষদিগের অসামান্য অধ্যবসায় ও উৎকট পরিশ্রমের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ রূপে শোভা পাইতেছে। রাজার হস্ত এবং কোন কোন কীর্ত্তিভুক ভূম্যধিকারী দিগের লোলুপ রসনা সংস্পৃষ্ট হইলেও অদ্যাপিও ভারতের প্রত্যেক নগর গ্রাম পল্লি সকলের প্রায় চতুর্থাংশ ভূমি ব্রহ্মোত্তর দেবোত্তর পিরোত্তর মহাত্রাণ চাকরান রূপে বর্ত্তমান থাকিয়া সেই ক্ষণজন্মা অসামান্য দাতৃ-বর্গের অক্ষয় দান-ক্রিয়ার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে ধন সম্পদের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও পুরাকালীন দান-ধর্ম্মের পদ্ধতির ন্যায় ইদানীন্তন সময়ে কোন প্রণালীই অবলম্বিত হইতে প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। বর্ত্তমান সময়ে অনেকানেক [illegible] দান করিয়া থাকেন সত্য, [illegible] দান ক্ষণস্থায়ী এবং গৃহীতার [illegible]-প্রতিরোধক। ভারতবর্ষের নানা [illegible] ও ভূম্যধি-কারীদিগের সভাসদ্‌গণমধ্যে অনেকানেক পণ্ডিতবর্গ মাসিক বা বার্ষিক বৃত্তি পাইয়া থাকেন কিন্তু সে দান-ক্রিয়া দাতার জীবন ও ইচ্ছার প্রতিই নির্ভর করিতেছে। এবং তদ্দ্বারা কোন স্থায়ী ফল লব্ধ হইতেছে না। গৃহীতাগণ যতক্ষণ দাতার অভিলষিত বিষয়ে সম্মতি দান করিতে পারেন, ততক্ষণই তাঁহারা পূজিত। সময়ানুসারে তাঁহারদিগের অবৈধ এবং অশাস্ত্রীয় কার্য্য প্রভৃতিতে অনুমোদন না করিলে বা ইচ্ছা-বিরুদ্ধ কোন কার্য্য সম্পাদন করিলে তখনই বৃত্তিচ্যুত পদচ্যুত অথবা ঘৃণিত ও তাড়িত হইয়া থাকেন। সুতরাং ইহা দ্বারা তাঁহারদিগের স্বাধীন চিন্তা স্বাধীন ভাব স্ফূর্ত্তি পায় না। তাঁহারা অসা-মান্য বিদ্যা বুদ্ধি সত্ত্বেও এক প্রকার চাটু-কাররূপেই [illegible]ান-সমাজে পরিগণিত হইয়া থাকেন।

মনুষ্যমাত্রেই যে গৃহস্থাশ্রমী হইয়া থাকিবে, ইহা কোনরূপেই আশা করা যাইতে পারে না। জনসমাজের প্রথমা-বস্থা হইতে অদ্যাবধি ধর্ম্মনীতির ও কর্ত্তব্য-জ্ঞানের সমধিক স্ফূর্ত্তি ও প্রচার হই-লেও ঈশ্বর-প্রেমের প্রাচুর্য্য বশত পৃথিবীর সকল দেশীয় সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্য হইতেই অনেকানেক ব্যক্তিকে সংসার-বন্ধন [illegible]চ্ছেদ করত ব্রহ্মচারী পরিব্রাজক এবং বাণপ্রস্থী হইতে দেখা যাইতেছে। সংসার তাঁহারদিগের সন্নিধানে বিষয় সম্প-দের চাকচিক্য, ইন্দ্রিয়-সুখের প্রলোভন প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়া কোন ক্রমেই তাঁহার-দিগকে নিরস্ত বা প্রত্যানয়ন করিতে সমর্থ হইতেছে না। ধর্ম্ম-নীতিজ্ঞ মহামহো-

পাধ্যায় পণ্ডিতগণ নানাবিধ জ্ঞান-গর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়া এবং নিরাশ্রম-জনিত দুর্নিবার্য্য কষ্ট ক্লেশের কীর্ত্তন করিয়াও সেই সকল বিষয়-বিমুখ ব্যক্তিবর্গকে কোনক্রমেই প্রতিনিবৃত্ত করিতে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। কিন্তু কেবল একমাত্র গৃহস্থাশ্রমী জনগণ দ্বারা ইহাঁরদিগের সকল অভাব বিমোচিত হইতেছে। সকল প্রকার রুচি প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইতেছে। যাঁহারা নিবিড় অরণ্যে বা নির্জ্জন পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থান করিবার অভিলাষী ছিলেন, ভারতের সম্রাট রাজা বা ভূম্যধিকারীদিগের দ্বারা বিনা প্রার্থনায় রাশি রাশি অর্থব্যয়ে সুদৃঢ় পর্ব্বতগাত্র প্রভৃতি বিখোদিত হইয়া তাঁহারদিগের বাসোপযোগী দিব্য গুহা গহ্বর, মঠ ও কুটীর প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে * এবং তদুপরি আরোহণ ও অবতরণ জন্য সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে প্রস্তররাশি কর্ত্তিত হইয়া সুগম সোপানশ্রেণী প্রস্তুত হইয়াছে। ভারতবর্ষের এমন সুরম্য পর্ব্বতশ্রেণীই অপ্রসিদ্ধ, যাহাতে ঈদৃশ শত শত গুহা গহ্বরাদি বর্ত্তমান না রহিয়াছে। শুদ্ধ সেই নিরাশ্রমীদিগের আশ্রম প্রস্তুত করিয়া দিয়াই পুরাকালীন দাতাগণ নিরস্ত হন নাই, সেই সকল দুর্গম প্রদেশে তাঁহারদিগের গ্রাসআচ্ছাদনেরও দিব্য ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তাঁহারদিগকে নিরুদ্বেগে ভগবৎ-চিন্তার অবসর প্রদান করিয়াছিলেন এবং সময়ে সময়ে সম্রাট রাজা প্রভৃতি স্বয়ংই তাঁহারদিগের পবিত্র আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তত্ত্বাবধারণ করিয়া আসিতেন। সেই দাতৃবর্গের অবস্থা ও আশ্রম-উচিত অসামান্য অর্থব্যয়ের এবং আন্তরিক যত্ন চেষ্টার প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ এদেশের শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থরাশিই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

কাশী পুনা মিথিলা নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান সমূহের মঠ ও চতুষ্পাঠী সকল ভারতের পূর্ব্বতন বিদ্যানুরাগী বিষয়-বিত্ত-সম্পন্ন গৃহস্থাশ্রমী দাতাগণের অক্ষয় কীর্ত্তি-স্তম্ভরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া বর্ষে বর্ষে বেদ বেদান্ত দর্শন অলঙ্কার সাহিত্য কাব্য প্রভৃতি বিবিধ-বিদ্যা-বিশারদ ছাত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়া রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়াদির অধ্যাপনা-কার্য্যের আনুকূল্য সম্পাদন করত এখনও ভারতের বিদ্যা-গৌরব রক্ষা করিতেছে। অদ্যাপিও এতদ্দেশীয় পুরাতন তীর্থ-স্থান প্রভৃতির অতিথিশালা এবং অন্নক্ষেত্র সকল অসংখ্য অসংখ্য দীন দরিদ্র নিরাশ্রয় লোকদিগকে অন্নপান ও আশ্রয় প্রদান করিয়া ভারতবাসীদিগের দানধর্ম্মের প্রত্যক্ষ পরিচয় দিতেছে। সেই দাতৃবর্গের দানপদ্ধতি এমনই উৎকৃষ্ট ছিল, যে তাঁহারা কালক্রমে পরলোকগত হইয়াছেন—তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকেরই বংশ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে—কিন্তু তাঁহারদিগের কীর্ত্তি-কলাপ এখনও দীপ্তি পাইতেছে।

বিজাতীয় সভ্যতার জ্যোতি ভারতবাসীদিগের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইলেও তাঁহারদিগের প্রকৃতি এমনই সাত্ত্বিক উপাদানে নির্ম্মিত যে এখনও পর্য্যন্ত তাঁহারা আশ্রমোচিত নিত্য নৈমিত্তিক দান ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে সম্যক্ বিরত হইতে পারেন নাই। এখনও পর্য্যন্ত পল্লিগ্রামের এক একটী গৃহস্থ ভবনে নিত্য নিয়মে দীন দরিদ্র অন্ধ অনাথ অতিথি সকল অকাতরে অন্নপান লাভ করিতেছে। অদ্যাপিও কোন কোন নৈমিত্তিক কার্য্য উপলক্ষে ধনাঢ্য পরিবার সকল বিদ্যোন্নতি কামনায় পণ্ডিতবর্গকে অকাতরে রাশি রাশি অর্থ প্রদান করত আর্য্য

* ১১২ সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ছেগীঘোপা দেখ।

জাতির প্রকৃত বিদ্যা-গৌরব রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু এখন আর ভারতের পূর্ব্বতন দান-পদ্ধতির প্রতি জনসাধারণের তাদৃশ দৃষ্টি না থাকাতে এবং রাজবিধির দ্বারা ভূম্যধিকারিগণ স্বাধিকৃত সকল ভূম্যধিকার হইতে নিষ্কররূপে বিষয় বিত্ত দানে বঞ্চিত হওয়াতে এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ জ্ঞানধর্ম্ম বিষয়ে ক্রমে অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছে। দেশীয় পদ্ধতিক্রমে বেদ বেদান্ত, শ্রুতি স্মৃতি, সাহিত্য কাব্য, চিকিৎসাতত্ত্ব প্রভৃতির অধ্যয়ন অধ্যাপনা এবং প্রচার আবিষ্কার প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে; সুতরাং এখন পল্লবগ্রাহী বিদ্বান ভিন্ন প্রকৃত জ্ঞানগম্ভীর পণ্ডিতগণের অভ্যুদয় ক্রমে হ্রাস হইয়া পড়িতেছে। মঠ চতুষ্পাঠীর সংখ্যা বর্ষে বর্ষে ন্যূন হইয়া যাইতেছে। অধ্যাপকগণ অন্নকষ্টে অধীর হইয়া আপনাপন পুত্র পৌত্র সকলকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম-চর্চ্চা হইতে বিরত করিয়া ভাষান্তর এবং বৃত্ত্যন্তর অবলম্বন করাইতে বাধ্য হইয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদবেত্তা পণ্ডিতগণ আশ্রয় ও অন্নদানে অসমর্থ হইয়া অধ্যাপনা-কার্য্য হইতে নিরস্ত হওত বিজাতীয় চিকিৎসার প্রশ্রয় দানে বাধ্য হইতেছেন। ভারতের আধুনাতন দাতৃবর্গের উদ্যম ও উৎসাহহীনতা এবং দান-পদ্ধতির দোষেই জাতিসাধারণের এই বিষমতর সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইতেছে। এখন না সহজেই বেদ-বেদান্ত-শ্রুতিজ্ঞ সুপণ্ডিত লাভ করিয়া প্রকৃত-তত্ত্বানুসন্ধায়ী কোন ব্যক্তি তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন; না কেহ ন্যায়-দর্শন-মীমাংসাবিৎ অসামান্য ব্যক্তির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া জ্ঞান বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কোন তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়া বিশদ রূপেই তাহার সদুত্তর প্রাপ্ত হইতেই সমর্থ হয়েন; না কোন কর্ম্মী পুরাণ তন্ত্র বা স্মৃতিশাস্ত্রবিশারদ কোন শুদ্ধাচারী পণ্ডিতকে প্রাপ্ত হইয়া প্রশস্ত হৃদয়ে দেবকার্য্য বা পিতৃকার্য্য সম্পাদন করিয়াই তৃপ্তি লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। যাঁহারা পুরুষানুক্রমে পিতৃ-পিতামহ-প্রাপ্ত বিষয় বিত্তাদি লাভ করিয়া স্বাধীন ভাবে অধ্যয়ন অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া আপনারদিগের এবং ছাত্রগণের জ্ঞানোন্নতি সংসাধন করত এককালে দেশ-পূজ্য হইয়াছিলেন এখন তাঁহারদেরই পুত্র পৌত্র সকল পৈতৃক ব্যবসায় রক্ষা করিতে গিয়া ক্রিয়া-কলাপ উপলক্ষে অর্থ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় যথাতথা প্রকৃত ভিক্ষুক রূপে উপস্থিত হইয়া তিরস্কৃত লাঞ্ছিত ও অবমানিত হইতেছেন। তাঁহারদের সেই পূর্ব্বতন অপ্রতিগ্রহ-জনিত অপ্রতিহত তেজস্বিতা আর দৃষ্ট হয় না। নানা কষ্টে নিপতিত হওত প্রতিগ্রহী হইয়া এককালে তৃণাপেক্ষাও লঘু হইয়া পড়িতেছেন।

যাচকতা অপেক্ষা ভূমণ্ডলে ক্ষুদ্র হেয় বৃত্তি আর দ্বিতীয় নাই। যাচ্ঞা করিতে গেলে মনুষ্যের স্বাধীন ভাব এক কালে বিলুপ্ত হইয়া যায়। প্রার্থনা-সময়ে প্রার্থীর উদ্যম উৎসাহ, বিদ্যা বুদ্ধি-প্রভাব নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে, এমন কি তাহার মুখমণ্ডল পর্য্যন্ত স্বাভাবিক জ্যোতি ও লাবণ্যহীন হইয়া বিরূপ ভাব ধারণ করে। আবার পাত্র বিবেচনা না করিয়া ভিক্ষা করিতে গেলে সন্তাপাশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া আর দাতার গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারেন না। যাচকতার ঈদৃশ শত শত দোষ দৃষ্টেই এ দেশের সংহিতাকারগণ সাধকগণের পক্ষে যাচ্ঞাকে একটী পাপ মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন এবং গৃহীদিগকেও এককালে আশ্রমোচিত দান-পরাঙ্মুখতা বা অযোগ্য ও অপাত্রে দান জন্য নিরয়গামী হইবার ভয়

প্রদর্শন করত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সৎপাত্রে দান করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন।

আর্য্যধর্ম্ম বা আর্য্যসমাজের রীতি পদ্ধতি অনুসারে বেদজ্ঞ, শাস্ত্রব্যবসায়ী এবং বিদ্যা-বুদ্ধি সম্পন্ন অসহায় ব্যক্তিগণই প্রতিগ্রহ বিষয়ে অধিকারী কিন্তু তাই বলিয়া ধন-লোলুপ হওত ইতস্তত পরিভ্রমণ করিলে বা প্রতিগ্রহে-আসক্তিতেই কালাতিপাত করিতে গেলে ব্রাহ্ম তেজ বিনষ্ট বা প্রশমিত হইয়া যায় এ কারণ পুনঃ পুনঃ প্রতিগ্রহে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া আপনাপন তেজস্বিতা রক্ষা করণ বিষয়ে যত্নশীল হইবার জন্য মনু-স্মৃতিতে এই সার-গর্ভ উপদেশ প্রদত্ত হই-য়াছে যে

"প্রতিগ্রহসমর্থোঽপি প্রসঙ্গং তত্র বর্জ্জয়েৎ।
প্রতিগ্রহেণ হ্যস্যাশু ব্রাহ্মং তেজঃ প্রশাম্যতি॥"

প্রতিগ্রহ বিষয়ে প্রকৃত অধিকারীর পক্ষেও স্বর্ণ প্রভৃতি মূল্যবান্ দ্রব্য এবং অশ্ব গজ প্রভৃতি বিলাস সামগ্রী গ্রহণ করা ধর্ম্ম-শাস্ত্রে নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কারণ কাঞ্চনাদি বহুমূল্য দ্রব্যের লোভে পাছে গৃহীতা লোলুপ হইয়া সাধন সমাধান বা অধ্যয়ন অধ্যাপনা বিষয়ে ঔদাস্য প্রদর্শন করেন বা হয় হস্তী প্রাপ্ত হইয়া বিলাসী হওত আত্মোন্নতি সাধনে পরাঙ্মুখ হইয়া পড়েন, ইহার জন্য দাতা গৃহীতা উভয়েরই প্রতি এই অনুশাসন-বাক্য উক্ত হইয়াছে

"যথা প্লবেনৌপলেন নিমজ্জত্যুদকে তরন্।
তথা নিমজ্জতোঽধস্তাদজ্ঞৌ দাতৃপ্রতীচ্ছকৌ॥"

মনুসংহিতা।

পাষাণময় ভেলার দ্বারা সন্তরণ করিতে গেলে, সন্তরণকর্ত্তা যেমন জলে নিমগ্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ অজ্ঞ দাতা ও প্রতিগৃহীতা নরকে নিমগ্ন হয়। প্রতিগ্রহ-দোষেই যে এ দেশের ধর্ম্ম ও সামাজিক শাসনে পূর্ব্বতন শ্রেষ্ঠ বং-শোদ্ভব অথচ ধনলোলুপ ব্রাহ্মণগণ মধ্যে যে অনেকেই বংশপরম্পরায় পতিত হওত অদ্যাপিও বর্ণ ব্রাহ্মণ রূপে পরিগণিত হই-তেছেন, তদ্দৃষ্টেই যথার্থ ধর্ম্ম-নিষ্ঠ আর্য্য সাধক ও পণ্ডিত সমাজের নিস্পৃহতা সুস্পষ্ট রূপে সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। ধন-লোলুপ হইয়া ভিক্ষা বা যাচ্ঞা করাই দূষ্য। তদ্দ্বারাই সাধকের স্বাধীন ভাব বিলুপ্ত হইয়া যায়, বিদ্যা বুদ্ধি ও তেজস্বিতার খর্ব্ব হইয়া পড়ে। অযাচিত দান গ্রহণ দোষের মধ্যে গণ্য নহে, কারণ তদ্দ্বারা গৃহীতার তাদৃশ কোন রূপ অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা নাই। অথচ অভাবনীয় কৌশলে তাঁহার সাধন সমাধান বা অধ্যয়ন অধ্যাপনাদির অভাব সকল বিমোচিত হইয়া থাকে। অতএব ভারতের এই সমাজ-বিপ্লবের সময়—যখন অর্থ ও উৎসাহ অভাবে আর্য্য-জাতির প্রকৃত গৌরবস্থল বেদ বেদান্ত, শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যা চর্চ্চা বিলুপ্ত হইতেছে, প্রকৃত ধর্ম্ম-নিষ্ঠ জনগণ গ্রাসাচ্ছাদন বা আশ্র-য়াদির অভাবে আকুল হৃদয়ে মহাকষ্টে ইতস্তত পরিভ্রমণ করিতেছেন, যথার্থ বিদ্ব-জ্জনগণ উৎসাহ প্রাপ্তির অভাবে ভগ্ন-উদ্যম হইয়া পড়িতেছেন, যখন বিবিধ শাস্ত্রবিৎ অসামান্য-জ্ঞান-গম্ভীর পণ্ডিতবর্গের অভ্যুদয় আর দৃষ্ট হইতেছে না, যখন সারগর্ভ অভি-নব তত্ত্বপূর্ণ নূতন গ্রন্থাদি আর প্রচার হই-তেছে না, তখন বিষয়-বিত্ত-সম্পন্ন প্রকৃত স্বদেশানুরাগী আর্য্য সন্তানগণের আর নি-শ্চিন্ত বা নিশ্চেষ্ট থাকা কোনরূপেই কর্ত্তব্য নহে। অবস্থানুসারে স্থায়ী অথচ বৈধ দান-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া ভারতের প্রকৃত গৌরব রক্ষা করণ বিষয়ে দৃঢ়ব্রত হওয়াই একান্ত আবশ্যক।

সাধুর সাধুত্বের, বিদ্বান ও ধার্ম্মিকের জ্ঞান ও ধর্ম্ম-কার্য্যের উৎসাহ এবং পুরস্কার যদি গৃহস্থাশ্রমী ধনসম্পদশালী সারগ্রাহী

জনগণ প্রদান না করিবেন, যদি অনন্য-আশ্রয় দীন অন্ধ ভিখারী অথবা রোগ শোকার্ত্তকে সংসার-আশ্রমী দাতৃবর্গ অন্ন বস্ত্র, ঔষধ পথ্য এবং সান্ত্বনা দানে নিযুক্ত না থাকিবেন, তাহা হইলে কে আর জগতের সুখ শান্তি জ্ঞান ধর্ম্ম-বর্দ্ধনে যত্নবান্ হইবে।

ঈশ্বরকে আদর্শ করিয়াই যথাসাধ্য দান-ধর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবে। কোন ব্যক্তিকে সাহায্য করিয়া স্ফীত হইবে না, বা দম্ভ মাৎসর্য্য প্রকাশ করিয়া কাহারও হৃদয়ে বেদনা প্রদান করিবে না। লোকের প্রকৃত অভাব দেখিয়াই তাহার যাচ্ঞার পূর্ব্বেই স্নেহ প্রেমে এবং কর্ত্তব্য জ্ঞানে নিয়মিত হইয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হওতই দান করিবে। যাহাতে প্রকৃত-অভাব-বিশিষ্ট লোকের যাচকতার দ্বারা হৃদয়ের স্বাধীন ভাবের স্বাধীন চিন্তার খর্ব্ব না হয়, এরূপ ভাবে সাহায্য দানে প্রবৃত্ত হইবে। আমি দাতা, আমি ধনী, আমি দীন-অন্ধ প্রতিপালক, আমি জ্ঞান ধর্ম্মের উৎসাহবর্দ্ধক বলিয়া কদাচ স্ফীত হইয়া আপনার লঘু চিত্ততার পরিচয় প্রদান করিবে না, বরং কর্ত্তব্য সাধনে যে করুণাময় পরমেশ্বর আমাকে কথঞ্চিৎ ক্ষমতাবান্ করিয়াছেন, ইহার জন্য তাঁহারই সন্নিধানে প্রীতি-কৃতজ্ঞতা-ভরে অবনত হইয়াই থাকিবে। তিনি যেমন নিঃশব্দে বিনা প্রার্থনায় জীবের অযুত অগণ্য কামনা পূর্ণ করিতেছেন, তেমনি বিনা আড়ম্বরে সেই ঐশ্বরিক ভাবের অনুকরণ করত দান ধর্ম্ম দ্বারা জীবনের স্বার্থক্য সম্পাদন করিবে। এই জন্যই ধর্ম্ম-গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে

"দানান্ন দুষ্করং তাত পৃথিব্যামস্তি কিঞ্চন।"

মহাভারত।

হে তাত! ভূমণ্ডলে দান অপেক্ষা দুষ্কর কর্ম্ম আর কিছুই নাই! কেন না বিবেচনা করিয়া দান করিতে না পারিলে দাতা গৃহীতা উভয়েরই অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা।

প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। প্রতি বৎসরেই বঙ্গদেশে বালিকা-বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থী বালিকাগণেরও সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। সম্প্রতি আবার বঙ্গীয় অবলাগণ সুখ্যাতির সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন। গত তিন বৎসরের মধ্যে পাঁচ জন বঙ্গীয়া কুমারী প্রবেশিকা এবং দুই জন এল, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। আর কয়েক বৎসরে বঙ্গীয়া নারীগণের মধ্যে অনেকে বি, এ, এম, এ, পরীক্ষা দানে কৃতকার্য্য হইবেন তাহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। অনেকে প্রচলিত প্রণালী অনুসারে স্ত্রীশিক্ষার এই রূপ উন্নতি দেশের অতিশয় হিতকর শুভকর জ্ঞান করিতেছেন এবং ইহার বলে বঙ্গদেশ অচিরাৎ সভ্যতার উচ্চ মঞ্চে আরোহণ করিতে পারিবে এরূপ আশা করিতেছেন। কিন্তু আমরা বঙ্গীয় স্ত্রীলোকদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী হওয়া বঙ্গদেশের বিশেষ মঙ্গলের ও উন্নতির চিহ্ন বিবেচনা করি না। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত উচ্চ শিক্ষার কি শুভকর ফল তাহা আমরা বঙ্গীয় যুবকগণের দৃষ্টান্তেই দেখিতে পাইতেছি। ইহাঁরা প্রাচ্য সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, গণিত, দর্শন শাস্ত্র, ন্যায়, বার্ত্তাশাস্ত্র প্রভৃতিতে জ্ঞান লাভ করেন কিন্তু সেই জ্ঞান তাঁহাদিগের জীবনকে পবিত্র ও উন্নত করা দূরে থাকুক বরং তাঁহাদিগের অধিকাংশের জীবনকে অপবিত্র ও অবনত ক-

রিতে দৃষ্ট হয়। শিক্ষিত বঙ্গবাসিগণের মধ্যে অনেকেই ধর্ম্মে বিশ্বাসশূন্য, নাস্তিক, সংশয়বাদী, স্বদেশের উন্নতির সম্বন্ধে অন্ধ, এবং মদ্যপান প্রভৃতি কতকগুলি ঘৃণিত দোষে কলুষিত। আমাদিগের সম্পূর্ণ আশঙ্কা হইতেছে যে, বঙ্গীয় স্ত্রীলোকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালী-অনুসারে শিক্ষিতা হইলে বঙ্গীয় শিক্ষিত পুরুষদিগের ন্যায় তাঁহারা ধর্ম্মে বিশ্বাসশূন্য ও সুনীতি-বিচ্যুত হইবেন। স্ত্রীজাতির মাতারূপে পুত্র কন্যার উপর প্রভূত ক্ষমতা দৃষ্ট হয়। বাল্যকালে মাতার নিকট হইতে আমরা যে সকল ভাব প্রাপ্ত হই এবং যে সকল বিশ্বাস শিক্ষা করি, তাহার এতদূর বল যে জীবনের শেষাবস্থা পর্য্যন্ত তাহা আমাদিগের হৃদয়ে আধিপত্য করে। অতএব বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-শিক্ষা-প্রাপ্ত ধর্ম্মে বিশ্বাসশূন্য ও সুনীতিবিচ্যুত বঙ্গীয় নারীর পুত্র কন্যাগণ—অর্থাৎ ভাবী বঙ্গবাসিগণ যে অত্যন্ত অবনত-চরিত্র হইবে তাহা আমরা অনায়াসে বোধগম্য করিতে পারিতেছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালী স্ত্রীলোকগণের পক্ষে কোন ক্রমেই উন্নতিকর ও শুভফলপ্রদ নহে। স্ত্রী ও পুরুষ-জাতির প্রকৃতির বিভিন্নতার নিমিত্ত উভয়ের পক্ষে এক প্রকার শিক্ষার উপযোগিতা অসম্ভব স্ত্রী-প্রকৃতি স্বভাবত হৃদয়-প্রধান, এবং পুরুষ-প্রকৃতি স্বভাবত বুদ্ধি-প্রধান। অতএব তাহাকেই প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা বলা যাইতে পারে যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য হৃদয়ের উন্নতি এবং গৌণ উদ্দেশ্য বুদ্ধির উন্নতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ, এমএ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য যেরূপ শিক্ষা প্রদত্ত হয় তাহা বুদ্ধি-প্রধান শিক্ষা, হৃদয়-প্রধান শিক্ষা নহে; অতএব ঐ প্রকার শিক্ষা স্ত্রীজাতির পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষা নহে। ঐরূপ শিক্ষা স্ত্রী-হৃদয়ের স্বাভাবিক কমনীয় কোমল গুণ সমূহের ধ্বংশ সাধন করিয়া স্ত্রী-স্বভাবকে প্রায় পুরুষ-স্বভাবে পরিণত করিয়া ফেলে। স্নেহ, প্রেম, দয়া, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতি হৃদয়ের মহৎ গুণ সকল পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী-প্রকৃতিতে অধিকতর তেজস্বী দেখা যায়। স্ত্রী-স্বভাব ঐ সকল গুণ-প্রধান। যে শিক্ষা-প্রণালী কেবল বুদ্ধি-বৃত্তি সকলের পরিচালনায় নিয়ত নিয়োজিত করিয়া ঐ সকল গুণের পরিবর্দ্ধন ও উন্নতির বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত করে সেই স্ত্রী-প্রকৃতি-বিধ্বংশকারী শিক্ষা-প্রণালীকে কি প্রকারে প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালী বলা যাইতে পারে। স্ত্রী-প্রকৃতিতে উক্ত প্রকার গুণ সকলের বিশেষ রূপ বিদ্যমান থাকাই স্ত্রী-প্রকৃতির মুগ্ধকর সৌন্দর্য্যের কারণ। ঐ সৌন্দর্য্য-প্রভাবে স্ত্রীজাতি এ পর্য্যন্ত কত পুরুষের কঠিন হৃদয়কে কোমল করিতে, কত পুরুষের কলুষিত জীবনকে পবিত্র করিতে, কত পুরুষকে কত নিষ্ঠুর কার্য্য হইতে বিরত করিতে এবং কত অবিশ্বাসী পুরুষকে বিশ্বাসী ও ভক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। যে শিক্ষা-প্রণালী স্ত্রী-প্রকৃতির এই মহান-ফল-দায়ী প্রকৃত সৌন্দর্য্য হরণ করিয়া তাহাকে সৌরভ-বিহীন পুষ্পের ন্যায়, প্রভাহীন চন্দ্রের ন্যায় প্রতীয়মান করায় সে শিক্ষা-প্রণালী যে স্ত্রীজাতির পক্ষে কোন রূপেই উপযুক্ত নহে তদ্বিষয়ে আর কি সন্দেহ আছে।

স্ত্রীজাতিকে প্রকৃত রূপে শিক্ষিত করিতে হইলে এপ্রকার একটি নূতন শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তন করা আবশ্যক যাহা মুখ্যরূপে স্ত্রী-হৃদয়ের এবং গৌণরূপে স্ত্রী-বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিতে সক্ষম হইবে

প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য স্ত্রী-হৃদয়ের কোমল ও মহৎ বৃত্তি সকলের পরি-

চালনা, উৎকর্ষ ও পরিপুষ্টি সাধন। স্নেহ, প্রেম, দয়া, শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতি গুণ স্ত্রী-চরিত্রে পুরুষ-চরিত্র অপেক্ষা গভীরতর রূপে নিহিত আছে। যে স্ত্রীতে ঐ সকল গুণ যতদূর উন্নত ও পরিপুষ্ট সে স্ত্রী ততদূর সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট। বুদ্ধি-হীনা কিন্তু দয়া, প্রেম, ভক্তি, প্রভৃতি হৃদয়-গুণ-সম্পন্না রমণী, বুদ্ধিমতী অথচ প্রেম-শূন্য বা দয়াবিবর্জিত রমণী অপেক্ষা সুন্দরী, এবং গৃহ ও সমাজের সুখ ও উন্নতি সংসাধনে অধিকতর সহকারিণী। হৃদয়-শূন্যা স্ত্রী অতি ভীষণ দৃশ্য, এবং ঈশ্বরের অতি কুৎসিত সৃষ্টি। এই জন্য স্ত্রী-হৃদয়ের উন্নতি-সংসাধন ও সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি করাই প্রকৃত স্ত্রী-শিক্ষা-প্রণালীর মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে। ঐ শিক্ষা-প্রণালী অনুসারে প্রধানতঃ ধর্ম্ম শিক্ষা, নীতি-শিক্ষা, হৃদয়ের মহৎ ভাবোত্তেজক কবিতা অধ্যয়ন ও পবিত্র-ভাবোদ্দীপক সঙ্গীত শিক্ষা এবং অন্যান্য এরূপ সকল উপায় অবলম্বন করা হইবে যদ্দ্বারা স্ত্রীলোকেরা স্নেহপূর্ণা, প্রেমময়ী, দয়ার্দ্রচিত্তা ও প্রকৃত ভক্তিমতী হইতে পারেন এবং যদ্দ্বারা তাহারা প্রকৃত রূপে সচ্চরিত্রা ও ধার্ম্মিকা হয়েন।

প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষার গৌণ উদ্দেশ্য বুদ্ধি-বৃত্তি সকলের উৎকর্ষ সাধন। স্ত্রীলোকের বুদ্ধি-বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন জন্য সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, গণিত, দর্শনশাস্ত্র, ন্যায়, বার্ত্তাশাস্ত্র প্রভৃতি বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক, কিন্তু পুরুষদিগের অপেক্ষা তাঁহাদিগকে এই সকল বিদ্যা শিক্ষা করিবার সম্বন্ধে অধিকতর স্বাধীনতা দেওয়া কর্ত্তব্য, কারণ সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের বুদ্ধি পুরুষের বুদ্ধির ন্যায় এরূপ তেজস্বী নহে যে তাহা সকল প্রকার বিদ্যাশিক্ষায় সমান রূপে পটু। অধিকাংশ পুরুষের বুদ্ধি এরূপ প্রখর যে তাঁহারা চেষ্টা করিলে সকল প্রকার বিদ্যায় সমান পটুতা লাভ করিতে পারেন কিন্তু অধিকাংশ স্ত্রীলোকের বুদ্ধি সেরূপ নহে। তজ্জন্য আমরা বলি স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কে কয়টি বিদ্যা শিক্ষা করিবেন তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে। অনেক স্ত্রীলোকের হয়ত বিজ্ঞান, কিম্বা গণিত, কিম্বা ন্যায়, কিম্বা ইতিহাস শিক্ষা করিতে বিশেষ ইচ্ছা ও ক্ষমতা নাই, অতএব যে যে বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে তাঁহাকে কেবল সেই সেই বিদ্যা শিক্ষা করিতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া কর্ত্তব্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-উপাধি-প্রার্থীদিগকে এরূপ স্বাধীনতা দেওয়া হয় না। কিন্তু সকল স্ত্রীলোককেই শারীর তত্ত্ব শিক্ষা করিতে হইবেক। শারীর তত্ত্ব শিক্ষা করা প্রত্যেক স্ত্রীলোকের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। বাল্যকালাবধি পুত্র কন্যাগণ মাতারই যত্নে লালিত পালিত হইয়া থাকে। শারীর তত্ত্ব শিক্ষা করিলে স্ত্রীলোকেরা স্ব স্ব সন্তানগণকে তাহাদিগের ভূমিষ্ঠ হইবার কাল হইতেই তাহাদিগকে পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় রাখিয়া তাহাদিগকে নীরোগ এবং দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ করিতে সক্ষম হইবেন এবং বাল্যকালেই তাহাদিগের মনে স্বাস্থ্যের নিয়মাবলী এরূপ দৃঢ় রূপে নিবদ্ধ করিয়া দিতে পারিবেন যে তাহারা সমস্ত জীবন তদনুসারে কার্য্য করিতে বিস্মৃত হইবেক না। গৃহকর্ত্রী হইয়া স্ত্রীলোকদিগকে গৃহের সকল কার্য্যেরই তত্ত্বাবধান করিতে হয় শারীর তত্ত্ব শিক্ষা করিলে তাঁহারা গৃহের সমস্ত কার্য্য যাহাতে স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মানুসারে সম্পন্ন হয় তাহা করিতে কৃতকার্য্য হইবেন। বস্তুতঃ আমাদিগের স্ত্রীলোকেরা শারীর তত্ত্ব অবগত হইলে বঙ্গদেশে রোগের প্রাদুর্ভাব ও অকাল

মৃত্যুর সংখ্যা অনেক হ্রাস পাইবে, এবং বঙ্গবাসিগণ বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা সুস্থ ও বলবান এবং দীর্ঘজীবি হইবেন। এই সকল কারণ জন্য আমরা বলি যে স্ত্রী-শিক্ষা-প্রণালী-প্রবর্ত্তকেরা স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার বিষয়ের মধ্যে এই সুমহৎ-ফল-দায়ক শারীর তত্ত্বকে এক প্রধান স্থান দিতে কদাপি ত্রুটি করিবেন না। গৃহ-কার্য্যে দক্ষতা ও নিপুণতা লাভ স্ত্রীলোকের বুদ্ধির উৎকর্ষসাধনের একটি হীন অঙ্গ নহে। প্রত্যেক স্ত্রীলোকেই গৃহিণী। গৃহকার্য্য-সম্পাদনে স্ত্রীলোকেরই স্বাভাবিক শক্তি আছে, পুরুষের সেরূপ নাই; পৃথিবীর সকল স্থানেই ইহা দেখা যায়। স্ত্রীলোক গৃহকার্য্যে সুনিপুণা না হইলে পৃথিবীতে গৃহ থাকিত না, কেহ গৃহস্থও হইত না। যে গৃহে সুনিপুণা গৃহিণী নাই তাহা গৃহ-শব্দের বাচ্য নহে এবং তথায় গার্হস্থ্য সচ্ছন্দতা ও সুখ বিরাজ করে না। প্রত্যেক স্ত্রীলোকের পাকক্রিয়া, সীবন-কার্য্য প্রভৃতি নানা গৃহকার্য্য বিশেষ রূপে শিক্ষা করিয়া তদ্বিষয়ে সুদক্ষা হওয়া অত্যন্ত কর্ত্তব্য। স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালী-প্রবর্ত্তকেরা স্ত্রীলোকদিগকে গৃহকার্য্যে সুনিপুণা করিতে কিছু মাত্র অবহেলা করিবেন না।

যে সকল স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ আমাদিগের স্ত্রীলোকের অবস্থা উন্নত করিতে সমুৎসুক ও সচেষ্ট হইয়াছেন, আমাদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস তাঁহারা যদি উপরোক্ত প্রকার স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন তাহা হইলে তাহারা তাঁহাদিগের আশানুরূপ ফল লাভ করেন। উল্লিখিত প্রকার শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে বঙ্গীয় ললনাগণ প্রকৃত রূপ বুদ্ধিমতী, বিদ্যাবতী সচ্চরিত্রা ও ধার্ম্মিকা হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। যে দেশের স্ত্রীলোকেরা উন্নত ও মহচ্চরিত্রযুক্ত সে দেশের অবস্থা উন্নত না হইয়া থাকিতে পারে না। কোন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলিয়াছেন "তোমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগকে উন্নত কর, তাহা হইলেই তোমাদিগের দেশ উন্নত ও সভ্য হইবে।" ইহা অতি যথার্থ কথা একটি অকাট্য গভীর সত্য। মাতারূপে, সহধর্ম্মিণী রূপে এবং বন্ধুরূপে পুরুষদিগের উপর স্ত্রীলোকের প্রভূত প্রভাব ও ক্ষমতা থাকা প্রযুক্ত এবং প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সন্তান পিতা অপেক্ষা অধিক রূপে মাতার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক গুণ সকলের অধিকারী হওয়া হেতু স্ত্রীলোকের উন্নতির উপর জাতীয় উন্নতি বিশেষ রূপে নির্ভর করে। আমরা হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করি যে বঙ্গীয় রমণিগণ উল্লিখিত প্রণালী অনুসারে শিক্ষিতা হইলে বঙ্গদেশ প্রকৃত উন্নতি ও প্রকৃত সভ্যতার পথে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে পারিবেক।

যুধিষ্ঠিরের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

৫৩১ সংখ্যক পত্রিকার ২০০ পৃষ্ঠার পর।

অবশেষে যুধিষ্ঠির কত দিন জীবিত ছিলেন এবং কোন সময়ে ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন অলংকৃত করিয়াছিলেন এই দুইটি বিষয় নিরূপণ করিয়া প্রস্তাব শেষ করিতেছি। যুধিষ্ঠির অতি অল্প বয়স হইতে রাজ্যের শাসন-ভার গ্রহণ করেন এবং বহুদিন পরে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। রাজাবলী গ্রন্থের অনুসারে যুধিষ্ঠির ৭৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তৎপরে রাজ্যভোগ, বনবাস ও অজ্ঞাতবাসে ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হয়। পরে সন্ধির চেষ্টা এবং যুদ্ধোদ্যোগে এবং যুদ্ধাবসানে রাজ্যের শান্তি-বিধানে এক বৎসর

গত হয়। অতঃপর যুধিষ্ঠির রাজসিংহাসনে পুনরারোহণনান্তর ৩৬ বৎসর রাজ্য শাসন করেন। অতএব সর্ব্বশুদ্ধ ১২৬ বৎসর যুধিষ্ঠির জীবিত ছিলেন দেখা যাইতেছে। ১২৬ বৎসর বয়ঃক্রম অসম্ভব ও অস্বাভাবিক নহে। (১) মনুষ্যের পরমায়ু পূর্ব্বকাল অপেক্ষা অধুনা অনেক হ্রাস হইয়াছে। পূর্ব্বকালীন মনুষ্যেরা এখনকার মনুষ্যদিগের অপেক্ষা দীর্ঘজীবী ছিলেন।

এক্ষণে ইতিহাস যুধিষ্ঠিরের সময় সম্বন্ধে কি বলে দেখা যাউক। পূর্ব্বতন আর্য্যগণ রাজবিপ্লব প্রভৃতি কোন প্রসিদ্ধ ঘটনা এবং সামাজিক রীতি নীতির ও আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন অবলম্বন করিয়া যুগ বিভাগ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান কলিযুগ এইরূপ কোন ঘটনা বা পরিবর্ত্তন অবলম্বন করিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কলিযুগের এক্ষণে ৪৯৮১ অব্দ চলিতেছে। কাশ্মীর দেশের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে যে "কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর গত হইলে পাণ্ডবগণ জন্মগ্রহণ করেন। যুধিষ্ঠির নৃপতির শাসনকালে সপ্তর্ষিগণ মঘা নক্ষত্রে অবস্থিতি করিতেন এবং যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল হইতে ২৫২৬ বৎসর অতীত হইলে শকাব্দ আরম্ভ হয়। এক্ষণে ১৮০১ শকাব্দ। অতএব ৬৫৪ × ২৫২৬ × ১৮০১ = ৪৯৮১ কলিযুগাব্দ। আবার রাজাবলী নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে লিখিত আছে যে কলিযুগের ৩০৪৪ বৎসর গত হইলে যুধিষ্ঠিরের প্রচলিত অব্দ বিলুপ্ত হয় এবং বিক্রমাদিত্যের সম্বৎ আরম্ভ হয়। সম্বৎ ১৯৩৫। সুতরাং ৩০৪৪ × ১৯৩৭ = ৪৯৮১ কল্যব্দ। বৃহৎসংহিতা নামক জ্যোতিষ গ্রন্থে লিখিত আছে যে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালে সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে ছিল এবং এই স্থিতি শক কালের ২৫২৬ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। অতএব এক্ষনকার ১৮০১ শকের সহিত ২৫২৬ বৎসর যোগ করিলে ৪৩২৭ বৎসর হয়। কলির ৪৯৮০ অব্দ গত হইয়াছে। ৪৯৮০ বৎসর হইতে ৪৩২৭বৎসর বিয়োগ করিলে ৬৫৩বৎসর অবশিষ্ট থাকে। রাজতরঙ্গিণীতেও ইহা নির্দিষ্ট আছে। কলির অব্দ যখন অদ্যাপি প্রচলিত আছে, তখন ইহা মিথ্যা হইতে পারে না। প্রচলনই ইহার সত্যতার পরিচায়ক লক্ষণ। অতএব যুধিষ্ঠির কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর অতীত হইলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির কলিযুগের প্রথম কালের রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এই মহাভারতের কালনির্ণয় করিতে গিয়া ইউরোপিয় মহাপুরুষেরা যে কত কাণ্ডই করিয়াছেন তাহা সমালোচনা করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। কেহ কেহ গণনা দ্বারা বলেন যে মহাভারতে উল্লিখিত গ্রহ-স্থিতি খৃষ্টের পূর্ব্বে ১৪২৪ অব্দে ঘটিয়াছিল, তৎ-

---

(১) শ্রুতি আছে "শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ" অর্থাৎ মনুষ্য সাধারণতঃ একশত বৎসর বাঁচে। কিন্তু ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে অনেক ব্যক্তি একশত বৎসর অপেক্ষা অনেক অধিক কাল জীবিত ছিলেন। পিক্রার্ক কারতেন নামক হাঙ্গেরী দেশীয় একজন কৃষক ১৮৫ বৎসর জীবিত ছিল (১৫৩৭ খৃঃঅব্দ হইতে ১৭২২ খৃঃঅঃ) জুইজা জুসো নাম্নী দক্ষিণ আমেরিকা নিবাসিনী এক কাফ্রী স্ত্রী ১৭৫ বৎসর জীবিত ছিল। হেনরি জেন্‌কিন্‌স নামক একজন দরিদ্র ব্যবসায়ী ইংরাজ ১৭৯ বৎসর এবং টমাস পার নামক একজন ভদ্র ইংরাজ ১৫২ বৎসর জীবিত ছিলেন। কাউণ্টেস ডেসমণ্ড নাম্নী ইংলণ্ডীয় একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া স্ত্রী ১৫০ বৎসর জীবিত ছিলেন। গ্রীসদেশীয় সুবিখ্যাত চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত গেলেন ১৪০ বৎসর জীবিত ছিলেন। আরব দেশে দুই শত বর্ষবয়স্ক মনুষ্য পর্য্যটকদিগের নেত্রপথে পতিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে পূর্ব্বকালের ত কথাই নাই, অধুনা ও অনেকানেককে একশত বৎসরের অধিক জীবিত থাকিতে দেখা যায়। (তত্ত্ববোধিনী নবমকল্প তৃতীয়ভাগ ৪০৭ সংখ্যা ৫০ পৃষ্ঠা "মনুষ্যের পরমায়ু" শীর্ষক প্রস্তাব দেখ)।

ভিন্ন অন্য কোন সময়ে গ্রহগণের উক্ত স্থিতি ঘটিতে পারে না। সুতরাং যুধিষ্ঠির ১৮৭৯ +১৪২৪=৩৩০৩ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। আমাদিগের মতে ৪৩২৭ বৎসর পূর্ব্বে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে কোথা হইতে এই সমস্ত জানিতে পারেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। সে দিন অধ্যাপক মনিয়র উইলিয়ম্‌স্‌ এথিনিয়ম সম্বাদপত্রে লিখিয়াছেন যে রাজা রামমোহন রায় সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাল জানিতেন না, অন্যের সাহায্যে উপনিষৎ প্রভৃতি অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই কথাও যেমন সত্য, আর যুধিষ্ঠিরের কালনির্ণয়ও তেমনি সত্য। ইউরোপিয়দিগের কথা দূরে থাকুক কোন কোন বাঙ্গালীও যুধিষ্ঠিরকে ২৫২৬ বৎসরের লোক অর্থাৎ খৃঃ পূঃ নবম শতাব্দীতে ফেলিতে চাহেন। যাহা হউক এ সমস্ত নিরর্থক বিষয় আলোচনা দ্বারা সময় নষ্ট করিতে আমরা চাহি না। পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের সময় নির্ণীত হইয়াছে এবং উহাই আমাদের মতে প্রামাণিক।

এক্ষণে মহাভারত যে রামায়ন অপেক্ষা নব্য গ্রন্থ তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই হইতে পারে না, কিন্তু হুইলার সাহেব এবং তদনুসারে লেথব্রিজ সাহেব ভ্রান্ত মত প্রচার করিতেছেন বলিয়া আমরা দুই একটি কথা বলিয়া যুধিষ্ঠির-জীবনীর উপসংহার করিব। রামায়ণ এবং মহাভারতের লিখন-রীতি দ্বারাই রামায়ণের প্রাচীনতা প্রতীতি হয়। ব্যাস বাল্মীকিকে কবিতা কমল-রবি কবিগুরু বলিয়াছেন, সুতরাং বাল্মীকি পরবর্ত্তী হইতে পারেন না। মহাভারতে অনেক স্থলে রামায়ণ এবং রামায়ণের ব্যক্তিগণের উল্লেখ আছে, কিন্তু রামায়ণে মহাভারত বা তাহার কোন ব্যক্তির নাম গন্ধ পর্য্যন্ত নাই। মহাভারতের সময়ে আর্য্যগণ ভারতের সর্ব্বত্রই প্রায় ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু রামায়ণের সময় অনেকই অনার্য্য দেশ। মহাভারতে বর্ণিত আর্য্যদিগের অবস্থা রামায়ণের আর্য্যদিগের অবস্থা হইতে অনেক পরিমাণে উন্নত এবং সমৃদ্ধ। আর মহাভারতে কৃষ্ণচরিত সম্যক্‌প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু রামায়ণে কৃষ্ণের কোন আভাস পর্য্যন্ত নাই। এবম্বিধ বহুসংখ্যক কারণে মহাভারত রামায়ণের পরকালীন বলিয়া প্রমাণিত হয়। বালকেরা যেন আর পাশ্চাত্য ভ্রান্ত মত দ্বারা বিমোহিত না হন ইহা আমাদিগের একান্ত ইচ্ছা।

শঙ্করাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

(উপসংহার।)

আমরা পূর্ব্ব-প্রস্তাবে দুই জন ইউরোপীয় দার্শনিক পণ্ডিতের মতের সহিত শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত মতের তুলনা করিবার কথা বলিয়াছিলাম। অদ্য আমরা তাহাই করিয়া প্রস্তাব শেষ করিব। শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত মত ৪১৯সংখ্যক পত্রিকাতে প্রকটিত হইয়াছে। উহা বহুদিন পূর্ব্বে লিখিত বলিয়া পাঠকের স্মৃতিপথ হইতে চলিয়া গিয়া থাকিবে। সুতরাং আমরা এখানে সংক্ষেপে উহার সার বিবৃত করিব। পরে গ্রীসিয় দার্শনিক প্লেটোর এবং জার্ম্মান দার্শনিক স্পিনোজার মতের সহিত শাঙ্কর মতের তুলনা করা যাইবে।

অদ্বৈত মতকে শাঙ্কর মত বা বেদান্ত মতও বলে। "একমেব অদ্বিতীয়ম্‌ ব্রহ্ম নান্যদস্তি কিঞ্চন" অথবা "ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ" এই বাক্যগুলি ইহার ভিত্তিভূমি। একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোন পদার্থেরই প্রকৃত সত্তা নাই। কেবল অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সৎ বস্তু, অন্য সমস্তই

অসৎ। জগৎ অসৎ, মায়াকল্পিত। যেরূপ অন্ধকার রজনীতে রজ্জুতে সর্প-ভ্রম হয় অথবা যেরূপ দূর হইতে একখণ্ড শুক্তিকাতে রজত-ভ্রম হয়, তদ্রূপ এই দৃশ্যমান জগতে জগৎ বলিয়া ভ্রম হয়। যখন এই ভ্রম বিদূরিত হইবে, যখন তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়কে আলোকিত করিবে, তখনই আমাদের 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম নান্যদস্তি কিঞ্চন' সম্যক্ রূপে উপলব্ধি হইবে এবং আমরা মুক্ত হইব।

একমাত্র ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ, নিমিত্ত কারণ এবং মূল কারণ 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপং' ইহাই ব্রহ্মের লক্ষণ; তিনি সত্য স্বরূপ এবং অনন্ত স্বরূপ; তিনিই সৎ স্বরূপ, চিৎ স্বরূপ এবং আনন্দ স্বরূপ। তিনিই সত্তার আদিজনক, তিনিই জ্ঞানের আকর এবং তিনিই আনন্দের নিদান। ঈশ্বরের এই ত্রিবিধ স্বরূপ ঋগ্বেদসংহিতার সময় হইতে প্রচলিত। উপনিষদে ইহার সম্পূর্ণ বিবরণ লক্ষিত হয়। তখন অন্য কোন জাতির ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণীত হয় নাই। খ্রীষ্টীয় সমাজে ঈশ্বরের ত্রিবিধ স্বরূপ ইহার সহিত ঠিক্ মিলিয়া যায়। তাঁহারাও পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা এই তিন স্বরূপ স্বীকার করেন। পিতা সৎস্বরূপ বা সত্তার আদিস্রষ্টা পুত্র চিৎস্বরূপ বা জ্ঞানের আকর এবং পবিত্র আত্মা আনন্দ স্বরূপ বা আনন্দের আলয়। অনেক মিসনরী মহোদয় বলেন যে তাঁহাদের ত্রিবিধ স্বরূপ হইতে আর্য্যদিগের ত্রিবিধ স্বরূপ অপহৃত। একথা কত দূর সঙ্গত তাহা বিবেচক মাত্রেই বুঝিতে পারেন। উপনিষৎ বাইবেলের অনেক পূর্ব্বের সামগ্রী। পরব্রহ্মের স্বরূপ 'অবাঙ্মনস গোচরম্'। ইহা বাক্য দ্বারা বিবৃত করা যায় না। মনেও ইহার সম্পূর্ণ ধারণা হয় না। তিনি অচিন্তনীয়, অনির্ব্বচনীয় এবং অনাকলনীয়। তিনি জগৎ সৃজন করিতে কামনা করিয়া সঙ্কল্প মাত্রে ইহার সৃষ্টি করিলেন। এই সৃষ্টির কারণ অবিদ্যা, মায়া বা অজ্ঞান! ইচ্ছাময় ব্রহ্ম ইচ্ছা পূর্ব্বক আপনাকে অবিদ্যা বা অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন করিলেন এবং জগৎ উৎপাদন করিলেন। ইচ্ছা করিলে তিনি ইহা না করিতেও পারিতেন। কেন তাঁহার ইচ্ছা হইল এ প্রশ্নের উত্তর কেহ জানে না।

এই অবিদ্যাবশতই আমরা জীবাত্মা এবং পরমাত্মার প্রভেদ বুঝিতে পারি না এবং এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, ভৌতিক শরীর এবং মনকে প্রকৃত বস্তু সৎ পদার্থ বলিয়া মনে করি। বেদান্তদর্শন এই অজ্ঞান বা অবিদ্যা নিরাস করিয়া জীবাত্মা এবং পরমাত্মার যে কোন ভেদ নাই তাহা বুঝাইয়া দেয়। এই অবিদ্যার ঘোর কাটিয়া গেলে আমাদের আর এই সকল ভ্রম থাকিবে না। তখন আমরা 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম' যে কি পদার্থ তাহা বুঝিতে পারিব।

শঙ্করাচার্য্যের মতে মনুষ্য নিত্য কর্ম্মের আচরণে প্রবৃত্ত হইবে এবং কর্ম্মসমুদায় পরব্রহ্মে সমর্পণ করিবে। তিনি শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতেন যে নিত্য কর্ম্ম সম্পাদন করিলে পরমেশ্বর সন্তুষ্ট এবং প্রীত হয়েন এবং অদ্বৈত জ্ঞানালোক প্রদান করেন।

যদিও শঙ্করাচার্য্য জগতের বস্তু-সত্তা স্বীকার করিতেন না কিন্তু তিনি ইহাকে কাল্পনিক বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে বলিতেন না। তাঁহার মতে জগৎ প্রভৃতির পারমার্থিক সত্তা নাই, কিন্তু ব্যবহারিক সত্তা আছে। ঈশ্বরের সত্তা পারমার্থিক। ইহা কেহই স্বীকার করেন না যে ঈশ্বরের সত্তা এবং জগৎ প্রভৃতির সত্তা এক প্রকার। জগদাদি সমস্ত অনিত্য, কিন্তু ঈশ্বর নিত্য।

অতএব আমরা বলিতে পারি না যে জগৎ কিছুই নহে। ইহার ব্যবহারিক অস্তিত্ব আছে। প্রতি মুহূর্ত্তেই যাহা দেখিতেছি, যাহা স্পর্শ করিতেছি, তাহা কখন একবারে মিথ্যা হইতে পারে না। কিন্তু জগৎ এবং ঈশ্বর একরূপ-সত্তা-বিশিষ্ট বলিলে বিষম ভ্রম হইবে।

অনেক অর্ব্বাচীন ব্যক্তি বেদান্তমতের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া ইহাকে উপেক্ষা করেন। তাঁহারা বলেন যে বেদান্তদর্শন আমাদের নীতি সম্বন্ধীয় এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকলের সম্পাদন-পথের কণ্টক স্বরূপ। যদি পৃথিবী কিছুই না হয়, এবং আমরাও কিছুই না হই, তবে আর কোন কর্ম্মে উৎসাহ হইতে পারে না, কোন বিষয়ের উন্নতি সাধনে যত্ন হইতে পারে না। অথবা আমাদের আত্মা ও পরমাত্মা যদি এক হয়, যদি আমরা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন না হই, তবে আর আমাদের উন্নতির চেষ্টা অনাবশ্যক। কিন্তু এ গুলি বিষম ভুল। জীবাত্মা অজ্ঞান-তিমির ভেদ করিতে পারিলে তবে পরমাত্মার সমান হইবে। এই অজ্ঞান-তিমির নাশ করিবার জন্য আমাদের সযত্ন এবং সচেষ্ট হওয়া উচিত। জ্ঞান বৃদ্ধি-সহকারে আমরা উন্নত হইব ইহা কম প্রোৎসাহন নহে। যতই জ্ঞানবৃদ্ধি হইবে ততই আমাদের উৎকর্ষ, ততই আমাদের উন্নতি। এই উন্নতির ফল ঈশ্বরের সহিত সাযুজ্য বা সহযোগ। জ্ঞানের সহিত ধর্ম্ম এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মের নিত্য সম্বন্ধ। জ্ঞানবৃদ্ধি হইলেই আমাদের ধর্ম্ম এবং নীতির উন্নতি হইবে। এই উন্নতি ক্রমে আমাদিগকে পরব্রহ্মে লইয়া যাইবে। এই আশাজনক এবং উৎসাহজনক বাক্য শুনিলে কাহার না মনে আনন্দ হয় এবং কোন্ ব্যক্তি না উন্নতির পথে ধাবমান হয়েন। জ্ঞানেই উন্নতি। যেখানে জ্ঞান, সেখানেই নীতি এবং ধর্ম্ম। সুতরাং বেদান্ত দর্শন নীতি এবং ধর্ম্মের বিঘ্ন স্বরূপ নহে, বরং উত্তেজক স্বরূপ। কিন্তু না বুঝিতে পারিলে অমৃতও গরল হয়। বেদান্ত মতের অযথা ব্যবহার করিলে যে বিষময় ফল লাভ হয় তাহার দোষ বেদান্তদর্শনের নহে, নির্ব্বোধ ব্যবহারীর।

যথা-ব্যবহৃত হইলে বেদান্তের অনেক মত অসীম অমৃতময় ফল প্রসব করিবে। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে বেদান্ত মত কিছু দুর্ব্বোধ। লোকে ইহাকে যত সহজ মনে করে, ইহা তদপেক্ষা অনেক কঠিন। সুতরাং ইহা সম্যক রূপে শিক্ষা করিতে হইলে আমাদিগের অতি সতর্ক ভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত। একটু তাড়াতাড়ি করিলেই সকল চেষ্টা বিফল হইয়া যাইবে।

এক্ষণে এই মতের সহিত প্লেটোর মায়াবাদ বা Idealism কতদূর মিলে দেখা যাউক। ভাবনা-মত (theory of Ideas) প্লেটোর দর্শনের মধ্য-বিন্দু স্বরূপ। ভাবনা (idea) আদর্শ স্বরূপ এবং বাহ্য পদার্থ সকল ছায়ামাত্র। সৎ পদার্থের ভাবনাই (Idea of the good) সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাবনা। ইহাই পরমেশ্বর। এই দৃশ্যমান জগৎ ভৌতিক এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; ইহা অনিত্য, কারণ ইহা সৃষ্ট। ভূত-পদার্থ (matter) সর্ব্বতোভাবে নির্গুণ এবং বস্তুত অসৎ। ভৌতিক জগতেরও কোন বস্তু-সত্তা নাই। ঈশ্বর পরম কারুণিক, সত্তম এবং রাগদ্বেষাদি-বিবর্জ্জিত। তিনি সদিচ্ছাতেই এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। কেবল জ্ঞান বা কেবল আনন্দ উৎকর্ষের চরম সীমা নহে। পরমেশ্বরের সহিত যতদূর সম্ভব সাযুজ্য বা সাদৃশ্যই উন্নতির পরাকাষ্ঠা। পুরস্কার প্রাপ্তির আশায় বা দণ্ডের আশঙ্কায় ধর্ম্ম আচরণ করা উচিত

নহে। কিন্তু ধর্ম্মই আত্মার স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্য বলিয়া ধর্ম্মের আলোচনা আবশ্যক। এই অংশ গুলি শাঙ্কর মতের মধ্যে অনেক পরিমাণে দেখা যায়। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর আছে, তাহা প্রদর্শন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। ইউরোপীয় দার্শনিক স্পিনোজা ১৬৩২ খৃঃ অব্দে আমস্টার্ডাম নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬৭৭ অব্দে হেগনগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি ডেকার্ট নামা দার্শনিকের দ্বৈতবাদকে অদ্বৈতবাদে পরিণত করেন। তাঁহার মতে পদার্থ একমাত্র দ্বিতীয় নাই। এই একমাত্র পদার্থ ঈশ্বর। যাহা অন্য-নিরপেক্ষ হইয়া আপনাপনি বিদ্যমান থাকিতে পারে এবং অন্যের সাহায্য ব্যতীত যাহার ভাবনা স্বতই হইতে পারে তাহাকে পদার্থ বলে। অন্য কোন বস্তুর ভাবনা ব্যতীত যাহার ভাবনা করা যাইতে পারে তাহাই পদার্থ। স্পিনোজার মতে ইহাই পদার্থের প্রকৃত লক্ষণ। পরমেশ্বরই একমাত্র অদ্বিতীয় পদার্থ। ইহাঁর দুইটী সর্ব্বপ্রধান গুণ আমাদের জ্ঞেয়;—জ্ঞত্ব এবং ব্যাপিত্ব,জ্ঞান এবং বিস্তৃতি। স্পিনোজার মতে জ্ঞত্ব-রহিত কোন ব্যাপক বা বিস্তৃত পদার্থ নাই। ঈশ্বর হইতেই জগতের উৎপত্তি, ঈশ্বরই জগতের মূল কারণ। ঈশ্বর স্বাধীন এবং স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া কার্য্য করেন। তাঁহার ইচ্ছা মঙ্গলময়ী। জ্ঞানের বৃদ্ধি সহকারে আমরা ঈশ্বরকে ভাল বাসিতে শিক্ষা করিব। ঈশ্বর-প্রীতিই আমাদের সুখ এবং স্বাধীনতা। মুক্তি ধর্ম্মের পুরস্কার নহে; কিন্তু মুক্তিই প্রকৃত ধর্ম্ম। অতএব আমরা মুক্তির নিমিত্ত সর্ব্বদা যতমান হইব। স্পিনোজার অদ্বৈতমত এবং শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতমত কতক অংশে এক রূপ।

শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে সমস্তই বিবৃত হইয়াছে। এই মহাপুরুষ ভারতবর্ষের যে মহোপকার করিয়াছেন তজ্জন্য সমস্ত ভারতই তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ রহিয়াছে। ভারতবর্ষে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে। তাঁহার বিষয়ে আর কোন নূতন জ্ঞাতব্য প্রাপ্ত হইলে আমরা ভবিষ্যতে পাঠকবর্গের গোচর করিব।

তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক।

৪৪৫ সংখ্যক পত্রিকার ২৯ পৃষ্ঠার পর।

প্রজ্ঞা, পরমাত্মা-হইতে ভিন্নরূপে, আবির্ভূত হইবার জন্য অহংভাবের প্রয়োজন; অহংভাব, প্রজ্ঞা হইতে ভিন্নরূপে আবির্ভূত হইবার জন্য ইন্দ্রিয়, মন এবং বিষয়ের প্রয়োজন। তাই সাংখ্য দর্শন বলেন যে, ভোগসাধক ইন্দ্রিয় মন এবং ভোগ্য বিষয়ের মূল উপাদান-স্বরূপ সূক্ষ্ম আদি-ভূত, উভয়ই অহংভাবের আবির্ভাব স্বরূপ।

ইন্দ্রিয়-মন-রূপ শৃঙ্খল দ্বারা অহংভাবকে বিষয়েতে বদ্ধ করিয়া তাহার স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি সাধন করা সৃষ্টির একতম উদ্দেশ্য; ইহার যে প্রকরণ, তাহার নাম অনুলোম পদ্ধতি।

তাহার পর প্রজ্ঞার সংক্রমণ-দ্বারা পরমাত্মার ভাবের ভাবুক করিয়া উত্তরোত্তর তাহার (অহংরূপী জীবের) মুক্তিসাধন করা সৃষ্টির অন্যতম উদ্দেশ্য, ইহার যে প্রকরণ তাহাকে বলে প্রতিলোম পদ্ধতি।

অণ্ডের অভ্যন্তরে যেমন জীব, জীবের ইন্দ্রিয়গণ, এবং তাহার ভোগসামগ্রী, একীভূত হইয়া স্থিতি করে; তেমনি প্রজ্ঞার অভ্যন্তরে অহংভাব, অহংভাবের বহিঃস্ফূর্ত্তি স্বরূপ ইন্দ্রিয়-মন, এবং তাহার ভোগ-সামগ্রীর মূল উপাদান-স্বরূপ সূক্ষ্মভূত, এ তিনটি প্রথমে একীভূত অবস্থায় অবস্থিত ছিল। তখন—অহংভাবের মধ্যে ইন্দ্রিয় মনের মধ্যে ভোগসামগ্রীর মধ্যে ভেদের অভিব্যক্তি হয় নাই—সৃষ্টির সেই প্রাগবস্থা। তাহার পর, তিনই অভিব্যক্তি হইতে উত্তরোত্তর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইতে লাগিল। যাহা দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া যুগযুগান্তর পরে ইন্দ্রিয়-সহকৃত-অহংভাব ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইবে, সেই আদিভূত, আদি

অন্ন, এত সূক্ষ্ম যে, তাহাকে আকাশ বলা হইয়া থাকে।

আবির্ভাবের বহিষ্করণ এবং ভাবের আকর্ষণ, এ দুইটি ব্যাপার ইতিপূর্ব্বে যাহা প্রজ্ঞাতে দৃষ্ট হইয়াছে, তাহা সৃষ্টির সর্ব্বত্রই কোন না কোন রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। আকাশজাতীয় অভাব সূক্ষ্ম যে একটি লাসক * পদার্থ, যাহার নর্ত্তন দ্বারা আলোক বোধের উৎপত্তি হয়, তাহাতে যে ঘাত প্রতিঘাত চলিতে থাকে তাহাও সেই বহিষ্করণ এবং আকর্ষণ; গ্রহগণের কেন্দ্রাতিগ Centrifugal এবং কেন্দ্রানুগ Centripetal ভাব যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও সেই বহিষ্করণ এবং আকর্ষণ; উদ্ভিদের শাখা-প্রশাখা বিস্তার এবং তাহাদের সকলের মধ্যে প্রাণের টান যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও সেই বহিষ্করণ এবং আকর্ষণ; জীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকাশ এবং তাহাদের মধ্যে পরস্পর ব্যথার-ব্যথিত্ব-রূপ মনের টান যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও সেই বহিষ্করণ এবং আকর্ষণ; পরমাত্মা হইতে আত্মার বিচ্ছেদ, এবং তাঁহার প্রতি আত্মার আন্তরিক টান যাহা রহিয়াছে, তাহাও সেই বহিষ্করণ এবং আকর্ষণ। পরমাত্মা আপনার আবির্ভাবকে আপনা-হইতে পৃথক্ করিয়া প্রকাশ করিতেছেন এবং উত্তরোত্তর আপনার সদৃশ করিয়া গঠিয়া তুলিতেছেন,—সামান্যতঃ ইহাই সৃষ্টি-প্রকরণ। তিনি যে এইরূপ করিতেছেন, ইহা তিনি আপনার অসীম প্রেম-প্রভাবে অনায়াসেই করিতেছেন,—তাঁহার মঙ্গল-ইচ্ছাময় অধিষ্ঠানই সৃষ্টির একমাত্র প্রবর্ত্তক। পরমাত্মা সমস্ত জগৎ চালাইতেছেন অথচ তিনি একপদও চলেন না, তিনি সকল কার্য্যই করিতেছেন অথচ তিনি কোন কার্য্যই করেন না—সৃষ্টির এই যে একটি আশ্চর্য্য-ভাব, ইহার একটি ভৌতিক উদাহরণ দিতেছি;—

সূর্য্য যেমন পৃথিবীকে আকর্ষণ করে পৃথিবীও সেইরূপ সূর্য্যকে আকর্ষণ করে; কিন্তু সূর্য্যকে পৃথিবী এত অল্প চলায় যে, তাহা না চলাইবারই মধ্যে। সূর্য্য যদি অসীম হইত তাহা হইলে পৃথিবী আদবেই সূর্য্যকে চলাইতে পারিত না। তাহা হইলে সূর্য্যের অধিষ্ঠানই সূর্য্যের চলন স্বরূপ হইত। পরমাত্মার অধিষ্ঠান-মাত্রই পরমাত্মার চলন-ক্রিয়া, পরমাত্মার নিষ্ক্রিয়-ভাবই তাঁহার সক্রিয় ভাব, পরমাত্মার অটল প্রভাবই সমস্ত জগতের নিয়ামক এবং পরিচালক। পরমাত্মা অটল মঙ্গল ইচ্ছারূপে স্থিতি করিতেছেন, এই ভাবের আকর্ষণেই সমুদায় জগৎ তাঁহার অভিমুখে তালমান-লয়ে পর্য্যুত্থান করিতেছে। পরমাত্মাতে প্রেমের এমনি অসীম প্রগাঢ়তা যে, তিনি বাহিরে অদৃশ্য অথচ তাঁহার প্রেম ভিতরে ভিতরে সকল বস্তুতেই কোন না কোন রূপে জানান্ দিতেছে,—সকলেই পথ চিনিয়া চিনিয়া তাঁহার নিকট প্রত্যুদ্গমন করিতেছে। পরমাত্মার প্রতি জগতের এই যে আকর্ষণ ইহাই প্রতিলোম পদ্ধতি। অনুলোম এবং প্রতিলোম পদ্ধতির বিশেষ বিশেষ সোপান যেরূপ সৃষ্টিতে দৃষ্টিগোচর হয় তাহা পরে প্রদর্শন করা যাইতেছে।

অনুলোম পদ্ধতির সোপান-পরম্পরা যাহা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা এই;—

পরমাত্মা
|
প্রকৃতি
|
প্রজ্ঞা
|
অহংভাব *

(অন্তর্বাহ্য) সূক্ষ্মভূত
ইন্দ্রিয় |
স্থূলভূত

উপরি-উক্ত সোপান-পরম্পরার মধ্যমটি অহংভাব; অহং ভাবের ঊর্দ্ধে পরমাত্মা, প্রকৃতি, প্রজ্ঞা,

* Elastic এই ইংরাজী শব্দের গঠন দৃষ্টে বোধ হয় যে, লস-ধাতুই উহার মূল। লাস শব্দে নৃত্য বুঝায়, ঘাত-প্রতিঘাতে তরঙ্গের ন্যায় নর্ত্তন-ক্রম—এই, বোধ হয়, Elastic শব্দের অর্থ। লাসক শব্দেও ঐ অর্থ বুঝায়।

* অহংভাব শব্দটি দ্বারা দার্শনিক অহংকার শব্দের প্রকৃত অর্থটি খুলিয়া দেওয়া হইল। চলিত ভাষায় অহঙ্কার বলিবামাত্র গর্ব্ব বুঝায়, অহংকার শব্দের দার্শনিক অর্থ "আমি কর্ত্তা" এই রূপ একটা মনের ভাব; অর্থান্তরন্যাস-ভয়ে অহংভাব শব্দ নূতন প্রয়োগ করিলাম।

এবং নিম্নে অন্তরিন্দ্রিয়, বহিরিন্দ্রিয়, ভূত-সঙ্ঘ।

পরমাত্মা—

সাংখ্য প্রকৃতিকে প্রথম বলিয়া ধরিয়াছেন, আমরা পরমাত্মাকে প্রথম বলিয়া ধরিতেছি। যদি এরূপ মনে কর যে পরমাত্মা পরিপূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ —আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত, এমত স্থলে জড় জগৎ এবং অপূর্ণ জীবজন্তু সৃষ্টি করিয়া কি আর তাঁহার ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে। ইহার উত্তর এই যে, যেখানে জ্ঞান সেইখানে আপনাকে ভালবাসা, এবং সেইখানেই আপনার আবির্ভাবের ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকিবেই থাকিবে। যে জ্ঞান আপনাকে জানে, সে জ্ঞান আপনাকে ভালওবাসে, আর আপনার আবির্ভাব ইচ্ছাও করে। জ্ঞান হইতে প্রেম এবং ইচ্ছাকে হরণ করিলে জ্ঞানের প্রাণহরণ করা হয়। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানেতেই আমরা দেখিতে পাই যে, প্রেম এবং তাহার আবির্ভাবের ইচ্ছা আছে বলিয়াই তাহা জীবন্ত আছে। ভিতরের বিশুদ্ধ-জ্ঞানকে যত আমরা বাহিরের কার্য্যে আনয়ন করিতে পারি, ততই আমরা জাগ্রত জীবন্ত আত্মা নামের যোগ্য হই, মনুষ্য নামের যোগ্য হই। পরমাত্মার জ্ঞান কি আমাদের জ্ঞান অপেক্ষা নির্জীব যে, তাহাতে প্রেম থাকিবে না, আবির্ভাবের ইচ্ছা থাকিবে না? এ অতি অসঙ্গত কথা!

ক্রমশঃ।

LETTER.

TO

Baboo Debendro Nath Tagore
Pradhan Acharya
Adi Brahmo Samaj
Calcutta

Venerable Acharya,

Permit us, brethren in faith, to congratulate you and the fellow Theists of all the Samajes on your side on the advent of the new year which you will shortly commemorate by the celebration of the anniversary devotional gatherings next week. It is a matter of sincere regret with us all that owing to various difficulties, none of us can participate with you in person in the joys and edifying discipline of this solemn week, except in spirit and prayer. We may assure you however that we fully feel the responsibilities of our position as humble representatives on this side of India, of the great religious movement, which the Pradhan Acharya Ram Mohan Roy commenced on your side of the country fifty years ago, and which has been so successfully carried on under God's providence by your own great exertions and those of Baboo Raj Narain Bose. We on this side of India, have benefitted largely from the example and teaching of your great leaders, but we have always been anxious that the differences which have been unfortunately allowed to grow into a separation of churches should be made up and a reconciliation effected between all who are striving to restore the purity of our faith on the lines of the best traditions of past days. We feel, in our struggle with the opposing forces, that weak in numbers and organized strength as we are, we must draw more closely together and that we cannot afford to split up our little strength on divisions and schisms. The differences, which now separate the three Samajes on your side of India, are not of a sort which need prevent a reunion of all who agree in the first principles of our common faith. We trust that the devotions of the next week will be a prelude to a serious effort at mutual reconciliation. May our prayers and interpositions bear fruit and restore union to the separated church! Such a union of the three Samajes on your side of India will soon embrace within its circle of love, every movement throughout the country Our prayer to the nations of the earth, Christians, Mahomedans, Buddhists, Hindus and Parsis to come within the common fold of the Great one of ancient days will bear fruit, if we show on this auspicious occasion that we have learned to outgrow our own small differences. May the spirit of God bless the movement, of which you are such a gifted leader, and may all Theists in India, Europe and America be gladdened with the welcome tidings of a United Theistic Church in India. Permit us to remain.

Yours in faith and spirit.

M. G. Ranade
Atmaram Pandurang

D. M. Wagle
Bholanath Sarabhai
Bhaskur Hari Bhagwat
Gangadhar Balkrishen Gadre
Sadasiva Pandurang Kelkar
R. G. Bhandarkar
Govinda Narayan Kane
Vishnu Vinayak Safre.
G. K. Warekar
Maroba Vinoba
Pandurang Vinayak Karmarkar
Krishnaram Narayan Rane
Shankar P Pandit
N. M. Paramanand.

Bombay.

বিজ্ঞাপন।

বর্ষশেষের ব্রাহ্মসমাজ আগামী ৩০ চৈত্র সোমবার সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে হইবে,

এবং

নববর্ষের ব্রাহ্মসমাজ আগামী ১ বৈশাখ মঙ্গলবার প্রত্যূষে ৫ ঘটিকার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে হইবেক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫১।

অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয় ...	১৫৩৮ /১০
পূর্ব্বকার স্থিত	৩৩৮৸ ১৫
সমষ্টি	১৮৭৬৸৵৫
ব্যয়	১০০১৸৵৫
স্থিত	৮৭৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	২৭১/১৫
দান প্রাপ্তি	
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০০
" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩০
" গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" তারকনাথ দত্ত	১০
" শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৪
" গোকুলকৃষ্ণ সিংহ	২
" বেচারাম চট্টোপাধ্যায়	১
" প্রসন্নকুমার বিশ্বাস	১
" নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস	১
" দীননাথ অধ্যেতা	১
" গঙ্গাধর চক্রবর্ত্তী	১
" বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত	॥০
মৃত বাবু রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৬০
	২২১॥০
শুভ কর্ম্মের দান	
শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন চৌধুরী রায় বাহাদুর (ভূষভাণ্ডার)	১০
দানাধারে প্রাপ্ত	৩২ ।১৫
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	৭।/০
	২৭১ /১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৩৫৯৸১০
পুস্তকালয় ...	১৬২৸/৫
যন্ত্রালয় ...	৩৮৪॥/১০
গচ্ছিত ...	৩৫৯৸১০
সমষ্টি	১৫৩৮/১০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	২১২/৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা.. ...	২৬৬/১৫
পুস্তকালয়	৬৬॥৶
যন্ত্রালয়	২৪০ ৶/১০
গচ্ছিত	২১৬৸ ১৫
সমষ্টি	১০০১৸৵৫

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক
